182. Jc. 882. 9.

সচিত্র

রামায়ণ।

আদিকাণ্ড।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত

মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

শ্রীঅঘোরনাথ বরাট

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৭২

বরাট প্রেস, কলিকাতা।

১২৮৯

আদিকাণ্ডের সূচীপত্র।

বিষয়।	সর্গ।	পৃষ্ঠা।
নারদ উপদেশে বাল্মীকির রামায়ণ প্রণয়নে ইচ্ছা ...	১ ...	১
বাল্মীকিকে ব্রহ্মার উপদেশ দান ...	২	১৩
বাল্মীকির রামায়ণ প্রণয়ন ...	৩ ...	১৮
বাল্মীকির রামায়ণ প্রণয়ন সমাপ্ত ...	৪ ...	২১
অযোধ্যা বর্ণনা ...	৫ ...	২৫
রাজা দশরথের গুণ বর্ণনা	৬ ...	২৮
দশরথের মন্ত্রীদিগের গুণ বর্ণনা	৭ ...	৩১
দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ...	৮ ...	৩৪
দশরথের নিকট সুমন্ত্রের সনৎকুমার কথিত বিষয় বর্ণনা ...	৯ ...	৩৭
ঋষ্যশৃঙ্গকে লোমপাদ রাজ্যে আনার কৌশল শ্রবণ ...	১০ ...	৪০

বিষয়।	সর্গ।			পৃষ্ঠা।
দশরথের অঙ্গরাজ্যে গমন এবং ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় আনয়ন ...	১১	...	...	৪৬
দশরথের ঋষ্যশৃঙ্গকে যজ্ঞে বরণ	১২	...	...	৫০
পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন	১৩	...	...	৫৩
যজ্ঞারম্ভ ...	১৪	...	...	৫৮
দেবতাদিগের রাবণ বধের মন্ত্রণা ...	১৫	....	...	৬৫
যজ্ঞকুণ্ড হইতে পরমান্ন উৎপত্তি এবং কৌশল্যা প্রভৃতি রাণীদিগের গর্ভ-বিবরণ ...	১৬	...	...	৬৯
বানরদিগের উৎপত্তি ...	১৭	....	...	৭৩
রামাদির জন্ম, নামকরণ গুণ বর্ণন এবং বিশ্বামিত্র ঋষির অযোধ্যায় আগমন	১৮	....	....	৭৬
যজ্ঞ বিঘ্নকারী রাক্ষস বধের জন্য দশরথের নিকট রামকে প্রার্থনা	১৯	...	...	৮৩
দশরথের চিন্তা ..	২০	...	....	৮৬
বিশ্বামিত্রের ক্রোধ প্রকাশ ...	২১	....	...	৯০
... এবং লক্ষণকে লইয়া বিশ্বামিত্রের				

বিষয়।	সর্গ।	পৃষ্ঠা।
গমন এবং তাঁহাদিগকে বলা ও অতিবলা দুই বিদ্যা দান ...	২২	৯৩
মদনভস্ম বর্ণনা ...	২৩	৯৩
মলদ ও করূষ নামক দুইটী জনপদের বিবরণ ...	২৪	৯৯
তাড়কা রাক্ষসীর বৃত্তান্ত বর্ণনা ...	২৫	১০৩
তাড়কা বধ ...	২৬	১০৬
রামের দিব্যাস্ত্র গ্রহণ ...	২৭	১১০
রামের অস্ত্রশিক্ষা এবং পরীক্ষা ...	২৮	১১২
বলীরাজার বৃত্তান্ত এবং নারায়ণের বামন রূপে জন্ম গ্রহণ ...	২৯	১১৫
রাম এবং লক্ষণ কর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা এবং সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষস বধ	৩০ ...	১১৯
রাম এবং লক্ষণের নিকট বিশ্বামিত্রের হরধনু বৃত্তান্ত বর্ণন ...	৩১	১২২
কুশ রাজার বৃত্তান্ত এবং বায়ু কর্ত্তৃক কুশ রাজার কন্যাদিগের		

বিষয়।	সর্গ।	পৃষ্ঠা।
নিকট বিবাহ প্রার্থনা ...	৩২	১২৫
কুশ রাজার ব্রহ্মদত্তকে কন্যাদান ...	৩৩	১২৯
কুশ রাজার যাগ এবং সত্যবতীর নদীরূপ ধারণ বৃত্তান্ত বর্ণন ...	৩৪	১৩৩
ভাগীরথীর মহাসাগর পতন বৃত্তান্ত বর্ণন	৩৫	১৩৬
দেবগণকে গঙ্গার শাপ প্রদান ...	৩৬	১৩৯
কার্ত্তিকেয়ের জন্ম ...	৩৭	১৪৩
সগর বংশ কথন ...	৩৮	১৪৭
সগর রাজার যজ্ঞ ...	৩৯	১৪৯
সগরপুত্র ভস্ম বৃত্তান্ত ...	৪০	১৫২
সগর রাজার স্বর্গ গমন বৃত্তান্ত ...	৪১	১৫৫
ভগীরথকে ব্রহ্মার বরদান ...	৪২	১৫৮
ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ...	৪৩	১৬০
গঙ্গার উৎপত্তি ...	৪৪	১৬৪
সমুদ্র মন্থন ...	৪৫	১৬৬
দিতির গর্ভবেদন ...	৪৬	১৭০
বিশালার উৎপত্তি ...	৪৭	১৭৩
গৌতমের অহল্যাকে শাপ প্রদান ...	৪৮	১৭৫

বিষয়।	সর্গ।	পৃষ্ঠা।
অহল্যার শাপ মোচন ...	৪৯	১৭৮
জনক সমাগম বৃত্তান্ত ...	৫০ ...	১৭১
বিশ্বামিত্রের বশিষ্ঠাশ্রম আগমন বৃত্তান্ত ...	৫১	১৮৪
বিশ্বামিত্র নিমন্ত্রণ ...	৫২	১৮৭
বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র সংবাদ ...	৫৩	১৮৯
বশিষ্ঠের সৈন্য নাশ বৃত্তান্ত ...	৫৪	১৯২
বশিষ্ঠাশ্রম পীড়ন বৃত্তান্ত ...	৫৫	১৯৫
বিশ্বামিত্র প্রতিজ্ঞা সম্বাদ ...	৫৬	১৯৮
ত্রিশঙ্কু প্রত্যাখ্যান ...	৫৭	২০১
ত্রিশঙ্কুর বিশ্বামিত্র আশ্রম গমন ...	৫৮	২০২
বশিষ্ঠপুত্রদিগের প্রতি বিশ্বামিত্রের শাপ ...	৫৯	২০৫
বিশ্বামিত্রের নূতন পৃথিবী সৃষ্টি ...	৬০	২০৭
শুনঃসেফ ক্রয় ..	৬১ ...	২১০
শুনঃসেফ রক্ষা সম্বাদ ...	৬২	২১২
বিশ্বামিত্রের তপস্যা ...	৬৩	২১৫
রম্ভার শাপ ...	৬৪	২১৮
বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ...	৬৫	২২০
ধনুষ্ক বৃত্তান্ত কীর্ত্তন ...	৬৬	২২৪

বিষয়।	সর্গ।	পৃষ্ঠা।
হরধনু ভঙ্গ ...	৬৭	২২৭
দশরথের হরধনু ভঙ্গ শ্রবণ বৃত্তান্ত ...	৬৮	২৩০
দশরথের মিথিলা গমন ...	৬৯	২৩২
রঘুকুল কীর্ত্তন ...	৭০	২৩৪
কন্যাত্রয় দান অঙ্গীকার বৃত্তান্ত ...	৭১	২৩৮
গোদান বৃত্তান্ত ...	৭২	২৪০
দশরথের চারি পুত্রের বিবাহ ...	৭৩	২৪১
পরশুরামের আগমন ...	৭৪	২৪৭
পরশুরামের ধনুর প্রভাব বর্ণন ...	৭৫	২৫০
পরশুরামের পরাভব ...	৭৬	২৫৩
ভরতের মাতুলালয়ে গমন ...	৭৭	২৫৬

আদিকাণ্ডের সূচী সমাপ্ত।

অযোধ্যাকাণ্ডের সূচীপত্র।

বিষয়।	সর্গ।	পৃষ্ঠা।
রামের রাজ্যাভিষেক প্রস্তাব ...	১	১
রামের অভিষেকে প্রজাগণের সম্মতি দান ...	২	৯
দশরথের উপদেশ ...	৩	১৪
রাজ্যাভিষেকের নিমন্ত্রণ ...	৪	২০
রামের উপবাস বিধান	৫	২৫
পুরবাসীদিগের হর্ষ ...	৬	২৮
কৈকেয়ীও মন্থরার কথোপকথন ...	৭	৩১
কৈকেয়ী ও মন্থরার কথোপকথন ...	৮	৩৫
কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে প্রবেশ ...	৯	৩৯
কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে রাজার প্রবেশ ...	১০	৪৩
কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা ...	১১	৪১
দশরথ ও কৈকেয়ীর কথোপকথন ...	১২	৫৪

বিষয়।	সর্গ।	পৃষ্ঠা।
কৈকেয়ীর সহিত দশরথের কথোপকথন ...	১৩	৬৭
রামকে আনিবার জন্য সুমন্ত্রের গমন ...	১৪ ...	৭১
সুমন্ত্রের রামের নিকট গমন	১৫	৭৮
রামচন্দ্রের পিতৃসমীপে গমনোদ্যোগ ...	১৬	৮৩
রামচন্দ্রের পিতৃগৃহে গমন ...	১৭	৮৮
রামচন্দ্রের নিকট কৈকেয়ীর বর কীর্ত্তন ...	১৮	৯১
রামচন্দ্রের মাতৃগৃহে প্রবেশ	১৯	৯৬
কৌশল্যার বিলাপ ...	২০	১০১
রাম ও কৌশল্যার কথোপকথন ...	২১	১০৭
রাম ও লক্ষ্মণের কথোপকথন ...	২২	১১৪
লক্ষ্মণের বীরদর্প ...	২৩	১১৮
রাম ও কৌশল্যার কথোপকথন ...	২৪	১২৩
রাম ও কৌশল্যার কথোপকথন ...	২৫	১২৭
রামচন্দ্রের সীতার নিকট বন গমনের প্রস্তাব ...	২৬ ...	১৩২

বিষয়।	সর্গ।	পৃষ্ঠা।
সীতার বনগমনের প্রস্তাব ...	২৭	১৩৬
বনবাসের দুঃখ বর্ণন ...	২৮	১৩৯
সীতার বনগমনের প্রস্তাব ...	২৯	১৪২
সীতার বনগমনে রামের সম্মতি ...	৩০	১৪৫
রাম ও লক্ষ্মণের কথোপকথন ...	৩১	১৫০
ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান ...	৩২	১৫৪
রামের পিতৃগৃহে প্রবেশ ...	৩৩	১৫৯
রাম ও দশরথের কথোপকথন ...	৩৪	১৬৩
কৈকেয়ী ও দশরথের কথোপকথন ...	৩৫	১৭১
কৈকেয়ী ও মহামাত্রের কথোপকথন ...	৩৬	১৭৬
কৈকেয়ী ও বশিষ্ঠের কথোপকথন ...	৩৭	১৮১
রাম ও দশরথের কথোপকথন ...	৩৮	১৮৬
গুরুজন সম্ভাষণ ...	৩৯	১৮৯
সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামের বনবাস ...	৪০	১৯৩
উৎপাত বর্ণন ...	৪১	২০০
দশরথের বিলাপ ...	৪২	২০৩

বিষয়।		সর্গ।			পৃষ্ঠা।
কৌশল্যার বিলাপ	...	৪৩	...	...	২০৮
কৌশল্যার সান্ত্বনা	...	৪৪	...	...	২১১
ব্রাহ্মণগণের অনুনয়	...	৪৫	...	...	২১৫
তমসা অবতরণ	...	৪৬	...	...	২২০
প্রজাদিগের নগরে প্রত্যাগমন	...	৪৭	...	...	২২৪
পৌরবনারী বিষাদ	...	৪৮	...	...	২২৬
রামের নদী পার	...	৪৯	...	...	২৩১
গুহক চণ্ডালের সহিত মিলন	...	৫০	...	...	২৩৪
গুহক ও লক্ষ্মণের কথোপকথন	...	৫১	...	...	২৪১
গঙ্গাসমুত্তরণ		৫২	...	...	২৪৫
রাম ও লক্ষ্মণের কথোপকথন		৫৩	...	...	২৫৬
ভরদ্বাজ সমাগম	...	৫৪	...	...	২৬০
যমুনা পার	...	৫৫	...	...	২৬৩
চিত্রকূট গমন	...	৫৬	...	...	২৬৬
সুমন্ত্রের প্রত্যাগমন	..	৫৭	...	...	২৬৯
সুমন্ত্রের রাম বৃত্তান্ত বর্ণন	...	৫৮	...	...	২৭৩
দশরথের বিলাপ	...	৫৯	...	...	২৭৭
কৌশল্যার সহিত সুমন্ত্রের কথোপকথন	...	৬০	...	...	২৮০
কৌশল্যার বিলাপ	...	৬১	...	...	২৮২
কৌশল্যার বিলাপ	...	৬২	...	...	২৮৪

বিষয়।	সর্গ।	পৃষ্ঠা।
অন্ধমুনির পুত্রের বধ বর্ণন ...	৬৩	২৮৭
রাজা দশরথের মৃত্যু ...	৬৪	২৯২
দশরথের মৃত্যু বর্ণন ...	৬৫	৩০০
দশরথের মৃত দেহ স্থাপন ...	৬৬	৩০২
রাজাহীনদেশের বিপদবর্ণন ...	৬৭	৩০৫
ভরতের নিকট দূত প্রেরণ ...	৬৮	৩০৭
ভরতের কুস্বপ্ন দর্শন ...	৬৯	৩১০
ভরতের মাতুলালয় হইতে আগমন ...	৭০ ...	৩১২
ভরতের অযোধ্যা প্রবেশ ...	৭১	৩১৫
কৈকেয়ী ও ভরতের কথোপকথন ...	৭২	৩১৮
ভরতের কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা ...	৭৩	৩২৩
ভরতের কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা ...	৭৪	৩২৬
ভরতের শপথ ...	৭৫	৩৩০
দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ...	৭৬	৩৩৪
ভরতের বিলাপ ...	৭৭	৩৩৭
মন্থরার অপমান ...	৭৮	৩৩৯
রামচন্দ্রকে আনয়নের প্রস্তাব ...	৭৯	৩৪২
শিবির সন্নিবেশ ...	৮০	৩৪৪
বশিষ্ঠের রাজসভায় আগমন ...	৮১	৩৪৬

বিষয়।	সর্গ।	পৃষ্ঠা।
ভরতের বনগমনোদ্যোগ ...	৮২	৩৪৮
ভরতের শৃঙ্গবের পুরে গমন ...	৮৩	৩৫১
গুহক সমাগম ...	৮৪	৩৫৩
গুহকের সহিত ভরতের কথোপকথন ...	৮৫	৩৫৫
গুহক ও ভরতের কথোপকন ...	৮৬	৩৫৮
গুহক ও ভরতেব কথোপকথন ...	৮৭	৩৬১
গুহক ও ভরতের কথোপকথন ...	৮৮	৩৬৪
ভরদ্বাজের আশ্রমে প্রবেশ ...	৮৯	৩৬৭
ভরদ্বাজের আশ্রমে অবস্থান ...	৯০	৩৬৯
ভরদ্বাজের আতিথ্য ...	৯১	৩৭২
ভরতের চিত্রকূটাভিমুখে গমন	৯২	৩৭৮
ভরতের চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন	৯৩	৩৮২
চিত্রকূটের শোভা বর্ণন ...	৯৪	৩৮৪
চিত্রকূটের শোভা বর্ণন ...	৯৫	৩৮৭
লক্ষ্মণের ক্রোধ ...	৯৬	৩৮৯
রাম ও লক্ষ্মণের কথোপকথন ...	৯৭	৩৯২

বিষয়।	সর্গ।	পৃষ্ঠা।
ভরতের চিত্রকূট পর্ব্বতস্থ বনে প্রবেশ ...	৯৮	৩৯৫
রাম সমাগম ...	৯৯	৩৯৬
প্রশ্নচ্ছলে ভরতের প্রতি রামের রাজনীতি কথন ...	১০০ ...	৪০০
রাম ও ভরতের কথোপকথন ...	১০১ ...	৪০৭
ভরতের খেদ ...	১০২	৪১০
পিণ্ডদান ...	১০৩	৪১৬
কৌশল্যার পুত্রদর্শন ...	১০৪ ...	৪১৫
রামের ভরতকে প্রবোধ দান ...	১০৫	৪১৮
রামের প্রত্যাগমন কামনায় ভরতের প্রার্থনা ...	১০৬ ...	৪২৩
ভরতের প্রতি শ্রীরামের প্রবোধবাক্য ...	১০৭	৪২৭
শ্রীরামের প্রতি জাবালির প্রবোধ বাক্য ...	১০৮	৪২৯
জাবালির বাক্যে শ্রীরামের উত্তর দান ...	১০৯	৪৩২
শ্রীরামের প্রতি সূর্য্যবংশ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বশিষ্ঠের উপদেশ ...	১১০	৪৩৭
রামের প্রতি বশিষ্ঠের উপদেশ ও ভরতের বিনয় ...	১১১	৪৪০

বিষয়।	সর্গ।	পৃষ্ঠা।
ভরতের বিদায় গ্রহণ ...	১১২ ...	৪৪৫
ভরতের অযোধ্যা যাত্রা ...	১১৩ ...	৪৪৮
ভরতের অযোধ্যা প্রবেশ ...	১১৪	৪৫০
ভরতের নন্দীগ্রামে গমন ...	১১৫	৪৫৩
খর রাক্ষসের উপদ্রব ...	১১৬	৪৫৫
জানকীর সহিত অনসূয়ার মিলন ...	১১৭	৪৫৯
অনসূয়া ও সীতার কথোপকথন ...	১১৮	৪৬১
শ্রীরামের বনান্তর গমন ...	১১৯	৪৬৫

অযোধ্যাকাণ্ডের সূচী সমাপ্ত।

ভূমিকা।

বিদ্যা সম্বন্ধে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ নবজীবন ধারণ করিয়াছে; এক্ষণে বিদ্যার সর্ব্বব্যাপী চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, বলা বাহুল্য এরূপ চর্চ্চা মধ্য অবস্থায় ভারতবর্ষের কোন স্থানেই ছিল না। বিদ্যানুশীলন এক্ষণে জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষে আবদ্ধ নাই, জ্ঞানপ্রবাহ এক্ষণে বহুকালের চিত্তমালিন্য ধৌত করিয়া ভারতবাসীর লুপ্তপ্রায় স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া দিতেছে। সুতরাং এ সময় কবিকুল-চূড়ামণি মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় সাধারণ লোকে, বাল্মীকির নাম মাত্র অবগত আছেন; অনেকে হয় ত কীর্ত্তিবাসকেই বাল্মীকি বলিয়া জানেন। এ কাল পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় যে দুই একখানি অনুবাদ বাহির হইয়াছে, তাহার ভাষা তাদৃশ সরল না হওয়ায় সাধারণ জনগণের তাহা অনেক স্থানে বোধগম্য হয় না। এই অভাব মোচন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া কোন বিজ্ঞতম পণ্ডিতের দ্বারা মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে নিতান্ত সরল ভাষায় অনুবাদ করিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিতেছি। এক্ষণে ইহা পাঠকবর্গের নিকট সমাদৃত হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

প্রকাশক

শ্রীঅঘোরনাথ বরাট।

রামায়ণ।

আদিকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

মহর্ষি বাল্মীকি, তপোনিষ্ঠ স্বাধ্যায়নিরত ও বেদজ্ঞপ্রধান মুনিবর নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষে! এক্ষণে এই পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি গুণবান, পরাক্রমশালী, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত ও সচ্চরিত্র আছেন? কোন্ ব্যক্তি সকল প্রাণীর উপকার করিয়া থাকেন? কোন্ ব্যক্তি বিদ্বান ও

অদ্বিতীয়? কোন্ ব্যক্তিকে দেখিতে সকলে ভালবাসে এবং কোন্ ব্যক্তিই বা প্রজারঞ্জনাদি লৌকিক ব্যবহারে চতুর? কোন্ ব্যক্তির দেহলাবণ্য রমণীয়? কোন্ ব্যক্তি ক্রোধাদি ষড়রিপুকে বশীভূত করিয়াছেন এবং যুদ্ধকালে কোন্ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে দেবতারাও ভয় পাইয়া থাকেন। হে মহর্ষে! কোন্ ব্যক্তি এইরূপ গুণবান্ তাহা আপনি সবিশেষ জানেন অতএব বলুন আমার শুনিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে।

ত্রিভুবনদর্শী নারদ বাল্মীকির বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া কহিলেন তপোধন! তুমি যে সকল গুণের কথা কহিলে তাহা সামান্য মনুষ্যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব এই পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি এইরূপ গুণবান আছেন তাহা ক্ষণকাল স্মরণ করিয়া কহিতেছি শ্রবণ কর।

রাম নামে ইক্ষ্বাকুবংশজ এক প্রসিদ্ধ রাজা আছেন। তিনি সংযতাত্মা, অতিশয় বীর্য্যবান্, জিতেন্দ্রিয়, স্থিরচিত্ত, বুদ্ধিমান্, রাজনীতিজ্ঞ, সদ্বক্তা ও শত্রুনাশক। তাঁহার কান্তি-বিশিষ্ট দেহ দেখিতে অতি সুন্দর। তাঁহার বাহুদ্বয় জানু-পর্য্যন্ত লম্বিত, স্কন্ধ মাংসল ও উন্নত, গ্রীবাদেশ রেখাত্রয়ে বিভক্ত, হনু স্থূল এবং বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ও মাংসল বলিয়া জত্রুদ্বয় (স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের মধ্যবর্ত্তী অস্থি) দৃষ্ট হয় না। তাঁহার মস্তক সুগঠিত, ললাট বহুরেখাবিশিষ্ঠ, হনু সুমহৎ, অবয়ব সুবিভক্ত, বর্ণ শ্যামল ও চক্ষু আকর্ণবিস্তৃত। তাঁহার আকার অতি দীর্ঘ বা অতি হ্রস্ব নহে। তিনি প্রতাপশালী,

লক্ষ্মীবান্, শুভলক্ষণযুক্ত, ধার্ম্মিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও প্রজাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার মন ও দেহ উভয়ই পবিত্র। তিনি যশস্বী, জ্ঞানবান্, বিনীতস্বভাব ও আশ্রিতজনকে রক্ষা করিতে যত্নবান্। তিনি প্রজাপতিসদৃশ এবং প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, স্মৃতিমান্, প্রতিভাশালী, আত্মীয় স্বজন ও সমস্ত জীবলোকের প্রতিপালক এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও স্বধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা। তিনি ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী এবং বেদ ও বেদাঙ্গের তত্ত্ব বিশেষরূপ জানেন। সকল লোকেই তাঁহাকে সম্মান ও আদর করিয়া থাকে। তিনি সাধু, বিচক্ষণ এবং বিপদকালেও স্থিরচিত্ত। নদী সকল যেরূপ সমুদ্রকে সেবা করে, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সজ্জনগণ তদ্রূপ তাঁহারই উপাসনা করিয়া থাকেন এবং শত্রু ও মিত্র উভয়ের প্রতি তাঁহার সমভাব। সেই কৌশল্যাগর্ভজাত সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাম গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্য্যে হিমালয়ের ন্যায়, বীর্য্যে বিষ্ণুর ন্যায়, সৌন্দর্য্যে চন্দ্রের ন্যায়, ক্রোধে কালাগ্নির ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, দানে কুবেরের ন্যায় এবং সত্যবাদিতায় দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায় পরিগণিত হইয়া থাকেন। তিনি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ ও সদ্গুণসম্পন্ন পুত্র বলিয়া দশরথ তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি রামচন্দ্রকে এইরূপ গুণবান্ ও প্রজাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী দেখিয়া প্রজাদিগেরই হিতকামনায় তাঁহাকে আহ্লাদপূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মানস করেন।

দৈত্যযুদ্ধে যখন রাজা দশরথ ইন্দ্রের সহায়তা করিতে গিয়াছিলেন তৎকালে তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী কৈকেয়ী তাঁহাকে

শত্রুর মায়াজাল হইতে রক্ষা করাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুটী বর দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের অভিষেকের নিমিত্ত সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইলে কৈকেয়ী রাজার নিকট রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক এই দুইটী বর প্রার্থনা করেন। রাজা দশরথ সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য তিনি প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে বনবাস দেন। মহাবীর রামচন্দ্রও কৈকেয়ীর অভিলাষ পূরণ এবং পিতার সত্যপ্রতিপালন এই উভয় অনুরোধে বনে গমন করেন।

বিনীতস্বভাব সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ স্নেহবশতঃ প্রিয় ভ্রাতা রামচন্দ্রের অনুগমন করিয়া স্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। জনককুলোদ্ভবা ভগবান্ বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপা সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না স্ত্রীজাতির রত্নস্বরূপা রামের হিতকারিণী ও প্রাণপ্রিয়া পত্নী সীতাও রোহিণী যেমন চন্দ্রের অনুগমন করে সেইরূপ প্রিয়পতি রামচন্দ্রের অনুগামিনী হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের বনগমনে কৈকেয়া ভিন্ন আর সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিল। অধিক কি পুরবাসিগণ এবং স্বয়ং রাজা দশরথও বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র শৃঙ্গবের নগরে গঙ্গাতীরে পরম ধার্ম্মিক চণ্ডালরাজ গুহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সারথি সুমন্ত্রকে তথা হইতে বিদায় করিয়া দেন। পরে তিনি প্রিয়তমা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে নানা বন ও প্রভূতজলা নদী পার হইয়া অবশেষে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন

পরে উক্ত মহর্ষির আদেশক্রমে চিত্রকূট পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তথায় এক রমণীয় পর্ণশালা নির্ম্মাণ করেন এবং মনের সুখে বনে বিহার করত দেবতা ও গন্ধর্ব্বদিগের ন্যায় পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

রাম চিত্রকূট গমন করিলে রাজা দশরথ শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া যৎপরোনাস্তি বিলাপ করত প্রাণত্যাগ করিলেন। দশরথ প্রাণত্যাগ করিলে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ মহাবল ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন কিন্তু মহাবীর ভরত কোনক্রমেই রাজা হইতে সম্মত হইলেন না বরং সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করত কহিলেন আর্য্য! জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের যে রাজ্যে অধিকার নাই তাহা আপনি বিলক্ষণ জানেন অতএব অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ করুন। উদারস্বভাব প্রসন্নবদন ও যশস্বী রাম পিতার আজ্ঞানুরোধে রাজ্যভার গ্রহণে অসম্মত হইলেন এবং ভরতকে আপন পাদুকাযুগল ন্যাসস্বরূপ দান করিয়া অতিশয় আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন। ভরত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হওয়াতে রামের চরণ বন্দন পূর্ব্বক বিষণ্ণমনে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইয়া অগ্রজের আগমনকাল প্রতীক্ষা করত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীমান্ সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় রাম পুনরায় পুরবাসিরা যাহাতে তাঁহার নিকট না আসিতে পারে এই আশঙ্কায় গুপ্তভাবে তথা হইতে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজীবলোচন রাম সেই মহারণ্যে প্রবেশ করত বিরাধ নামক রাক্ষসের বধসাধন পূর্ব্বক শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্যের ভ্রাতা সুদর্শন প্রভৃতি মহর্ষিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট হইতে ধনু, খড়্গ এবং অক্ষয়বাণযুক্ত তুণী লাভ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন।

যৎকালে রাম এই প্রকারে বানপ্রস্থাশ্রমিদিগের সহিত বাস করিতেছিলেন তৎকালে ঋষিগণ অসুর ও রাক্ষসদিগের বধ করিবার উদ্দেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রামও সেই সকল অগ্নিতুল্য দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের সমক্ষে সেই সকল রাক্ষস ও অসুরকে যুদ্ধে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। প্রথমে তিনি জনস্থানবাসিনী কামরূপিনী শূর্পনখা নাম্নী রাক্ষসীর নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দেন। পরে অন্যান্য সমুদয় রাক্ষস শূর্পনখার বাক্যে উত্তেজিত হইয়া যখন রামের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল, তখন তিনি ত্রিশিরা খর ও দূষণ প্রভৃতি রাক্ষস ও তাহাদিগের সমস্ত অনুচরকে যুদ্ধে সংহার করেন।

সেই বনে থাকিয়া রাম জনস্থানবাসী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের প্রাণসংহার করেন। অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ শূর্পনখা-প্রমুখাৎ খর প্রভৃতি জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া রামকে পরাজয় করিবার জন্য মারীচ নামক রাক্ষসের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মারীচ রাবণকে এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে উদ্যত দেখিয়া বারম্বার নিষেধ করিয়া কহিলেন, রাবণ! বলবান্ রামের সহিত তোমার যুদ্ধ করা কোনক্রমেই উচিত নহে। রাবণ মৃত্যুপ্রেরিত হইয়াছিলেন বলিয়া মারীচের কথা

অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার সহিত রামের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং মারীচের মায়ায় রাম ও লক্ষ্মণকে সীতার নিকট হইতে দূরে প্রেরণ করত জটায়ুর প্রাণ সংহার পূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন।

রাবণ গৃধ্ররাজ জটায়ুর প্রাণসংহার করিয়া সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, রাম শোকে অভিভূত ও আকুলেন্দ্রিয় হইয়া অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে জটায়ুর অগ্নিসংস্কার করিয়া সীতার অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে বিকটাকার ভয়ঙ্কর কবন্ধ নামক এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র মহাবাহু রাম তাহার প্রাণ সংহার করিলেন এবং সেই মৃতদেহ অগ্নিতে ভস্ম করিবামাত্র গন্ধর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে করিতে রামকে সম্বোধন করিয়া কহিল আপনি এক্ষণে ধর্ম্মচারিণী তাপসী শবরীর নিকট গমন করুন। তদনুসারে শত্রুঞ্জয় রাম শবরীর নিকট গমন করিলে শবরী তাঁহার যথোচিত পূজা বিধান করেন।

অনন্তর তিনি পম্পাতীরে উপনীত হইলে তথায় বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং হনুমান তাঁহাকে সুগ্রীবের নিকট যাইতে পরামর্শ দেয়। তদনুসারে তিনি সুগ্রীবের নিকট গমনপূর্ব্বক আপনার ও সীতার দুরবস্থার বিষয় আদ্যন্ত বর্ণন করিলেন। সুগ্রীবও রামের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আনন্দিত মনে তাঁহার সহিত মিত্রতা করিলেন। পরে রাম বালীর সহিত তাঁহার শত্রুতা জন্মিল কেন এই কথা সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলে, প্রণয়বশতঃ

তিনি বিষণ্ণমনে নিজ বৃত্তান্ত সমস্ত রামকে কহিলেন। রাম সমুদায় শ্রবণ করিয়া বালিবধে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন কপিরাজ সুগ্রীব বালী যে অতিশয় বলশালী তদ্বিষয়ে রামের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত দুন্দুভি নামক দৈত্যের পর্ব্বতাকার বৃহৎ দেহ দেখাইলেন। কিন্তু রাম বালীর তুল্য বীর্য্য কি না তদ্বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল। প্রভূত বলশালী মহাবাহু রাম দুন্দুভির অস্থি দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উহা দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করত সপ্ততাল বৃক্ষ, পর্ব্বত ও রসাতল ভেদ করিয়া সুগ্রীবের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন। তখন বানররাজ সুগ্রীব রামের এইরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা দর্শনে বিশ্বস্ত ও প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিলেন। পরে সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করত ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে কপিবর বালী আমি রামের কোন অপকার করি নাই, অতএব তিনি কখনই আমার অনিষ্ট করিবেন না ইত্যাদি প্রকারে স্বীয় পত্নী তারাকে সন্তুষ্ট করিয়া তদীয় অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে রাম তাঁহার অনুরোধে একমাত্র বাণাঘাতে বালীর প্রাণ বধ করিলেন ও সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধার রাজা করিলেন।

সুগ্রীব রাজ্য লাভ করিয়া অন্যান্য বানরদিগকে নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তাহারা উপস্থিত হইলে তিনি সীতার অন্বেষণের জন্য তাহাদিগকে চারিদিকে প্রেরণ করিলেন। মহাবল হনুমান্ পক্ষিরাজ সম্পাতির

নিকট সীতার সন্ধান পাইয়া শত যোজন বিস্তীর্ণ লবণ সমুদ্র পার হইয়া রাবণের সুরক্ষিত লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে সীতা অশোকবনে বসিয়া সতত রামের ধ্যান করিতেছেন। সীতা হনুমান্‌কে দেখিবামাত্র ভীত হইলেন। হনুমান্ রামের অঙ্গুরী দেখাইয়া তাঁহার ভয় ভঞ্জন করিলেন এবং রামের সহিত সুগ্রীবের বন্ধুত্ব ও বালিবধ প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। পরে সীতাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক অশোকবনস্থিত অট্টালিকার বহির্দ্বার চূর্ণ করিলেন।

বহির্দ্বার চূর্ণ করিয়া হনুমান্ পাঁচ জন সেনাপতি, সাত-জন মন্ত্রীও রাবণের পুত্র অক্ষনামক বীরকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হন। যদিও তিনি ব্রহ্মার বরে ঐ অস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন তথাপি রাবণকে দেখিবার জন্য যে সকল রাক্ষস তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক রাবণের নিকট নীত হন। পরে সীতা ব্যতিরেকে সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ করত রামকে শুভ সমাচার দিবার নিমিত্ত পুনরায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন প্রভো! আমি সত্য সত্যই সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছি। রাম হনুমানের কথা শুনিয়া সুগ্রীবের সহিত সমুদ্রতীরে গমনপূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় প্রখর বাণ দ্বারা সমস্ত সমুদ্রকে নিপীড়িত করিলেন।

সমুদ্র রামের বাণে অতিশয় ব্যথিত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন মহাশয়! আমাকে পীড়ন করা বৃথা, আমার কোন্ ক্ষমতা নাই, নলকে আজ্ঞা করুন

তাহা হইলে সে সেতু বন্ধন করিয়া দিবে। পরে রাম নলকৃত সেতুদ্বারা সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ এবং যুদ্ধে রাবণকে বিনাশ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করেন।

সীতাকে উদ্ধার করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। সীতা বহুকাল রাবণগৃহে ছিলেন বলিয়া পাছে লোকে তাঁহার অপযশ করে এই নিমিত্ত রাম অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং বহু লোকের সাক্ষাতে তাঁহার প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন। সীতা অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করেন। অনন্তর যখন রাম অগ্নির বাক্যপ্রমাণে জানিতে পারিলেন যে জানকীর শরীরে পাপের লেশমাত্র নাই তখন তিনি হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

সীতাকে এইরূপে গ্রহণ করাতে দেবগণ ও ঋষিগণ মহাত্মা রামের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন; অধিক কি ত্রিভুবনস্থ সমস্ত লোক তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরে তিনি রাক্ষসবর বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বকার্য্য সাধনপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ও পরম সুখী হইলেন। যে সকল দেবতা এই যুদ্ধ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা রামের অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া এবং রাবণবধে অতিশয় আনন্দিত হইয়া প্রসন্নমনে তাঁহাকে বর দেন। সেই বরে সকল বানর জীবিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইলে রাম, সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করেন এবং মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া হনুমানকে ভরতের

নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পরে সুগ্রীব প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত কহিতে কহিতে পুনরায় সেই পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক নন্দিগ্রামে উপনীত হন এবং তথায় জটাবল্কল পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপ্রিয়া সীতা ও ভ্রাতাদিগের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুনরায় রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং পিতার ন্যায় প্রজাপালন করিতেছেন।

সেই শ্রীমান্ দশরথপুত্র রাম যখন রাজা হইয়াছেন তখন অযোধ্যার যে সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? তাঁহার রাজত্বকালে প্রজারা ধার্ম্মিক হইয়া পুত্র পৌত্রাদি লইয়া সুখে কাল যাপন করিবে এবং সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাহাদিগের শারীরিক বা মানসিক পীড়া, দৌর্ব্বল্য, দরিদ্রতা এবং চৌর্য্য, অগ্নি, বায়ু, জ্বর, ক্ষুধা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির ভয় থাকিবে না। তাঁহার রাজ্যে পিতা পুত্রশোক এবং স্ত্রী পতিশোক পাইবে না। কেহ জলে ডুবিয়া মরিবে না। নগর ও রাজ্য সকল ধনধান্যে পরিপূর্ণ থাকিবে এবং সকলেই সত্যযুগের ন্যায় সর্ব্বদা আনন্দে কাল যাপন করিবে। সেই মহাযশস্বী রাম বহুকাল শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে অযুত-কোটি গো-দান এবং যথেষ্ট ধনধান্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন। তিনি অনেক রাজবংশ স্থাপন করিবেন এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োজিত করিবেন। পরে রাম দশ হাজার দশ শত বৎসর রাজত্ব করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।

যিনি এই বেদতুল্য পবিত্র, পাপনাশক, পুণ্যজনক রামায়ণ পাঠ করিবেন তিনি ইহকালে দীর্ঘজীবি ও সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুত্র, পৌত্র, দাস, দাসী প্রভৃতির সহিত সুখভোগ করত পরকালে ও স্বর্গে গিয়া সুখী হইবেন। রামায়ণ পাঠে চারি বর্ণের চারি প্রকার ফল হয় যথা ব্রাহ্মণের বাক্‌পটুতা, ক্ষত্রিয়ের রাজ্য, বৈশ্যের ব্যবসায়ে অর্থ-লাভ এবং শূদ্রের মহত্ত্ব প্রাপ্তি।

মহর্ষি বাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের বালকাণ্ডে নারদোপদেশে
সংক্ষিপ্ত রামায়ণকথন নামক প্রথম সর্গ
সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

পণ্ডিতবর ধর্ম্মাত্মা সশিষ্য বাল্মীকি মহামুনি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার যথোচিত পূজা বিধান করিলেন। নারদ-মুনিও বাল্মীকির নিকট বিদায় লইয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন।

অনন্তর বাল্মীকি ক্ষণকাল আশ্রমে থাকিয়া জাহ্নবীর নিকটবর্ত্তী তমসা নদীর তীরে গমন করিলেন। তীরে উপস্থিত হইয়া তিনি পার্শ্বস্থ শিষ্য ভরদ্বাজকে কহিলেন, দেখ বৎস! এই তীর্থে কর্দ্দম নাই এবং ইহার জল সাধু ব্যক্তির মনের ন্যায় কেমন নির্ম্মল। এ অতি উত্তম তীর্থ। অতএব তুমি কলস রাখিয়া আমার বল্কল দাও, আমি এইখানে স্নান করিব। গুরুভক্ত ভরদ্বাজ কলস রাখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বল্কল দিলেন। জিতেন্দ্রিয় বাল্মীকি শিষ্যের হস্ত হইতে বল্কল লইয়া নিকটস্থ বনের দিকে গমনপূর্ব্বক চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিতে পাইলেন যে সেই বনের প্রান্তে ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চী সুস্বরে গান করত সুখে বিহার করিতেছিল, এমন সময়ে পাপমতি এক ব্যাধ আসিয়া অকারণে ক্রৌঞ্চকে বধ করিল। তাম্রবর্ণ চূড়াবিশিষ্ট, কামমোহিত ক্রৌঞ্চের রক্তাক্ত দেহ ভূতলে পতিত দেখিয়া এবং চির-কালের জন্য তাহার সহিত বিচ্ছেদ হইল স্থির জানিয়া ক্রৌঞ্চী অতীব কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সেই কামরত ক্রৌঞ্চকে ব্যাধ কর্ত্তৃক হত দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা ঋষির

মনে দয়ার সঞ্চার হইল। ক্রৌঞ্চীকে এইরূপে রোদন করিতে দেখিয়া এবং ব্যাধ অত্যন্ত অধর্ম্মের কার্য্য করিয়াছে নিশ্চয় করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি ব্যাধকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন রে ব্যাধ! * তুই বিনাদোষে কামোন্মত্ত এই ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়াছিস্; অতএব তুই বহুকাল এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি না।

কিছুক্ষণ পরেই তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে সামান্য একটা পক্ষীর শোকে আকুল হইয়া ব্যাধকে শাপ দেওয়া আমার ভাল হয় নাই। অবশেষে অনেকক্ষণ চিন্তার পর স্থির করিয়া শিষ্যকে কহিলেন বৎস! যে শ্লোক শোকে আকুলচিত্ত হইয়া আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে

---

* মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

এবং যাহার চারি চরণ ও অক্ষরের সমতা আছে এবং যাহা বীণার সহিত গাইতেও পারা যায় আমার সেই শ্লোক যশস্কর হউক। শিষ্য ভরদ্বাজ সন্তুষ্ট মনে গুরুর বাক্যে সম্মতি প্রদান করিলে তিনি তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর তমসা নদীতে বিধিপূর্ব্বক স্নান ও মধ্যাহ্নক্রিয়া সমাধা করিয়া শ্লোকের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে বিনীতস্বভাব শাস্ত্রজ্ঞ ভরদ্বাজও এক কলস জল লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। ধার্ম্মিকবর বাল্মীকি আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া শিষ্যের সহিত নানা প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে সেই শ্লোকের বিষয় ভাবিতেছেন এমন সময়ে সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা মুনিবর বাল্মীকিকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বাল্মীকি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া বিস্মিত ও নিস্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল নম্রভাবে হাতযোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন দ্বারা তাঁহার যথোচিত পূজা বিধান করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা বাল্মীকি কর্ত্তৃক এইরূপে পূজিত হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং মহর্ষিকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক নিকটে বসিতে অনুমতি করিলেন। বাল্মীকি সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার বাক্যে আসন পরিগ্রহ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, সেই পাপাত্মা নিষ্ঠুর ব্যাধ ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছে। আহা! সেই ক্রৌঞ্চীর কাতরস্বর মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। পরে

তজ্জন্য একান্ত শোকাকুল হইয়া মনে মনে সেই শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন।

তখন অন্তর্যামী প্রজাপতি ব্রহ্মা ঈষৎ হাস্য করিয়া মুনিবরকে কহিলেন, মহর্ষি! আমার ইচ্ছাপ্রযুক্তই তোমার মুখ হইতে এরূপ বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে। উক্ত শ্লোক যে যশস্কর হইবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব তুমি এক্ষণে ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধিমান্ ও গুণবান্ রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণন কর। তুমি মহাত্মা রামের, সীতার, লক্ষ্মণের ও রাক্ষসদিগের যে সমস্ত বৃত্তান্ত মহর্ষি নারদের মুখে শুনিয়াছ তাহা এবং যে সকল বৃত্তান্ত লোকে জানিয়াছে ও যাহা অদ্যাপি জানে নাই তৎসমুদায়ই বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন কর।

যাহা তুমি নারদের মুখে শুন নাই আমার প্রভাবে তাহাও তুমি রচনা করিতে পারিবে এবং এই কাব্যে তুমি যাহা লিখিবে কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। অতএব তুমি এই মনোহর, পুণ্যজনক রামকথা শ্লোকে রচনা কর। এই ভূমণ্ডলে যত দিন পর্ব্বত ও নদী সকল বর্ত্তমান থাকিবে তত দিন তোমার কৃত এই রামায়ণ প্রচলিত থাকিবে এবং তত দিন তুমি এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক মোক্ষ লাভ করিবে। ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর সশিষ্য ভগবান্ বাল্মীকি এই ব্যাপার দর্শনে অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ সেই শ্লোক গান করিতে করিতে আহ্লাদসহকারে বারংবার কহিতে লাগিলেন আমাদিগের গুরুদেব শোকাকুল হইয়া চারি চরণ-

বিশিষ্ট যে গান রচনা করিয়াছেন এবং যাহাতে গুরুত্ব লঘুত্বের দোষ নাই তাহা যশস্কর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই মহর্ষি এইরূপ শ্লোকে সমুদায় রামায়ণ রচনা করিবেন এই মানস করিয়াছেন।

উদারদর্শন ও কীর্ত্তিমান্ বাল্মীকি উত্তম পদ ও অর্থযুক্ত, মনোরম ও তুল্যাক্ষরবিশিষ্ট অসংখ্য শ্লোক দ্বারা মহাত্মা রামের চরিত্র অবলম্বন পূর্ব্বক এই যশস্কর কাব্য রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে সমাস, সন্ধিও যোগবিশিষ্ট, মধুর ও সুললিত বাক্যে রচিত এই রামচরিত ও দশাননবধ সকলে শ্রবণ করুন।

মহর্ষি বাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের বালকাণ্ডে ব্রহ্মোপদেশ নামক দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

মহর্ষি বাল্মীকি যে চতুর্ব্বর্গসাধক ও হিতজনক রামচরিত ইতিপূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মার প্রসাদে তৎসমুদায় প্রত্যক্ষীভূত করিতে অতিশয় যত্নবান্ হইয়া সম্মুখস্থ কুশাসনে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করত শাস্ত্রোক্ত নিয়মে আচমন করিয়া করযোড়ে যোগবলে রামচরিত ধ্যান করিতে লাগিলেন। তিনি যোগবলে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা এবং সস্ত্রীক রাজা দশরথ ও তাঁহার মন্ত্রী প্রজা প্রভৃতি রাজ্যের সমস্ত লোক, তাঁহাদিগের হাস্য, কথা বার্ত্তা, কার্য্য ও গমন প্রভৃতি সমস্তই যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। সত্যসন্ধ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন ও যে সকল অসাধারণ কার্য্য করিয়াছিলেন তৎসমুদায়ই তিনি দেখিতে পাইলেন। এমন কি রামের ভবিষ্যৎ চরিতও তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। যে রামচরিত পাঠ বা শ্রবণ করিলে চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ হয়, সমুদ্রের ন্যায় যাহাতে অনেক সার পদার্থ আছে এবং যাহা মহর্ষি নারদ পূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন, মহামতি ভগবান্ বাল্মীকি যোগবলে বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া সেই কর্ণমধুর রামচরিত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহর্ষি বাল্মীকিরচিত রামায়ণে মহাত্মা রামের যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল—রামের জন্ম

ও বলবীর্য্য, লোকের প্রতি তাঁহার অনুরাগ, উপকারিতা, ক্ষমা, সৌম্যতা ও সত্যশালতা এবং বিশ্বামিত্রের সহিত যাইবার সময় পথে যে সকল আশ্চর্য্য কথোপকথন হইয়াছিল তৎসমুদায় এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে রামের ধনুর্ভঙ্গ, জানকীর বিবাহ, পরশুরামের সহিত রামের বিবাদ, রামের গুণবর্ণন, রাজ্যাভিষেক, কৈকেয়ীর দুষ্টতাতে রামের রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত, রামের বনবাস, রাজা দশরথের শোক, বিলাপ ও মৃত্যু, প্রজাদিগের বিষাদ ও অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, গুহসংবাদ, সারথি সুমন্ত্রের প্রত্যাগমন, গঙ্গাপার, ভরদ্বাজ দর্শন, ভরদ্বাজের আদেশে রামের চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন ও তথায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস, ভরতের আগমন ও তৎকর্ত্তৃক রামের প্রসাদন, রামকৃত পিতৃতর্পণ, রামের পাদুকাযুগল লইয়া ভরতের রাজ্যাভিষেক ও নন্দিগ্রামে বাস, রামের দণ্ডকারণ্যপ্রবেশ, বিরাধবধ, শরভঙ্গদর্শন, সুতীক্ষ্ণের সহিত সমাগম, অনুসূয়ার সহিত সীতার অবস্থান ও তৎকর্ত্তৃক সীতার দেহে চন্দনাদিলেপন, রামের অগস্ত্যদর্শন, ধনুর্গ্রহণ, শূর্পনখার সংবাদ, তাহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন, রামকর্ত্তৃক খর ও ত্রিশিরা নামক রাক্ষসবধ, সীতাকে হরণ করিবার জন্য রাবণের উদ্যোগ, মারীচবধ, সীতাহরণ, রামের বিলাপ, গৃধ্ররাজ জটায়ুর মৃত্যু, রামের কবন্ধ, পম্পা ও শবরীদর্শন, ফল ও মূল ভক্ষণ, পম্পাতীরে বিলাপ, হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন, সুগ্রীবসমাগম, সুগ্রীবের মনে বিশ্বাসোৎপাদন ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব, বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধ, বালিবধ, সুগ্রীবের রাজ্য

লাভ, তারাবিলাপ, রাম ও সুগ্রীবের পরস্পর সঙ্কেত, বর্ষাকালীন রাত্রিতে আশ্রয় গ্রহণ, রামের ক্রোধ, সৈন্যসংগ্রহ, দূতপ্রেরণ, সুগ্রীবের পৃথিবীসংস্থানকথন, রামের অঙ্গুরীয়দান, জাম্বুবানের বিলদর্শন, সমুদ্রতীরে বানরগণের অনাহারে অবস্থান, হনুমানের সম্পাতিদর্শন, পর্ব্বতারোহণ, সাগরলঙ্ঘন, সমুদ্রের বাক্যে মৈনাকদর্শন, রাক্ষসীতর্জ্জন, ছায়াগ্রাহ রাক্ষসকে দর্শন, সিংহিকাবধ, লঙ্কাদর্শন, রাত্রিতে লঙ্কাপ্রবেশ, অসহায় অবস্থায় কর্ত্তব্যনিরূপণ, পানভূমিগমন, অন্তঃপুরদর্শন, রাবণের সহিত সাক্ষাৎকরণ, পুষ্পকদর্শন, অশোকবনে গমন ও সীতাদর্শন, অভিজ্ঞানপ্রদান, সীতার বাক্য, রাক্ষসীতর্জ্জন, ত্রিজটার স্বপ্নদর্শন, সীতার মণিপ্রদান, বৃক্ষভঙ্গ, রাক্ষসী বিদ্রব, কিঙ্করবধ, হনুমানের বন্ধন, লঙ্কাদাহকালে হনুমানের গর্জ্জন ও সকলের আক্রন্দন, পুনরায় সাগরলঙ্ঘন, মধুহরণ, রামচন্দ্রকে আশ্বাসদান, মণিপ্রদান, সমুদ্রসমাগম, নলের সেতুবন্ধন, সেনাদিগের সমুদ্রপার, রাত্রিতে লঙ্কাবরোধ, বিভীষণসংসর্গ, বধোপায়নিবেদন, কুম্ভকর্ণবধ, মেঘনাদবধ, রাবণবধ, রাবণের পুরী হইতে সীতার উদ্ধার, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, পুষ্পকদর্শন, অযোধ্যাভিমুখে গমন, ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন, হনুমানকে নন্দিগ্রামে প্রেরণ, ভরতের সহিত সমাগম, রামের অভিষেকের জন্য উৎসব, রামের সৈন্যবিদায়, প্রজারঞ্জন ও সীতার বনবাস। মহর্ষি বাল্মীকি এই সমস্ত এবং রামের যে সকল বিষয় লোকে জানে না তৎসমুদায়ই স্বীয় কাব্য মধ্যে বর্ণন করিয়াছেন।

মহর্ষি বাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

রাম রাজা হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছেন সেই সমুদায় অবলম্বনপূর্ব্বক মহর্ষি বাল্মীকি এক কাব্য রচনা করিলেন। সেই কাব্য চব্বিশ হাজার শ্লোক, পাঁচ শত সর্গে ও সাতকাণ্ডে রচিত। শেষ কাণ্ডের নাম উত্তরকাণ্ড, উহাতে সীতার বনবাস হইতে পৃথিবীতে প্রবেশ পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। বাল্মীকি ব্রহ্মার প্রসাদে এই সাতকাণ্ড রামায়ণ রচনা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এই পৃথিবীতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি এই রামায়ণ পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইতে পারেন। মহর্ষি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে আশ্রমবাসী, ধর্ম্মজ্ঞ, যশস্বী কুশ ও লব নামক দুইটী মুনিবেশধারী রাজপুত্র তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণাম করিলেন। মহর্ষি ঐ দুই ভ্রাতাকে মেধাবী ও সুস্বরবিশিষ্ট দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে ইহারা আমার কাব্য পড়িতে ও জনসমাজে প্রচার করিতে পারিবে। ইতিপূর্ব্বে তাহারা বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিল বলিয়া মহর্ষি তাহাদিগকে বেদের অর্থ শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কৃত রামায়ণ রাবনবধ নামে প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রুতাদি প্রমাণত্রয়বিশিষ্ট, ষড়্জাদি সপ্তস্বরযুক্ত, তান, মান ও লয়শুদ্ধ, শৃঙ্গারাদি নবরসাত্মক এবং যাহা পাঠ বা গান করিলে শুনিতে মধুর বোধ হয় এইরূপ রামায়ণ কাব্য

মহর্ষি বাল্মীকি কুশ ও লবকে গান করিতে শিখাইতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বের ন্যায় রূপবান্ সেই দুটী বালকও অতি অল্প দিনের মধ্যে সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত স্থান ও মূর্চ্ছনা প্রভৃতিতে বিশেষরূপ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের কণ্ঠস্বরও অতিশয় মধুর ছিল। যেমন রৌদ্রস্থিত কোন দ্রব্যের প্রতিবিম্ব সেই দ্রব্যের সদৃশ হয় সেইরূপ সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মধুরভাষী কুশ ও লবের আকৃতি অবিকল রামের ন্যায় বোধ হইত।

সৌভাগ্যশালী সুলক্ষণসম্পন্ন সুশীল রাজপুত্রদ্বয় অল্পকালের মধ্যেই সেই ধর্ম্মবিষয়ক উত্তম উপাখ্যান সমগ্র কণ্ঠস্থ করিয়া ব্রাহ্মণগণ, ঋষিগণ ও সাধুগণের সমক্ষে স্থিরচিত্তে গাইতে আরম্ভ করিলেন। একদা তাঁহারা পবিত্রাত্মা ঋষিদিগের সভায় গমন পূর্ব্বক সেই কাব্য গান করিয়াছিলেন। ঋষিগণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাদিগকে ভূরি ভূরি সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই ধর্ম্মবৎসল ঋষিগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রীত হইয়া উৎকৃষ্ট গায়ক কুশ ও লবের বিশেষরূপ প্রশংসা করিয়া কহিলেন আহা! গীতের কি চমৎকার মাধুর্য্য! শ্লোকের মাধুর্য্য তদপেক্ষা অধিক! যদিও বহুকাল পূর্ব্বে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তথাপি যেন নূতন বোধ হইতেছে। কুশ ও লব ভাবে গদ্গদ হইয়া উচ্চ মধুর ও ষড়্জাদি সপ্তস্বরে এরূপ গান করিতে লাগিলেন যে তাহাতে সকলেরই মন আর্দ্র হইয়া গেল এবং চারিদিক হইতে প্রশংসা ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

অনন্তর সভাস্থ ঋষিগণের মধ্যে একজন উঠিয়া কুশ ও লবকে একটা কলস প্রদান করিলেন। কোন মহাত্মা প্রীত হইয়া বল্কল দিলেন। কেহ বা কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম, কেহ যজ্ঞসূত্র, কেহ কমণ্ডলু, কেহ মৌঞ্জী (মুঞ্জনির্ম্মিত মেখলা,) কেহ আসন, কেহ কৌপীন, কেহ বা একখানি কুঠার দিলেন। কেহ বা কাষায় বস্ত্র (রংকরা কাপড়) কেহ বা চীর বস্ত্র, কেহ বা জটাবন্ধন, কেহ বা কাষ্ঠরজ্জু, কেহ যজ্ঞভাণ্ড, কেহ কাষ্ঠভার এবং কোন ঋষি বা যজ্ঞডুম্বুরকাষ্ঠনির্ম্মিত আসন প্রদান করিলেন। কোন মহর্ষি "তোমাদিগের মঙ্গল হউক" কেহ বা "তোমরা দীর্ঘজীবি হও" বলিয়াপ্রসন্ন মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সত্যবাদী মুনিগণ কুশ ও লবকে এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, মহর্ষি এই উপাখ্যানে বিষয়গুলি যথাক্রমে বিনিবেশিত করিয়া কেমন আশ্চর্য্য রচনা করিয়াছেন। ভবিষ্যতে এই উপাখ্যান কবিগণের প্রধান আদর্শস্বরূপ হইবে। সুনিপুণ গায়ক কুশ লবও এই আয়ুষ্কর পুষ্টিজনক ও শ্রবণমধুর কাব্য অতি চমৎকার গান করিয়াছেন। কুশ ও লব এই প্রকারে গান গাইয়া সর্ব্বত্রই প্রশংসা লাভ করিতে লাগিলেন।

এক দিবস ঐ দুই ভাই রাজপথে গান করিয়া বেড়াইতেছে এমন সময় রাজা রামচন্দ্র উহাদিগকে দেখিতে পাইয়া আপন গৃহে আনিলেন এবং যথেষ্ট সমাদর করিলেন। পরে তিনি দিব্য রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলে, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এবং মন্ত্রিবর্গ তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট হইলেন।

রাজা রামচন্দ্র সেই দুইটী ভাইকে অতিশয় বিনীত ও রূপবান্ দেখিয়া লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরা পরম সুন্দর এই দুইটী গায়কের মুখে বিচিত্র অর্থ ও পদবিশিষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ কর। এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে গান করিতে আদেশ করিলেন। তখন কুশ ও লব উচ্চ, মধুর ও মনোহর স্বরে অতিশয় স্পষ্টরূপে গান আরম্ভ করিলেন। তাহাদিগের গানে সভাস্থ সমস্ত লোকের শরীর রোমাঞ্চ এবং হৃদয় ও মন প্রফুল্লিত হইয়াছিল। রাম ভ্রাতৃগণকে পুনরায় কহিলেন দেখ এই দুইটী তাপসতনয় মুনিবেশধারী হইলেও ইহাঁদিগের দেহে রাজচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক ইহাঁরা অতি উৎকৃষ্ট গায়ক। উপাখ্যানও অত্যন্ত মধুর এবং উহাতে আমারই গুণসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। অতএব তোমরা মনোযোগের সহিত ইহা শ্রবণ কর। এই কথা বলিয়া রাম সেই দুইটী ভ্রাতাকে পুনরায় গান গাইতে বলিলেন। রামের আদেশে তাঁহারা মার্গবিধান অনুসারে গান করিতে লাগিলেন। রামও স্বীয় চরিত চিরস্থায়ী হইবার আশয়ে মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিলেন। একবার ও গাত্রোত্থান করিলেন না।

পঞ্চম সর্গ।

প্রজাপতি মনুর পর যে সকল জয়শালী রাজা এই সসাগরা পৃথিবীতে আধিপত্য করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে প্রজাপালন-পূর্ব্বক ইহকালে যশ ও পরকালে সদ্গতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদিগের বংশে সগর রাজা ও তাঁহার ষাট হাজার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া সাগর খনন করত কপিলমুনির অগ্নি-শাপে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। যে রাজবংশে মহাত্মা ভগীরথ জন্মগ্রহণ করিয়া গঙ্গা আনয়নপূর্ব্বক এই জগৎ পবিত্র ও স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগকে উদ্ধার করেন সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাত্মা রাজাদিগের উপাখ্যানই রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধ। এক্ষণে আমরা সেই চতুর্ব্বর্গসাধক উপাখ্যান আদ্যোপান্ত প্রচার করিব, আপনারা দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া শ্রবণ করুন।

সরযূ নদীর তীরে কোশল নামে এক সুখশালী বহুধন জনপদ আছে। অযোধ্যা নগরী ঐ জনপদের অন্তর্গত। মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং ঐ নগরী স্থাপন করেন। উহা দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ যোজন ও প্রস্থে তিন যোজন। প্রশস্ত রাজপথ ও বহিঃপথের উভয় পার্শ্বে সুগন্ধি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হওয়াতে এবং সর্ব্বদা জল সেচন করাতে অযোধ্যা নগরী অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্রের

অমরাবতী যেরূপ লোকে পরিপূর্ণ রাজা দশরথ প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করাতে উক্ত নগরীও তদ্রূপ বহু প্রজাতে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

ঐ নগরীর চারিদিগে কপাট ও তোরণ আছে এবং উহার বাজার সকলের পরিপাটি অতি উত্তম। কোন স্থানে বহু স্তুতিপাঠক ও বংশাবলীকথক একত্র হইয়া বাস করিতেছে। উহা সকল প্রকার শিল্পকারের আবাসস্থান। উচ্চ অট্টালিকার উপরিভাগে পতাকা সকল বায়ুভরে উড্ডীয়মান হওয়াতে নগরীর অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। উহার প্রাচীর সকল শতঘ্নী প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও যন্ত্রসমূহে সুরক্ষিত হইয়াছে। উহার মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের নাট্যশালাও অনেক আছে। স্থানে স্থানে পুষ্পবাটিকা, শালবন ও আম্রবন দেখিতে পাওয়া যায়। উহার চতুর্দ্দিক্ জলদুর্গ দ্বারা এরূপ সুরক্ষিত যে শত্রু বা মিত্র কেহই উহার মধ্যে সহসা প্রবেশ করিতে পারে না। নানা দিগ্দেশান্তর হইতে বণিক্‌গণ আসিয়া বাস করাতে এবং পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ স্বর্ণনির্ম্মিত ও স্বর্ণজলে অলঙ্কৃত অট্টালিকা, স্ত্রীদিগের বিলাসভবন, সপ্ততল গৃহ, নানাবিধ রত্নসমূহ, ধান্য, তণ্ডুল ও সহস্র সহস্র বারাঙ্গনা প্রভৃতিতে উক্ত নগরী পরিপূর্ণ হওয়াতে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। উহার জল ইক্ষুরসের ন্যায় সুমিষ্ট। দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা, পণব প্রভৃতি বাদ্যের ধ্বনিতে উহা নিরন্তর নাদিত হইতেছে। উহার অভ্যন্তরস্থ প্রাসাদ সকল সুপ্রণালীতে নির্ম্মিত হওয়াতে উহা স্বর্গস্থিত সিদ্ধপুরুষগণের তপোবল-

লব্ধ বিমানের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট! যে সকল মহারথী লঘু-হস্ত ও অস্ত্রশস্ত্রপ্রয়োগে অতিশয় নিপুণ এবং যাঁহারা অসহায় ও আত্মীয়স্বজনবিহীন, পলায়িত ও লুক্কায়িত ব্যক্তিকে বাণাঘাত করেন না। যাঁহারা মত্ত সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহ প্রভৃতি ভীমনাদ বন্য জন্তুদিগকে নিশিত শস্ত্র বা বাহুবলে বধকরিতে পারেন, রাজা দশরথ সেই প্রকার সহস্র সহস্র মহাবীরকে ঐ পুরীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বেদবেদাঙ্গবেত্তা, গুণবান্, দাতা, সত্যনিষ্ঠ, মহর্ষিতুল্য অসংখ্য সদ্ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিয়া আছেন।

মহর্ষি বাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

সেই অযোধ্যাপুরীতে ধর্ম্মপরায়ণ, বেদজ্ঞ, দীর্ঘদর্শী মহর্ষিতুল্য প্রতাপশালী, যজ্ঞশীল, বলবান্, জিতেন্দ্রিয়, ত্রিভুবনবিখ্যাত সর্ব্বলোকপ্রিয় দশরথ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক স্বাধীন রাজা ছিলেন। তিনি মহাপ্রতাপ মনুর ন্যায় প্রজা পালন করিতেন। তিনি রাজ্যরক্ষার্থে চতুরঙ্গ সেনা প্রভৃতি সমুদায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ যোদ্ধা ছিলেন যে একাকী দশ সহস্র মহারথীর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতেন। তিনি সমুদায় শত্রু বিনাশ করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার মিত্রসংখ্যা প্রবল ছিল। তিনি ইন্দ্র ও কুবেরের ন্যায় স্বীয় রাজ্য ধনধান্যাদিতে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র যেরূপ অমরাবতী পালন করিয়া থাকেন সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ সাধনের উদ্দেশে সেই পুরীশ্রেষ্ঠ অযোধ্যাও তদ্রূপ পালন করিয়াছিলেন। অযোধ্যাবাসিরা স্বধনে সন্তুষ্ট, নির্লোভ, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী ছিলেন। তাঁহারা সকলেই উত্তম উত্তম দ্রব্য, গো, অশ্ব ও ধনধান্য প্রচুরপরিমাণে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। যে যাহা ইচ্ছা করিত সে তাহাই প্রাপ্ত হইত। পুরীমধ্যে কামুক, কদর্য্য, নৃশংস, নাস্তিক অথবা মূর্খ লোক কদাচ দৃষ্ট হইত না। কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সকলেই ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয়,

আনন্দিত ও ঋষিতুল্য বিশুদ্ধস্বভাব ছিলেন। সকলেই কুণ্ডল, মুকুট, কণ্ঠমালা, বালা, বাজু ও মালা ধারণ করিত। কেহই অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন থাকিত না। সকলেই গাত্রে চন্দনাদিসুগন্ধ লেপন করিত। সকলেই সুভোগরত ও জিতেন্দ্রিয়, দাতা ও আস্তিক ছিল। কেহ কদর্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করিত না, সকলেই সোমযাগ অনুষ্ঠান করিত। কেহই নীচাশয় তস্কর বা দুর্বৃত্ত ছিল না। অযোধ্যায় কুণ্ড, গোলক প্রভৃতি বর্ণসঙ্কর ছিল না। ব্রাহ্মণগণ জিতেন্দ্রিয়, দাতা, অধ্যয়নশীল ও সর্ব্বক্ষণ স্বীয় কর্ম্মে অবহিত থাকিতেন এবং কদাচ নিষিদ্ধ জাতির যাজনক্রিয়া বা দান গ্রহণ করিতেন না। সকলেই ইহকাল ও পরকালে সুখী হইবার জন্য সৎকার্য্য ও একাদশ্যাদি ব্রত সকল অনুষ্ঠান করিতেন। কেহই দীন, ক্ষিপ্তচিত্ত বা পীড়িত ছিল না। কোন পুরুষ বা নারীর শ্রী ও রূপ কুৎসিত ছিল না। অযোধ্যাবাসী সকলেই রাজভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের লোকই কৃতজ্ঞ, বদান্যবর, পরাক্রমশালী এবং দেবপূজা ও অতিথিসৎকারে সতত আসক্ত থাকিত। সকলে সত্যধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক দীর্ঘকাল জীবন লাভ করিয়া স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গের সহিত সুখে কালযাপন করিত। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ও বৈশ্য, ক্ষত্রিয়ের অনুগত ছিল এবং শূদ্র, ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা করত স্বীয় কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সুখে কাল যাপন করিত।

পর্ব্বতগুহা যেরূপ সিংহে পরিপূর্ণ থাকে তদ্রূপ অগ্নিতুল্য তেজস্বী, অস্ত্রবিশারদ, সরলমতি সহস্র সহস্র যোদ্ধাতে ঐ অযোধ্যা নগরী পরিপূর্ণ ছিল। কাম্বোজ, বাহ্লীক,

বনায়ু প্রভৃতি দেশোৎপন্ন এবং সিন্ধু নদীর সন্নিহিত প্রদেশ-জাত, দেবরাজ ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বের ন্যায় অসংখ্য অশ্ব ঐ পুরীতে দৃষ্ট হইত। বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতে জাত পর্ব্বতাকার মত্ত হস্তী এবং ঐরাবত, মহাপদ্ম, অঞ্জন ও বামন এই চারি জাতীয় হস্তী হইতে উৎপন্ন ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ, ভদ্রমন্দ্রমৃগ, ভদ্রমন্দ্র, ভদ্রমৃগ ও মৃগমন্দ্র প্রভৃতি সঙ্কর-জাতীয় হস্তীতে ঐ পুরী সতত পরিপূর্ণ থাকিত। ঐ পুরীর দুই যোজনের মধ্যে কেহই যুদ্ধ করিতে পারিত না বলিয়া উহার নাম অযোধ্যা হইয়াছিল। যেরূপ চন্দ্র নক্ষত্রলোক এবং ইন্দ্র যেরূপ অমরাবতী শাসন করেন রাজা দশরথ তদ্রূপ সেই সত্যনামা দৃঢ় তোরণ ও অর্গলবিশিষ্ট, বিচিত্র গৃহসমূহে উপশোভিত, বহুলোকসঙ্কুল ও মঙ্গলময়ী অযোধ্যা নগরী শাসন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাত্মা রাজা দশরথের ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র এই আট জন গুণবান্, সত্যপরায়ণ ও যশস্বী মন্ত্রী ছিলেন। আকার ও ইঙ্গিতে অন্যের মনের ভাব বুঝিতে ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণে ইহাঁরা বিশেষ পটু ছিলেন এবং রাজার হিত সাধন করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। ঋষিবর বামদেব ও বশিষ্ঠ তাঁহার প্রধান পুরোহিত ছিলেন। দশরথের পুরাতন মন্ত্রিগণ সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয়, কাত্যায়ন, বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতেন। রাজার উক্ত মন্ত্রিগণ বিদ্বান্, বিনীতস্বভাব, লজ্জাশীল, কার্য্যকুশল, জিতেন্দ্রিয়, শ্রীমান্, মহাত্মা, ধনুর্বিদ্যাতে পারদর্শী, অতিশয় বিক্রমশালী, কীর্ত্তিমান্, সকল প্রকার রাজকার্য্যে সাবধান, ও রাজার আজ্ঞাকারী ছিলেন। ইহাঁরা কামক্রোধাদির বশবর্ত্তী হইয়া কদাচ মিথ্যা কথা কহিতেন না। ইহাঁরা স্বপক্ষ ও বিপক্ষের ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান কার্য্যসকল দূত দ্বারা অবগত হইতেন। এই সকল ব্যবহারকুশল মন্ত্রী রাজার বিশ্বাসভাজন ও প্রিয় সুহৃদ্ ছিলেন। ইহাঁরা এরূপ অপক্ষপাতী ছিলেন যে অপরাধী পুত্রকেও শাস্তি দিতে ত্রুটি করিতেন না এবং

নির্দ্দোষী শত্রুরও হিংসা করিতেন না। কোষ ও সৈন্য-সংগ্রহবিষয়ে ইহাঁরা বিশেষরূপ যত্নবান্ ছিলেন। ইহাঁরা উৎসাহসম্পন্ন, বীর ও নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং রাজ্যস্থ সাধুব্যক্তিদিগকে নিরন্তর রক্ষা করিতেন। ইহাঁরা দোষী ব্যক্তির দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া দণ্ডবিধান এবং অধীনস্থ প্রদেশের অর্থের বলাবল বিবেচনা করিয়া কর সংগ্রহ করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিতেন। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের কখন অনিষ্ট করিতেন না। এই সকল একবুদ্ধি, সাধু মন্ত্রীদিগের সময়ে পুরবাসী বা জনপদবাসী দিগের মধ্যে কেহই মিথ্যাবাদী, দুশ্চরিত্র বা পরস্ত্রীতে আসক্ত ছিল না। সকলেই নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিত। ঐ সকল মন্ত্রী উত্তম বেশভূষায় ভূষিত ও শুচিব্রত হইয়া নীতিশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদা রাজার মঙ্গল কামনা করিতেন। রাজাও তাঁহাদিগের গুণ ও পরাক্রমের বিশেষ প্রশংসা করিতেন। বুদ্ধিপ্রভাবে ইহাঁরা বিদেশস্থ ঘটনা সকলও জানিতে পারিতেন। শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন এবং ঐশ্বর্য্যাদিভোগ এই ত্রিবিধ কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

ইহাঁরা সন্ধিবিগ্রহ, মন্ত্ররক্ষা ও সূক্ষ্মবিচার করিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইহাঁরা নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ও প্রিয়বাদী ছিলেন। জ্ঞানশীল ও রণে সত্যপ্রতিজ্ঞ পুণ্যাত্মা রাজা দশরথ এইরূপ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মন্ত্রিগণের পরামর্শে দূতপ্রেরণপূর্ব্বক স্বদেশ ও বিদেশের বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়া এবং ধর্ম্মতঃ

ইহাঁরা সন্ধিবিগ্রহ, মন্ত্ররক্ষা ও সূক্ষ্ম বিচার করিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইহাঁরা নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ও প্রিয়-বাদী ছিলেন। দানশীল ও রণে সত্যপ্রতিজ্ঞ পুণ্যাত্মা রাজা দশরথ এইরূপ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মন্ত্রিগণের পরামর্শে দূত প্রেরণ পূর্ব্বক স্বদেশ ও বিদেশের বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অব-গত হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিয়া ত্রিভুবনবিখ্যাত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার তুল্য বা তদপেক্ষা অধিক বলবিশিষ্ট শত্রু ছিল না। তিনি স্বীয় অখণ্ড প্রতাপে সমুদায় শত্রুকে বশীভূত করিয়া বহু মিত্র লাভ করত নিষ্কণ্টক হইয়া দেব-রাজ ইন্দ্রের ন্যায় অযোধ্যা শাসন করিয়াছিলেন। রাজা দশরথ এইরূপ হিতকারী, অনুরক্ত, দমনশীল ও কার্য্যকুশল মন্ত্রিগণে বেষ্টিত হইয়া সহস্র তেজোময় কিরণবিশিষ্ট সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের অদিকাণ্ডে সপ্তম সর্গ
সমাপ্ত।

অষ্টম সর্গ।

এইরূপ প্রভাবশীল ও ধর্ম্মশীল মহাত্মা দশরথ পুত্রের নিমিত্ত বহুকাল তপস্যা করিয়াও বংশধর পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই। একদা তিনি পুত্রের জন্য চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন যে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে বোধ হয় পুত্র জন্মাইতে পারে। তেজস্বী মহাত্মা দশরথ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি কালবিলম্ব না করিয়া আমার গুরু ও পুরোহিতগণকে আনয়ন কর। সুমন্ত্র রাজার আদেশে, সুযজ্ঞ বামদেব, জাবালি ও কাশ্যপ প্রভৃতি গুরুগণ, পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং পৌরোহিত্যকর্ম্মে পারদর্শী অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে অবিলম্বে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ তাঁহাদিগের যথোচিত পূজা বিধান করিয়া ধর্ম্মার্থসঙ্গত মধুর বাক্যে কহিলেন, আপনারা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, অতএব বলুন কি উপায়ে আমি পুত্রমুখ দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারি। আমার এই রাজ্য ও অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিলেও একমাত্র পুত্র না থাকাতে আমার কিছুতেই সুখ বোধ হয় না। তজ্জন্য আমি যথাশাস্ত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে মানস করিয়াছি, এবিষয়ে আপনাদিগের অভিপ্রায় কি।

অনন্তর বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ রাজার মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার যথোচিত স্তব করিলেন এবং সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! যখন পুত্রের জন্য আপনি এরূপ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন আপনি যে পুত্র লাভ করিবেন তাহার আর অনুমাত্র সংশয় নাই। অতএব আপনি অবিলম্বে অশ্বমোচন, সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ ও যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন করিতে আদেশ করুন।

তখন রাজা ব্রাহ্মণগণের বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! ইহাঁদিগের আদেশমত যজ্ঞের আয়োজন কর। অশ্ব রক্ষা করিতে সুসমর্থ এক রাজপুত্র ও একজন প্রধান ঋত্বিক্‌সহকারে এক অশ্ব অবিলম্বে ছাড়িয়া দেও। পরে সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করিতে বল। এ যজ্ঞে সকল রাজাদিগের অধিকার থাকিলেও কষ্টসাধ্য বলিয়া সচরাচর সকলে এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। বিশেষতঃ যজ্ঞতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মরাক্ষসেরা সর্ব্বদা যজ্ঞের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এবং যথাবিধানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত না হইলে যজ্ঞকর্ত্তার সদ্য মৃত্যু হয়। তোমরা এ কার্য্যে অতিশয় পটু, অতএব যাহাতে আমার এই যজ্ঞ শাস্ত্রোক্তবিধানে সমাপিত হয় তদ্বিষয়ে তোমরা বিশেষ মনোযোগী হইবে। মন্ত্রিগণও রাজার আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য!"

মন্ত্রিগণ এই কথা বলিলে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ রাজার বাক্য আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া এবং সাতিশয় প্রীত হইয়া

তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, পরে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা চলিয়া গেলে দশরথ মন্ত্রিদিগকে পুনরায় কহিলেন, দেখ মন্ত্রিগণ! পুরোহিত মহাশয়েরা যেরূপ আদেশ করিলেন তদনুসারে কার্য্য করিবে! এ বিষয়ে যেন কদাচ অন্যথা না হয়। পরে তিনি মন্ত্রিদিগকে যাইতে অনুমতি দিয়া স্বয়ং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রাণপ্রিয়া মহিষীদিগকে কহিলেন, প্রেয়সীগণ! আমি পুত্রের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব; অতএব তোমরাও এ বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হও। রাজার এই মনোহর বাক্যে রূপলাবণ্যবতী সেই সকল মহিষীদিগের মুখপদ্ম বসন্তকালীন পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

মহর্ষি বাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ।

সারথি সুমন্ত্র রাজার মুখে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! ঋত্বিক্‌গণ আপনাকে পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি আপনার পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে পুরাণে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণের নিকট আপনার পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন, ঋষিগণ! মহর্ষি কাশ্যপের বিভাণ্ডক নামে এক পুত্র আছে। ঋষ্যশৃঙ্গ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মাইবে। ঐ ঋষ্যশৃঙ্গ পিতা কর্ত্তৃক বনে প্রতিপালিত হইয়া বনেই কাল যাপন করিবেন এবং পিতা ভিন্ন আর কাহাকেও জানিবেন না। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ মুখ্য ও গৌণ এই দুই প্রকার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। ব্রাহ্মণেরাও সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন যে ঋষ্যশৃঙ্গ এইরূপে পিতৃসেবা ও অগ্নি সেবা করিয়া কিছু কাল অতিবাহিত করিবেন। পরে অঙ্গদেশে লোমপাদ নামে প্রভূতপরাক্রম ও প্রতাপশালী এক নরপতি জন্মগ্রহণ করিবেন। ঐ রাজার অধর্ম্মে অঙ্গদেশে বহুকাল ব্যাপিয়া ভয়ানক অনাবৃষ্টি হইবে। রাজা এই অনিষ্টকর ঘটনায় অতিশয় দুঃখিত হইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া কহিবেন, হে ব্রাহ্মণগণ!

আপনারা শাস্ত্র ও লোকব্যবহার বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। অতএব কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত বা নিয়ম করিলে এই বিপদের শান্তি হইতে পারে। রাজা সেই সকল বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কহিবেন মহারাজ! যে কোন প্রকারে হউক বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে একবার এই রাজ্যে আনয়ন করিতে হইবে। পরে তিনি উপস্থিত হইলে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া আপনার কন্যা শান্তাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিতে হইবে। মহারাজ! তাহা হইলেই আপনার এই দুর্ঘটনার শান্তি হইবে। ব্রাহ্মণগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোমপাদ রাজা বীর্য্যবান্ ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিবার জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন হইবেন। পরে মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া পুরোহিত ও অমাত্যগণকে ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট যাইতে আদেশ করিবেন। কিন্তু তাঁহারা রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া ক্ষণকাল অধোমুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন; পরে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া রাজাকে কহিবেন, মহারাজ! সেই মহাতেজস্বী বিভাণ্ডকের ভয়ে তথায় যাইতে আমাদিগের সাহস হইতেছে না। কিন্তু আমরা এক উপায় স্থির করিয়াছি শ্রবণ করুন! কতিপয় বেশ্যাকে তথায় প্রেরণ করিতে হইবে। তাহা হইলে আপনার কার্য্য সিদ্ধ হইবে এবং আমাদিগেরও অভিশাপের আশঙ্কা থাকিবে না। তদনুসারে রাজা বেশ্যার সাহায্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিবেন। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গরাজ্যে আগমন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র তথায় মুষলধারে বারি বর্ষণ করিবেন। তখন

লোমপাদও সেই ঋষিপুত্রের সহিত শান্তার বিবাহ দিবেন। অতএব জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গই আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। মহারাজ! সনৎকুমার আপনার পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছিলেন আমি আপনাকে তাহা বর্ণন করিলাম। তখন রাজা অতিশয় আহ্লাদ সহকারে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! লোমপাদ কিরূপে ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে বর্ণন কর।

মহর্ষি বাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশম সর্গ।

রাজা দশরথ সুমন্ত্রকে এইরূপ কহিলে সুমন্ত্র কহিলেন, মহারাজ! অঙ্গরাজ লোমপাদ যে রূপে ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন আমি তাহা সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি, আপনি মন্ত্রিগণের সহিত শ্রবণ করুন। পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিবার জন্য মহারাজ লোমপাদ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলে তাঁহারা কহিলেন, মহারাজ! ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিবার জন্য আমরা যে উপায় স্থির করিয়াছি তাহা অব্যর্থ। ঋষ্যশৃঙ্গ বনচারী এবং সর্ব্বদা তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে কাল যাপন করেন। তিনি কখন স্ত্রীসহবাসসুখ অনুভব করেন নাই। সুতরাং ইন্দ্রিয়সুখকর ও মনোহর পদার্থ দ্বারা তাঁহার মন মোহিত করিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে এই রাজ্যে আনয়ন করিতে পারিব। আপনি কতকগুলি রূপবতী বেশ্যাকে উত্তমরূপে সাজাইয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করুন। উহারা তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রলোভন দেখাইয়া এখানে আনয়ন করিবে। রাজা তাঁহাদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া পুরোহিতকে উক্ত কার্য্যের ভার দিলেন। পুরোহিতগণ উহা অপমানসূচক বিবেচনা করিয়া মন্ত্রিগণের উপর ভারার্পণ করিলেন। মন্ত্রিগণও, পুরোহিতগণের অনুরোধে তৎক্ষণাৎ, সমুদায় আবশ্যকীয় দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক কতকগুলি বারাঙ্গনাকে উত্তমরূপ বেশভূষায় ভূষিত করিয়া তথায় যাইতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর বারাঙ্গনাগণ আদেশমত সেই গহন বনে প্রবেশ করিয়া বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রমের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক ধীরস্বভাব ঋষিপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিল। পিতার সন্তোষের নিমিত্ত ঋষ্যশৃঙ্গ সর্ব্বক্ষণই আশ্রমে থাকিতেন। ক্ষণকালের জন্যও অন্যত্র গমন করিতেন না। তিনি জন্মাবধি নগর বা জনপদের স্ত্রী, পুরুষ অথবা অন্যান্য জন্তু কখন দেখেন নাই।

যে স্থানে সেই বেশ্যাগণ অবস্থিতি করিতেছিল, একদা ঋষ্যশৃঙ্গ দৈবযোগে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তখন সেই রমণীগণ নানাবিধ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মধুরস্বরে গান গাইতে গাইতে ঋষিপুত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, ভগবন্! আপনি কে? কি করেন এবং কি জন্যই বা একাকী এই দূরবর্ত্তী বনে বিচরণ করিতেছেন? বলুন, আমরা আপনার ঐ সমস্ত বিষয় জানিতে উৎসুক হইয়াছি। ঋষ্যশৃঙ্গ অত্যাশ্চর্য্য পরমা সুন্দরী স্ত্রীদিগকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং আপনার পিতাকে দেখাইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন। আমি মহাত্মা বিভাণ্ডক ঋষির ঔরসপুত্র, আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ এবং তপস্যাই যে আমার একমাত্র কার্য্য তাহা সকলেই জানেন। ইহার অতি নিকটে আমাদিগের আশ্রম আছে। অতএব তোমরা তথায় চল, তাহা হইলে বিধিপূর্ব্বক তোমাদিগের অতিথিসৎকার করিব।

অনন্তর ঋষিপুত্রের অনুরোধে সেই সকল বারাঙ্গনা আশ্রম দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত গমন করিল। তাহারা

আশ্রমে উপস্থিত হইলে ঋষ্যশৃঙ্গ পাদ্য, অর্ঘ্য, ফল ও মূল দ্বারা তাহাদিগের পূজা বিধান করিলেন। তাহারা ঋষিপুত্রের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্রম হইতে লইয়া যাইবার আশয়ে এবং পাছে বিভাণ্ডকের কোপদৃষ্টিতে পতিত হয় এই ভয়ে তথা হইতে শীঘ্র প্রস্থান করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনিও আমাদিগের এই সকল উত্তম উত্তম ফল লইয়া ভক্ষণ করুন? আপনার মঙ্গল হইবে, অতএব বিলম্বে প্রয়োজন নাই। পরে তাহারা তাঁহাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া ফলের ছলে সুস্বাদু মোদক ও অন্যান্য নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিল। ঋষ্যশৃঙ্গও ফলবোধে সেই সকল উপাদেয় মোদক ভক্ষণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আহা কি চমৎকার ফল! আমি এতকাল এই বনে বাস করিয়া আছি কিন্তু এমন ফল কখন আহার করি নাই এবং বোধ হয় এই বনে যাহারা নিত্য বাস করিয়া আছে তাহারাও কখন এরূপ ফল ভক্ষণ করে নাই। অনন্তর পাছে বিভাণ্ডক ঋষি আসিয়া উপস্থিত হয় এই ভয়ে ঐ নারীগণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল এবং ব্রতানুষ্ঠানের ছল করিয়া ঋষিপুত্রের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিল।

বারনারীগণ ঋষিপুত্রকে এইরূপ মায়াজালে বদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলে পর, ঋষ্যশৃঙ্গ বিরহযন্ত্রণায় একান্ত অধীর হইয়া বিষাদ সাগরে মগ্ন হইলেন। পরে ভগবান্ কাশ্যপ যথাকালে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পুত্রকে চিন্তিত ও অধীর দেখিয়া কহিলেন, বৎস! আজ তুমি আমাকে অভি-

নন্দন করিতেছ না কেন? এবং কি জন্যই বা তোমাকে চিন্তিতের ন্যায় দেখিতেছি? তপস্বীদিগের কখন এরূপ আকার হয় না, অতএব হে পুত্র! কি হইয়াছে শীঘ্র প্রকাশ করিয়া বল? পিতা কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইলে ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, পিত! অদ্য কতকগুলি সুকুমার তপস্বী আমাদিগের আশ্রমে আসিয়া আমাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়াছেন। তাঁহারা মধুরস্বরে অতি মনোহর গান গাইতে আরম্ভ করিলেন এবং নয়নের অদ্ভুতাকার ভ্রূভঙ্গি দ্বারা নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অনেকক্ষণ এখানে থাকিয়া এই মাত্র প্রস্থান করিতেছেন। তাঁহাদিগের ঐ সকল গুণে আমি সাতিশয় প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে তাঁহাদিগের অদর্শনে আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে। ভগবান্ কাশ্যপ পুত্রের মুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! রাক্ষসেরা ঐরূপ মায়াময় রূপ ধারণ করিয়া মধ্যে মধ্যে আমাদিগের তপস্যার বিঘ্ন জন্মাইতে চেষ্টা করে। অতএব বৎস! তোমাকে বারংবার সাবধান করিয়া দিতেছি কদাচ উহাদিগকে বিশ্বাস করিও না। বিভাণ্ডক পুত্রকে এই প্রকারে আশ্বাস দিয়া শান্ত করিলেন। পরে পুত্রের সহিত সেই আশ্রমে রাত্রি যাপনপূর্ব্বক প্রভাতে উঠিয়া তপঃসাধনের নিমিত্ত দূরবনে গমন করিলেন।

বিভাণ্ডক ঋষি আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে ঋষ্যশৃঙ্গ ক্ষণকাল একান্তে চিন্তা করিয়া সেই মনোহারিণী সুন্দরীদিগকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। পরে যে স্থানে তাহাদিগের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয় সেই স্থানে গমন করিলেন।

তথায় উপস্থিত হইবামাত্র নারীগণ তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া প্রফুল্লমনে কহিলেন, সৌম্য! অনুগ্রহ করিয়া একবার আমাদিগের আশ্রমে চলুন? তথায় এস্থান অপেক্ষা অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সুস্বাদু ফল আছে, তাহা ভক্ষণ করিলে আপনি যার পর নাই প্রীত হইবেন। তাহাদের সেই মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ তথায় যাইতে সম্মত হইলেন। তাহারাও কার্য্য সফল হইল বিবেচনা করিয়া জলপথে নৌকা দ্বারা ঋষিপুত্রকে অত্ররাজ্যে লইয়া গেল।

ঋষ্যশৃঙ্গ বারনারীদিগের সহিত গমন করিলে বিভাণ্ডক মুনি প্রাত্যাহিক কৃত্য সমাপন করিয়া বন্য ফল মুল লইয়া যথাসময়ে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পুত্রকে আশ্রমে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং যার পর নাই অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ ঋষ্যশৃঙ্গ,ঋষ্যশৃঙ্গ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। ডাকিয়া কোন উত্তর না পাওয়াতে তাহার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। এইরূপে সমস্ত বন অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। কোথাও পুত্রের অনুসন্ধান না পাইয়া উন্মত্তের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ গ্রামস্থ গোপগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপগণ! এ সমস্ত গ্রাম কাহার? গোপগণ কৃতাঞ্জলিপুটে ও সবিনয়ে নিবেদন করিল, তপোধন! এ সমস্ত প্রদেশ অঙ্গরাজ লোমপাদের অধিকৃত বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের সৎকারের জন্য এই সকল গ্রাম তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাহাদিগের কথার ভাব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। পরে

জ্ঞানচক্ষু দ্বারা এঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিয়া প্রীত-মনে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে উপস্থিত হইবামাত্র ইন্দ্রদেব মুষলধারে বারি বর্ষণ করিলেন। তাহাতে সমস্ত জগৎ পুনর্জীবিত হইল। রাজা ঋষ্যশৃঙ্গ আসিয়াছেন শুনিয়া এবং তাঁহার আগমনে বৃষ্টি হইল দেখিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রত্যু-দ্গমনপূর্ব্বক অতি সাদরে তাঁহাকে রাজপুরীতে আনয়ন করি-লেন। তখন লোমপাদ ঋষিপুত্রকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথোচিত পূজা বিধান করিলেন এবং বেশ্যা দ্বারা ছলপূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করা হইয়াছে জানিতে পারিয়া পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করেন এই ভয়ে বহু যত্নে তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। পরে রাজা ঋষিকুমারকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং শান্তমনে কন্যা শান্তাকে সম্প্রদান করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

মহারাজ! বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ এইরূপে সর্ব্বকাম-পূজিত হইয়া ভার্য্যা শান্তার সহিত সেই অঙ্গদেশে বাস করিতেছেন।

মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ।

মহারাজ! সেই বুদ্ধিমান্ দেবর্ষি সনৎকুমার ঋষিদিগের নিকট এই উপাখ্যান আরম্ভ করিয়া অবশেষে যাহা কহিয়াছিলেন তাহাও কহিতেছি শ্রবণ করুন। তিনি কহিয়াছিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথ নামে সত্যপ্রতিজ্ঞ, শ্রীমান্, ও অতিশয় ধার্ম্মিক এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। অঙ্গরাজপুত্র লোমপাদের সহিত রাজা দশরথের অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিবে। লোমপাদরাজার শান্তা নামে এক কন্যা হইবে এবং ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হইবে। কোন সময়ে রাজা দশরথ ধর্ম্মাত্মা অঙ্গরাজের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিবেন, সখে! আমি অপুত্র এবং শাস্ত্রে উক্ত আছে যে অপুত্র ব্যক্তির নরকপ্রাপ্তি হয়; অতএব সেই নরকত্রাতা পুত্রের নিমিত্ত আমি কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। তোমার জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে সেই যজ্ঞে ব্রতী হইতে হইবে। তুমি যদি এ বিষয়ে তাঁহাকে অনুরোধ কর তাহা হইলে পরম উপকৃত হই। লোমপাদ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরে দশরথের বাক্যে সম্মত হইবেন এবং জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে সস্ত্রীক ও সপুত্র হইয়া যজ্ঞে যাইতে আদেশ করিবেন। ঋষ্যশৃঙ্গও শ্বশুরের আদেশে রাজা দশরথের সহিত গমন করিবেন। পরম ধার্ম্মিক রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া যাইয়া হৃষ্টচিত্তে ও কৃতাঞ্জলিপুটে যজ্ঞ সমর্পন, পুত্রোৎপত্তি ও সর্গ-

প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহাকে যজ্ঞে বরণ করিবেন। সেই দ্বিজবর ঋষ্যশৃঙ্গ হইতেই তাঁহার যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। পরে তাঁহার ঔরসে অসীমবলশালী সর্ব্বলোকবিখ্যাত চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া বংশ রক্ষা করিবেন।

মহারাজ। ভগবান্ সনৎকুমার সত্যযুগে ঋষিদিগের সাক্ষাতে এইরূপ কহিয়াছিলেন। সুতরাং তাহা কখন অন্যথা হইবে না। অতএব আপনি সবলে বাহন লইয়া গিয়া অতি সমাদরে তাঁহাকে আনয়ন করুন।

রাজা সুমন্ত্রের মুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং স্বীয় পুরোহিত বশিষ্ঠকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। পরে বশিষ্ঠের সম্মতিক্রমে স্ত্রী ও মন্ত্রিগণের সহিত অঙ্গরাজ্যে যাত্রা করিলেন। তিনি ক্রমে অনেক বন ও নদী পার হইয়া অবশেষে অঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন তেজস্বী ঋষিপুত্র জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় লোমপাদের নিকট বসিয়া আছেন। অঙ্গরাজ, রাজা দশরথকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সমাদর করিলেন এবং ইনি অযোধ্যাপতি রাজা দশরথ, আমার পরম বন্ধু ইত্যাদি প্রকারে জামাতাকে দশরথের পরিচয় প্রদান করাতে, ঋষ্যশৃঙ্গ ও তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন।

অনন্তর রাজা দশরথ এইরূপে সাত আট দিবস তথায় বাস করিয়া এক দিবস লোমপাদকে কহিলেন, সখে! আমি এক মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। সেই উপলক্ষে তোমার কন্যা ও জামাতাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। এ

বিষয়ে তোমার মত কি? লোমপাদ কহিলেন, সখে! তুমি আমার পরম বন্ধু, তোমার গৃহে আমার কন্যা ও জামাতাকে পাঠাইবার বাধা কি! পরে জামাতাকে কহিলেন, বৎস! তোমাকে সস্ত্রীক প্রিয়সখা দশরথের ভবনে যাইতে হইবে? শীঘ্র প্রস্তুত হও! ঋষ্যশৃঙ্গ শ্বশুরবাক্যে প্রীত হইয়া সম্মতি প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা বলিলেন তাহার অন্যথা হইবে না

অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ শ্বশুরের অনুমতি লইয়া স্বীয়পত্নী শান্তার সহিত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দশরথ ও লোমপাদ স্নেহপ্রযুক্ত পরস্পর অঞ্জলিবদ্ধ ও আলিঙ্গন করিয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন। পরে দশরথ বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া অঙ্গদেশ হইতে বহির্গত হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তিনি শীঘ্রগামী দূতগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দূতগণ! তোমরা শীঘ্র যাইয়া নগর উত্তমরূপে সজ্জিত করিতে বল। নগর যেন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকে এবং ধূপাদিদ্বারা সুগন্ধ-বিশিষ্ট করিয়া জলসিক্ত করা হয়। দূতগণ রাজার আদেশে অতি-শীঘ্র যাইয়া পুরবাসীদিগকে রাজার আদেশ জানাইল। পুরবাসীগণও প্রীতমনে রাজার আদেশমত সমুদায় নগর সুসজ্জিত করিয়া রাখিল। রাজা উপস্থিত হইবামাত্র চারিদিক হইতে শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি উত্থিত হইল। তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। সহস্র-নয়ন দেবরাজ ইন্দ্র বামনকে অমরাবতীতে লইয়া গেলে স্বর্গ-বাসী দেবতারা যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন ইন্দ্রের সহকারী রাজা দশরথ মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া অযোধ্যা

প্রবেশ করিলে পুরবাসিগণও সেইরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিল। অনন্তর রাজা ঋষিপুত্রকে অতি সমাদরে স্বীয় অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তাঁহার মহিষীগণও সুন্দরী শান্তাকে পতির সহিত সমাগত দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। শান্তা, রাজা ও মহিষীগণ কর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত হইয়া পতি ও পুত্রের সহিত তথায় কিছুকাল সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণের আদিকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশ সর্গ।

কিছুকাল পরে বসন্তকাল আগত হইলে রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেবতুল্য তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণামপূর্ব্বক যজ্ঞ সমাপণ ও বংশরক্ষার জন্য তাঁহাকে যজ্ঞে বরণ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গও ভূপতিকে কহিলেন, আমি আপনার যজ্ঞে ব্রতী হইলাম। এক্ষণে আপনি যজ্ঞের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন করুন। একটা অশ্ব মোচন করুন এবং সরযূ নদীর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করুন এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকেও ডাকাইয়া পাঠান!

ঋষিপুত্র এইরূপ আদেশ করিলে রাজা সুমন্ত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণদিগকে শীঘ্র আনয়ন কর। সুমন্ত্র অবিলম্বে সেই বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে পরম ধার্ম্মিক দশরথ তাঁহাদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক ধর্ম্ম, অর্থ ও ন্যায়সঙ্গত মনোহর বাক্যে কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ! পুত্র বিনা আমার মনে কিছু মাত্র সুখ নাই। বিবেচনা করিয়া দেখুন পুত্র না দেখিলে এ জীবনই বৃথা। পুত্র পিতাকে নরক হইতে ত্রাণ করে। অত-

এব সেই পুত্রের জন্য আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে মানস করিয়াছি এবং তজ্জন্য ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন-পূর্ব্বক যজ্ঞে বরণ করিয়াছি। তাঁহার দ্বারাই আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে আপনাদিগের নিকট আমার সবিনয়ে প্রার্থনা এই যে যাহাতে আমার এ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় আপনাদিগকে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ দশরথের মুখে এইরূপ ন্যায়ানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি উত্তম সঙ্কল্প করিয়াছেন। এরূপ করিলে আপনি নিশ্চয়ই পুত্রমুখ দর্শন করিতে পাইবেন এবং যাহাতে এ কার্য্যে কোন প্রকার ত্রুটি না হয় আমরা তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী রহিলাম। সেজন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। বিশেষতঃ যখন মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্র মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ আপনার যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন তখন ভগবান্ সনৎকুমার যাহা যাহা কহিয়াছেন নিশ্চয়ই সে সমস্ত ঘটিবে। অতএব আপনি যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি আহরণ, অশ্বমোচন ও সরযূনদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি-নির্ম্মাণ প্রভৃতি সমস্ত আয়োজন করুন।

অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়া যার পর নাই প্রীত হইয়া মন্ত্রি-দিগকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! গুরুজনেরা যাহা যাহা আদেশ করিলেন তৎসমুদায় আয়োজন কর। যেন কোন বিষয়ের ত্রুটি না হয়। কদলীবৃক্ষ রোপণ, পূর্ণকুম্ভ-স্থাপন প্রভৃতি শান্তিজনক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে যেন বিস্মৃত হইও না।

অশ্বমেধ যজ্ঞ বড় কঠিন। এ যজ্ঞে রাজামাত্রেরই অধিকার আছে বটে কিন্তু ইহার যথাবিধি অনুষ্ঠান অতি দুঃসাধ্য বলিয়া সহসা কেহ এ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে সাহসী হন না। ইহার অনেক বিঘ্ন। বিদ্বান্ ব্রহ্মরাক্ষসেরা সতত যজ্ঞের ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। এ যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক যদি অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে যজ্ঞকর্ত্তার সদ্য মৃত্যু হয়। আমি যোগ্যপাত্রেই এ বিষয়ের ভার অর্পণ করিতেছি। অতএব তোমরা বিশেষ মনোযোগী হইলে নিশ্চয়ই এ কার্য্য বিধিমত সম্পন্ন হইবে।

রাজা দশরথ এইরূপ আদেশ করাতে মন্ত্রিগণ কহিলেন, মহারাজ! আপনার আদেশ আমাদিগের শিরোধার্য্য। যাহাতে যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় তদ্বিষয়ে আমরা বিশেষরূপ যত্ন করিব। এই বলিয়া মন্ত্রিগণ রাজার নিকট বিদায় লইয়া যজ্ঞের আয়োজন করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ রাজাকে বিস্তর স্তব স্তুতি ও আশীর্ব্বাদ দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

মহর্ষিবাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ।

এক বৎসর গত হইলে পুনরায় বসন্তকাল আগত হইল। তখন বীর্য্যবান্ রাজা দশরথ পুত্রার্থী হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবার জন্য কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার যথোচিত পূজা বিধান করিয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মণ! আপনি সমগ্র বেদ ও সকল শাস্ত্র বিশেষরূপ জানেন। অতএব আপনি এ যজ্ঞ যথাশাস্ত্র এবং নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে দীক্ষিত হউন। আপনি আমার প্রিয় বন্ধু ও পরম গুরু। সুতরাং আপনাকেই এ যজ্ঞের ভার লইতে হইবে। বশিষ্ঠদেব রাজার বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ কহিলেন আমি সেইমতই কার্য্য করিব। পরে তিনি যজ্ঞকর্ম্মে নিপুণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, প্রবীণ রথকার, পরম ধার্ম্মিক; বৃদ্ধ ও কার্য্যকুশল ভৃত্য, শিল্পকার, সূত্রধর, খনক, গণক, নট, নর্ত্তক এবং বিশুদ্ধস্বভাব সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পুরুষদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন; তোমরা মহারাজ দশরথের যজ্ঞের আবশ্যকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে তৎপর হও; শীঘ্র বহুসংখ্যক ইষ্টক আনয়ন কর। অনন্তর রাজাদিগের বাস করিবার যোগ্য সহস্র সহস্র বাটী নির্ম্মাণ কর এবং ঐ সকল বাটী উত্তমরূপে সজ্জিত এবং আহারোপযোগী সমুদায় দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখ। ব্রাহ্মণেরা রৌদ্র

ও বৃষ্টিতে কষ্ট না পান এই জন্য তাঁহাদিগের জন্যও শত শত বাসস্থান নির্ম্মাণ কর; এবং তাহাতে নানাবিধ উত্তম উত্তম আহারীয় দ্রব্য রাখিয়া দাও।

যে সকল রাজা বহুদূর হইতে আগমন করিবেন তাঁহাদিগের বাসের জন্য পৃথক্ পৃথক্ গৃহ নির্ম্মাণ কর। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় যোদ্ধাদিগের জন্য বড় বড় গৃহ নির্ম্মাণ কর। পুরবাসী ও জনপদবাসিগণের জন্যও বহুসংখ্যক গৃহ নির্ম্মাণ কর; ঐ সমস্ত গৃহ নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ থাকিবে। দেখিও যেন কাহারও আহারের কষ্ট না হয়। এ যজ্ঞে ইতর লোকেরও অতিশয় জনতা হইবে। অতএব তাহাদিগের থাকিবার কোন কষ্ট না হয় এজন্য কতিপয় প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিবে। তাহারা যেন কোন প্রকারে ক্লেশ না পায়। যাচক ও ভিক্ষুকদিগকে প্রার্থনাধিক ধন ও অন্ন দান করিবে। তাহাদিগকে কদাচ অনাদর করিবে না। এবং মিষ্টবাক্য দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে; কারণ তাহাদিগকে দান করিলে ঐহিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ ফললাভ হয়। কাম বা ক্রোধাদির বশবর্ত্তী হইয়া কদাচ তাহাদিগকে অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিবে না। কারণ তাহাতে তাহারা মনে ব্যথা পাইবে। শিল্পকার ও অন্যান্য যে সকল লোক যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিযুক্ত হইবে তাহাদিগেরও ব্যক্তিবিশেষে সৎকার করিবে। কারণ ইচ্ছানুরূপ ধন ও উত্তম আহার পাইলে তাহারা সুচারুরূপে কার্য্য করিবে। এক্ষণে প্রীতমনে তোমরা যজ্ঞের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে যত্নবান হও।

বশিষ্ঠদেব সেই সকল কর্ম্মচারি পুরুষদিগকে ঐইরূপ আদেশ করিলে তাহারা কহিল, মহাশয়! আপনার অভিমত সকল কার্য্যই আমরা সম্পন্ন করিয়াছি তাহাতে কোন ত্রুটি হয় নাই। আর যাহা যাহা করিতে হইবে আমরা তাহা করিতে চলিলাম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমরা কোন বিষয়েরই অঙ্গহীন করিব না। এই বলিয়া তাহারা আপন আপন কার্য্যে প্রস্থান করিল।

তাহারা সকলে চলিয়া গেলে বশিষ্ঠদেব সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি নৃপতিগণ ও ধার্ম্মিক পুরুষদিগকে নিমন্ত্রণ কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের লোক যত পার নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। এতদ্ব্যতীত সকল দেশীয় শঙ্কর জাতিকেও নিমন্ত্রণ করিবে। মিথিলার রাজা পরাক্রমশালী জনককে তুমি স্বয়ং গিয়া অতি সমাদরে আনয়ন করিবে। তিনি আমাদিগের বহুকালের আত্মীয় বলিয়া অগ্রে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিলাম। পরে সত্যবাদী বিশুদ্ধস্বভাব দেবতুল্য কাশিরাজকেও স্বয়ং গিয়া আনয়ন করিবে এবং মহারাজের শ্বশুর পরম ধার্ম্মিক বৃদ্ধ কেকয়রাজকে পুত্রের সহিত আনয়ন করিবে। তেজস্বী কোশলরাজ, মহারাজের প্রিয় সুহৃদ অঙ্গরাজ লোমপাদ ও মহেষ্বাস এবং সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী, উদারস্বভাব মহাবীর মগধরাজ ইহাঁদিগকে রাজার আহ্বান জানাইয়া সমাদরে যত্নে আনয়ন কর। সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্বদেশীয় নৃপতিগণের নিমন্ত্রণের জন্য দূত পাঠাইয়া দাও এবং অন্যান্য যে সকল রাজাদিগের সহিত আমাদিগের রাজার

আত্মীয়তা আছে, সুশিক্ষিত দূত প্রেরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বন্ধু, বান্ধব ও অনুচরের সহিত সমাদরে এ যজ্ঞে আনয়ন কর।

প্রধান মন্ত্রী সুমন্ত্র বশিষ্ঠের আদেশক্রমে রাজাদিগকে আনয়নের জন্য বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ংও নৃপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিতে গমন করিলেন। পরে সেই কর্ম্মিষ্ঠ ও পরিশ্রমী ভৃত্যগণ বুদ্ধিমান্ বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, প্রভো! আপনি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন আমরা তৎসমুদায় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছি। বশিষ্ঠমুনি তাহাদের উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, তোমরা কাহাকেও অনাদর বা অশ্রদ্ধার সহিত ধনাদি দান করিও না; কারণ অনাদর ও অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিলে নিশ্চয়ই দাতার মৃত্যু হয়।

অনন্তর নিমন্ত্রিত ভূপতিগণ বহুসংখ্যক রত্ন লইয়া রাজা দশরথকে উপহার দিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠদেব দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার আদেশক্রমে নরপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন। আমিও তাঁহাদিগের যথাযোগ্য সৎকার করিয়াছি। তাঁহারা অতি স্বচ্ছন্দে বাসগৃহে অবস্থান করিতেছেন। ভৃত্যগণও যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন করিয়াছে। অতএব আপনি নিকটবর্ত্তী যজ্ঞভূমিতে আগমনপূর্ব্বক যজ্ঞে দীক্ষিত হউন। যজ্ঞভূমির চতুর্দ্দিকে আপনার ইচ্ছামত যজ্ঞের সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ পরিপাটির সহিত উক্ত দ্রব্যাদি আয়োজিত হইয়াছে যে তাহা দেখিলে মনে হয় যেন কল্পনাদেবী স্বয়ং

ঐ সমস্ত রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি তথায় যাইয়া স্বচক্ষে সমুদয় অবলোকন করিলে সকল সার্থক হয়।

অনন্তর বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গ এই উভয়ের মতানুসারে শুভ দিনে ও শুভ নক্ষত্রে রাজা দশরথ সস্ত্রীক যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন। পরে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণ ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্মুখবর্ত্তী আসনে উপবেশন করাইয়া শাস্ত্রমতে ও বিধিমতে যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ করিলেন। রাজা দশরথ ও মহিষীগণের সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন।

মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

পূর্ব্বে যে অশ্ব মোচন করা হইয়াছিল বৎসরান্তে সেই অশ্ব পুনরায় নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হইলে, সরযূর উত্তর তীরে মহারাজ দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। বেদপারগ পুরোহিতগণ, ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রধান যাজকের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া এবং কর্ম্মের ক্রম ও কালের প্রতি বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে আপন আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা অগ্রে প্রবর্গ্য নামক কর্ম্মবিশেষ ও উপসদ নামক ইষ্টিবিশেষ শাস্ত্রোক্ত নিয়মে সম্পন্ন করিয়া প্রধান কর্ম্মের আনুসঙ্গিক কার্য্য সকল সমাপন করিলেন। পরে যে যে কর্ম্মে যে যে দেবতার পূজা করিতে হয় ক্রমে পাদ্যাদিদ্বারা সেই সকল দেবতার পূজা করিয়া যাজকেরা প্রাতঃসবনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রকে বিধিপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করা হইলে রাজা স্নানান্তে সোমরস পান করিয়া দেহ পবিত্র করিলেন।

পরে তাঁহারা মহাত্মা দশরথের মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন যথাক্রমে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি সুশিক্ষিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বিশুদ্ধরূপে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হোতৃগণ সামবেদের স্নিগ্ধ ও মধুর মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম আরম্ভ করি-

লেন এবং সেই মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞীয় দেবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। উহাতে হোমের ব্যতিক্রম বা ভ্রমক্রমে কোন বিষয়ের স্খলন হয় নাই। সকল কার্য্যই সমন্ত্রক ও বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন করা হইয়াছিল। যতদিন ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ততদিন তাঁহাদিগের ক্ষুধা বা পরিশ্রম বোধ হয় নাই; কারণ রাজার আদেশে এক এক ব্রাহ্মণের এক এক শত পরিচারক নিযুক্ত ছিল।

ঐ যজ্ঞে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, তাপস, সন্ন্যাসী এবং বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও ব্যাধিগ্রস্ত প্রভৃতি সকল বর্ণের এবং সকল অবস্থার লোকই দিবানিশি ভোজন করিতে লাগিল। আহারের দ্রব্যসামগ্রী ও পরিপাটি এরূপ উত্তম হইয়াছিল যে অনবরত আহার করিয়াও কাহারও ভোজনে অনিচ্ছা জন্মে নাই। বরং যতই তাহারা সেই সকল উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি আহার করিতে লাগিল, ততই ঐ সকল দ্রব্যে তাহাদিগের অধিকতর স্পৃহা হইতে লাগিল। অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, প্রভৃতি শব্দে যজ্ঞভূমি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাজকর্ম্মচারিগণও মুক্তহস্ত হইয়া যে যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিল তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহা প্রদান করিতে লাগিল। তথায় প্রতিদিন রাশি রাশি সুসিদ্ধ ও সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন দৃষ্ট হইতে লাগিল। যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ নানা দিগ্দেশ হইতে মহাত্মা দশরথের যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছিল তাহারা উত্তম উত্তম বিবিধ প্রকার সুস্বাদু দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ সেই সকল

সুপক্ক স্বাদু অন্ন ও ব্যঞ্জনাদি ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া রাজা দশরথকে প্রশংসাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমরা আহারে পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। পরিবেষ্টাগণ নানাবিধ উত্তম উত্তম অলঙ্কার ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেষণ করিতেছিল। অন্যান্য পুরুষেরা মণিময় কুণ্ডল ধারণপূর্ব্বক তাহাদের সহায়তা করিতে নিযুক্ত ছিল। বিচারক্ষম ও ধীর ব্রাহ্মণগণ এক সবন সমাপ্ত করিয়া অন্য সবন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে পরস্পর পরস্পরকে বিচারে পরাজিত করিবার জন্য শাস্ত্রীয় বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন ঐ যজ্ঞে কার্য্যকুশল ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ এ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ষড়ঙ্গ বেদ ও নানাবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। ঋত্বিক্‌গণের ভ্রমসংশোধনের জন্য যাঁহাদিগকে সদস্যরূপে বরণ করা হইয়াছিল তাঁহারাও বহুদর্শী ও বিচারে বিশেষ পটু ছিলেন।

এই যজ্ঞে বিল্বনির্ম্মিত ছয়, খদির নির্ম্মিত ছয়, পলাস নির্ম্মিত ছয়, শ্লেষ্মাতক নির্ম্মিত এক ও দেবদারু নির্ম্মিত এক ব্যাম (বাঁউ) পরিমিত দুইটী, সমুদায়ে একবিংশতি সংখ্যক যূপ শিল্পশাস্ত্র ও যজ্ঞশাস্ত্রবিশারদ পুরুষ কর্ত্তৃক নির্ম্মাণ করান হইয়াছিল। যজ্ঞের শোভা সম্পাদনের জন্য ঐ সকল যূপ স্বর্ণে মণ্ডিত হইয়াছিল। যথাসময়ে ঐ সকল অষ্টকোণী, মনোহর যূপ শিল্পিগণ কর্ত্তৃক দৃঢ়রূপে বিন্যস্ত হইল। পরে ঐ সকল যূপ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত ও গন্ধপুষ্পদ্বারা বিধিপূর্ব্বক

পূজিত হইলে দেবলোকে দীপ্তিমান্ সপ্তর্ষির ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। ঐ যজ্ঞের নিমিত্ত শাস্ত্রপ্রমাণে কতকগুলি স্বর্ণময় ইষ্টক নির্ম্মিত হইয়াছিল। শিল্পনিপুণ ব্রাহ্মণেরা ঐ ইষ্টকদ্বারা অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অগ্নিস্থাপন করিলেন। ঐ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে স্বর্ণপক্ষ গরুড়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। পরে শাস্ত্রমতে যে যে দেবতার উদ্দেশে যে যে পশু, পক্ষী, সর্প, অশ্ব বা জলচর জন্তু তথায় আনয়ন করা হইয়াছিল ব্রাহ্মণেরা সেই সেই দেবতাকে তৎসমুদায় জন্তুই উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

ঐ যজ্ঞীয়যূপে তিন শত পশু এবং রাজা দশরথের একটি উৎকৃষ্ট ঘোটক বদ্ধ ছিল। রাজমহিষী কৌশল্যা ঐ ঘোটককে জলসেচনাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া হৃষ্টচিত্তে তিন খড়্গাঘাতে উহার প্রাণ সংহার করিলেন এবং ধর্ম্মকামনায় স্থিরচিত্তে সেই অশ্বের সহিত এক রাত্রি তথায় অবস্থান করিলেন। অনন্তর হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতৃগণ, রাজার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতীয় ভার্য্যাকে ঐ মৃত অশ্বের সহিত যোজনা করিয়াছিলেন। জিতেন্দ্রিয় ও শ্রৌতকর্ম্মে নিপুণ ঋত্বিক্‌গণ উহার চর্ব্বি লইয়া হোম করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ নিষ্পাপ হইবার আশয়ে যথাকালে বিধিপূর্ব্বক ঐ হোমের ধূম আঘ্রাণ করিলেন। পরে ষোল জন যাজক ঐ অশ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল লইয়া হোম করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যজ্ঞে যেরূপ বটবৃক্ষের শাখা দ্বারা আহুতি প্রদান করিতে হয় অশ্বমেধযজ্ঞে সেরূপ নহে। উহাতে বেতসদণ্ডে করিয়া হবি নিক্ষেপ করাই শাস্ত্রসম্মত। বেদের

কল্পসূত্র ও ব্রাহ্মণে অশ্বমেধযজ্ঞের তিন দিনে তিনটী প্রধান কর্ম্ম বিহিত আছে। উহার প্রথম দিবসে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিবসে উক্‌থ এবং তৃতীয় দিবসে অতিরাত্র নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রোক্ত নিয়মে উক্ত তিন যজ্ঞ সমাপন করিয়া পরে জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, অতিরাত্র, বিশ্বজিৎ ও আপ্তোর্যাম প্রভৃতি সমুদয় যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পাদিত হইল।

পূর্ব্বকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা যে অশ্বমেধযজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, রাজা দশরথ বংশরক্ষার জন্য সেই অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপন করিয়া হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতাকে যথাক্রমে পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরদিক্ দান করিলেন। ইক্ষ্বাকু-নন্দন, শ্রীমান্ রাজা দশরথ ব্রাহ্মণদিগকে এইরূপে চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি দান করিয়া নিষ্পাপও অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। ঋত্বিক্‌গণ তাঁহার এবম্প্রকার দানশক্তি দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমরা সর্ব্বদা বেদাধ্যয়নে ও শাস্ত্রীয় বিষয়ের আলোচনায় কাল যাপন করি। আমরা এত ভূমি লইয়া কিরূপে রক্ষা করিব। অতএব আমাদিগের ভূমিতে প্রয়োজন নাই। আপনি একাকী সমুদায় পৃথিবী পালন করিতে পারেন। অতএব আপনিই ঐ সমস্ত ভূমি লইয়া উহার মূল্যস্বরূপ মণি, রত্ন, সুবর্ণ অথবা ধেনু; যাহা আপনার ইচ্ছা হয় আমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করুন। তাহা হইলেই আমাদিগের যথেষ্ট হইবে। রাজা সেই সকল বেদপারগ ব্রাহ্মণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে দশ লক্ষ ধেনু, দশকোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং চল্লিশকোটি রৌপ্যমুদ্রা দান

করিলেন। তাঁহারাও সেই সমস্ত অর্থ লইয়া মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ ও বুদ্ধিমান্ বশিষ্ঠকে বিভাগ করিয়া দিতে বলিলেন। তাঁহারা সেই অর্থ সকলকে ন্যায়তঃ বিভাগ করিয়া দিলে তাঁহারা রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমরা দক্ষিণা পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এত অধিক দক্ষিণা কোন যজ্ঞে পাই নাই। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি আপনি শীঘ্রই পুত্রমুখ দর্শন করুন।

ঋত্বিক্‌গণ দক্ষিণা লইয়া প্রস্থান করিলে পর রাজা দশরথ অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্য সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন। এইরূপ দান করাতে তাঁহার নিকট যে সমস্ত রত্ন ছিল তৎ সমুদায়ই অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন তিনি মন্ত্রিদিগকে কহিলেন, শীঘ্র অর্থ আনয়ন কর। এখনও অনেক প্রার্থী উপস্থিত আছে। মন্ত্রিগণ রাজার আদেশে রাজ-কোষ হইতে অর্থ আনিতে গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজার নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ যাচ্ঞা করিলেন। রাজা কি করেন তৎক্ষণাৎ হৃষ্টচিত্তে সেই ব্রাহ্মণকে আপনার হস্তস্থিত আভরণ প্রদান করিলেন। রাজা এইরূপে অভ্যাগত ব্রাহ্মণগণকে প্রার্থনাধিক ধন দান করিয়া তাঁহা-দিগকে সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও সেই উদারস্বভাব মহাবীর দশরথকে বহুবিধ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

যে অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে দেহী সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে, রাজা দশরথ সেই দুঃসাধ্য অশ্বমেধযজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করিয়া হর্ষিতমনে মহর্ষি ঋষ্য-

শৃঙ্গকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ! অতএব যাহাতে আমার বংশরক্ষা হয় তাহার কোন উপায় বিধান করুন।

ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, মহারাজ! আপনি নিশ্চয়ই চারিটী বংশধর পুত্র লাভ করিবেন। রাজা ঋষ্যশৃঙ্গের এবম্বিধ আশ্বাস-বাক্যে যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার দ্বারাই আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে এই স্থির করিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি মনোযোগী হইয়া আমার বংশ-রক্ষার উপায় বিধান করুন।

মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের বালকাণ্ডে চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ।

বেদজ্ঞ ও অসাধারণ বুদ্ধিমান্ মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথের বংশ রক্ষার উপায় স্থির করিবার জন্য ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। পরে দশরথকে কহিলেন, আপনার পুত্রের জন্য আমি এক পুত্রেষ্টিযজ্ঞ আরম্ভ করিব। অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা উহা সাধন করিতে হয়।

এই বলিয়া তিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া যথা-নিয়মে হোম করিতে লাগিলেন। হোম আরব্ধ হইলে দেবতা গন্ধর্ব্বসিদ্ধ ও দেবর্ষিগণ আপন আপন অংশপ্রাপ্তির আশয়ে তথায় উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞে সমাগত দেবগণ একত্র হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! রাবণ নামক রাক্ষসকে আপনি বর দিয়াছিলেন বলিয়া সে অতিশয় গর্ব্বিত ও প্রবল হইয়া আমাদিগের প্রতি বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছে ও নানাপ্রকারে বিঘ্ন জন্মাইতেছে। আমরা তাহাকে কোনমতে শাসন করিতে পারিতেছি না। কারণ আপনি যখন তাঁহাকে বর দিয়াছেন তখন আমরা কিরূপে দমন করিতে পারি। সেই দুর্ম্মতি রাবণ এই ত্রিভুবনের সমস্ত লোকেরই পীড়া জন্মাইতেছে এবং তাহাদিগের প্রতি দ্বেষভাবও প্রকাশ করিতেছে।

কাহারও সৌভাগ্য দেখিলে কিসে তাহার অনিষ্ট হয় সর্ব্বদা তাহাই চেষ্টা করিতে থাকে।

সেই দুর্ম্মতি, ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ব্রাহ্মণ ও অসুর প্রভৃতি সকলের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। অধিক কি বলিব সে আপনার বর পাইয়া অহঙ্কারে এতদূর উন্মত্ত হইয়াছে, যে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাভব করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহার প্রতাপে সূর্য্য হীনতেজ হইয়া গিয়াছেন। পবনদেব আর ইচ্ছামত সঞ্চরণ করিতে পারেন না এবং চঞ্চল সমুদ্রও তাহার ভয়ে নিশ্চল হইয়া আছে। আমরাও সেই ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসের ভয়ে অতিশয় ভীত হইয়াছি। অতএব, ভগবন্! আপনি সেই রাবণবধের একটা উপায় স্থির করুন।

সুরগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে, তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন দেবগণ! সেই দুরাত্মাকে বধ করিবার একমাত্র উপায় আছে। কহিতেছি শ্রবণ কর। ইতিপূর্ব্বে গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দেবতা ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইবার উদ্দেশে সে আমার নিকট বর প্রার্থনা করে, আমিও সেইমত বর দিয়াছিলাম। সামান্য জ্ঞান করিয়া সে মনুষ্যের নাম উল্লেখ করে নাই। অতএব মনুষ্য ভিন্ন আর কেহই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। সুতরাং মনুষ্যই তাহার প্রাণনাশের একমাত্র সাধক। দেবগণ ব্রহ্মার প্রিয়-বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

দেবতারা ব্রহ্মার বাক্যে নিরস্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে শঙ্খচক্রগদাধর ভগবান্ হরি পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং বাহুতে কেয়ূরনামক আভরণ ধারণপূর্ব্বক, সূর্য্য যেমন

মেঘের উপর অবস্থিতি করেন তদ্রূপ স্বীয় বাহন গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আগমন করিবামাত্র ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ তাঁহার যথোচিত পূজা বিধান করিয়া কহিলেন। ভগবন্! ত্রিলোকের উপকারের জন্য আপনাকে একটী কার্য্যের ভার লইতে হইবে। রাক্ষসরাজ রাবণ অতিশয় প্রবল হইয়াছে। সুতরাং তাহাকে বধ করা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব আপনি ভিন্ন আর কেহই এ ভার বহন করিতে পারিবে না। অযোধ্যানগরে দশরথ নামে ধার্ম্মিক, দানশীল ও ঋষিতুল্য তেজস্বী এক রাজা আছেন। লজ্জা, লক্ষ্মী ও যশ স্বরূপ তাঁহার তিনটী পত্নী আছে। কিন্তু কাহারও গর্ভে সন্তান হয় নাই। অতএব আপনি চারি অংশে বিভক্ত হইয়া সেই তিন মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করত মানবদেহ ধারণপূর্ব্বক সেই দুরাচার গর্ব্বিত ও দেবগণের অবধ্য রাক্ষসকে যুদ্ধে পরাজিত ও বধ করিয়া ত্রিভুবনস্থ সমস্ত লোককে রক্ষা করুন। সেই পরাক্রমশালী মূর্খ রাবণ দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণকে কষ্ট দিতেছে। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নন্দনবনে ক্রীড়া করিতেছিল, কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞান-শূন্য রাবণ তাহাদিগের এবং ঋষিগণের ও প্রাণসংহার করিয়াছে। অতএব সেই দুরাচারকে বধ করিবার উদ্দেশেই আমরা সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও মুনিগণের সহিত এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আপনার শরণাগত হইলাম আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর গতি নাই। অতএব আপনি সেই দেবশত্রু রাবণকে বিনাশ করিবার জন্য নরলোকে গমন করুন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ, সর্ব্বলোক-পূজিত, সুরেশ্বর বিষ্ণুকে বহু

স্তবস্তুতি করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন দেবগণ! ভয় নাই। তোমাদিগের মঙ্গল হইবে। যে দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর রাবণের ভয়ে তোমরা ভীত হইয়াছ, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া আমি নিশ্চয়ই সেই দুরাচারকে সবংশে বিনাশ করিব। তাহার অমাত্য, মন্ত্রী, জ্ঞাতি, বন্ধু ও বান্ধব প্রভৃতি কাহাকেও রক্ষা করিব না। এইরূপে সেই পাপমতি রাবণকে বধ করিয়া দশ হাজার দশ শত বৎসর তথায় রাজত্ব করিয়া অবশেষে পুনরায় দেবলোকে আগমন করিব।

পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণু দেবগণকে এইরূপ কহিয়া, রাজা দশরথের বংশ তাঁহার জন্মগ্রহণের যোগ্য কি না, ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া স্বয়ং চারি অংশে বিভক্ত হইয়া দশরথের চারিপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন সেই সকল দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সন্তোষের জন্য স্তব করিতে লাগিলেন। হে সুরেশ্বর! আপনি, সাধু ও তপস্বিগণের কণ্টকস্বরূপ ও ভয়াবহ, প্রচণ্ড, উদ্ধতস্বভাব অতিশয় গর্ব্বিত, দেবশত্রু সেই রাবণকে সমূলে বিনাশপূর্ব্বক রাগাদিদোষশূন্য বৈকুণ্ঠধামে আগমনপূর্ব্বক চিরকাল সুখে অবস্থিতি করুন!

মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ।

অন্তর্যামী বিষ্ণু দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইলে, দুরাত্মা রাবণকে কিরূপে বিনাশ করিতে হইবে, তাহা স্বয়ং বিশেষরূপে জানিয়াও তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা ঋষিদিগের কণ্টকস্বরূপ, সেই রাবণকে বধ করিবার কি উপায় স্থির করিয়াছ তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল। অনন্তর বিষ্ণু এইরূপ কহিলে দেবগণ উত্তর করিলেন, আপনাকে মানবদেহ ধারণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে যুদ্ধে বিনাশ করিতে হইবে। হে শত্রুঞ্জয়! পূর্ব্বে রাবণ বহুকাল তপস্যা করিয়াছিল। আদিকারণ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এইবর দেন, যে মনুষ্য ভিন্ন আর কোন প্রাণীই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। মনুষ্যকর্ত্তৃক রাক্ষসবধ দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া, বোধ হয় রাবণ বর লইবার সময় মানুষের নাম উল্লেখ করে নাই। সে এইরূপে পিতামহ ব্রহ্মার বরে গর্ব্বিত হইয়া ত্রিভুবনের লোককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। অধিক কি বলিব, সে স্ত্রীলোকদিগকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। অতএব মনুষ্যদেহ ধারণ করিলেই নিশ্চয় তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবেন। ভগবান্ বিষ্ণু, দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তৎকালে রাজা দশরথ পুত্রের উদ্দেশে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন জানিয়া, দশরথেরই পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইতে

ইচ্ছা করিলেন। পরে ব্রহ্মার নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরে অপরাপর দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহার যথোচিত পূজা বিধান করিলে তিনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে পর, দীর্ঘাকার, বলবান্, কৃষ্ণবর্ণ, জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ভয়ঙ্কর এক মহাপুরুষ, রক্তবস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক সাক্ষাৎ ভগবানের মায়াস্বরূপ, স্বর্ণময় আবরণে আচ্ছাদিত, দিব্য-পায়সপূর্ণ প্রশস্ত স্বর্ণপাত্র দুই হস্তে ধারণ করিয়া সহসা যজ্ঞাগ্নি হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ দিব্যপুরুষের আকার পর্ব্বতের চূড়ার ন্যায় উন্নত। শরীর লোমে আবৃত এবং সিংহের কেশরের ন্যায় লম্বা লম্বা চুল ও দাড়িতে মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত। চক্ষুদ্বয় জবা ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ। কণ্ঠস্বর দুন্দুভির ন্যায় গভীর। তাঁহার

সর্ব্বাঙ্গ, শুভলক্ষণ-সম্পন্ন ও দিব্য আভরণে ভূষিত। সেই অদ্ভুতাকার পুরুষ অগ্নি হইতে আবির্ভূত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন। আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট হইতে আসিয়াছি। আপনি এই পায়সপূর্ণপাত্র রাজাকে প্রদান করুন্।

তখন বুদ্ধিমান্ ঋষ্যশৃঙ্গ সেই মহাপুরুষকে কহিলেন ভগবন্! আপনি স্বয়ং রাজাকে ঐ অদ্ভুত পাত্র প্রদান করুন। অনন্তর সেই তেজোময় পুরুষ রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, রাজন্ ব্রহ্মা আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্। আপনার কুশল ত? এক্ষণে আজ্ঞা করুন্ আমাকে কি করিতে হইবে। তখন সেই মহাপুরুষ সেই পায়সের পাত্র রাজার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, নরবর। আপনি যথাবিধি দেবগণের পূজা করাতে তাঁহারা আপনার প্রতি প্রীত হইয়া এই সুমিষ্টদিব্য পায়স প্রদান করিয়াছেন। উহা খাইলে ধন, আরোগ্য ও পুত্র লাভ হয়। অতএব এই পায়স লইয়া গুণবতী মহিষীগণকে ভোজন করিতে দিন? তাহা হইলে আপনি যে জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহা নিশ্চয়ই ঐ সকল পত্নী হইতে প্রাপ্ত হইবেন। রাজা দশরথসেইরূপ করিতে সম্মত হইয়া প্রীতমনে ঐ দিব্যপায়সপূর্ণ স্বর্ণনির্ম্মিত পাত্র মস্তকে ধারণপূর্ব্বক সেই অদ্ভুতাকার সুন্দর পুরুষকে অভিবাদন করিয়া পরম আহ্লাদে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। দরিদ্র ধন পাইলে যেরূপ আনন্দিত হয়, রাজা সেই দিব্য পায়স প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। সেই অদ্ভুতাকার মহাপুরুষও স্বকার্য্য সাধন করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

শরৎকালে চন্দ্রের কিরণে আকাশের যেরূপ শোভা হয়, রাজার অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীগণের মুখপদ্মও তদ্রূপ মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল। রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে কৌশল্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়ে! এই অমৃততুল্য দিব্য পায়স ভক্ষণ করিলে পুত্র লাভ হয়, অতএব তুমি ইহার অর্দ্ধাংশ ভক্ষণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পুত্র প্রসব করিবে। রাজা কৌশল্যাকে ঐ পায়সের অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধেকের অর্দ্ধ ভাগ সুমিত্রাকে দিলে পরে যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহা দুই সমান অংশে বিভক্ত করিয়া এক অংশ কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ সুমিত্রাকে দ্বিতীয়বার ভোজন করিতে কহিলেন। * রাজা পত্নীদিগের প্রত্যেককেই সেই প্রজাপত্য পায়স প্রদান করিলে তাঁহারা তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবতী রাজমহিষীগণ প্রত্যেকে সেই অমৃততুল্য পায়স ভোজন করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই গর্ভ ধারণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সিদ্ধ ঋষি ও দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, রাজা দশরথ মহিষীদিগকে গর্ভবতী দেখিয়া মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত হইলেন।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

---

* কেহ কেহ বলেন যে রাজা পায়সের অর্দ্ধেক কৌশল্যাকে প্রদান করিয়া অপর অর্দ্ধাংশ কৈকেয়ীকে প্রদান করেন। পরে উহাঁরা উভয়ে আপন আপন অংশের অর্দ্ধেক সুমিত্রাকে ভোজন করিতে দেন। কিন্তু এরূপ বিভাগ বাল্মীকির অভিপ্রেত নয় বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করিলাম।

সপ্তদশ সর্গ।

ভগবান্ বিষ্ণু মহাত্মা দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাবীর বিষ্ণু আমাদিগের উপকারের জন্য নরলোকে অবতীর্ণ হইবেন। অতএব তাঁহার সাহায্যের জন্য মায়াবিৎ, বায়ুর তুল্য বেগগামী, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান, অমৃতাহারীর ন্যায় অমর, সন্ধিবিগ্রহাদি উপায় উদ্ভাবনে পারদর্শী, সকল প্রকার অস্ত্রনিবারণে নিপুণ, দিব্য দেহধারী, কামরূপী বহুসংখ্যক বলবান্ ও বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমশালী বীরকে সৃজন কর। অপ্সরী, গন্ধর্বী, যক্ষী, পন্নগী, ঋক্ষী, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরী প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর আকার বানরের ন্যায় তাহাদিগের দেহ হইতেই ঐ সকল বানররূপী বীরগণকে সৃজন করিতে হইবে। ভল্লুকরাজ জাম্বুবান্‌কেত আমি পূর্ব্বেই সৃষ্টি করিয়াছি। ঐ জাম্বুবান্ আমার জৃম্ভণ কালে হটাৎ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

অনন্তর দেবগণ ভগবান্ ব্রহ্মার এইরূপ আদেশে সম্মত হইয়া বানররূপী পুত্র সৃজন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ঋষিগণ এবং সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ ও চারণ নামক দেবযোনিগণ বনচারী মহাবীর বানরদিগকে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেকে এক এক রকম সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র মহেন্দ্রতুল্য বানররাজ বালিকে

আপনার অংশ হইতে সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে অসাধারণ-তেজ সম্পন্ন সূর্য্য, সুগ্রীবকে, বৃহস্পতি, সকল বানরের মধ্যে বুদ্ধিমান্ ও প্রধান তারক নামক বানরকে, কুবের, শ্রীমান গন্ধমাদনকে, বিশ্বকর্ম্মা, নল নামক মহাকপিকে এবং অগ্নিদেব, আপনার অংশ হইতে নীলকে উৎপন্ন করিলেন। ঐ নীলের শ্রী ও প্রভা অগ্নির ন্যায় ছিল বটে কিন্তু বল, বীর্য্য, তেজ ও যশে অগ্নিকেও অতিক্রম করিয়াছিল। পরে পরম সুন্দর অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মৈন্দ্র ও দ্বিবিধকে, বরুণ সুষেণকে, মহাবল মেঘ, শরভকে এবং বায়ু, বজ্রের ন্যায় দেহবিশিষ্ট, গরুড়ের ন্যায় বেগগামী, হনূমানকে উৎপন্ন করিলেন। ঐ হনূমান্ প্রধান প্রধান সকল বানরের অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও বলবান হইয়াছিল। এইরূপে অপরিমিত বল ও বিক্রমসম্পন্ন, কাম রূপী, হস্তী ও পর্ব্বতের ন্যায় বৃহদাকার সহস্র সহস্র ভল্লুক, বানর ও গোপুচ্ছ সকল রাবণ বধের জন্য সহসা উৎপন্ন হইতে লাগিল। যে দেবতার যেরূপ রূপ, বেশ ও পরাক্রম তাহার উৎপন্ন বানরও তদ্রূপ হইয়াছিল। গোলাঙ্গুল হইতে যে সকল বানর উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগের বিক্রম স্বজাতি অপেক্ষা প্রবল ছিল। এইরূপে দেবতা, মহর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ, তার্ক্ষ্য, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ প্রভৃতি প্রাণীগণ হইতে বানর উৎপন্ন করাতে সহস্র সহস্র বানর জন্মাইতে আরম্ভ করিল।

চারণগণও অপ্সরা, বিদ্যাধরী, নাগকন্যা এবং গন্ধর্ব্বী-দিগের দেহ হইতে বৃহৎ বৃহৎ বানর উৎপন্ন করিলেন। সেই সমস্ত বানর, সিংহ এবং শার্দ্দূলের ন্যায় গর্ব্বিত ও

বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। যুদ্ধের সময় তাহারা বৃহৎ বৃহৎ শিলা ও পর্ব্বত সকল অনায়াসে নিক্ষেপ করিতে পারিত। নখ ও দন্ত ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র, এবং অন্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র নিবারণ করিতে ইহারা বিশেষ পটু। ইহারা বলে বদ্ধমূল বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ উৎপাটন এবং অতি উচ্চ পর্ব্বত সকলও বিচলিত করিতে পারিত। ইহারা গম্ভীরস্বরে নাদ করিলে পক্ষী সকল রব করিতে করিতে ভূমে পতিত হইত। ইহাদিগের বেগে মহাসাগর পর্য্যন্ত আলোড়িত হইত। ইহারা আকাশপথে গমনপূর্ব্বক মেঘ সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে পারিত এবং সন্তরণে সমুদ্র পার হইতে ও পদাঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ করিতে পারিত। ইহারা বনে প্রবেশ করিয়া মত্ত হস্তী সকলকে অনায়াসে ধরিয়া আনিতে পারিত। এইরূপে রাবণবধের জন্য অসংখ্য বানরের সৃষ্টি হইল। উহাদিগের মধ্যে নল, নীল, হনুমান্ প্রভৃতি মহাবীরগণ প্রধান প্রধান বানরগণের দলপতি হইল। সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব ও ইন্দ্রপুত্র বালী ঐ দলপতিদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। ঋক্ষ, গোপুচ্ছ প্রভৃতি বানরগণও বালীর আশ্রয় লইয়াছিল।

ঐ সকল বানরের মধ্যে কতকগুলি ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের উপর কতকগুলি অন্যান্য পর্ব্বত ও বন আশ্রয় করিয়া বাস করিতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিলে সিংহ, ব্যাঘ্র ও সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল ভয়ে পলায়ন করিত। এইরূপে সেই সকল ভয়ানক বিকটাকার মহাবীর বানরগণে এই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

মহর্ষিবাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশ সর্গ।

মহাত্মা দশরথের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে দেবগণ আপন আপন যজ্ঞীয় ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা দশরথও সস্ত্রীক দীক্ষানিয়ম প্রতিপালনপূর্ব্বক নগরমধ্যে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে সৈন্যসামন্ত ও বাহনাদি সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। নিমন্ত্রিত নরপতি গণ রাজা দশরথের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে তিনি অতি সমাদরে সকলকে বিদায় দিলেন। পরে তাঁহারা ঋষ্যশৃঙ্গ ও বশিষ্ঠকে প্রণাম পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন তাঁহারা নগর হইতে বহির্গত হইলেন তখন তাঁহাদিগের সৈন্যগণ দশরথ দত্ত বেশভূষায় অলঙ্কৃতহইয়া হৃষ্টমনে গমন করত রমনীয় শোভা ধারণ করিল।

নিমন্ত্রিত রাজগণ প্রস্থান করিলে পর রাজা দশরথ সস্ত্রীক নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গমন কালে বশিষ্ট প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তিনি রাজবাটীতে উপস্থিত হইলে ঋষ্যশৃঙ্গ তঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিয়া বিদায় দিলে তিনি সান্তার সহিত রাজবাটী হইতে নির্গত হইলেন। রাজাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতদূর গমন করিলেন। অনুগত ব্যক্তিগণ চলিয়া গেলে রাজা সিদ্ধ মনোরথ হইয়া পুত্রের অপেক্ষায় সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাজমহীষী গণের গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহাদের শরীর অলস হইয়া পড়িল। আহারে অরুচি ও গন্ধদ্রব্যে অনিচ্ছা জন্মিল। তখন দুগ্ধফেনের ন্যায় শয্যায় শয়ন করিতে অসুখ বোধ হইত। কেবল শীতল ভূমিতে শয়ন ও দগ্ধ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা জন্মিল। রাজা পত্নীদিগকে গর্ভবতী দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতে না পারিলে পাছে সন্তানের দোষ জন্মে এই ভয়ে রাজা দশরথ অন্তঃপুর-মধ্যে নানাবিধ দ্রব্যাদি সঞ্চিত করিয়া রাখিলেন। সুতরাং মহিষীগণ যখন যাহা ইচ্ছা করিতেন তখনই তাহা প্রাপ্ত হইতেন।

এইরূপে ছয় ঋতু ও দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে, পূনর্ব্বসু নক্ষত্রে, মেষ, মকর, তুলা, কর্কট ও মীন এই পঞ্চ রাশিতে রবি, মঙ্গল, শনি, শুক্র ও বুধ এই পঞ্চ গ্রহের সঞ্চার হইলে এবং বৃহস্পতি ও চন্দ্র কর্কট রাশিতে উদিত হইলে, রাজার প্রধানা মহিষী কৌশল্যা সর্ব্ব-লোক নমস্কৃত দিব্য লক্ষণ সম্পন্ন বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ সম্ভূত, মহাভাগ, ইক্ষ্বাকুবংশের আনন্দজনক, লোহিতাক্ষ মহাবাহু, রক্তবর্ণওষ্ঠ বিশিষ্ট এবং দুন্দুভির তুল্য স্বর সম্পন্ন লোকপ্রিয় শ্রীরাম-চন্দ্রকে প্রসব করিলেন। দেবমাতা অদিতি ইন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন কৌশল্যা রামকে ক্রোড়ে লইয়া সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন। পরে পুষ্যা নক্ষত্রে, মীনলগ্নে রাজার মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীর গর্ভ হইতে সত্য, পরাক্রম সর্ব্ব-গুণ সম্পন্ন; সাক্ষাৎ বিষ্ণুর চতুর্ভাগাত্মক ভরত

ভূমিষ্ট হইলেন। তৎপরে রাজার কনিষ্ঠা মহিষী সুমিত্রা, সূর্য্য কর্কট রাশিতে উদিত হইলে, শুভ অশ্লেষা নক্ষত্রে রামের অর্দ্ধাত্মক সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণ, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামক দুই পুত্র প্রসব করিলেন।

এইরূপে রাজা দশরথের অসাধারণ গুণবান্ ও রূপবান্ পুত্র এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ভূমিষ্ট হইলে, দেবগণ আনন্দের সহিত দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মনের আনন্দে গন্ধর্ব্বেরা গান এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। অযোধ্যায় কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। তাহারা নানা প্রকার উৎসব আরম্ভ করিল। রাজপুরীর সর্ব্বত্রই লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। পথ সকল নট ও নর্ত্তকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সুনিপুণ গায়কেরা গান এবং বাদকেরা বাদ্য করিতে লাগিল। শ্রোতৃগণ তাহাদিগের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে তাহাদিগকে নানাবিধ রত্ন প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে পথ, ঘাট, প্রাসাদ প্রভৃতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। রাজা পৌরাণিক ভাট ও বন্দিগণকে পারিতোষিক প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র সহস্র গোধন ও প্রচুর অর্থ দান করিলেন

অনন্তর দশ দিবস অতীত হইলে রাজা কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে আনাইয়া রাজকুমারদিগের নামকরণ করাইলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম রাম, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত

এবং সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের নাম লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন রহিল। এই উপলক্ষে রাজা বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পুরবাসি ও জনপদবাসীকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া প্রচুর ধন দান করিলেন। কুমারদিগের যেমন বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তদনুসারে তাহাদিগের জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি শুভ সংস্কার সকল সম্পাদিত হইতে লাগিল। উহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাম হিরণ্যগর্ভের ন্যায় গুণ ও ক্ষমতাতে সকলকে বশীভূত করিয়াছিলেন এবং কেতুর ন্যায় বংশ উজ্জ্বল করিয়া পিতার অতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ, বীর, সর্ব্বজ্ঞ, সাধারণের উপকারী এবং সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন বটে তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে সেই সত্যপরায়ন তেজস্বী রাম শরৎকালীন নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। কি অশ্বারোহণ, কি গজারোহণ, কি রথচর্য্যা, কি ধনুর্ব্বিদ্যা রামচন্দ্র সকল বিষয়েই বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন এবং পিতৃসেবাতে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। সৌভাগ্যশালী লক্ষ্মণ স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সেই সর্ব্ব-লোক-প্রিয় ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রিয় কার্য্য সতত সাধন করিতেন। অধিক কি, লক্ষ্মণ রামের দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি রাম ব্যতিরেকে নিদ্রা যাইতেন না এবং কোথা হইতে কোন মিষ্টান্ন পাইলে তিনি অগ্রে রামকে না দিয়া কখন আহার করিতেন না। যখন রাম অশ্ব বা হস্তীতে আরোহণ করিয়া মৃগয়া করিতে যাইতেন, তখন তিনি সুতীক্ষ্ণ ধনুর্ব্বাণ লইয়া রামের শরীর রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেন। লক্ষ্মণ যেমন রামের প্রিয়

শত্রুঘ্নও সেইরূপ ভরতের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় হইয়াছিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা যেমন দেবগণ পাইলে আনন্দিত হন রাজা দশরথ চারিটি গুণবান্ পুত্র পাইয়া সেইরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন যখন প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া লজ্জাশীল, যশস্বী, সর্ব্বজ্ঞ, দীর্ঘদর্শী, তেজস্বী, বেদাধ্যয়ণে রত এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন, তখন মহারাজের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

একদা রাজা দশরথ পুরোহিত, মন্ত্রি ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত একত্রে বসিয়া রাজপুত্রদিগের বিবাহের পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বারবান্ আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল মহারাজ! বিশ্বামিত্র ঋষি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান্ আছেন। প্রতিহারী এই কথা বলিবামাত্র রাজা দশরথ মন্ত্রিগণের সহিত গাত্রোত্থান করত দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির প্রত্যুদ্গমন করেন সেইরূপ মহর্ষিকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। তেজস্বী বিশ্বামিত্রও রাজদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার কোষ, নগর, জনপদ ও আত্মীয় স্বজনের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, নরনাথ! আপনার প্রবল প্রতাপে অধীনস্থ রাজা সকল ত বশীভূত আছেন? শত্রু সকল ত সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। দেব ও মানুষিক কার্য্য ত নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতেছে? পরে তিনি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসপূর্ব্বক যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। অনান্তর

তাঁহারা সকলে প্রীতমনে বিশ্বামিত্রকে রাজবাটীতে লইয়া গেলেন।

এইরূপে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ পুর প্রবেশপূর্ব্বক যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলে পরম দাতা রাজা হৃষ্টমনে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! জলশূন্য দেশে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইলে, পুত্রহীন ব্যক্তির অনুরূপ স্ত্রীতে পুত্র জন্মাইলে, নষ্ট পদার্থ উদ্ধৃত হইলে, উৎসব আরম্ভ হইলে অথবা অমৃত লাভ করিলে লোকে যেরূপ আনন্দিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার শুভাগমনে আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। আপনার তপোনুষ্ঠানের ত কোন বিঘ্ন ঘটে নাই, এক্ষণে আপনার মনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করুন আমি হৃষ্টচিত্তে পূর্ণ করিব। আমি পূর্ব্বজন্মে কতই পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা না হইলে এ অধীনের ভবনে ঈদৃশ মহাত্মার আগমনের সম্ভাবনা কি? অদ্য আমার সুপ্রভাত! আপনার দর্শনে আমার জন্ম সফল ও জীবন সার্থক হইল। আপনার সেবা আমাদিগের প্রার্থনীয়। কারণ আপনি সামান্য লোক নহেন। অতি কঠোর তপস্যা করিয়া আপনি রাজর্ষিত্ব ও ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আপনি বহু প্রকারে আমার পূজনীয় হইতেছেন। হে ব্রহ্মণ্! আপনার আগমনে আমার গৃহ পবিত্র এবং আপনার দর্শনে আমার দেহ নিষ্পাপ হইল। যাহা হউক আপনার আগমনে আমি বিস্মিত হইয়াছি। অতএব আপনার মনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলুন। গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। আমি অনুগ্রহ বোধে তাহা পূর্ণ

করিব। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আপনি আমার পরম দেবতা। আপনার আগমনে আমার যে ধর্ম্ম সঞ্চয় হইল তাহাতে আমার নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে।

প্রখ্যাতযশ মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহাত্মা দশরথের এই মনোহর, বিনীত ও মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনবিংশ সর্গ।

মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র পরাক্রমশালী রাজা দশরথের এইরূপ আশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণে পরম পুলকিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং বশিষ্ঠদেব আপনার প্রধান মন্ত্রী; সুতরাং আপনার মুখ হইতে যে এইরূপ সারবান্ বাক্য নির্গত হইবে তাহার আর বিচিত্র কি। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে আপনি যদি আমার কার্য্যসাধনে প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে আমার মনের কথা আপনার নিকট প্রকাশ করি।

রাজা বিশ্বামিত্রের বাক্যে প্রতিশ্রুত হইলে মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! সম্প্রতি আমি এক যাগবিশেষের অনুষ্ঠানে দীক্ষিত হইয়াছি। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে না হইতেই মারীচ ও সুবাহু নামক অতিশয় বলবান্, কামরূপী দুই রাক্ষস, উহার নানা প্রকার বিঘ্ন জন্মাইতেছে। উহারা যজ্ঞভূমিতে কখন মাংসখণ্ড নিক্ষেপ, কখন বা রুধিরবর্ষণ করিয়া থাকে। এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে কাহাকেও অভিসম্পাত করিতে নাই বলিয়া আমি উহাদিগকে কোপানলে ভস্মসাৎ করি নাই। অবশেষে উহাদিগের উপদ্রব শান্তির কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। মহারাজ! উহাদিগের বধসাধন করিতে না পারিলে আমার

যজ্ঞ বিনষ্ট এবং পরিশ্রম বিফল হয়। অতএব আমার প্রার্থনা এই যে আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবীর রামচন্দ্রকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। তিনি স্বীয় দিব্য তেজঃপ্রভাবে নিশ্চয়ই ঐ দুই বিঘ্নকারী রাক্ষস ও তাহাদিগের সৈন্যসামন্ত সমস্তই বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন। আমি রামচন্দ্রকে অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিব। তাহার জন্য আপনার কিছু মাত্র চিন্তা নাই। এইরূপ করিলে রামচন্দ্র নিশ্চয়ই ত্রিভুবন-বিখ্যাত হইবেন। আপনি ইহাঁর জন্য ভীত হইবেন না। মারীচ ও সুবাহু ইহাঁর সহিত কখন যুদ্ধ করিতে পারিবে না। উহারা যখন এত গর্ব্বিত হইয়াছে তখন উহাদিগের মৃত্যু যে আসন্ন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে রাম ভিন্ন আর কাহারও হস্তে উহাদিগের মরণ নাই। আমি, মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য তপোনিষ্ঠ ঋষিগণ, আমরা তপস্যার প্রভাবে রামকে বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছি। অতএব বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ যদি ইহাতে অসম্মত না হন এবং ইহকালে যদি আপনার অক্ষয় যশ ও ধর্ম্ম লাভ করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে মনে কোন দ্বিধা না করিয়া রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। রাম এখন নিতান্ত শিশু নহেন যে পিতা মাতার অদর্শনে কাতর হইবেন। আমি যজ্ঞসাধনে ভীত হইয়াছি। আর দশ দিন গত হইলেই যজ্ঞ সমাপন হইবে; অতএব মহারাজ। এই দশ দিনের জন্য রামকে আমার সহিত প্রেরণ করুন। শোকাকুল হইবেন না। আপনার মঙ্গল হইবে। মহামতি, মহাতেজা, ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র এইরূপ ধর্ম্ম ও অর্থসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

রাজা দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখ হইতে এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকে মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ সর্গ।

রাজা দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্যশ্রবণে ক্ষণকাল অচেতন হইয়াছিলেন। পরে চেতনা লাভ করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মণ্! রামের বয়স এখনও ষোড়শ বৎসর হয় নাই। অতএব এ বয়সে সে কিরূপে রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিবে। আমি অক্ষৌহিণী * সেনার অধীশ্বর। অতএব ঐ সমস্ত সৈন্য লইয়া আমি সেই দুরাচার রাক্ষসদ্বয়কে সংহার করিবার জন্য তথায় যাইতে উদ্যত আছি। বিশেষতঃ আমার এই ভৃত্যগণ অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগে বিশেষ পটু ও বীরপুরুষ। ইহারাও রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। অতএব আমার রামকে লইয়া যাইবেন না। আমি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া যজ্ঞরক্ষা করিব এবং যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ সেই সকল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের প্রাণ সংহার করিব। তাহা হইলেই আপনার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে।

হে ভগবন্! রাম আমার নিতান্ত বালক। আজিও সে যুদ্ধে বা অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত বা কৃতবিদ্য হয় নাই এবং শত্রুপক্ষের বলাবল বিচার করিতে সমর্থ নহে। বিশেষতঃ রাক্ষসেরা কপটযুদ্ধে বিলক্ষণ পটু। অতএব সরলমতি রাম

* অক্ষৌহিণীর সংখ্যা ২১৮৭০০

কিরূপে রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। হে তপোধন! আপনি প্রসন্ন হউন। রামকে লইয়া যাইবেন না। রামকে না দেখিলে আমি এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। যদি রামকে লইয়া যাইবার জন্য আপনার এতই আগ্রহ হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে একাকী পাঠাইতে পারিব না। আমি এই সমস্ত চতুরঙ্গ সেনা লইয়া তাহার সহিত গমন করিব। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে রামধনকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অন্যান্য পুত্র অপেক্ষা সে আমার অধিক আদরের ধন। কারণ সে ধর্ম্মপ্রধান ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। অতএব হে কুশিক নন্দন! আমার হৃদয়ের ধন কাড়িয়া লইবেন না। তাহা হইলে আমার এই দণ্ডেই প্রাণ বিয়োগ হইবে। হে তপোধন! সেই রাক্ষসেরা কে? কাহার পুত্র, তাহা[illegible] আকার ও পরাক্রমইবা কিরূপ? তাহাদিগের রক্ষক [illegible] এবং কি প্রকারেই বা রাম, আমি ও আমার সৈন্যগণ সেই সকল কটুযোধী, দুর্ম্মতি ও বলোন্মত্ত রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব? হে ব্রহ্মণ্! এই সমস্ত আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন।

রাজা দশরথের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহারাজ! পৌলস্ত্যবংশ-সম্ভূত রাবণ নামে এক রাক্ষস ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া ত্রিভুবনের সমস্ত লোককেই পীড়ন করিতেছে। সে অতিশয় পরাক্রমশালী এবং তাহার বহু রাক্ষস অনুচর আছে। শুনিয়াছি যে, সে বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র ও যক্ষরাজ কুবেরের ভ্রাতা। সে স্বয়ং অবজ্ঞা করিয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতে না আসিয়া মারীচ ও সুবাহু নামক দুই জন

দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহারাই আমার যজ্ঞ নষ্ট করিতেছে।

রাজা বিশ্বামিত্রের মুখ হইতে এইরূপ ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! রামের কথা দূরে থাকুক, আমি স্বয়ং আমার সমস্ত সৈন্যসামন্ত লইয়া গেলেও সেই দুরাত্মা রাবণের সহিত কখন যুদ্ধ করিতে পারিব না। বিবেচনা করিয়া দেখুন, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পতগ ও পন্নগ প্রভৃতি দিব্যপুরুষেরাও যখন তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, তখন আমরা মনুষ্য হইয়া কি সাহসে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইব। সে, যুদ্ধে বলবান্ ব্যক্তিরও বলক্ষয় করে। সুতরাং তাহার বা তাহার সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি কখন সাহস করিতে পারি না এবং সাহসী হইলেও সমর্থ হইব না। ফলতঃ আমার পুত্রদিগকেই লউন, বা সমস্ত সৈন্যগণকেই লউন, আপনি কদাচ সেই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে পরাজয় করিতে পারিবেন না। যাহা হউক রাম আমার বালক, যুদ্ধের কিছুই জানে না। সুতরাং আমি পিতা হইয়া কিরূপে এই দেবতুল্য রূপবান রামচন্দ্রকে বিসর্জ্জন দিতে পারি। অতএব হে মহর্ষে! আপনি এ দুরাশা পরিত্যাগ করুন। সুন্দ ও উপসুন্দের পুত্র মারীচ ও সুবাহু যুদ্ধে সাক্ষাৎ যমের ন্যায়। অতএব যখন তাহারাই আপনার যজ্ঞের বিঘ্নকারী হইয়াছে, তখন প্রাণাধিক রামধনকে আমি কি সাহসে আপনার হস্তে সমর্পণ করিব? আমি অতি হতভাগ্য। তাহা না হইলে কেনই বা আপনার নিয়োগ প্রতি-

পালনে অসমর্থ হইব। আপনি আমার পরম দেবতা ও গুরু। আপনার নিকট আমার সবিনয়ে প্রার্থনা এই যে আমার যেন কোন অনিষ্ট না হয়। অতএব আপনি রামের প্রতি প্রসন্ন হউন। রামকে আমি কদাচ কালের মুখে নিক্ষেপ করিতে পারিব না। বরং বলেন ত আমি স্বয়ং গিয়া তাহাদিগের মধ্যে একজনের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হই। নতুবা আমি সবান্ধবে আপনার চরণ ধারণ পূর্ব্বক অনুনয় করিতেছি, আপনি রামকে লইয়া যাইবার মানস পরিত্যাগ করুন

যজ্ঞীয় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে সেই অগ্নি যেরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, রাজা দশরথের বাক্যে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ক্রোধানলও সেইরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণের আদিকাণ্ডে বিংশ সর্গ।

সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ।

রাজা দশরথ পুত্রস্নেহবশতঃ গদ্গদস্বরে বিশ্বামিত্রকে ক্ষান্ত হইবার জন্য অনুনয় করাতে মহর্ষি ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অতি নরাধম ও অধার্ম্মিক। যেহেতু আমার প্রার্থনা পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছেন। এরূপ ব্যবহার রঘুবংশীয়ের যোগ্য নহে। বিশেষতঃ প্রতিজ্ঞাপালন না করিলে বংশলোপ হয়। অতএব বংশ না থাকাই যদি আপনার অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি, আপনি বন্ধু বান্ধব লইয়া সুখে কাল যাপন করুন। এইরূপে বিশ্বামিত্রের কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে সমুদায় পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল এবং দেবগণেরও মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন বুদ্ধিমান বশিষ্ঠ, ত্রিভুবন একান্ত আকুল দেখিয়া দশরথকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপে ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনি সুব্রত ও ধীর এবং ত্রিভুবনের লোক, আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানে। অতএব আপনি প্রতিজ্ঞা পালনপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম রক্ষা করুন। অধর্ম্ম আচরণ করা আপনার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে যদি তাহা পালন না করেন, তাহা হইলে কখন আপনার

ইষ্টসিদ্ধি বা মঙ্গল হইবে না। এবং এত যে যাগ যজ্ঞ করিলেন তাহা সকলই বৃথা হইবে। অগ্নি যেরূপ অমৃত সহকারে উদ্দীপিত হয় সেইরূপ, ভগবন্ বিশ্বামিত্র সহায় থাকিলে, রাম অস্ত্রে শিক্ষিত হউক বা না হউক, রাক্ষসেরা কখন তাঁহার প্রতাপ সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব রামকে প্রেরণ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। তিনি মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার তুল্য বলবান্, অস্ত্রজ্ঞ বা বিদ্বান্ আর কেহই নাই। তিনি তপস্বী-দিগের প্রধান আশ্রয়। তিনি এই চরাচর জগতের সমস্ত লোক এবং দেবতা, ঋষি, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর ও উরগ প্রভৃতি কাহারও বোধগম্য নহেন। কোন কালে কেহ তাঁহাকে জানিতেও পারিবে না। মহর্ষি বিশ্বামিত্রও সামান্য লোক নহেন। যৎকালে ইনি রাজা ছিলেন সেই সময়ে দেবপূজ্য মহাদেব ইহাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে কতক-গুলি অস্ত্র প্রদান করেন। প্রজাপতি দক্ষের কন্যা জয়া ও সুপ্রভা হইতে ঐ সমস্ত অস্ত্রের উদ্ভব হয় এবং ঐ সকল অস্ত্র কৃশাশ্বের পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে জয়া বর লাভ করিয়া পঞ্চাশ এবং সুপ্রভাও পঞ্চাশ প্রকার অস্ত্র প্রসব করেন। ঐ সকল অস্ত্র সাধারণের অদৃশ্য এবং উহাদিগের আকার নানাবিধ।

এই কুশিক তনয় বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত দুঃসহ, তেজোময় এবং অমোঘ অস্ত্র অবগত আছেন। ইনি তপোবলে আশ্চর্য্য অস্ত্রবিদ্যার সৃষ্টি করিতে পারেন এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্ত-মান বিষয় প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। মহারাজ! এই যশস্বী,

ধর্ম্মজ্ঞ, তেজস্বী মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে সামান্যজ্ঞান করিবেন না। ইহাঁর সহিত রামচন্দ্রকে পাঠাইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না। ইনি রামের হিতসাধনের জন্যই রামকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির জন্য নহে। কারণ মনে করিলে স্বয়ং তিনিই সেই রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে পারেন।

বশিষ্ঠ দেবের বাক্যে রাজা দশরথ যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে রামকে পাঠাইতে সম্মত হইলেন।

মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাজা দশরথ প্রীতমনে রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিলেন। রামজননী কৌশল্যা এবং স্বয়ং রাজাও রামের মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেবও মঙ্গলজনক মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত হইলে রাজা রাম ও লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক সন্তুষ্টমনে পুত্রদ্বয়কে মহর্ষির হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যা হইতে বহির্গত হইলেন। যখন পদ্মপলাশলোচন রাম গমন করিতে লাগিলেন, তখন সুশীতল, সুগন্ধবিশিষ্ট বায়ু মন্দ মন্দ ভাবে বহন করিয়া স্পর্শসুখ জন্মাইতে লাগিল। নগরের চারিদিক্ হইতে জয়নাদ উত্থিত হইল। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবতারাও আনন্দে দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন। অগ্রে বিশ্বামিত্র তৎপশ্চাৎ রাম এবং অবশেষে লক্ষ্মণ গমন করিতে লাগিলেন। এই দুইটি রাজকুমারের ধনুর্ব্বাণ, অঙ্গুলীত্রাণ ও খড়্গ অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিল। ইহাঁদের স্কন্ধে কোদণ্ড ও পৃষ্ঠে তূণীর বদ্ধ থাকাতে ত্রিশীর্ষ উরগের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অশ্বীনীকুমারদ্বয় পিতামহ ব্রহ্মার এবং কার্ত্তিকেয় ও বিশাখ রুদ্রদেবের অনুগমন করিলে যেরূপ সুন্দর দেখায়, রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামি-

ত্রের অনুসরণ করাতেও ঠিক্ সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। ফলতঃ তাঁহাদিগের গমনকালে দশ দিক্ হইয়াছিল।

অনন্তর তাঁহারা এইরূপে ছয় ক্রোশ পথ গমন অবশেষে সরযূ নদীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন।। বিশ্বামিত্র মধুরবাক্যে রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস রাম! শীঘ্র এই নদীর জল লইয়া আচমন কর। আমি তোমাকে বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্র প্রদান করিতেছি ঐ মন্ত্রের গুণ এই যে বহুদূর ভ্রমণ করিলেও উহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তিবোধ, জ্বর বা রূপের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না। নিদ্রা বা কোন কার্য্যবশতঃ অসাবধান হইলে উহার প্রভাবে রাক্ষসেরা পরাজয় করিতে পারিবে না বৎস! এই মন্ত্র জপ করিলে এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার তুল্য বলবান্ কেহই হইবে না। কি সৌভাগ্য, কি দাক্ষিণ্য, কি তত্ত্বজ্ঞান, কি সূক্ষ্মার্থবোধ সকল বিষয়েই তুমি সকলকে অতিক্রম করিবে। বাদীর প্রতি প্রত্যুত্তরদানে তোমার তুল্য কেহই সমর্থ হইবে না। এই বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্রের প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান লাভ হয়। ইহার প্রভাবে তুমি অদ্বিতীয় যশস্বী হইবে। এই দুইটী তেজোময়ী বিদ্যা ব্রহ্মার কন্যা। তোমাকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়াই আমি এই দুইটি বিদ্যা তোমাকে দান করিতে মানস করিয়াছি। যদিও তোমাতে সকল প্রকার গুণ আছে তথাপি নিয়মপূর্ব্বক ঐ দুইটী বিদ্যা অভ্যাস করিয়া রাখিলে সময়ক্রমে অনেক উপকারের সম্ভাবনা।

বিনীতস্বভাব রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর
নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং হাস্যমুখে সরযূর জলে আচমন
করিয়া বলা ও অতিবলা বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। ঐ
দুটী বিদ্যা গ্রহণ করিবামাত্র তাঁহার শরীর শরৎকালীন
সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন রাম গুরুদেবের
প্রতি শিষ্যোচিত কার্য্য সকল সমাধা করিলেন। পরে
বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগের সহিত সরযূতীরে সুখে রাত্রিযাপন
করিলেন। সেই তৃণশয্যা রাম ও লক্ষ্মণের অযোগ্য হইলেও
মহর্ষির সুমধুর কথাবার্ত্তায় কিছুমাত্র অসুখবোধ হয় নাই।

মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ
সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! প্রাতঃসন্ধ্যার কাল উপস্থিত, অতএব গাত্রোত্থান করিয়া শৌচক্রিয়া ও সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সকল সমাধা কর।

রাম মহর্ষির মধুর আহ্বানে অতিশয় পুলকিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত পর্ণশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সরযূর জলে স্নান করিলেন। পরে অর্ঘ্যস্থাপন ও সাবিত্রী জপ সমাপন করিয়া মহর্ষি গুরুদেবকে প্রণামপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, [illegible] প্রাতঃক্রিয়া ত সমাপন হইল, এক্ষণে চল আমরা তপোবনাভিমুখে গমন করি। এই বলিয়া তিনি অগ্রে যাত্রা করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ পূর্ব্বমত তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক স্থানে দেখিলেন যে ত্রিপথগামী গঙ্গা সরযূর সহিত মিলিত হইয়াছেন। সেই শুভ সঙ্গমপ্রদেশে একটী পবিত্র আশ্রম আছে, তথায় ঋষিগণ বহুকাল তপস্যা করিতেছেন। তাঁহারা উভয়ে সেই মনোহর আশ্রম দেখিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন। অনন্তর তাহার সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এ আশ্রমটি

কাহার এবং যিনি এখানে অবস্থিতি করিয়া আছেন উনিই বা কে? আমাদিগের জানিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহার সবিশেষ বর্ণন করুন!

তখন বিশ্বামিত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাম! পূর্ব্বে এই আশ্রম কাহার ছিল তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। লোকে যাঁহাকে কামদেব বলিয়া থাকে সেই কন্দর্প এইখানে মূর্ত্তিমান ছিলেন, তাঁহারই এই আশ্রম। এক দিন কৈলাসনাথ মহাদেব সমাধি ভঙ্গ করিয়া দেবগণের সহিত বিলাস কাননে গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঐ কন্দর্প বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য জন্মাইতে চেষ্টা করেন। তাহাতে মহাত্মা রুদ্র হুঙ্কার পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কোপ-দৃষ্টি করেন। [illegible] সেই কন্দর্পের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল স্খলিত ও ভস্মীভূত হইয়া যায়। তদবধি লোকে তাঁহাকে অনঙ্গ বলে এবং এই স্থানে তিনি অঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া এই দেশের নাম অঙ্গদেশ হইল। রাম! এই আশ্রমে যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ মুনি বাস করিয়া আছেন, উহাঁরা তাঁহা-রই বংশপরম্পরাগত শিষ্য। ইহাঁদিগের শরীরে পাপের লেশমাত্রও নাই। বৎস! অদ্য রাত্রিতে আমরা এইখানেই অবস্থিতি করিব। আইস আমরা এই সঙ্গমে স্নান ও জপ-হোমাদি সমাপনান্তে পবিত্র হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করি। এইখানে থাকিলেই আমরা সুখে রাত্রি যাপন করিতে পারিব। পরে প্রভাতে উঠিয়া পুনরায় গমন করিব।

বিশ্বামিত্র রামকে এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে সেই আশ্রমবাসী তপস্বীরা দিব্যজ্ঞানবলে, তাঁহারা তথায় উপস্থিত

হইয়াছেন জানিতে পারিয়া পরম আহ্লাদিত ও সন্তুষ্ট হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া অগ্রে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অর্ঘ্যাদি দ্বারা সৎকার করিয়া পরে রাম ও লক্ষ্মণের যথোচিত অতিথি সৎকার করিলেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদিগের প্রতিপূজা করিলে ঐ সকল তাপস প্রীত হইয়া নানা প্রকার কথা-বার্ত্তায় তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন তপস্বিগণ একমনে যথাবিধানে সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিলেন। পরে রজনী উপস্থিত হইলে তাঁহারা বিশ্বামিত্র প্রভৃতিকে বিশ্রাম স্থানে লইয়া গেলেন। বিশ্বামিত্রও সেই সকল তপোনিষ্ঠ ঋষির সহিত সেই সর্ব্ব-কামপ্রদ আশ্রমে বিশ্রাম করত নানাবিধ কথা বার্ত্তায় পরম সুখী হইলেন। প্রিয়দর্শন রামলক্ষ্মণও তাঁহাদিগের সেই সকল মনোহর কথায় যার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

মহর্ষিবাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

ক্রমে রজনী অবসান হইল। পশ্চিম দিক্ জবা ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। অন্ধকার সূর্য্যদেবের প্রভাব আর সহ্য করিতে না পারিয়া লুক্কায়িত হইলেন। পক্ষীরা বৃক্ষের শাখায় বসিয়া মধুরস্বরে গান করিতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইল দেখিয়া বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণের সহিত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহাদিগের প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত হইলে আশ্রমবাসী ঋষিগণ একখানি নৌকা আনাইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আপনি রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া এই নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক গঙ্গা পার হইয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় আশ্রমে গমন করুন।

বিশ্বামিত্র, ঋষিগণের বাক্যে সম্মত হইয়া যথাযোগ্য সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরে রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সেই তরণীতে আরোহণ করিয়া গঙ্গা পার হইতে লাগিলেন। যখন নৌকা জলরাশি ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন বর্দ্ধিত তরঙ্গমালার ভয়ানক কর্ণভেদী শব্দ, তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহারা গঙ্গার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ এই শব্দের কারণ জানি-

বার জন্য বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! নৌকা গঙ্গার তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া যাইতেছে বলিয়া কি এইরূপ শব্দ হইতেছে? ধর্ম্মপরায়ণ বিশ্বামিত্র রামের কৌতূহলপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা মন দ্বারা কৈলাস পর্ব্বতে একটী রমণীয় সরোবর সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া,উহার নাম মানস সরোবর হইয়াছে। যে নদী অযোধ্যার অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে মানস সরোবর হইতে উহার উৎপত্তি বলিয়া উহার নাম সরযূ হইয়াছে। অতএব সরযূরই এই কল কল ধ্বনি। এই স্থলে সরযূ গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। দেখ বৎস। নৌকার বেগে সরযূ ও গঙ্গার জল আন্দোলিত হইতেছে। এক্ষণে তুমি মনঃসংযোগ করিয়া এই দুই নদীকে প্রণাম কর। তাঁহার আদেশে রাম ও লক্ষ্মণ ঐ দুই নদীকে প্রণাম করিলেন। দেখিতে দেখিতে নৌকা অপর পারে উপস্থিত হইল।

সরযূর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণ দ্রুত-পদে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে জনশূন্য এক ভয়ানক নিবিড় অরণ্য তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। রাম ঐ বন দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! এ বন কি দুর্গম! উহামধ্যে নানাবিধ পক্ষী ভয়-ঙ্কর স্বরে চিৎকার করিতেছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ, গভীরস্বরে গর্জ্জন করিতে করিতে চারি দিকে দৌড়িয়া বেড়াইতেছে। ধব, অশ্ব, কর্ণ, ককুভ, বিল্ব, তিন্দুক, পাটল ও বদরী প্রভৃতি বৃক্ষসমূহে বন পরিপূর্ণ হইয়া রহি-য়াছে। উহার মধ্যে ঝিল্লিকাগণ অনবরত রব করিতেছে।

আমি জন্মাবধি এমন ভয়ানক বন কখন দেখি নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি এ বন কাহার এবং ইহার নামই বা কি?

তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন বৎস! যে দুরাত্মা এই ভয়ঙ্কর বন অধিকার করিয়া আছে, তাহা আমি কহিতেছি শ্রবণ কর। বহু কাল পূর্ব্বে এই স্থানে মলদ ও করূষ নামে দুইটি জনপদ দেবতাদিগের যত্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সহস্র-লোচন ইন্দ্রদেব যখন বৃত্র নামক ব্রাহ্মণকে বধ করিয়া, ব্রহ্মহত্যা পাপে দেহ কলুষিত করিয়া, অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন, তখন বস্বাদি দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহার এইরূপ মলদিগ্ধশরীর অবলোকন করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। পরে কলসে করিয়া গঙ্গাজল লইয়া তাঁহাকে স্নান করাইলেন এবং তাঁহার শরীরের মল ও কারূষ এই স্থানে নিক্ষেপ করিয়া দেবগণ পরম আহ্লাদিত হইলেন। তখন ইন্দ্রদেব পূর্ব্বের ন্যায় পবিত্র শরীর লাভ করিয়া এই স্থানের উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন, যে এই স্থান যখন আমার শরীরের মল ও কারূষ ধারণ করিয়াছে, তখন ইহা মলদ ও করূষ নামে দুইটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ হইবে। দেবরাজ পরম প্রীতিসহকারে এইরূপ বর প্রদান করিলে, দেবগণ তাঁহাকে বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বৎস! সেই দুইটি জনপদ বহুকাল পর্য্যন্ত অতি সমৃদ্ধ ও ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল।

বহুকাল গত হইলে তাড়কা নাম্নী বিকটাকার কামরূপিণী ও দুশ্চরিত্রা এক যক্ষী এই দুই জনপদ বিনষ্ট করে। ঐ তাড়কা সহস্র হস্তীর বল ধারণ করে! সে সুন্দের ভার্য্যা,

তাহার পুত্রের নাম মারীচ। মারীচের আস্যদেশ (মুখ) অতি বিশাল, বাহুদ্বয় বর্ত্তুলাকার এবং মস্তক বৃহৎ। উহার বল-বিক্রম কেহই সহ্য করিতে পারে না। এই ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসের ভয়ে প্রজাগণ সতত ম্রিয়মাণ হইয়া আছে। এক্ষণে ঐ তাড়কা অর্দ্ধযোজনের কিঞ্চিৎ অধিক দূরে পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়-মান আছে। আমাদিগকেও সেই পথ দিয়া গমন করিতে হইবে। অতএব তুমি স্বীয় বাহুবলে উহার প্রাণ সংহার করিও। আমার আদেশে এই ভয়ঙ্কর স্থান তোমাকে আবার নিষ্কণ্টক ও বাসযোগ্য করিতে হইবে। উহার ভয়ে কেহই এখানে আসিতে সাহস করেনা। ঐ ভয়ঙ্কর যক্ষিণী এই বন একে-বারে উৎসন্ন করিয়া ফেলিতেছে। উহাকে নিবারণ করে এমন কেহই নাই। অতএব আমি অনুমতি করিতেছি তুমি উহাকে বিনাশ কর। এক্ষণে বৎস! তুমি যাহা জানিতে চাহিয়াছিলে তৎসমুদায়ই বিশেষরূপে বর্ণন করিলাম।

মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ সর্গ

পুরুষোত্তম রাম অমিতপ্রভাব মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখে এইরূপ অত্যাচারের বিষয় শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! শুনিয়াছি যক্ষজাতির বলবীর্য্য অতি অল্প; তবে সে অবলা হইয়া কিরূপে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে।

বিশ্বামিত্র, তেজস্বী রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মধুরবাক্যে প্রীত করিয়া কহিলেন, বৎস! তাড়কা অবলা ও যক্ষিণী হইয়াও কিরূপে এত বলগর্ব্বিত হইল তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সুকেতু নামে মহাবলপরাক্রান্ত এক যক্ষ ছিল। সে এক সময়ে সন্তান কামনায় সদাচারব্রত অনুষ্ঠান করত অতি কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া, তাঁহাকে তাড়কা নামে এক কন্যারত্ন প্রদান করেন। পরে ঐ কন্যার শরীরে সহস্র হস্তীর বল যোজনা করিয়া দেন। ঐরূপ বলশালী পুত্র প্রদান করিলে পাছে সে ত্রিলোক উৎপীড়িত করে, এই ভয়ে তিনি তাহাকে পুত্র প্রদান করেন নাই। ঐ কন্যা ক্রমে যখন যুবতী ও রূপবতী হইয়া উঠিল, তখন সুকেতু, জম্ভপুত্র সুন্দের সহিত উহার বিবাহ দিলেন। কালক্রমে ঐ সুন্দের ঔরসে তাড়কার গর্ভে মারীচ নামক এক পুত্র জন্মে। সেই মারীচ শাপপ্রভাবে এক্ষণে রাক্ষসীরূপ ধারণ করিয়াছে।

বৎস! কি কারণে ঐ দুর্দ্দান্ত রাক্ষস অভিশপ্ত হয় তাহাও কহিতেছি শ্রবণ কর। ঋষিবর অগস্ত্য, কোন অপরাধে সুন্দকে বধ করাতে তাহার পত্নী তাড়কা ও পুত্র মারীচ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন পূর্ব্বক মহর্ষিকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হয়। তদ্দর্শনে ভগবান্ অগস্ত্য উভয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এই শাপ দিলেন, যে তোরা যক্ষকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যখন বিকটাকার মুখব্যাদান করিয়া মনুষ্যকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিস্, তখন তোরা আমার অভিশাপে এই পবিত্র দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশ্য দারুণ রাক্ষসদেহ ধারণ করিবি। বৎস। অগস্ত্য ঋষি, তাড়কাকে এইরূপে অভিসম্পাত করাতে সেই পাপীয়সী ক্রোধবশতঃ মহর্ষি অগস্ত্যেরই আশ্রম উৎসন্ন করিতেছে। অতএব বৎস! তুমি সেই তাড়কাকে বিনাশ করিয়া গোব্রাহ্মণের হিতসাধন কর। তুমি ভিন্ন এই ত্রিভুবনে এমন কেহই নাই যে সেই শাপভ্রষ্ট রাক্ষসীকে বিনাশ করে। বৎস! তাড়কা স্ত্রীলোক বলিয়া তুমি তাহাকে বধ করিতে ঘৃণা বোধ করিও না। কারণ চতুর্ব্বর্ণের উপকার করা রাজপুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং প্রজাপালন করাই যদি রাজার প্রধান ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে নৃশংস হউক বা অনৃশংস হউক, অল্প পাপজনক হউক বা অধিক পাপজনক হউক, প্রজারক্ষার জন্য সকল প্রকার উপায়ই অবলম্বন করা যাইতে পারে। অতএব তুমি সেই পাপীয়সীর প্রাণসংহার কর। তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। পূর্ব্বকালে যখন বিরোচনের কন্যা মন্থরা পৃথিবীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তখন

দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে বধ করেন। মহর্ষি শুক্রের জননী পতিব্রতা ভৃগুপত্নী দেবগণের পীড়ন হইতে অসুরদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রকে বিনাশ করিতে উদ্যত হন। ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্রের অনুরোধে স্বয়ং তাহাকে বধ করেন। এই সকল দেবতা এবং অপরাপর অনেক প্রধান প্রধান রাজপুত্রেরাও পাপিষ্ঠা স্ত্রীগণকে বধ করিয়াছেন। অতএব বৎস! আমি যখন তোমাকে অনুমতি করিতেছি তখন তুমি সেই তাড়কাকে বধ করিতে কিছুমাত্র ঘৃণা বোধ করিও না।

মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়বিংশ সর্গ।

রাজপুত্র রাম, বিশ্বামিত্রের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া করযোড়ে কহিলেন, ভগবন্! অযোধ্যা হইতে আসিবার সময় পিতা, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুলোকের সাক্ষাতে আমাকে কহিয়াছিলেন, বৎস! মহর্ষি বিশ্বামিত্র তোমায় যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন তুমি মনে কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিবে। সুতরাং একে পিতার আদেশ তাহাতে আবার পুণ্যাত্মা ঋষির আদেশ, এই উভয় আজ্ঞার অনুরোধে আমি অবশ্য সেই তাড়কাকে বধ করিব। তাহা হইলে আপনার সন্তোষ এবং গো, ব্রাহ্মণ ও দেশের উপকার, এই দুই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা আমার প্রভূত ধর্ম্মসঞ্চয় ও মঙ্গল হইবে।

এই কথা বলিয়া রাম ধনুতে বাণ যোজনা করিয়া এরূপ ভয়ঙ্কর টঙ্কার দিতে লাগিলেন, যে সেই শব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত এবং সেই বনের সমস্ত জন্তুই ভয়ে একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তাড়কাও সেই টঙ্কারের শব্দে অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া, ঐ শব্দ লক্ষ্য করত ক্রোধভরে নক্ষত্রবেগে দৌড়িয়া আসিতে লাগিল। রাম দূর হইতে সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও দীর্ঘ অঙ্গ দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ লক্ষ্মণ, ঐ যক্ষিণীর আকার কি ভয়ানক! উহাকে দেখিলে ভীরু ব্যক্তির কথা দূরে

থাক্ সাহসী পুরুষকেও ভয়ে কাঁপিতে হয়। দেখ আমি এখনই ঐ মায়াবিনীর নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন পূর্ব্বক উহাকে নিবৃত্ত করি। বৎস! ও স্ত্রীজাতি। অতএব আমার ইচ্ছা হয় যে উহাকে একেবারে প্রাণে না মারিয়া, যাহাতে ও চলিতে বা কাহারও প্রতি বল প্রকাশ করিতে না পারে, উহার এই-রূপ অবস্থা করিয়া রাখি।

রাম, লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিতেছেন এমন সময়ে তাড়কা ক্রোধে অন্ধ হইয়া হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে করিতে প্রচণ্ড বেগে তাঁহার দিকেই আসিতে লাগিল। তখন বিশ্বামিত্র হুঙ্কার ত্যাগপূর্ব্বক তাড়কাকে তিরস্কার করিলেন। পরে তোমাদিগের জয় ও মঙ্গল হউক, এই বলিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ক্ষণমাত্রেই তাড়কা মায়াবলে চারি দিক্ ধুলিতে আচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় করিয়া ফেলিল এবং অনবরত শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন রাম তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, শিলাবর্ষণ নিবারণ করতঃ তাড়কার দুই বাহু খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যদিও তাড়কা অঙ্গহীন ও ক্লান্ত হইল বটে, তথাপি তাঁহাদিগের সম্মুখে গিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ তাহার এরূপ আস্ফালন সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ তাহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিলেন। পরে কাম-রূপিণী তাড়কা নানা প্রকার রূপ ধারণপূর্ব্বক অদৃশ্যভাবে রাম ও লক্ষ্মণকে মায়াজালে বদ্ধ করিয়া, ক্রমাগত শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন মহর্ষি, রামকে কহিলেন, বৎস! স্ত্রীজাতি বলিয়া উপেক্ষা করিও না। যজ্ঞের বিঘ্নকারিণী এই পাপীয়সী

ক্রমেই আপনার মায়াশক্তি বৃদ্ধি করিবে। রাক্ষসেরা সন্ধ্যা-কালে অধিকতর দুর্দ্দান্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তখন তাহা-দিগকে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। অতএব সন্ধ্যার পূর্ব্বেই উহাকে বিনাশ কর।

তাড়কা এতক্ষণ অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাম তাহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া,যে স্থান হইতে ঐ স্বর আসিতেছিল সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য বাণদ্বারা তাহাকে রোধ করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসী রামের বাণে নিরুদ্ধ হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ানক গর্জ্জন করিতে করিতে যেমন রামের নিকট দৌড়িয়া আসিল, রাম অমনি এক বাণে তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। তাড়কাও তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা নভোমণ্ডল হইতে এই ভয়ানক যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহারা তাড়কাকে রামের বাণে ভূতলে পতিত ও প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া পুলকিত মনে কহিতে লাগিলেন, সাধু, রাজপুত্র সাধু! আমরা তোমার এই অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। পরে বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কুশিকপুত্র! তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে রামের প্রতি তোমাকে একটি স্নেহের কার্য্য করিতে হইবে। তুমি তপোবল-প্রভাবে কৃশাশ্বের নিকট হইতে যে সমস্ত অমোঘ অস্ত্র লাভ করিয়াছ তৎসমুদাই রামকে প্রদান কর। রাম দানের যোগ্যপাত্র বটেন। বিশেষতঃ রাজপুত্র, তোমার একান্ত অনুগত এবং তাঁহার দ্বারা দেবগণেরও অনেক কার্য্য সাধিত হইবে। দেবগণ বিশ্বামিত্রকে

এইরূপ অনুরোধ ও সমুচিত সৎকার করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তখন বিশ্বামিত্র রামের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়দর্শন! অন্ধকার হইয়া আসিতেছে; অতএব অদ্য আমরা এই স্থানেই রাত্রিযাপন করি। রাত্রি প্রভাত হইলে এখান হইতে গমন করিয়া আমার আশ্রমে উপস্থিত হইব। রাম বিশ্বামিত্রের বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া সেই বনের মধ্যেই রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। তদবধি ঐ বন নিষ্কণ্টক হইয়া চৈত্ররথ নামক বনের ন্যায় অতিশয় মনোহর হইয়া উঠিল।

দশরথপুত্র রামচন্দ্র এইরূপে তাড়কাকে বধ করিয়া সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণের ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পরে বিশ্বামিত্রের সহিত সুখে রাত্রিযাপন করিলেন।

মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ সর্গ।

অনন্তর প্রভাত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সহাস্যমুখে মধুরবাক্যে রামচন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস রাম! তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আমি কতকগুলি দিব্য অস্ত্র প্রদান করিব। ঐ সকল অস্ত্রের আশ্চর্য্য শক্তি। উহাদিগের প্রভাবের কথা অধিক কি কহিব যদি দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ একত্র হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও ঐ সকল অস্ত্রের প্রভাবে তুমি অনায়াসে তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিবে। সুতরাং আমি এক্ষণে তোমাকে দণ্ডচক্র, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ঐন্দ্রচক্র, বজ্র, শৈবশূল, ব্রহ্মশির অস্ত্র, ইষীকাস্ত্র, ব্রহ্ম অস্ত্র, মোদকী ও শিখরী নামক প্রদীপ্ত গদাদ্বয়, কালপাশ, ধর্ম্মপাশ, বরুণপাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র নামক বজ্রদ্বয়, পিনাকাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, শিখর নামক আগ্নেয়াস্ত্র, উৎকৃষ্ট বায়ব্যাস্ত্র, হরশির অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল, মুষল, কাপাল ও কিঙ্কিণী এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র রাক্ষসদিগের প্রাণসংহারের নিমিত্ত তোমাকে প্রদান করিব। এই সকল অস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরে তুমি বিদ্যাধর অস্ত্র, নন্দনাস্ত্র, অসিরত্ন, মোহন নামক গান্ধর্ব্বাস্ত্র, প্রস্বাপন অস্ত্র, প্রশম-

নাস্ত্র, সৌম্যাস্ত্র, বর্ষণাস্ত্র, শোষণাস্ত্র, সন্তাপনাস্ত্র, বিলাপনাস্ত্র, মানব নামক গান্ধর্ব্বাস্ত্র, মোহন নামক পৈশাচাস্ত্র এবং যে মদন নামক দুঃসহ অস্ত্র কামদেব অতিশয় ভাল বাসিতেন, এইগুলিও আমার নিকট গ্রহণ করিবে। পরে তামসাস্ত্র, প্রবল সৌমনাস্ত্র, দুর্দ্ধর্ষ সম্বর্ত্তাস্ত্র, মৌষলাস্ত্র, মায়াময় অস্ত্র, সত্যাস্ত্র, শত্রুপ্রভাব-নাশক তেজঃপ্রভ নামক সৌরাস্ত্র, সোমাস্ত্র, শিশিরাস্ত্র, ত্বাষ্ট্র ও শীতশর প্রভৃতি কামরূপী মহাবল অস্ত্র শস্ত্র শীঘ্র গ্রহণ করিবে। এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র দেবগণেরও দুষ্প্রাপ্য।

অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে এই সমস্ত সমন্ত্রক অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বমুখী হইয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই ঐ সমস্ত দিব্যাস্ত্র রামের নিকট উপস্থিত হইয়া করযোড়ে কহিল, রাঘব! আমরা অদ্যাবধি আপনার দাস হইলাম। আপনি আমাদিগকে যখন যাহা করিতে বলিবেন আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিব।

সেই সকল দিব্যাস্ত্র, রামচন্দ্রকে এইরূপ কহিলে তিনি তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, হে দিব্যাস্ত্রগণ! আমি যখন তোমাদিগকে স্মরণ করিব তোমরা সেই সময় আমার নিকট উপস্থিত হইও। এইরূপে অস্ত্রগণকে বিদায় করিয়া রামচন্দ্র সন্তুষ্টচিত্তে বিশ্বামিত্রকে অভিবাদনপূর্ব্বক গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

দশরথের পুত্র রাম, এইরূপে পবিত্র শরীরে অস্ত্রগ্রহণ-পূর্ব্বক প্রফুল্লবদনে গমন করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমি যে সমস্ত দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছি তাহার প্রভাবে, দেবগণকেও যে পরাজয় করিতে পারিব তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে কিরূপে এই সকল আগ্নেয় উপসংহার করিতে হয়, তাহা শিখিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সংহারমন্ত্র প্রদান করুন। বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রার্থনাতে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, রাম! তুমি দানের যোগ্য পাত্র। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। এই বলিয়া মহর্ষি রামকে সংহারমন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি সত্যবৎ, সত্যকীর্ত্তি, শতোদর, শতমুখ, শকুন, শৌমনস, সর্পনাম, অবাঙ্মুখ, অর্চিমালী, ধৃতিমালী, ধৃষ্ট, দূনোভ, দুন্দুনাভ, সুনাভ, সুনাভ, দৈত্যপ্রমথন, দশাক্ষ, দশশীর্ষ, শুচিবাহু, মহাবাহু, বিনিদ্র, বিমল, বিরুচ, বিধূত, বৃত্তিমান্, বরুণ, করবীর, কামরূপী, কামরুচি, পিত্র্য, পন্থান, পরাঙ্মুখ, প্রতিহার, রতি, বভম, রুচির, নিষ্কলি, নৈরাশ্য, মকর, সোহ, ধন, ধান্য, আবরণ, জৃম্ভক, জ্যোতিষ, যৌগন্ধর, লক্ষ্য ও অলক্ষ্য প্রভৃতি যে সকল অগ্নিতুল্য দীপ্তিমান

কামরূপী অস্ত্র ভগবান্ কৃশাশ্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি তৎসমুদয় দিব্যাস্ত্র আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। ঐ সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে কেহ বা জ্বলন্ত অগ্নি-তুল্য, কেহ ধূমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং কেহ বা চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়। উহারা সাক্ষাৎ দেবতুল্য ও সুখপ্রদ। ঐ সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিলে, নিশ্চয়ই শত্রুকুল দলন করিয়া জয় লাভ করিতে পারা যায়। অতএব তুমি বিশুদ্ধমনে ঐ সকল অস্ত্র গ্রহণ কর। রাম "যে আজ্ঞা" বলিয়া মহর্ষির নিকট হইতে ঐ সকল অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিবামাত্র উহারা রামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হাত-যোড় করিয়া মধুরবাক্যে কহিল, নরবর! আমরা আপনার দাস; এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনার কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিব। তখন রাম কহিলেন, দিব্যাস্ত্রগণ! তোমরা এক্ষণে আপন আপন স্থানে গমন কর; আবশ্যক হইলে আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব। সেই সময় তোমরা আসিয়া আমার কার্য্য সাধন করিও। অস্ত্রগণ কহিল "যে আজ্ঞা" আপনার আদেশ আমাদিগের শিরোধার্য্য। এই কথা বলিয়া তাহারা রামকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

রাঘব রাম, মুনিবর বিশ্বামিত্রের প্রসাদে ঐ সমস্ত দিব্য অস্ত্র ও তাহাদিগের উপসংহার শিক্ষা করিয়া প্রফুল্লমনে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তিনি বিনীত ও মধুরবাক্যে মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ঐ পর্ব্বতের অতি নিকটে যে একটি রমণীয় স্থান দেখা যাইতেছে

উহা বন কি কাহারও আশ্রম? আহা ঐ স্থানের বৃক্ষগুলি ঘনরূপে সন্নিবেশিত থাকাতে নিবিড় মেঘমালার ন্যায় কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে। ঐ স্থানের কি আশ্চর্য্য মহিমা। ভীরুস্বভাব মৃগ সকলও নির্ভয়ে চরিয়া বেড়াইতেছে। পক্ষী সকল অকুতোভয়ে দলবদ্ধ হইয়া মধুর স্বরে গান করিতেছে এবং মনের আনন্দে এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে উড়িয়া গিয়া চঞ্চু দ্বারা সুস্বাদু ফল আস্বাদন করিতেছে। আমরা যে বন অতিক্রম করিয়া আসিলাম উহা অতি ভয়ানক। কিন্তু এই শান্তিময় সুখজনক স্থান দেখিয়া বোধ হইতেছে যে উহা কোন আশ্রম হইবে। অতএব বলুন উহা কাহার আশ্রম? এবং যে স্থানে দুরাত্মা ব্রহ্মঘাতকেরা আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে, যেখানে যাইয়া আমাকে আপনার যজ্ঞ রক্ষা ও সেই দুরাচারদিগকে বিনাশ করিতে হইবে, আপনার সেই আশ্রমই বা এখান হইতে আর কত দূর, আপনি আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন।

মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ সর্গ

অদ্বিতীয় প্রভাবশালী ও মহাবাহু রাম এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তেজস্বী বিশ্বামিত্র কহিতে লাগিলেন বৎস! তুমি যে আশ্রমের কথা উল্লেখ করিলে, উহা মহাত্মা বিষ্ণুর পূর্ব্বাশ্রম। তিনি ঐ স্থানে বহুকাল কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া উহাকে লোকে সিদ্ধাশ্রম কহে। সেই সময়ে বিরোচনের পুত্র বলি ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভব করিয়া ত্রিভুবন অধিকার করিয়াছিলেন। মহাবল বলি এইরূপে ত্রিলোকের অধীশ্বর হইয়া এক মহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার যজ্ঞ আরম্ভ হইলে দেবগণ ভীত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মণ্! বিরোচনপুত্র বলি মহাসমারোহে এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে। ঐ যজ্ঞে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে এবং যে যখন যাহা প্রার্থনা করিতেছে, বলি তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহা প্রদান করিতেছে। সে যদি এই যজ্ঞ সমাপন করিতে পারে তাহা হইলে আমাদিগের যার পর নাই অনিষ্ট ঘটিবে। অতএব হে নারায়ণ! দেবগণের উপকারের জন্য আপনাকে একটি কার্য্য সাধন করিতে হইবে। তাহার যজ্ঞ সমাপ্ত না হইতে আপনি বামনরূপ ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষার্থ বলির নিকট গমন করুন। তাহা হইলেই আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

যখন দেবগণ, দানবরাজ বলির যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য নারায়ণকে এইরূপ অনুরোধ করিতেছিলেন, সেই সময়ে অগ্নিতুল্য দীপ্তিশালী ভগবান্ কশ্যপ স্বীয় পত্নী অদিতির সহিত দিব্য সহস্র বৎসর যে ব্রত অনুষ্ঠান করিতেছিলেন তাহা সমাপ্ত হয়। যজ্ঞ সমাপন করিয়া তিনি মধুসূদনকে প্রসন্ন করিবার জন্য নানাপ্রকার স্তব আরম্ভ করিলেন। হে নারায়ণ! আপনি তপোময়, তপোরাশি, তপোমূর্ত্তি, জগন্ময় ও তপস্যার একমাত্র আধার। তপঃপ্রভাবেই আমি আপনাকে প্রত্যক্ষ করিলাম। আপনি এই সমস্ত জগতের আদিকর্ত্তা, কিন্তু স্বয়ং অনাদি এবং আপনার প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। অতএব হে সর্ব্বব্যাপিন্! আমি আপনার শরণাগত হইলাম; আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্।

অনন্তর নারায়ণ কশ্যপের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, তাপস! তুমি বরদানের যোগ্য পাত্র। এক্ষণে তোমার অভিলাষ কি প্রকাশ করিয়া বল। তোমার মঙ্গল হইবে। কশ্যপ নারায়ণের এই অনুকূল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি, অদিতি ও দেবগণ, আমাদিগের সকলেরই এই প্রার্থনা যে, আপনি বামনরূপ ধারণপূর্ব্বক অদিতির গর্ভে আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হউন। এবং দেবরাজ, ইন্দ্রের অনুজ হইয়া উদ্বিগ্ন দেবগণকে সাহায্য প্রদান করুন। আপনকার প্রসাদে এই স্থান সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হইবে। যে জন্য আপনি এইস্থানে তপস্যা করিতেছিলেন তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আপনি দেবকার্য্যসাধনে মনোযোগী হউন।

অনন্তর তেজঃস্বরূপ নারায়ণ অদিতির গর্ভে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভিক্ষাচ্ছলে বলির নিকট গমন করত ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি তাহাতে সম্মত হইলে তিনি স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল, এই ত্রিভুবন ত্রিপাদে গ্রহণ করিয়া অবশেষে তাহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যান। দেবরাজ ইন্দ্র নারায়ণের অনুগ্রহে নষ্ট রাজ্য উদ্ধার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পুনরায় এই ত্রিভুবন শাসন করিতে লাগিলেন।

বৎস! বামনরূপী নারায়ণ পূর্ব্বে এই আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া থাকি। ঐ স্থানে সেই দুরাচার রাক্ষসেরা যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য আসিয়া থাকে। তোমাকে ঐ রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে হইবে। অদ্যই আমরা ঐ রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হইতে পারিব। বৎস! উহাতে আমার যেরূপ অধিকার তোমারও তদ্রূপ জানিবে।

এই কথা বলিতে বলিতে বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণ সেই আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুনর্ব্বসু-নক্ষত্রযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। আশ্রমবাসী তপস্বীরা তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অগ্রে বিশ্বামিত্রের যথোচিত পূজা বিধান করিলেন। পরে রাম, লক্ষ্মণেরও সমুচিত সৎকার করিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া করযোড়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি অদ্যই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন। আর আপনার বিঘ্নের আশঙ্কা নাই।

এক্ষণে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইলেই এ আশ্রমের নাম সার্থক হয়। আমিও সেই দুরাত্মা রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়া আপনার আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক কৃতার্থ হই।

রামের এইরূপ উৎসাহজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া, জিতেন্দ্রিয় বিশ্বামিত্র যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। স্কন্দ ও বিশাখ সদৃশ রাম ও লক্ষ্মণ আশ্রমোচিত শয্যায় শয়ন করত সুখে রজনী যাপন করিলেন। প্রভাত হইবামাত্র তাঁহারা দুই জনে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা, বন্দন, অর্ঘ্যদান ও সাবিত্রী জপ সমাপন করিলেন। পরে যে স্থানে মহর্ষি বিশ্বামিত্র, যজ্ঞীয় হোম সমাপন পূর্ব্বক মৌনভাবে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা উভয়ে তথায় আগমন করিয়া মহর্ষির চরণ বন্দনা করিলেন।

মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে উনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর দেশকালজ্ঞ রাম ও লক্ষ্মণ, মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! কোন্ সময়ে সেই নিশাচরেরা আপনার যজ্ঞ নষ্ট করিতে আগমন করে তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। কারণ সেই সময়ে আমাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে। অসাবধানবশতঃ যেন সে সময় অতীত হইয়া না যায়। পূর্ব্বে সতর্ক হইয়া থাকিলে আমরা অনায়াসে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিব। তপোবনবাসী মুনিগণ তাঁহাদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাদিগকে রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া, তাঁহাদিগকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বিশ্বামিত্রকে প্রত্যুত্তরদানে অসমর্থ জানিয়া, তাঁহাদিগকে কহিলেন, মহর্ষি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি ছয় রাত্রি কথা কহিবেন না। অতএব অদ্যাবধি ছয় দিবস দিবা নিশি আপনাদিগকে এই তপোবন রক্ষা করিতে হইবে। ঋষিদিগের বাক্যে রাম ও লক্ষ্মণ সেই দিবস হইতে নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ লইয়া অনবরত যজ্ঞ রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাঁচ দিবস অতীত হইলে ষষ্ঠ দিবসে রাম, লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অদ্য অতি সতর্ক হইয়া থাক। বোধ হয় অদ্যই তাহারা আগমন করিবে।

সেই দিবস যজ্ঞবেদীতে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। কুশ, কাশ, সমিধ, চমস, পুষ্প ও মালা প্রভৃতি যজ্ঞীয় সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী তথায় আনীত হইল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র, ব্রহ্মা ও পুরোহিতগণ বিশুদ্ধরূপে বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জ্বলন্ত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে যজ্ঞকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে এমন সময়ে বর্ষাকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে যেমন গভীর গর্জ্জন ও বজ্রাঘাত সহকারে মূষলধারে বৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইরূপ তৎকালে সহসা আকাশে ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই মারীচ, সুবাহু প্রভৃতি বিকাটাকার রাক্ষসেরা নক্ষত্রবেগে আগমন পূর্ব্বক নানাবিধ মায়াজাল বিস্তার করিতে লাগিল।

এইরূপে রক্তবৃষ্টি হইতে দেখিয়া, রাম ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, রাক্ষসেরা দলবদ্ধ হইয়া নক্ষত্রবেগে দৌড়িয়া আসিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি মনে করিলেই এই-ক্ষণে উহাদিগকে বধ করিতে পারি, কিন্তু তাহা না করিয়া বায়ুবেগে যেমন মেঘ পরিচালিত হয়, সেইরূপ মানবাস্ত্র দ্বারা ঐ সমস্ত মাংসাশী, দুর্বৃত্ত রাক্ষসকে দূরে নিক্ষিপ্ত করি-তেছি। এই বলিয়া তিনি ধনুতে তেজোময় মানবাস্ত্র যোজনা করিয়া ক্রোধভরে মারীচের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মারীচ আহত হইয়া শতযোজন দূরবর্ত্তী মহাসাগরে পতিত হইল। রাম মানবাস্ত্রের আঘাতে তাহাকে পীড়িত, চৈতন্য-রহিত ঘূর্ণায়মান ও যুদ্ধে নিরস্ত দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহি-লেন, দেখ লক্ষ্মণ! এই মনুপ্রযুক্ত মানবাস্ত্রের কি আশ্চর্য্য

ক্ষমতা! মারীচকে হতজ্ঞান করিল বটে কিন্তু উহাকে একেবারে প্রাণে মারিল না। এক্ষণে আমি অন্যান্য রক্তপায়ী নির্দ্দয় রাক্ষসদিগকে বধ করিব। এই বলিয়া তিনি ধনুতে আগ্নেয়াস্ত্র যোজনা করিয়া সুবাহুর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। আগ্নেয়াস্ত্র বিদ্ধ হইবামাত্র সুবাহু ভূতলশায়ী হইল। বীরচূড়ামণি রাম সুবাহুকে বধ করিয়া বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা অন্যান্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিলেন। মহর্ষিগণ সেই সমস্ত বিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে নিহত দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। দেবাসুরযুদ্ধে ইন্দ্র জয়লাভ করিয়া যেরূপ পূজিত হইয়াছিলেন রামচন্দ্রও ঋষিগণের নিকট তদ্রূপ সমাদর প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রামের সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করিলেন, এবং ঐ আশ্রমের উপদ্রব নিবারণ হইল দেখিয়া রামকে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমার কার্য্য সিদ্ধ হইল, এবং তুমিও গুরুবাক্য প্রতিপালন করিয়া আপন গৌরব রক্ষা করিলে। এতদিনে এই আশ্রমের নাম সার্থক হইল। এই কথা বলিয়া বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিবার জন্য তথা হইতে গমন করিলেন।

মহর্ষিবাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশ সর্গ।

মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ, এইরূপে রাক্ষসদিগের প্রাণ-সংহার করিয়া কৃতার্থ ও পুলকিত হইয়া সেই তপোবনে সুখে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, মহর্ষিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অগ্নিতুল্য তেজস্বী বিশ্বামিত্রকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক মধুরস্বরে কহিলেন, ভগবন্! আপনার দুই দাস উপস্থিত, এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়।

রাম ও লক্ষ্মণ, বিনয়নম্রবচনে এইরূপ কহিলে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ, মহাবীর রামচন্দ্রকে কহিলেন, মিথিলার অধিপতি রাজা জনক, ধর্ম্মপ্রদ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন; আমাদিগকে সেই যজ্ঞে গমন করিতে হইবে। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, তোমাকেও আমাদিগের সঙ্গে লইয়া যাই। মহারাজ জনকের এক অতি আশ্চর্য্য শরাসন আছে। পূর্ব্বকালে মহারাজ দেবরাত এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি দেবাদিদেব মহাদেব ও অন্যান্য দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া এই ধনু প্রার্থনা করিলে শূলপাণী তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া ঐ আশ্চর্য্য কার্ম্মুক প্রদান করেন। ঐ ধনু এত ভারি যে মনুষ্যের কথা দূরে থাক্ দেবতা, অসুর, রাক্ষস অথবা গন্ধর্ব্বগণও ইহা প্রকাণ্ড ধনুতে ছিলা যোজনা

করিতে পারেন নাই। অনেকানেক রাজা ও রাজপুত্র উহার শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই উহাতে গুণ লাগাইতে করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে মিথিলাধিপতি রাজা জনক মহা সমারোহে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলে তিনি যজ্ঞের ফল স্বরূপে ঐ ধনু প্রার্থনা করেন। তদনুসারে তাঁহারা তাঁহাকে ঐ ধনু প্রদান করেন। উহার মুষ্টিবন্ধনের স্থান অতি সুন্দর। ঐ ধনু সেই অবধি মহারাজ জনকের গৃহেই আছে। রাজা অগুরুগন্ধী নানাবিধ গন্ধ ও ধূপদ্বারা প্রত্যহ উহার পূজা করিয়া থাকেন। অতএব বৎস! তুমি আমাদিগের সহিত তথায় চল তাহা হইলে সেই অদ্ভুত ধনু ও যজ্ঞ দেখিতে পাইবে।

মুনিবর বিশ্বামিত্র, এই কথা বলিয়া বনদেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বনদেবতাগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক। এই সিদ্ধাশ্রম হইতে সিদ্ধ হইয়া আমি এক্ষণে গঙ্গার উত্তর তীর দিয়া হিমালয় পর্ব্বতে চলিলাম। বিশ্বামিত্র, এইরূপে বনদেবতাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক রাম, লক্ষ্মণ ও অন্যান্য ঋষিগণকে সঙ্গে লইয়া উত্তরদিকে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গমন করিলে পর ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ এক শত শকটের উপর, অগ্নিহোত্রের সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অধিক কি কহিব, সেই সিদ্ধাশ্রমবাসী মৃগ ও পক্ষীগণও বহুদূর পর্য্যন্ত মহাত্মা বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিয়াছিল।

অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রাম, লক্ষ্মণ ও অন্যান্য ঋষিগণ সমভিব্যাহারে বহুদূর গমন করত অবশেষে শোণ নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। তখন ঋষিগণ সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া, সায়ংকালীন স্নান ও অগ্নিহোত্রাদি সমাপন পূর্ব্বক, বিশ্বামিত্রকে সম্মুখস্থ আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া, তাঁহারা তাহার চারিদিকে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা উপবিষ্ট হইলে, রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বিশ্বামিত্রের নিকট উপবেশন করিলেন। অনন্তর তেজস্বী রাম মহর্ষির নিকট উপবিষ্ট হইয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমরা এক্ষণে যে সুন্দর বনপ্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি ইহা কোন্ স্থান, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিশেষ বর্ণন করুন, আমার জানিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। রামের বাক্যে ব্রতনিষ্ঠ, তপোধন বিশ্বামিত্র সেই প্রদেশের বিস্তারিত বিবরণ কহিতে আরম্ভ করিলেন।

মহর্ষিবাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বকালে কুশ নামে এক ধার্ম্মিক রাজর্ষি ছিলেন; তিনি ভগবান্ ব্রহ্মার পুত্র। ব্রতাচরণে এবং তপোনুষ্ঠানে তাঁহার অতিশয় আগ্রহ ছিল। তিনি সজ্জনের সমুচিত সম্মান করিতেন। তাঁহার বৈদর্ভী নামক সদ্বংশজাতা ও সর্ব্বগুণসম্পন্না এক পত্নী ছিলেন। ঐ পত্নীর গর্ভে মহাত্মা কুশের তুল্য গুণবান্ কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজা ও বসু নামক চারিটী বলবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই দীপ্তিমান্ ও উৎসাহসম্পন্ন ধর্ম্মিষ্ঠ ও সত্যবাদী ছিলেন।

একদা রাজর্ষি কুশ, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিবার মানসে পুত্রগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎসগণ! প্রজাপালন করাই রাজাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব এক্ষণে তোমরা প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন কর। তাহা হইলে তোমাদিগের যথেষ্ট ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে।

ধর্ম্মপরায়ণ কুশ, পুত্রদিগকে এইরূপ কহিলে তাঁহারা প্রজাপালন করিতে অভিলাষী হইয়া, চারি জনে চারিটী প্রদেশের ভার গ্রহণ করিলেন। তন্মধ্যে তেজস্বী কুশাম্ব, কৌশাম্বী নগরী শাসন করিতে লাগিলেন; কুশনাভ, মহোদয় নামক নগরের এবং অমূর্ত্তরজা, ধর্ম্মারণ্যের অধিপতি হইয়া

প্রজাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন। আর এই যে প্রদেশটি দেখিতেছ ইহার নাম গিরিব্রজ। সর্ব্বকনিষ্ঠ মহাত্মা বসু, এই প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। দেখ এই পাঁচটি অত্যুচ্চ পর্ব্বত এই প্রদেশকে বেষ্টন করিয়া থাকাতে উহার কেমন শোভা হইয়াছে। এই রমণীয় নদী মগধ দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, ইহার অপর নাম মাগধী হইয়াছে। দেখ বৎস! এই নদীটি ঐ পাঁচটি পর্ব্বতের মধ্যে থাকাতে মালার ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে। এই নদী পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছে। ইহার দুই পার্শ্বে ক্ষেত্রসকল প্রচুর শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে। বৎস! এই প্রদেশের বৃত্তান্ত তোমাকে কহিলাম, এক্ষণে কুশনাভের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

মহাত্মা কুশনাভের, ঘৃতাচী নামে এক পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে কুশনাভের একশত কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। পরে যৌবনাবস্থায় ঐ সকল কন্যা অতিশয় রূপলাবণ্যবতী হইয়া উঠিল। একদা তাহারা নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বর্ষাকালীন বিদ্যুতের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক উদ্যানে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া যখন তাহারা গান বাদ্য সহযোগে নৃত্য করত আমোদ প্রমোদ করিতেছিল, এমন সময়ে বায়ু, মৃদু মন্দ গমনে সেই উদ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, মেঘমধ্যে তারাগণের যেরূপ শোভা হয় সেই সকল সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীগণ উদ্যান মধ্যে সেইরূপ শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। বায়ু, সেই যুবতী রমণীগণের রূপ-যৌবনগুণে মোহিত হইয়া কহিলসুন্দরীগণ! মনুষ্যের যৌবন

চিরস্থায়ী নহে। অতএব আমার প্রার্থনা এই যে তোমরা আমাকে পতিত্বে বরণ কর। তাহা হইলে তোমরা চির-যৌবনা হইয়া মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে এবং দেবী হইয়া পরম সুখে দেবলোকে বাস করিতে পারিবে।

কন্যাগণ, বায়ুর এইরূপ অসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল পবন! তুমি সকলেরই মনের ভাব জানিতে পার কারণ তুমি সকল ভূতেরই অন্তরে বিচরণ কর। আমরাও তোমার প্রভাব উত্তমরূপ জানি। তবে তুমি এইরূপ অন্যায় প্রার্থনা করিয়া কেন আমাদিগের অপমান করিলে? তুমি কি জান না যে আমরা মহাত্মা কুশনাভের কন্যা? আমরা এই দণ্ডেই তোমার বায়ুত্ব নষ্ট করিতে পারিতাম, কেবল তপঃক্ষয় হইবার ভয়ে এক্ষণে ক্ষান্ত রহিলাম। তোমার পরম সৌভাগ্য যে অদ্য আমাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে। হে নির্ব্বোধ! ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে যে সত্যবাদী জন্মদাতা পিতার অপমান করিয়া, আমরা স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় স্বয়ম্বরা হইব। পিতা আমাদিগের প্রভু ও পরম দেবতা। তিনি আমাদিগকে যে পাত্রে সম্প্রদান করিবেন তিনিই আমাদিগের ভর্ত্তা হইবেন এবং আমরাও একমনে সেই পতিরই চরণ সেবা করিব। যাঁহা হইতে আমরা এই পৃথিবী দর্শন করিয়াছি তাঁহার অসম্মতিতে কার্য্য করা অপেক্ষা আমাদের মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।

পবনদেব, কন্যাদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভঙ্গ করিয়া দিলেন।

কন্যাগণ অত্যন্ত আঘাত পাইয়া কুব্জের ন্যায় আকার ধারণ করিল এবং আপনাদিগের এইরূপ কুৎসিত আকার দেখিয়া বিষণ্ণ-বদনে রাজভবনে প্রবেশ করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া অধোবদনে রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহাদিগের দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। রাজর্ষি প্রাণ-তুল্য কন্যাগণের এইরূপ শোচনীয় দশা অবলোকন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! এ কি। কোন্ দুরাত্মা বলপূর্ব্বক তোমাদিগের সোণার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আহা! বাছাদের চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে! মুখ দিয়া বাক্য নির্গত হইতেছে না। বাছা-সকল শীঘ্র বল! আর আমি তোমাদিগের এরূপ অবস্থা দেখিতে পারিতেছি না, আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে! কুশ-নাভ এইরূপ কহিয়া এই ঘটনার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইলেন।

মহর্ষিবাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

কুশনাভ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া বিরত হইলে কন্যাগণ পিতার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, পিতা! জগৎপ্রাণ বায়ু, অধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া আমাদিগের অপমান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। তাহার অন্তঃকরণে ধর্ম্মের লেশ মাত্র নাই। সে আমাদিগের পাণিগ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে, আমরা কহিলাম, বায়ু! আমাদিগের পিতা জীবিত আছেন। তিনি জীবিত থাকিতে আমরা আপন ইচ্ছায় কোন কার্য্য করিতে পারিনা। তুমি তাঁহাকে গিয়া বল তিনিই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন; তোমার মঙ্গল হউক। আমরা এইরূপে কহিলে সে আমাদিগের কথা না শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের এইরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে।

পরম ধার্ম্মিক রাজা কুশনাভ কন্যাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কন্যাগণ! তোমরা যে একমত হইয়া আমার কুলগৌরব রক্ষা করিয়াছ এবং এইরূপ বিকৃতাঙ্গ হইয়াও যে বায়ুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কর নাই, বরং ক্ষান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছ ইহাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। দেখ, স্ত্রীই হউক বা পুরুষই হউক, ক্ষমা সকলেরই ভূষণ। ক্ষমা দান, ক্ষমা

সত্য, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা যশ এবং ক্ষমাই ধর্ম্ম। অধিক কি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড ক্ষমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবগণের সকলই অলৌকিক। কিন্তু সেই দেবরূপ দেখিয়া তোমাদিগের মন যে বিচলিত হয় নাই, ইহাতেই তোমাদিগের ক্ষমাগুণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক্ষণে জগদীশ্বরের কাছে আমার এই প্রার্থনা যেন আমার বংশজাত সকলেই তোমাদিগের মত ক্ষমাগুণ লাভ করে।

"দেবতুল্য বিক্রমশালী রাজা কুশনাভ এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া কন্যাগণকে অন্তঃপুরে যাইতে আদেশ করিলেন। অনন্তর তিনি মন্ত্রিগণকে ডাকিয়া বলিলেন, মন্ত্রিগণ! আমার কন্যাদিগের ত বিবাহকাল উপস্থিত, অতএব ইহাদিগের অনুরূপ পাত্র অনুসন্ধান কর। আমি ইহাদিগকে সম্প্রদান করিয়া পরম সুখী হই। কারণ দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া কন্যা সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য। অতএব স্থানে স্থানে দূত প্রেরণ কর, তাহারা গিয়া যোগ্যপাত্র অনুসন্ধান করুক।

বৎস। যখন কুশনাভ কন্যাগণের বিবাহ দিবার জন্য পাত্র অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই সময়ে চুলী নামক এক সদাচার-সম্পন্ন ব্রহ্মচারী একাগ্রচিত্তে পরম ব্রহ্মের ধ্যান করত কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছিলেন। তাঁহার যোগসাধন কালে ঊর্ম্মিলার গর্ভজাতা সোমদা নাম্নী এক গন্ধর্ব্ব কন্যা, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য বিনীতবেশে সতত তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে সেই ঋষি সোমদার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া

কহিলেন, সোমদে! তোমার মঙ্গল হউক! আমি তোমার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে কি অভিপ্রায়ে তুমি আমার এরূপ শুশ্রূষা করিতেছ, আমাকে প্রকাশ করিয়া বল, আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। তখন সোমদা মুনিবরের আশ্বাসবাক্যে পরম প্রীত হইয়া মধুরস্বরে কহিলেন, যোগিবর! আপনি যখন পরমব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তখন আপনিও ব্রহ্মস্বরূপ। আমার ইচ্ছা যে আপনার প্রভাবে আমি একটি ব্রহ্মপরায়ণ ধার্ম্মিক পুত্ররত্ন লাভ করি। আমি বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, আমি কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না। আমি আপনার কিঙ্করী, অতএব আপনি ব্রাহ্ম উপায় অবলম্বন করিয়া আমাকে একটি পুত্র প্রদান করুন।

অনন্তর ব্রহ্মর্ষি চুলী সোমদার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মদত্ত নামে এক ব্রহ্মপরায়ণ ও সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন মানস পুত্র প্রদান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দেবলোকে অমরাবতী স্থাপন করিয়াছিলেন সেইরূপ রাজা ব্রহ্মদত্তও কাম্পিল্য নামক এক নগরী সংস্থাপিত করেন। বৎস! মহারাজ কুশনাভ দূতমুখে সেই ব্রহ্মদত্তেরই গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকেই তাঁহার শতকন্যা সম্প্রদান করিতে মানস করিলেন।

মহারাজ কুশনাভ এইরূপ স্থির করিয়া ব্রহ্মদত্তকে অতি সমাদরে আনয়নপূর্ব্বক আপন কন্যাদিগকে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। ব্রহ্মদত্তও একে একে সকলেরই পাণিগ্রহণ করিলেন। ইন্দ্রতুল্য মহীপাল ব্রহ্মদত্ত, শত কন্যার পাণিগ্রহণ করিবামাত্র তাহাদিগের

কুব্জভাব দূর হইয়া গেল। এইরূপে তাঁহারা পুনরায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেহ প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। মহারাজ কুশনাভও কন্যাগণকে বায়ুর আক্রমণ হইতে বিমুক্ত দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। পরে তিনি জামাতা ও কন্যাগণকে উপাধ্যায়গণের সহিত কাম্পিল্য নগরে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলে ব্রহ্মদত্তের জননী সোমদা বধূগণকে ক্রোড়ে লইয়া বারম্বার মুখচুম্বন করত অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এবং মহারাজ কুশনাভের ভূয়সী প্রশংসা করত পরমাসুন্দরী বধূগণকে লইয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

বৎস। ব্রহ্মদত্ত বিবাহ করিয়া স্বরাজ্যে গমন করিলে পর কুশনাভ পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টি যাগ আরম্ভ করেন। তখন ব্রহ্মার পুত্র উদার প্রকৃতি কুশ, কুশনাভকে কহিলেন, বৎস! তুমি শীঘ্রই গাধিনামে আপনার সদৃশ সুধার্ম্মিক এক পুত্ররত্ন লাভ করিবে এবং সেই পুত্র হইতে তোমার যশ চিরস্থায়ী হইবে। বৎস রাম! মহাত্মা কুশ, মহারাজ কুশনাভকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া আকাশমার্গ দিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অনন্তর কালক্রমে ধর্ম্মাত্মা কুশনাভের গাধিনামক এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। বৎস! সেই ধার্ম্মিক চূড়ামণি গাধিই আমার পিতা। মহাত্মা কুশের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমার নাম কৌশিক হইয়াছে। সত্যবতী নাম্নী আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনীও ছিলেন। মহর্ষি ঋচীক তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি আপন পতির সহিত সশরীরে স্বর্গধামে গমন করেন। তিনি পরের উপকার করিতে বড় ভাল বাসিতেন বলিয়া নদীরূপ ধারণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হন। ঐ দিব্য নদী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; উহার নাম কৌশিকী। ঐ নদী দেখিতে অতি সুন্দর ও উহার জল অতি পবিত্র। আমি ভগিনীর প্রতি স্নেহ বশতই হিমা

ত্রয় পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে থাকিয়া সুখে কাল যাপন করি। বৎস! আমার সেই মহানদীরূপিণী সত্যবতী ভগিনী অতি পুণ্যশীলা ও পবিত্রতা। সত্যধর্ম্মে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা আছে এবং তাঁহার ভাগ্যও অতি সুপ্রসন্ন। আমি কেবল যজ্ঞসিদ্ধির জন্যই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এই সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াছিলাম এবং তোমার প্রভাবে তাহাও সিদ্ধ হইয়াছে। বৎস! তুমি আমার নিকট হইতে যে প্রদেশের বিষয় জানিতে চাহিয়াছিলে আমি তাহা সবিশেষ বর্ণন করিলাম এবং কথা-প্রসঙ্গে আমার ও আমার বংশের উৎপত্তিও কীর্ত্তন করিলাম। বৎস! নানা কথা বার্ত্তায় অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইয়াছে; অতএব আর জাগরণে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে শয়ন করিয়া সুস্থ হও। রাত্রিতে ভালরূপ নিদ্রা না হইলে কল্য পথ-চলিতে বড় কষ্টবোধ হইবে অতএব আর বিলম্ব করিও না নিদ্রা যাও। ঐ দেখ বৃক্ষের একটিও পাতা নড়িতেছে না এবং মৃগ ও পক্ষী সকল নীরব হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। ঘোর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়াছে। গগণমণ্ডল অসংখ্য নক্ষত্র ও তারাগণের জ্যোতি এবং প্রভাতে কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। বোধহয় যেন সহসা জগতের এইরূপ পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইয়া অসংখ্য চক্ষু মেলিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে। সন্ধ্যাদেবী ও জগতের এইরূপ ভাব দেখিয়া পলায়ন করিতেছেন। এদিকে ভগবান্ চন্দ্র শীতল কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া অন্ধকার বিনষ্ট ও জীবগণের মন প্রফুল্লিত করিতে উদিত হইতেছেন। যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণিগণ এবং অন্যান্য রাত্রিচর জন্তুগণ ইত-

স্তত: বিচরণ করিতেছে। এই বলিয়া মহর্ষি বিরত হইলেন।

মহর্ষি মৌনাবলম্বন করিলে পর অন্যান্য মুনিগণ তাঁহাকে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! রাজর্ষি কুশের বংশ অতি মহৎ ও ধর্ম্মপরায়ণ এবং যে সকল মহাত্মা সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ আপনি ব্রহ্মর্ষি তুল্য পবিত্রাত্মা ও যশস্বী। আর আপনার ভগিনী কৌশিকীও মহানদীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়া জগৎপবিত্র করত পিতৃকুল উজ্জ্বল করিয়াছেন। তখন বিশ্বামিত্র ঋষিগণের এইরূপ প্রশংসাবাক্যে প্রীত হইয়া অস্তমিত সূর্য্যের ন্যায় নিদ্রিত হইলেন। রাম এবং লক্ষ্মণ মহাত্মা কুশের বংশের গুণানুবাদ শ্রবণে বিস্মিত হইয়া মহর্ষির ভূয়সী প্রশংসা করত নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ঋষিগণও ক্রমে নিদ্রিত হইলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

মহর্ষিগণ এইরূপে শোণ নদীর তীরে সুখে রাত্রিযাপন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। অতএব গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া গমনের উদ্যোগ কর। রাম, মহর্ষির বাক্যে গাত্রোত্থান এবং প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া পরে লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষির অনুগামী হইলেন। যাইতে যাইতে তিনি মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ এইত সম্মুখে শোণ নদী নির্ম্মল জলরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিযাছে। অমাদিগকে কি এই অগাধ নদী সন্তরণ করিয়া গমন করিতে হইবে কি অন্য পথে যাইতে হইবে? তখন মহর্ষি কহিলেন, বৎস! মহর্ষিরা যে পথ দিয়া গিয়া থাকেন আইস আমরাও সেই পথ দিয়া গমন করি।

এইরূপ কথা বার্ত্তায় তাঁহারা অনেক দূর গমন করিয়া মধ্যাহ্নকালে ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন হংস, সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ মনের আনন্দে তাহার নির্ম্মল জলে কেলি করিতেছে। তদ্দর্শনে তাঁহারা সকলেই যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করিয়া বিধিমতে পিতৃলোকের তর্পণ ও

অগ্নিহোত্র সমাপন করিয়া অমৃততুল্য ঘৃত ভোজন পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া সকলে তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে রাম, হৃষ্টমনে বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন তপোধন! এই ত্রিপথগামিনী ভাগীরথি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল ব্যাপিয়া কিরূপে মহাসাগরে পতিত হইয়াছেন? বলুন, আমার জানিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। রাম এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র কিরূপে গঙ্গার উৎপত্তি হইল এবং কিরূপেই বা এক গঙ্গা ত্রিভুবন ব্যাপিয়া আছেন তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! হিমালয় নামে রাজ আছেন। তিনি সকল ধাতুর আ— রাজের পত্নীর নাম মেনা। ঐ মেনার ... জন্মে। জ্যেষ্ঠার নাম গঙ্গা ও কনিষ্ঠার না দিগের রূপের কথা কি কহিব পৃথিবীতে সে দেখি নাই। কোন সময়ে দেবগণ আপ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত গঙ্গাকে লইয়া যাইবা নিকট প্রার্থনা করেন। হিমালয়ও ত্রিলোকে বলিয়া সেই ত্রিপথগামিনী পতিতপাবনী হস্তে সমর্পণ করেন। পর্ব্বতরাজ হিমাল উমা, বাল্যকাল হইতে সদাচার ব্রত ত তপস্যাতে অনুরক্ত ... ন। উমার সেইরূপ বিস্মিত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা অধিক কি স্বয়ং মহাদেব তাঁহার প্রতি

পাণিগ্রহণ করেন। বৎস! এই পাপহারিণী গঙ্গা যেরূপে আকাশবাহিনী হইয়া পরে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন তাহা আমি তোমার নিকট সবিশেষ বর্ণন করিলাম।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পরে তাঁহাকে যথোচিত অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যে ধর্ম্মযুক্ত কথা বর্ণন করিলেন ইহা অতি উৎকৃষ্ট। আপনি গঙ্গার সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত আছেন। অতএব ইহাঁর স্বর্গলোক ও মনুষ্যলোক সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন। হে ভগবন্! ত্রিলোকপাবনী ভাগীরথি কি নিমিত্ত স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে প্রবাহিত হইতেছেন, কি জন্যই বা ইহাঁর ত্রিপথগা নাম হইল এবং ইহাঁর কার্য্যই বা কি? এই কয়টি বিষয় জানিবার জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

রাম আগ্রহের সহিত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বিশ্বামিত্র সাতিশয় প্রীত হইয়া মুনিগণের সমক্ষে পতিতপাবনী নিস্তারিণী গঙ্গার বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি কহিলেন, হে বৎস! পূর্ব্বে পরম যোগী ভগবান্ মহাদেব উমাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত সম্ভোগে প্রবৃত্ত হন। তিনি দিব্য সহস্র বৎসর স্ত্রী
তথাপি পুত্র জন্মিল না। তখন ব্র

হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, যে ইহাঁর স্ত্রী সম্ভোগে যে বীর্য্য স্খলিত হইবে, তাহার তেজ কে ধারণ করিবে। অনন্তর তাঁহারা সকলে মিলিয়া মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। এবং তাঁহার সমুচিত পূজা বিধান পূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, দেববর! যাহাতে লোকের মঙ্গল হয় তদ্বিষয়ে আপনি নিয়ত যত্নবান্ আছেন। আমরা আপনার শরণাগত হইলাম। আপনি প্রসন্ন হইয়া ত্রিলোক রক্ষা করুন। ভগবন্! পার্ব্বতীর সহবাসে যে তেজ উৎপন্ন হইবে তাহা ত্রিলোকেও ধারণ করিতে পারিবে না। এক্ষণে আমাদিগের প্রার্থনা এই যে আপনি যদি পুনরায় যোগী হইয়া পার্ব্বতীর সহিত তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং আপনার তেজ আপনিই ধারণ করেন তাহা হইলেই ত্রিলোক রক্ষা হয়। আপনি বিশ্বেশ্বর অতএব যাহাতে এ বিশ্বসংসার রক্ষা হয় আপনার তাহাই করা উচিত।

মহাদেব দেবতাদিগকে এইরূপ কাতর দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন এবং কহিলেন, দেবগণ! তোমাদিগের ভয় নাই। পার্ব্বতী ও আমি আমরা দুইজনে আপন আপন শরীরে তেজ ধারণ করিব। তাহা হইলে কাহারও অনিষ্ট হইবে না। কিন্তু এই দিব্য সহস্র বৎসর স্ত্রী সম্ভোগে যে বীর্য্য ইতিপূর্ব্বে স্খলিত হইয়াছে তাহা আমার ধারণ করা অসম্ভব। কারণ যে দ্রব্য শরীর হইতে একবার বাহির হইয়া গিয়াছে তাহা আবার শরীরের ভিতর কখন প্রবেশ করান যায় সে বীর্য্য এক্ষণে কে ধারণ করিবে।

বটে, কিন্তু তাহা হইলে তোমা-

দিগের অনিষ্ট হয়। তখন দেবগণ কহিলেন, ভগবন্! পৃথিবীর নাম সর্ব্বসহা। সুতরাং তিনি সকলই সহ্য করিতে পারেন। অতএব আপনার ঐ তেজ তিনিই ধারণ করিবেন।

দেবগণ তেজোময় মহাদেবকে এইরূপ কহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ বীর্য্য ত্যাগ করিলেন। ঐ বীর্য্যে সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হইয়া গেল। তখন দেবতারা ভীত হইয়া অগ্নিকে কহিলেন অগ্নি! তুমি বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া মহাদেবের এই তেজে প্রবেশ কর। দেববাক্যে অগ্নি সেই বীর্য্যমধ্যে প্রবেশ করিলে উহা শ্বেতবর্ণ পর্ব্বত ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট শরবনরূপে পরিণত হইল। বৎস! কার্ত্তিকেয় অগ্নি হইতে এই শরবনেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

অনন্তর দেব ও ঋষিগণ যার পর নাই আনন্দিত হইয়া হরপার্ব্বতীর পূজা করিতে লাগিলেন। তখন হিমালয় পর্ব্বতের কন্যা পার্ব্বতীর, ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! আমি পুত্র লাভ করিবার আশয়ে স্বামীর সহিত রতিক্রীড়া করিতেছিলাম কিন্তু তোমরা তাহাতে বাধা দিয়াছ অতএব আজি অবধি তোমরাও আপন আপন স্ত্রীতে সন্তান উৎপন্ন করিতে পারিবে না। আমি শাপ দিতেছি তোমাদিগের স্ত্রীগণ নিঃসন্তান হইবে। পরে পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রে পাপীয়সি! তুই যেমন আমার পুত্র জন্মাইতে দিস্ নাই, আমার সেই মনোদুঃখে তোর কখন ভাল হইবে না। তুই বহুরূপিনী হইবি এবং তোর অনেক পতি
তুই কখন পুত্রসুখ অনুভব করিতে পারিবি

অনন্তর সুরপতি মহেশ্বর দেবগণকে পার্ব্বতীর অভিশাপে কাতর দেখিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে হিমবৎপ্রস্থ নামক শৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া পার্ব্বতীর সহিত তপস্যা করিতে লাগিলেন। বৎস! এই ত আমি তোমাকে পর্ব্বতকন্যা পার্ব্বতীর বিষয় বিস্তারিত-বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আমি গঙ্গার প্রভাব বর্ণন করিব তোমরা উভয়ে শ্রবণ কর।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ সকল লোকের পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি আমাদিগকে যে মহাবীর সেনাপতির কথা বলিয়াছিলেন, আজিও ত তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন না। যোগাশ্বর মহাদেব উমার সহিত হিমালয় পর্ব্বতের উপর তপস্যা করিতেছেন, এক্ষণে আপনি ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই। অতএব যাহাতে লোকের মঙ্গল হয় আপনাকে তাহার সমুচিত উপায় বিধান করিতেই হইবে।

দেবগণ কাতর হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, উমা তোমাদিগকে যে অভিশাপ দিয়াছেন তাহা কখনই অন্যথা হইবার নহে। অগ্নি হইতে এই দেবগঙ্গা মন্দাকিনীতে একটি পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্রই তোমাদিগের সেনাপতি হইবে। সপত্নীপুত্র বলিয়া তাহার প্রতি উমার অশ্রদ্ধা জন্মিবে না এবং গঙ্গাও তাহাকে উমার পুত্র বলিয়া স্বীকার করিবেন। তখন দেবগণ ব্রহ্মার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া তাঁহার সমুচিত পূজা বিধান এবং চরণ
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পুত্রোৎপত্তির জন্য অগ্নিকে অনুরোধ করিবার মানসে ঋতু-রাগ-রঞ্জিত কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা অগ্নিকে কহিলেন অগ্নি! তোমাকে দেবতা দিগের একটী উপকার করিতে হইবে। দেবগঙ্গা মন্দাকিনীতে তোমাকে রুদ্রতেজ নিক্ষেপ করিতে হইবে। এবিষয়ে উপেক্ষা করিও না। কারণ ইহাতে দেবগণের মঙ্গলামঙ্গল আছে। অগ্নি দেবগণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া মন্দাকিনীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, দেবি! দেবগণ তোমাকে গর্ভ ধারণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। অতএব প্রস্তুত হও আমি তোমাতে রুদ্রবীর্য্য অর্পণ করি।

অগ্নি এইরূপ কহিলেন, মন্দাকিনী তৎক্ষণাৎ দিব্য স্ত্রীরূপ ধারণ করিলেন। অগ্নি তাহার সেই তপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া তাঁহার সহিত আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই আলিঙ্গনে যে বীর্য্য স্খলিত হইল তাহাতে মন্দাকিনীর সমস্ত গর্ভনাভী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি অগ্নিকে কহিলেন, দেব! তোমার ও মহাদেবের এই উভয় বীর্য্য আমার গর্ভাশয়ে পতিত হওয়াতে আমার অন্তর্দাহ হইতেছে ও চৈতন্য রহিত হইয়া আসিতেছে। আমি এ বীর্য্য কখন ধারণ করিতে পারিব না। অতএব ইহার সদুপায় কি আমাকে শীঘ্র বলুন। আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না আমার পেট জ্বলিয়া গেল। অগ্নি তাঁহার এইরূপ কাত-

কহিলেন, দেবি! যদি তোমার এতই অসহ্য
হইলে এই হিমালয়ের পার্শ্বে ঐ বীর্য্য

নিঃসৃত করিয়া ফেল। মন্দাকিনী তখনই গর্ভস্থ বীর্য্য তথায় নিক্ষেপ করিলেন। মন্দাকিনী হইতে নির্গত হইল বলিয়া ঐ বীর্য্য তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পর্ব্বত, বন প্রভৃতি যে যে স্থানে উহা পড়িয়াছিল, উহার স্পর্শে সে সমুদায়ই স্বর্ণময় হইয়া গেল। উহার গন্ধে অনেক দ্রব্য রৌপ্যময় হইয়া গেল এবং উহার তীক্ষ্ণতায় কতক বস্তু তাম্র ও লৌহময় হইল। তাঁহার গর্ভস্থ মলে কতক বস্তু সীসকময় হইয়া গেল। বৎস! ঐ বীর্য্যের রূপ হইতে জন্মিয়াছিল বলিয়া সুবর্ণের নাম জাতরূপ হইয়াছে।

অনন্তর মন্দাকিনী হিমালয়ের পার্শ্বে সেই রুদ্রতেজ পরিত্যাগ করিলে, তাহা হইতে এক স্বর্গীয় কুমার উৎপন্ন হইল। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ কৃত্তিকা নক্ষত্রদিগের নিকট যাইয়া বলিলেন, তোমরা এই শিশুটিকে স্তনপান করাইয়া প্রতিপালন কর। এটি তোমাদিগেরই পুত্র হইবে এবং ইহার যশ ত্রিভুবনে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িবে তোমরা ইহাকে কার্ত্তিকেয় বলিয়া ডাকিবে।

নক্ষত্রগণ দেবগণের বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া কুমারকে স্তনপান করাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু রুদ্রতেজ ও অগ্নিতেজে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গার গর্ভ হইতে নিঃসৃত হওয়াতে ঐ কুমারের শরীর হইতে অগ্নির ন্যায় তেজ নির্গত হইতেছিল বলিয়া প্রথমত তাঁহারা কুমারকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই। অনন্তর নক্ষত্রগণ তাহাকে শীতল জলে স্নান করাইয়া স্তনপান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন

সেই ছয় নক্ষত্রের স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইল। কুমার ও ছয় মুখে সেই দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কুমার সেই নক্ষত্রগণের স্তনপান করিয়া সুকুমার দেহ লাভ করিলেন এবং স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দৈত্য সৈন্যগণকে এক দিনেই পরাজিত করিয়াছিলেন। পরে দেবগণ তাঁহাকে দেব সৈন্যের সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করেন। বৎস এইত আমি তোমাকে গঙ্গার প্রভাব এবং তৎপ্রসঙ্গে কার্ত্তিকেয়ের যশস্কর ও পুণ্যজনক জন্মকথা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলাম। এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি কার্ত্তিকেয়ের ভক্ত হয় সে ইহকালে পুত্র পৌত্র লাভ করত সুখে কালযাপন করিয়া দেহান্তে তাঁহার সহিত দেবলোকে বাস করে।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে কর্ত্তিকেয়ের জন্ম নামক সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

আটত্রিশ সর্গ।

বিশ্বামিত্র রামের নিকট এই গল্প করিয়া পুনরায় আর একটী গল্প আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্বকালে অযোধ্যা নগরে সগর নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বীর ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। তাঁহার সন্তান হয় নাই। কিন্তু, তিনি সন্তানের জন্য লালায়িত ছিলেন। কেশিনী নামে বিদর্ভ রাজার কন্যা তাঁহার প্রধান মহিষী ছিলেন। কেশিনী ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর নাম সুমতি। ইনি অরিষ্টনেমির কন্যা ও সুপর্ণের ভগিনী। মহারাজ সগর দুই রাণীর সহিত হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া, ভৃগু মুনির ঝরণায় কঠোর তপস্যা করেন। এক শত বৎসর পূর্ণ হইলে ভৃগু মুনি রাজার তপে তুষ্ট হইয়া বর দিলেন। হে মহারাজ! তোমার অনেক সন্তান হইবে। এবং তোমার কীর্ত্তি ভুবনে অতুল হইবে। তোমার এক রাণী একটীমাত্র সন্তান প্রসব করিবেন। তাঁহারই দ্বারা বংশ রক্ষা হইবে। অপর রাণী ষাটি হাজার পুত্র প্রসব করিবেন। তিনি এই কথা বলিলে রাণীরা অত্যন্ত আনন্দি করযোড়ে তাঁহাকে বিস্তর স্তব করিয়া বলিলেন। প্র দের মধ্যে কাহার একটী সন্তান, এবং কাহারই বা হইবে শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনার কথা হইবার নহে। ভৃগুমুনি তাঁহাদিগের এই কথ

লেন, তোমাদের যাহার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহার তাহাই হইবে। হয় এক সন্তান হইবে এবং তাহা হইতে বংশ রক্ষা হইবে; না হয়, মহা বলবান অনেক সন্তান হইবে। ইহার মধ্যে কে কি চাও? মুনির কথা শুনিয়া কেশিনী রাজাকে সাক্ষী করিয়া বংশধর সন্তান প্রার্থনা করিলেন। এবং কেশিনী মহা বলবান, মহা উৎসাহবান, এবং মহা কীর্ত্তিবান ষাটি হাজার পুত্র প্রসব করিবেন। রাজা রাণীদিগের সহিত মুনিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া আপনার দেশে গমন করিলেন।

কিছুকাল গত হইলে বড়রাণীর সন্তান হইল। এই সন্তান অসমঞ্জ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। সুমতি একটী লাউ প্রসব করিলেন, এই লাউ ফাটিয়া ষাটি হাজার পুত্র উৎপন্ন হইল। ধাত্রীরা ঘৃতপূর্ণ কলসীতে রাখিয়া সন্তান দিগকে হৃষ্টপুষ্ট করিয়া তুলিল। ক্রমে তাহাদের বয়স হইতে লাগিল। সগরের ষাটি হাজার সন্তান যুবা বয়সে অত্যন্ত রূপবান হইল। সগর রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র এমন পাপিষ্ঠ ও দুরন্ত হইয়া উঠিল যে, সে বালকদিগকে সরযূর জলে ফেলিয়া দিয়া, যখন তাহারা হাবুডুবু খাইত, সেই সময় তামাসা দেখিত। সে প্রজাদিগকে এইরূপে কষ্ট দিতে করিলে এবং ভদ্রলোকের প্রতি অত্যাচার করিতে পিতা তাহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন। মে তাঁহার একটী পুত্র হইয়াছিল। অংশুমানকে াসিত এবং অংশুমানও মিষ্ট কথায় সকলকে বীরত্বেও তাহার সমান কেহ ছিল না।

অনেক কাল গত হইলে, হঠাৎ সগরের ইচ্ছা হইল, যজ্ঞ করিব। তিনি যজ্ঞ করিব নিশ্চয় করিয়া উপাধ্যায়-দিগের সহিত বেদমতানুসারে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে সগরেরবংশ কথন নামক আটত্রিশ সর্গ সমাপ্ত।

উনচল্লিশ সর্গ।

বিশ্বামিত্রের কথা শেষ হইলে রামচন্দ্র অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ঋষিকে বলিলেন, আমার পূর্ব্বপুরুষ কিরূপে যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহা আমি সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা করি। রামের কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র ঋষি যেন একটু হাসিয়া বলিলেন, রাম! তুমি মহাত্মা সগরের কথা আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত শুন। মহাদেবের শ্বশুর হিমালয় নামে পর্ব্বত আছেন। তিনিও বিন্ধ্যাচল পরস্পর পরস্পরকে দেখিতেছেন, তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যস্থলই যজ্ঞকার্য্যে প্রশস্ত। মহারথ অংশুমান সগরের মতানুসারে প্রকাণ্ড ধনুক ধরিয়া এই যজ্ঞে অশ্ব রক্ষা করিতেন। ইন্দ্র রাক্ষসদেহ ধরিয়া পর্ব্বসময়ে যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করিলেন। যে সময়ে যজ্ঞের অশ্ব চুরি হয় সেই সময়ে উপাধ্যায়েরা সকলে রাজাকে বলিয়াছিলেন, এই পর্ব্বসময়ে যজ্ঞের অশ্ব কে একজন বেগে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। আপনি চোরকে বধ করিয়া অশ্ব আনয়ন করুন। নচেৎ যজ্ঞের দোষ হইবে। তাহাতে আমাদের সকলেরই অমঙ্গল আছে। আপনি অশ্ব আনয়ন করিলে আপনার যজ্ঞ অচ্ছিদ্র হইবে। উপাধ্যায় মহাশয়দিগের কথা শুনিয়া রাজা যজ্ঞসভায় ষাটি হাজার সন্তানকে বলিলেন, হে পুত্রগণ! মন্ত্রপূত ভাগে যজ্ঞরক্ষিত আছে, ইহাতে রাক্ষসদিগের প্রবেশাধিকার নাই। অতএব তোমরা যাও, অনুসন্ধান কর, তোমাদের মঙ্গল হউক। সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবী এক এক যোজন

অন্তরে অনুগমন কর। যতক্ষণ অশ্ব না দেখিতে পাও, ততক্ষণ পৃথিবী খনন কর। .আমার আজ্ঞায় ঘোড়া চোরকে অন্বেষণ কর, নিবৃত্ত হইও না। যতক্ষণ ঘোড়া না দেখিতে পাও, আমি দীক্ষিত হইয়া পৌত্র ও উপাধ্যায়দিগের সহিত এইখানেই থাকিব। রাজপুত্রেরা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া পিতার কথানুসারে পৃথিবীতলে গেলেন। প্রত্যেকে বজ্রতুল্য শূল, কঠিন লাঙ্গল এবং বজ্র তুল্য দৃঢ় হস্তের দ্বারা এক এক যোজন দীর্ঘ ও এক এক যোজন বিস্তার পৃথিবী খনন করিতে লাগিলেন। খনন করিবার সময়ে পৃথিবী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। যে সকল নাগ, অসুর, রাক্ষস, এবং জন্তু মরিতে লাগিল, তাহাদিগের শব্দ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তাহারা ষাটি হাজার যোজন খুঁড়িয়া পৃথিবীকে পাতাল করিয়া তুলিল। এইরূপে রাজকুমারেরা পর্ব্বতময় জম্বুদ্বীপ খুঁড়িতে খুঁড়িতে চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

অনন্তর দেবতা,গন্ধর্ব্ব,অসুর ও নাগগণ ভয় পাইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে স্তব করিয়া ম্লানমুখে ও ভীতভাবে এই কথা বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! সগরপুত্রেরা পৃথিবী খনন করিতেছেন এবং অনেক প্রধান প্রধান জলচরকে মারিয়া ফেলিতেছেন। "এই ব্যক্তি আমাদের যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছে" "এই ব্যক্তি আমাদের ঘোড়া চুরি করিয়াছে" বলিয়া যাহাকে পাইতেছে তাহাকেই বধ করিতেছে। এইরূপে সর্ব্বভূতের বধসাধন করিবার উপক্রম করিয়া তুলিয়াছে।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে সগর রাজার যজ্ঞ নামক ঊনচল্লিশ সর্গ সমাপ্ত।

চল্লিশ সর্গ।

ভগবান ব্রহ্মা দেবতাদিগের কথা শুনিলেন, এবং দেখিলেন, যে তাঁহারা সগরসন্তানদিগের বীরত্ব দেখিয়া ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন, তখন তিনি বলিলেন, এই সমস্ত পৃথিবী যে বাসুদেবের মহিষী, সেই ভগবান প্রভু স্বয়ংই কপিলরূপে দিন রাত্রি পৃথিবীকে ধরিয়া আছেন। তাঁহারই কোপরূপ অগ্নিতে সগর সন্তানেরা ভস্ম হইয়া যাইবে। পৃথিবীর এই যে খনন দেখিতেছ, প্রতিকল্পেই এইরূপ হইয়া থাকে। এবং অবোধ সগর সন্তানেরাও এইরূপ প্রতিকল্পে ভস্ম হইয়া থাকে। ব্রহ্মার কথা শুনিয়া তেত্রিশ জন দেবতা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, আবার সেইখানেই ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে পৃথিবী খনন করিতে করিতে সাগরসন্তানেরা প্রবল ঝটিকার শব্দের মত এক ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাইলেন। পরে সমস্ত পৃথিবী খনন করিয়া এবং প্রদক্ষিণ করিয়া সকলে একত্রে পিতার নিকট গিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইলাম। অনেক বলবান দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ ও পন্নগ নাশ করিলাম, কিন্তু অশ্ব কোথাও দেখিতে পাইলাম না। এবং ঘোড়া চোরকেও দেখিতে পাইলাম না। এখন আমরা কি করিব একটা বুদ্ধি স্থির করিয়া দিন।

রাজা এই কথা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন আবার পৃথিবী খনন কর, এবং ঘোড়া চোরকে ধরিয়া কৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আইস। সগরের ষাটি হাজার পুত্র পিতার এই কথা শুনিয়া বেগে পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় খনন করিতে করিতে দেখিলেন, পর্ব্বত তুল্য প্রকাণ্ড বিরূপাক্ষ নামে দিক্‌হস্তী পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। মহাহস্তী বিরূপাক্ষ সমস্ত বন ও পর্ব্বত বিশিষ্ট প্রকাণ্ড পৃথিবীকে নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সেই দিক্‌হস্তী যখন যখন ক্লেশ হেতুক বিশ্রাম করিবার জন্য মাথা নাড়ে তখন তখনই ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

সগরপুত্রেরা সেই প্রকাণ্ড দিক্‌হস্তীকে প্রদক্ষিণ ও পূজা করিয়া পাতালমধ্যে গমন করিল। দক্ষিণদিকেও তাঁহারা প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় মহাপদ্ম নামে দিক্‌হস্তীকে দেখিতে পাইলেন। তিনিও মস্তকে পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ষাটি হাজার রাজকুমার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিমদিকে যাইতে লাগিলেন। পশ্চিমদিকেও তাঁহারা পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড সৌমনস নামে দিক্‌হস্তী দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা তাঁহাকেও প্রদক্ষিণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কায়িক মঙ্গল ত? এই বলিয়া আবার খনন করিতে করিতে উত্তরদিকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উত্তরদিকে দেখিলেন, হিমপাণ্ডুর নামে দিক্‌হস্তী নিজদেহে কার্য্য সিদ্ধ, পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাহাকে দেখে। তাঁহার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং পুনরায় ষাটি হাজার দিক্‌হস্তীকেই

হইয়া পৃথিবী ভেদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রথমে উত্তরদিকে গিয়া সকলে রোষভরে পৃথিবী খনন করিতে লাগিলেন। তখন সকলে দেখিতে পাইলেন, সনাতন বাসুদেব কপিল তথায় বসিয়া আছেন। অদূরে অশ্ব চরিতেছে। দেখিয়া সকলে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা কপিল মুনিই যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছেন মনে করিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন। তাঁহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা খন্তা, লাঙ্গল, গাছ, পাথর, লইয়া তাঁহারদিকে ধাবমান হইলেন; এবং বলিতে লাগিলেন, আর পালাবি কোথায়? তুই আমাদিগের যজ্ঞের ঘোড়া চুরি করিয়াছিস্। নরাধম জানিস্ যে আমরা সগরের সন্তান; তোর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহাদিগের সেই কথা শুনিয়া কপিল অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন। অনন্তর কপিলের ক্রোধে সগর সন্তানেরা ভস্মরাশি হইয়া গেল।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে সগর পুত্র ভস্ম নামে চল্লিশ সর্গ সমাপ্ত।

একচল্লিশ সর্গ।

পুত্রদিগের বিলম্ব দেখিয়া মহারাজ সগর, পৌত্রকে বলিলেন, তুমি বীর, তুমি বিদ্বান, বীরত্বে তুমি পূর্ব্বপুরুষদিগের সমান। তোমার খুড়ারা কোথায় গিয়াছেন এবং কে ঘোড়া চুরি করিয়াছে তুমি তাহার সন্ধান কর। মাটির মধ্যে অতি বলবান ও প্রকাণ্ড অনেক জন্তু আছে, তাহাদের বিনাশের জন্য ধনু ও তরয়ার লইয়া যাও। যাহাদের নমস্কার করা উচিত তাহাদিগকে নমস্কার করিও। যাহারা বিঘ্ন করিবে তাহাদিগকে নাশ করিও। এইরূপে কার্য্য সিদ্ধ করিয়া ফিরিয়া আইস, এবং আমার যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দাও। মহাত্মা সগর এই সকল কথা বলিলে অংশুমান ধনু ও খড়্গ লইয়া প্রস্থান করিলেন। খুড়ারা মাটিরমধ্যে যে পথ খুঁড়িয়া গিয়াছিলেন, রাজার কথামত কাজ করিয়া সেই পথে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, পক্ষী, সর্প সকল দিক্‌হস্তীকে পূজা করিতেছে। তিনিও তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার শরীর স্বচ্ছন্দ ত? পরে আপনার খুড়াদিগের এবং ঘোড়া চোরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দিক্‌হস্তী তাহা শুনিয়া উত্তর করিলেন অংশুমান্ তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তুমি ঘোড়া লইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। তাঁহার সেই কথা শুনিয়া অংশুমান ক্রমে ক্রমে সমস্ত দিক্‌হস্তীকেই

নিয়ম মত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই এবং দিক্‌পালেরা কখন্ কোথায় কিরূপ কথা কহিতে হয় বেশ জানেন। তাঁহারা সকলেই অংশুমান্‌কে আদর করিলেন এবং বলিলেন তুমি শীঘ্রই ঘোড়া লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে। অংশুমান্ অতি দ্রুতগামী এবং পরাক্রমশালী। তিনি তাহাদিগের কথা শুনিয়া যথায় তাঁহার খুড়ারা ভস্মরাশি হইয়া আছেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি উহাদিগের বিনাশ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি দুঃখ ও শোকে কাতর হইয়া দেখিলেন অদূরে যজ্ঞের অশ্ব চরিয়া বেড়াইতেছে। তিনি রাজপুত্রদিগের তর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু, জল অন্বেষণ করিয়া কোথাও জলাশয় দেখিতে পাইলেন না। তখন ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে পক্ষীদিগের রাজা, খুড়াদিগের মাতুল সুপর্ণকে দেখিতে পাইলেন। সুপর্ণের গতি বায়ুর ন্যায় দ্রুত। তিনি উহাঁকে বলিলেন, বাছা! অংশুমান্, তুমি পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি শোক করিও না। তোমার খুড়াদিগের বধে লোকের উপকার হইবে। ইহাঁরা মহাবল ছিলেন। কিন্তু কপিল অদ্বিতীয়। কপিল ইহাঁদিগকে দগ্ধ করিয়াছেন। ইহাঁদিগকে সামান্য জল দেওয়া তোমার উচিত নহে। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা, তাঁহারই জলে ইহাঁদের তর্পণ কর। পতিত পাবনী গঙ্গা ইহাঁদের ভস্মীভূত দেহ প্লাবিত করিবেন। গঙ্গালোক মনোহারিণী। এই ভস্মে তাঁহার জল লাগিলে সগরের ষাটি হাজার পুত্র স্বর্গে গমন

করিবে। ঘোড়া লইয়া বাহির হইয়া যাও। পিতামহের যজ্ঞ সমাপন করা তোমার আবশ্যক হইয়াছে। অংশুমান সুপর্ণের কথা শুনিয়া শীঘ্রই ঘোড়া লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং যজ্ঞে দীক্ষিত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছে ও সুপর্ণ যাহা যাহা বলিয়াছে সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা অংশুমানের নিকট এই নিদারুণ কথা শুনিয়া যেমন সংকল্প ছিল বিধিমত যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। যজ্ঞ সাঙ্গ হইয়া গেলে শ্রীমান সগর রাজা নিজ বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু, গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিবার বিষয়ে কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক কালের পর রাজা ত্রিশ হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াও গঙ্গা আনার পক্ষে কিছুই স্থির না করিয়াই স্বর্গে গমন করিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে সগর রাজার স্বর্গে গমন নামক একচল্লিশ সর্গ সমাপ্ত।

বিয়াল্লিশ সর্গ।

সগর রাজা স্বর্গে গেলে প্রজারা ধার্ম্মিক অংশুমানকেই রাজা করিতে ইচ্ছা করিল। অংশুমান একজন বড় রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র দিলীপ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অংশুমান দিলীপকে রাজ্য দিয়া হিমালয়শিখরে বত্রিশ হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি তপস্যা করিতে করিতে তপোবন হইতে স্বর্গে গমন করিলেন। দিলীপ পিতামহদিগের বধের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ছিলেন। কিন্তু, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিরূপে গঙ্গা আনা যায়, কিরূপেই বা তাঁহাদের তর্পণ ও উদ্ধার হয়, রাজা সর্ব্বদাই এই চিন্তা করিতেন। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি যখন সর্ব্বদা ঐ রূপ চিন্তা করিতেন তখন ভগীরথ নামে তাঁহার এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র হয়। মহারাজ দিলীপ নানাপ্রকার যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিশ হাজার বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। পিতামহ-দিগের উদ্ধারের বিষয় কিছু স্থির করিবার পূর্ব্বেই রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি পুত্র ভগীরথকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া নিজ কর্ম্মফলে ইন্দ্রলোকে গমন করেন। রাজর্ষি ভগীরথের সন্তানাদি হয় নাই। তিনি মন্ত্রীদিগের উপর প্রজা-পালনের ভার দিয়া সন্তান লাভ ও গঙ্গা আনয়নের জন্য গোকর্ণে বহুকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করেন। তিনি ঊর্দ্ধবাহু

থাকিতেন,পঞ্চতপা * করিতেন, মাসান্তে একবার মাত্র আহার করিতেন। এইরূপে এক হাজার বৎসর কাটিয়া গেল। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার তপে তুষ্ট হইয়া দেবগণের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখনও মহাত্মা ভগীরথ তপ করিতেছেন। ব্রহ্মা বলিলেন, মহারাজ ভগীরথ আমি তোমার তপে তুষ্ট হইয়াছি, বর লও। মহাতেজা! ভগীরথ করযোড়ে পিতামহকে বলিলেন, প্রভু, যদি আপনি প্রীত হইয়াছেন, যদি তপস্যার ফল থাকে, আপনি আমারে বর দেন যে সগর সন্তানেরা আমার নিকট জল প্রাপ্ত হয়। আমার প্রপিতামহদিগের ভস্মে গঙ্গাজল পড়িলে তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে যাইবেন। হে দেব! আমার আরও একটী বর প্রার্থনা আছে। আমি ইক্ষ্বাকু বংশে জন্মিয়াছি আমার বংশ যেন লোপ না হয়। ভগীরথ এইকথা বলিলে পিতামহ তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে ইক্ষ্বাকুতিলক মহারথ ভগীরথ! তোমার এই মনোরথ পূর্ণ হউক। কিন্তু, হৈমবতী গঙ্গা হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। হে রাজন! পৃথিবী গঙ্গার বেগ ধারণে সমর্থ হইবেন না। অতএব তাহার জন্য মহাদেবকে নিযুক্ত করুন, তিনি ভিন্ন আর কেহ তাঁহার বেগ ধারণে সমর্থ বলিয়া বোধ হয় না। তিনি ভগীরথকে এই কথা বলিয়া এবং তাঁহাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য গঙ্গাকে অনুরোধ করিয়া মরুৎ নামক দেবগণের সহিত স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

---

* চারিদিকে অগ্নি এবং উপরে সূর্য্য হইলে তাহাকে পঞ্চতপা বলে।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ভগীরথকে ব্রহ্মার বর দান নামক চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

তেতালিশ সর্গ।

ব্রহ্মা চলিয়া গেলে ভগীরথ বুড়া আঙ্গুলের উপর দাঁড়াইয়া এক বৎসর উপাসনা করিলেন। এক বৎসর পূর্ণ হইলে উমার স্বামী পশুপতি রাজাকে এই কথা বলিলেন। হে রাজন! আমি তোমার তপে তুষ্ট হইয়াছি, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। পর্ব্বত রাজের কন্যাকে আমি মস্তকে ধারণ করিব। পরে হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা প্রকাণ্ড শরীর ধারণ করিয়া দুঃসহ বেগে আকাশ হইতে মহাদেবের মস্তকে পড়িলেন। গঙ্গা অতি দুরন্ত; তিনি মনে মনে করিলেন যে বেগে মহাদেবকে সঙ্গে করিয়া পাতালে প্রবেশ করিব। ভগবান্ মহাদেবও মনে মনে তাঁহার এই গর্ব্ব বুঝিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাকে একেবারে লুকাইয়া ফেলিতে মনস্থ করিলেন। মহাদেবের মস্তক হিমালয়ের ন্যায় গঙ্গা সেই পবিত্র মস্তকের জটা জটরূপ গহ্বরে পতিত হইয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও পৃথিবীতে যাইতে পারিলেন না। তিনি জটামণ্ডলের অগ্রভাগ হইতেও পড়িতে পারিলেন না, এবং উহারই মধ্যে বহু সম্বৎসর ধরিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভগীরথ তাহার মধ্যে গঙ্গাকে দেখিলেন, এবং মহাদেবকে তুষ্ট করিবার জন্য অনেক তপ করিলেন। তিনিও অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন। এবং বিন্দুসরের দিকে গঙ্গাকে ছাড়িয়া দিলে বিসর্জন করিবার সময়

গঙ্গার সাতটী স্রোত হইল। যাহার মধ্যে হ্লাদিনী, পাবনী এবং নলিনী নামক তিনটী পূর্ব্বদিকে গমন করিল, উহাদিগের জল পবিত্র ও মঙ্গলকর। সুচক্ষু সীতা এবং সিন্ধু নামে তিনটী স্রোত পশ্চিম দিকে গমন করিল। সপ্তম স্রোত ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। রাজর্ষি ভগীরথ ও দেবরথে চড়িয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গঙ্গা যাইতে লাগিলেন। এইরূপে গঙ্গা আকাশ হইতে মহাদেবের মস্তকে এবং মহাদেবের মস্তক হইতে পৃথিবীতে আগমন করিলেন। পৃথিবীতে তাঁহার জল ভীষণ শব্দ করিয়া চলিতে লাগিল। মৎস্য, কচ্ছপ, শিশুমার প্রভৃতি জলচর জন্তু এবং পতিত পক্ষী সমূহে পৃথিবীর নূতন শোভা হইল। তখন দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সিদ্ধগণ, প্রভৃতি সকলে নগরের ন্যায় প্রকাণ্ড বিমানে, অশ্বে এবং হস্তীতে চড়িয়া গঙ্গা কেমন পৃথিবীতে আসিতেছেন দেখিতে লাগিলেন। দেবতারা বিস্মিত এবং সচকিত হইয়া এই গঙ্গার অদ্ভুত পতন দেখিতে লাগিলেন। দেবগণও দেখিবার জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবগণের আগমনে এবং তাঁহাদিগের অলঙ্কারের দীপ্তিতে বোধ হইল যেন নির্ম্মেঘ আকাশে শত সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। শিশুমার, সর্প এবং চঞ্চল মৎস্য সমূহে আকাশ পূরিয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল, যেন চারিদিকে বিদ্যুৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শ্বেতবর্ণ সলিল রাশি সহস্র ভাগে বিভক্ত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন হংস সমূহে এবং শরতের মেঘে আকাশ আকীর্ণ হইয়াছে। জল কোথাও

দ্রুত যাইতেছে, কোথাও বাঁকিয়া যাইতেছে, কোথাও বিস্তৃত হইয়া যাইতেছে, কোথাও নীচ হইয়া যাইতেছে, কোথাও জলধারা পতিত হইয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে। কোথাও একটু ঊর্দ্ধমুখে গিয়া আবার পৃথিবীতে পড়িতেছে। মহাদেবের মস্তকে পতিত জল আবার ভূতলে পতিত হইল। তখন সেই নির্ম্মল এবং পবিত্র জল পরম শোভা ধারণ করিল। তখন পৃথিবী নিবাসী ঋষিগণ, এবং গন্ধর্ব্বেরা মহাদেবের অঙ্গ ভ্রষ্ট জল পবিত্র বলিয়া স্পর্শ করিতে লাগিল। যাহারা শাপহেতু স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল, তাহারা সেই জলে স্নান করিয়া পাপহীন হইল। এবং পাপ ত্যাগ করিয়া গেলে সেই জল দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে নিজ নিজ লোক প্রাপ্ত হইল। লোকে সেই জলের চাকচিক্য দেখিয়া আনন্দিত হইল এবং পানাদি করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। এবং উহাতে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হইতে লাগিল। রাজর্ষি ভগীরথ দিব্যরথে চড়িয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন গঙ্গা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষগণ, কিন্নর, নাগ, সর্প, অপ্সরাগণ ভগীরথের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিল। জলচরেরাও গঙ্গার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ভগীরথও যেখানে, যশস্বিনী গঙ্গাও সেইখানে যাইতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্ব-পাপ প্রণাশিনী এবং নদী সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, পরে তিনি জহ্নুমুনির যজ্ঞবাট ভাসাইয়া দিলেন। জহ্নুমুনির কর্ম্ম সকল অতি অদ্ভুত। তিনি গঙ্গার গর্ব্ব দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হই-

লেন। এবং গঙ্গার সমস্ত জল পান করিয়া ফেলিলেন। দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তখন দেবগণ ঋষিগণ এবং গন্ধর্ব্বেরা মহাত্মা জহ্নুর পূজা করিতে লাগিলেন, এবং গঙ্গাকে তাঁহার কন্যা বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন। জহ্নু সন্তুষ্ট হইয়া দুই কাণ দিয়া জল বাহির করিয়া দিলেন। সেই জহ্নুর কন্যা গঙ্গাকে লোকে জাহ্নবী বলে। গঙ্গা আবার ভগীরথের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। গঙ্গা যখন সাগর প্রাপ্ত হইলেন, তখন ভগীরথ কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। ভগীরথ ভস্মীভূত পিতামহদিগকে দেখিয়া চৈতন্য হারাইলেন। গঙ্গাজল সেই ভস্মরাশিকে প্লাবিত করিল। এবং তাঁহারা পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে গঙ্গা আনয়ন নামক তেতাল্লিশ সর্গ সমাপ্ত।

চুয়াল্লিশ সর্গ।

রাজা গঙ্গাকে সঙ্গে লইয়া সাগরে গেলেন, এবং তথা হইতে যেখানে পিতামহগণ ভস্মসাৎ হইয়া রহিয়াছেন সেইখানে ভূমিতলে প্রবেশ করিলেন। ভস্মরাশি গঙ্গাজলে প্লাবিত হইবামাত্র সর্ব্বলোক প্রভু ব্রহ্মা রাজাকে বলিতে লাগিলেন তুমি মনুষ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি সগর রাজার ষাটি হাজার পুত্রকে উদ্ধার করিলে। তাহারা স্বর্গে গেল। যতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে সাগরের জল থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত সগর সন্তানেরা স্বর্গে দেবতার ন্যায় বিরাজ করিবে। এই গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠ কন্যা হইবে। তোমার নামে উহাঁর যে নাম হইবে সেই নামেই উনি পৃথিবীতে বিখ্যাত থাকিবেন। গঙ্গা ত্রিপথগা, গঙ্গা, দিব্যা ও ভাগীরথী। তিন পথে গমন করেন বলিয়া উহাঁর নামে ত্রিপথগা হইয়াছে। হে রাজন্ তুমি এই জলে পিতামহ সকলের তর্পণ কর। আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। তোমার পূর্ব্ব রাজা অতিশয় যশস্বী এবং ধার্ম্মিক প্রধান ছিলেন, কিন্তু তিনিও তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। অংশুমান তেজে পৃথিবীর অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু তিনিও গঙ্গা আনয়নের প্রতিজ্ঞা সফল করিয়া যাইতে পারেন নাই। তোমার পিতা রাজর্ষি দিলীপ অতি গুণবান, তেজে মহর্ষির তুল্য, তপস্যায় আমার তুল্য ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিতেন। কিন্তু তিনিও গঙ্গা আনয়ন প্রার্থনা করিয়া আনিতে পারেন নাই। হে

নরশ্রেষ্ঠ তুমি সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলে। পৃথিবীতে যে যশঃ সকলে চাহে তুমি সেই যশঃ প্রাপ্ত হইলে। সেই গঙ্গা তুমি আনাইলে, এবং এই কর্ম্মের দ্বারা তুমি ধর্ম্মের আয়তন স্বরূপ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে। এই জলে সর্ব্বদা স্নান করা উচিত। তুমি এই জলে স্নান কর। করিয়া পবিত্র হও এবং পুণ্যফল লাভ কর। পিতামহদিগের তর্পণ কর। তোমার মঙ্গল হউক। আমি এখন যাই; তুমিও ফিরিয়া যাও। এই বলিয়া পিতামহ যে দেবলোক হইতে আসিয়াছিলেন সেই দেবলোকে চলিয়া গেলেন। রাজর্ষি ভগীরথও ক্রমে ক্রমে নিয়মানুসারে সগরপুত্রদিগের তর্পণ করিলেন। তর্পণ করিয়া রাজা শুচি হইয়া আপন নগরে প্রবেশ করিলেন এবং আপনার মনস্কাম পূর্ণ করিয়া আপন রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। প্রজারা রাজাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। তাহাদের শোক দূর হইল। মনোরথ পূর্ণ হইল। সন্তাপ রহিল না।

রাম এই তোমার নিকট গঙ্গার উৎপত্তি সবিস্তারে বর্ণন করিলাম। তোমার মঙ্গল হউক। সন্ধ্যার কাল অতীত হইতেছে। যিনি এই গঙ্গা আনয়নের ইতিহাস ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা ইতরজাতিকে শ্রবণ করান, তাঁহার প্রতি পিতৃলোক প্রীত হন এবং দেবগণও প্রীত হন। ইহাতে ধন হয়, যশ হয়, পুণ্য হয়, আয়ু হয় এবং স্বর্গ হয়। যিনি ইহা শ্রবণ করেন তাঁহার সকল মনোরথ সফল হয়। সকল পাপ নষ্ট হয় এবং আয়ু ও কীর্ত্তি বৃদ্ধি হয়।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে গঙ্গার উৎপত্তি নামক চুয়াল্লিশ সর্গ সমাপ্ত।

পঁয়তাল্লিশ সর্গ।

বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া রাম ও লক্ষ্মণ অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন আপনি এই যে গঙ্গার আনয়ন এবং সাগরের পূরণ বিষয়ে পবিত্র কথা বলিলেন ইহা অতি অদ্ভুত। আমি এই কথা সমস্ত চিন্তা করিতেছিলাম। রাত্রি আমার পক্ষে ক্ষণকাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সৌমিত্রির সহিত বিশ্বামিত্রের এই কথা চিন্তা করিতে করিতে আমার সমস্ত রজনী অতীত হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে বিশ্বামিত্র ঋষির আহ্নিক হইলে পর রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন রাত্রে যে গঙ্গার কথা শুনিয়াছি সেই পবিত্র রাত্রি অতীত হইয়াছে। এক্ষণে সেই ত্রিপথগা নদী পার হইতে হইবে। এই নৌকা আসিয়াছে। ইহাতে চড়িলে শুভ হইবে। পুণ্যবান ঋষিদিগের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ আপনি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া উহা শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। রামের এই কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র ঋষিগণের সহিত রামকে পার করাইলেন। নদীর উত্তর তীরে আসিয়া ঋষিগণকে সমাদর করিয়া গঙ্গাকূলে উপবেশন করিয়া বিশাল নামে নগর দেখিতে পাইলেন। অনন্তর মুনিবর শীঘ্র রামের সহিত স্বর্গের মত বিশাল নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রাম করযোড়ে বিশ্বামিত্রকে বিশালার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে মহামুনে, এই বিশালায় কোন

রাজবংশ আছে, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনার মঙ্গল হউক। আমার শুনিবার বড়ই বাসনা হইয়াছে। বিশ্বামিত্র রামের কথা শুনিয়া বিশালা নগরীতে পূর্ব্বকালে যাহা যাহা হইয়াছে, সমস্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন ইন্দ্র এই কথা কহিতেছিলেন আমি তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। এই দেশে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত ঠিক্ ঠিক্ বলি শুন।

সত্যযুগে দিতির সন্তানদিগের মহা বল ছিল। অদিতির সন্তানেরাও ভাগ্যবান, বীর এবং ধার্ম্মিক ছিল। পরে এক সময়ে উহাদের সকলের অমর, নীরোগ এবং স্থিরযৌবন হইবার জন্য ইচ্ছা হইল। ভাবিয়া তাহারা স্থির করিল যে ক্ষীরোদ মন্থন করিলে অমৃত পাওয়া যাইবে। এই নিশ্চয় করিয়া তাহারা বাসুকিকে দড়ি করিল। মন্দরকে দণ্ড করিল। করিয়া সাগর মন্থন করিতে লাগিল। হাজার বৎসরের পর যে বাসুকি দড়ি হইয়াছিল তাহার মুখ দিয়া অনবরত বিষ বাহির হইতে লাগিল। এবং সে দাঁত দিয়া পাথর কামড়াইতে লাগিল। তাহাতে অগ্নিসদৃশ হলাহল মহাবিষ উৎপন্ন হইল। দেব, অসুর ও মানুষের সহিত সমস্ত পৃথিবী পুড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন দেবতারা আশ্রয় পাইবার জন্য মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া মহাদেবকে স্তব করিতে লাগিল। দেবতারা এই কথা বলিলে পর সেই স্থানে শঙ্খচক্রধারী হরি উপস্থিত হইলেন। এবং একটু হাসিয়া শূলধারী রুদ্রকে বলিতে লাগিলেন দেবতারা সমুদ্র মন্থন করিলে যাহা প্রথমে

উপস্থিত হইয়াছে তাহা আপনার। যেহেতু আপনি দেবতাদিগের প্রধান। অতএব এইখানে থাকিয়া এই বিষরূপ প্রথম পূজা গ্রহণ করুন। এই কথা বলিয়া নারায়ণ অন্তর্ধান হইলেন।

দেবতাদিগের ভয় দেখিয়া, এবং বিষ্ণুর কথা শুনিয়া লোকে যেমন অমৃত পান করে সেইরূপ মহাদেব হলাহল বিষ পান করিলেন। এবং দেবতাদিগকে বিদায় দিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্তর দেবগণ সকলে মন্থন করিতে লাগিলেন যে পর্ব্বত মন্থন দণ্ড ছিল সে পাতালে প্রবেশ করিল। অনন্তর দেব ও গন্ধর্ব্বগণ মধুসূদনকে স্তব করিতে লাগিল। তুমি সর্ব্বভূতের গতি বিশেষ দেবতাদিগের তুমি ভিন্ন অন্য গতি নাই। তুমি আমাদিগকে পালন কর এবং পর্ব্বত উদ্ধার করিয়া দাও। হৃষীকেশ কচ্ছপরূপ ধরিয়া পর্ব্বত পৃষ্ঠে করিয়া সমুদ্র মধ্যে শয়ন করিলেন। এবং হস্তের দ্বারা পর্ব্বতের অগ্র ধরিয়া দেবতাদিগের মধ্যে থাকিয়াই মন্থন করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক সহস্র বৎসর পরে ধন্বন্তরি নামে আয়ুর্ব্বেদময় পুরুষ দণ্ড ও কমণ্ডলু লইয়া উঠিলেন। অনেক রূপবতী অপ্সরা ও উঠিল। জল হইতে উঠিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে অপ্সরা বলে। যে সকল লাবণ্যবতী অপ্সরা উঠিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা ষাটি কোটী। তাহাদের পরিচারিকাদিগের সংখ্যা হয় না। দেবতা বা দানবেরা তাহাদিগকে গ্রহণ করে নাই। গ্রহণ করে নাই বলিয়াই তাহারা সর্ব্বভোগ্যা হইয়াছে। অনন্তর মহাভাগ্যবতী বরুণকন্যা বারুণী উঠিলেন। উঠিয়াই তিনি স্বামী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

দিতির পুত্রেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। অদিতির পুত্রেরা তাঁহার দোষ নাই দেখিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল। সেই জন্য দিতির পুত্রেরা অসুর হইল, এবং অদিতির পুত্রেরা সুর হইল। সুরগণ বারুণী সেবন করিয়া হৃষ্ট ও প্রমুদিত হইল। পরে উচ্চৈঃশ্রবা নামে একটী প্রধান ঘোড়া, কৌস্তুভ নামে মহামণি, এবং অমৃত উঠিল। অমৃতের জন্য অনেক কুলক্ষয় হইল। দিতির পুত্রগণের সহিত অদিতির পুত্রদের যুদ্ধ হইল। রাক্ষসেরা অসুরদিগের সহিত যোগ দিয়া একত্রে মহা ঘোরতর যুদ্ধ করিল। তাহাতে ত্রিলোক মোহিত হইল। যখন সকল ক্ষয় হইয়া গেল, তখন মহাবল বিষ্ণু মোহিনী মায়া বিস্তার করিয়া অমৃত চুরি করিলেন। যে সকল লোক, অক্ষয়, পুরুষোত্তম বিষ্ণুর দিকে ধাবমান হইল, বিষ্ণু যুদ্ধে তাহাদিগকে আহত করিলেন। অদিতির সন্তানেরা বীর। তাঁহারা দিতির পুত্রদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। দেব ও দানবদিগের এই ঘোরতর মহাযুদ্ধে ইন্দ্র দিতি-পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়া রাজ্য লাভ করত ঋষি ও চারণদিগের সহিত সমস্ত লোক শাসন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে সমুদ্রমন্থন নামক পঁয়তাল্লিশ সর্গ সমাপ্ত।

ছেচল্লিশ সর্গ।

পুত্র সকল মরিয়া গেলে দিতি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভর্ত্তা কশ্যপকে এই কথা বলিলেন, হে তপোধন তোমার পুত্রেরা আমাকে নিঃসন্তান করিয়াছে। আমি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া পুত্র পাইতে ইচ্ছা করি, যে ইন্দ্রকে সংহার করিতে সক্ষম। অতএব আমি তপস্যা করিব। আপনি আমায় ইন্দ্রসংহার-ক্ষম গর্ভ উৎপাদন করিয়া দেন। কশ্যপ তাঁহার এই কথা শুনিয়া এবং তাঁহাকে দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন, তাহাই হইবে, তোমার মঙ্গল হউক। তপস্বিনি, তুমি শুচি হও, তাহা হইলে তুমি ইন্দ্রকে মারিতে সক্ষম পুত্র উৎপাদন করিতে পারিবে। হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে, তুমি যদি শুচি থাক, তাহা হইলে আমার ঔরসে তোমার যে পুত্র হইবে, সে ত্রৈলোক্য হনন করিতে পারিবে। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া, স্বস্তি বলিয়া তপ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

তিনি তপস্যার জন্য চলিয়া গেলে দিতি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কুশপ্লব নামক স্থানে গিয়া দারুণ তপ করিতে লাগিলেন। তিনি তপ করিতে গেলে ইন্দ্র যেরূপে গুরুজনের পরিচর্য্যা করিতে হয়, সেইরূপ পরিচর্য্যা আরম্ভ করিলেন। অগ্নি, কুশ, কাষ্ঠ, জল প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক হইত, ইন্দ্র

তাহা যোগাইয়া দিতেন। তিনি উহার পা টিপিয়া দিতেন, এবং যাহাতে তাঁহার ক্লান্তি দূর হয় তাহাই করিতেন। এইরূপে সকল সময়ে তিনি উহার পরিচর্য্যা করিতেন। হাজার বৎসর পূর্ণ হইবার দশ বৎসর থাকিতে দিতি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন, আমি এত কাল তপস্যা করিয়াছি, আর দশ বৎসর বাকি আছে। তাহার পরেই তোমার ভাইয়ের সহিত দেখা শুনা হইবে। তোমার বিনাশের জন্য যে সন্তান প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাকে জয়ের জন্য উৎসুক করিয়া দিব। তাহার সহিত একত্রে ত্রৈলোক্য বিজয় ও ভোগ করিও। তোমার পিতার নিকট যাচঞা করিলে তিনি বর দেন যে, হাজার বৎসর পরে আমার সন্তান হইবে।

এই বলিয়া, সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থলে উঠিলে দিতি বিছানার শিয়রে পা দিয়া নিদ্রা গেলেন। ইন্দ্র যেখানে পা থাকে সেইখানে মাথা রহিয়াছে এবং যেখানে মাথা থাকে সেইখানে পা রহিয়াছে, দেখিয়া তাঁহাকে অশুচি জানিয়া হাসিলেন এবং আনন্দিত হইলেন। ইন্দ্র তাঁহার শরীরের গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন এবং গর্ভটী কাটিয়া সাত খণ্ড করিলেন। যখন শত কোটী বজ্রদিয়া গর্ভ কাটেন তখন সে রোদন করিয়া উঠিলে তাহাতে দিতি জাগিয়া উঠিলেন।

ইন্দ্র গর্ভকে বলিলেন "কাঁদিও না," "কাঁদিও না।" এবং সে যত কাঁদিতে লাগিল ততই তিনি তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। দিতি বলিলেন, "মারিও না," "মারিও না।" ইন্দ্র

তখন মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া বাহির হইলেন, এবং বজ্র হাতে করিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি পায়ের দিকে মাথা করিয়া অশুচি ভাবে শুইয়াছিলে। আমি সেই অবসরে, যে ইন্দ্রকে যুদ্ধে নষ্ট করিবে তাহাকে কাটিয়া সাত খণ্ড করিয়াছি। আমায় ক্ষমা করুন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে দিতির গর্ভভেদন নামক ছেচল্লিশ সর্গ সমাপ্ত।

সাতচল্লিশ সর্গ।

গর্ভ কাটিয়া সাত খণ্ড করিলে, দিতি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং বিনয় করিয়া দুরন্ত ইন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন। আমার অপরাধেই গর্ভ কাটিয়া সাত খণ্ড করা হইয়াছে। ইহাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই। তুমি এই যে কার্য্য করিয়াছ ইহাতে আমাদের উভয়ের যাহাতে উপকার হয়, তাহা ইচ্ছা করি। আমার ইচ্ছা এই যে, ইহারা সাত জনে তোমার অধীনে মরুৎনামক সাতটী স্থানের রক্ষক হউক। আমার স্বর্গীয়-রূপধারী পুত্রেরা মারুত নামে প্রসিদ্ধ হইয়া, বাতস্কন্ধ নামে প্রসিদ্ধ সপ্ত স্থানে অবস্থিতি করুক। এক জন ব্রহ্মলোকে থাকুক। এক জন ইন্দ্রলোকে থাকুক। তৃতীয় দিব্য বায়ু নামে খ্যাত থাকুক। আর চারি জন তোমার আজ্ঞায় চারি দিক্ সঞ্চরণ করিবে। তুমিই যে, উহাদিগকে "মারুদ" "মারুদ" বলিয়াছ, তাহাতে উহাদের নাম মারুত হইবে। সহস্রাক্ষ ইন্দ্র তাঁহার সেই কথা শুনিয়া করযোড়ে বলিলেন; আপনি যেরূপ বলিলেন সমস্তই সেই রূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনার দেবরূপী সন্তানেরা সুখে অবস্থিতি করিবে।

আমরা শুনিয়াছি তাঁহারা মাতা ও পুত্রে তপোবনে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া কৃতার্থ হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। যেখানে ইন্দ্র বাস করিয়াছিলেন, সে এই

দেশ। এই স্থানে দিতি তপস্যা করেন এবং ইন্দ্র তাহার সেবা করেন।

ইক্ষ্বাকু রাজার ঔরসে অলম্বুষার গর্ভে বিশাল নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। তিনিই এই খানে বিশাল নামে পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র হেমচন্দ্র অত্যন্ত বলবান ছিলেন। হেমচন্দ্রের পরবর্ত্তী রাজা সুচন্দ্র নামে বিখ্যাত ছিলেন। সুচন্দ্রের পুত্র ধূম্রাশ্ব, ধূম্রাশ্বের পুত্র সৃঞ্জয়। সৃঞ্জয়ের পুত্র শ্রীমান সহদেব। সহদেবের পুত্র কুশাশ্ব। কুশাশ্বের পুত্র সোমদত্ত। সোমদত্তের পুত্র কাকুৎস্থ। কাকুৎস্থের পুত্র সুমতি এক্ষণে এই পুরীতে বাস করেন। তিনি দুর্জ্জয় এবং মহাতেজস্বী। ইক্ষ্বাকুর অনুগ্রহে বিশালার রাজারা দীর্ঘায়ুঃ, মহাত্মা, বীর এবং ধার্ম্মিক। অদ্য এইখানে সুখে রাত্রি কাটাইব, এবং কল্য প্রাতঃকালে জনককে দেখিতে যাইব। মহাতেজা সুমতি বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন শুনিয়া, অগ্রসর হইয়া লইতে আসিলেন, এবং বন্ধুবান্ধব উপাধ্যায়দিগের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্মান করিয়া করযোড়ে বলিলেন, আমার দেশে আপনি দর্শন দিয়াছেন, অতএব আমিই ধন্য, আমা হইতে অধিক ধন্য কেহ নাই। আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে বিশালার উৎপত্তি নামক সাতচল্লিশ সর্গ সমাপ্ত।

আটচল্লিশ সর্গ।

পরস্পর সাক্ষাতে কুশল জিজ্ঞাসার পর, বিশ্বামিত্রের কথা শেষ হইলে সুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুইটী কুমার কে? ইহাঁদের পরাক্রম দেবতার তুল্য, গতি হস্তী এবং সিংহের ন্যায়, বীরত্ব, ব্যাঘ্র এবং বৃষের ন্যায়। চক্ষু পদ্ম-পত্রের ন্যায় বিশাল। ইহারা খড়্গ, তূণ ও ধনুক ধারণ করিয়া আছেন। ইহাঁদের রূপ দেখিয়া বোধ হয়, যেন অশ্বিনী-কুমারেরা আবার যৌবন পাইয়া স্বর্গ হইতে ইচ্ছামত পৃথিবী দেখিতে আসিয়াছেন। ইহাঁরা কিজন্য হাঁটিয়া এখানে আসিলেন। ইহাঁদের দুজনেরই শরীরের পরিমাণ, আকৃতি, গম্ভীরতা এবং কাজ কর্ম্ম একই রূপ। চন্দ্র সূর্য্য যেমন আকাশের শোভা করে, সেইরূপ ইহাঁরাও এই দেশের শোভা করিতেছেন। ইহাঁদের সঙ্গে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্র আছে। ইহাঁরা কিসের জন্য এই দুর্গম পথে আসিয়া-ছেন, শুনিতে ইচ্ছা করি। আমায় সত্য কথা বলুন।

এই কথা শুনিয়া ঋষি পূর্ব্বাপর সমস্ত কথা বলিলেন। শুনিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং দশরথের দুই পুত্র অতিথিভাবে আসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাদের বিশেষ আদর করিলেন। কারণ তাঁহারা আদরের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। রাজা এইরূপ অত্যন্ত আদর করিলে রাঘবেরা তাঁহার বাটীতে এক রাত্রি যাপন করিয়া মিথিলায় গমন করিলেন। মুনিরা

সকলে জনকের পুরী দেখিয়া সাধু সাধু বলিয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র মিথিলার উপবনে পুরাতন, নির্জ্জন মনোহর আশ্রম দেখিয়া মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই স্থানটী আশ্রমের ন্যায় বোধ হইতেছে, কিন্তু এখানে মুনি নাই। ইহা পূর্ব্বে কাহার আশ্রম ছিল, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। রামের এই কথা শুনিয়া মহাতেজা বিশ্বামিত্র কহিলেন, যাঁহার কোপে এই আশ্রম শাপগ্রস্ত হইয়াছে তাঁহার সকল কথা যাহা জানি বলিতেছি শুন। পূর্ব্বে আশ্রমটী গৌতম ঋষির ছিল। ইহা দেখিলে স্বর্গীয় স্থান বলিয়া বোধ হইত, এবং দেবতারাও ইহার আদর করিতেন। গৌতম ঋষি অহল্যার সহিত এখানে থাকিয়া অনেক বৎসর ধরিয়া তপস্যা করেন। অনন্তর শচীপতি ইন্দ্র যে সময় আশ্রমে মুনি নাই সেই সময়ে, মুনির বেশ ধারণ করিয়া অহল্যাকে বলিলেন, সুন্দরি! অভিলাষ হইলে ঋতুকাল পর্য্যন্ত কেহ অপেক্ষা করে না। আমি অদ্য তোমার সহিত সহবাস করিতে ইচ্ছা করি। অহল্যার এই সময়ে দুষ্ট বুদ্ধি ঘটিল, তিনি উহাকে মুনিবেশধারী ইন্দ্র জানিয়া ও দেবরাজ বলিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন স্থির করিলেন, এবং মনে মনে আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়া বলিলেন, তুমি শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাও, এবং আমাদের উভয়কে ব্রহ্মশাপ হইতে রক্ষা কর। দেবরাজ ঐ কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি যেস্থান হইতে আসিয়াছি আবার সেই স্থানেই ফিরিয়া যাইব। এইরূপে বিহার করিয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি, পাছে গৌতম দেখে এই ভয়ে

যেমন তাড়াতাড়ি বাহির হইতেছেন অমনি দেখিতে পাইলেন, মহামুনি গৌতম আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন। দেবদানবেরাও তাঁহার সম্মুখে মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারে না। তাঁহার শরীর তীর্থজলে পরিষ্কৃত তপোবলে বলবান, এবং দীপ্ত অনলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সমিধ এবং কুশ লইয়া তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন দেখিয়া শচীপতি ভীত ও বিষণ্ণ হইলেন। লম্পটস্বভাব ইন্দ্র মুনিবেশ ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া সৎস্বভাব ঋষি ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, দুর্ম্মতি! তুই আমার বেশ ধরিয়া এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছিস্। অতএব তোর সকল কার্য্য বিফল হইবে। গৌতম ক্রোধভরে এই কথা বলিলে ইন্দ্রের কোষ দুইটী খসিয়া পড়িল। ইন্দ্রের এই অবস্থা করিয়া ঋষি আপন স্ত্রীকেও শাপ দিলেন। তুই এইখানে অনাহারে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া ভস্মে শয়ন করিয়া সকলের অদৃশ্য ভাবে বহু সহস্র সহস্র বৎসর বাস করিবি। যখন দশরথ পুত্র রাম, যাঁহার সম্মুখে লোকে মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারে না এইখানে উপস্থিত হইবেন। সেই সময়ে তুই পবিত্র হইবি। তাঁহার আতিথ্য করিলে তোর লোভ ও মোহ দূর হইবে। তখন আবার তুই নিজ দেহ ধারণ করিয়া, আনন্দে আমার সহিত মিলিত হইবি। মহাতেজা গৌতম দুষ্টস্বভাব অহল্যাকে ত্যাগ করিয়া যে হিমালয়ের শিখরে সিদ্ধ ও চারণ সকল বাস করে, তথায় গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে আটচল্লিশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

ইন্দ্র এইরূপে কোষশূন্য হইয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণদিগকে ডাকিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, আমি গৌতমমুনির তপস্যার বিঘ্ন করিতে গিয়াছিলাম? তাঁহার ক্রোধ উৎপাদন করিয়া দেবতাদিগের ভয় দূর করিয়াছি, তাহাতে তিনি আমার জীবন এইরূপে নিষ্ফল করিয়াছেন, এবং ক্রোধভরে আপনার স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপে শাপ দেওয়াইয়া আমি তাহার তপহরণ করিয়াছি। অতএব হে দেবগণ, ঋষিগণ, চারণগণ আমি তোমাদের কার্য্য করিয়াছি, আমার জীবন যাহাতে বিফল না হয়, তাহা কর। ইন্দ্রের কথা শুনিয়া, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ মরুৎগণের সহিত পিতৃদেবগণের নিকটে আসিয়া বলিলেন, মেষ তোমাদিগের হবিঃ (খাদ্য) স্থির করা হইয়াছে। মেষের অণ্ডকোষ আছে, ইন্দ্রের নাই। অতএব মেষের অণ্ডকোষ লইয়া শীঘ্র ইন্দ্রকে দাও। এরূপ করিলে সে মেষে তোমাদের অত্যন্ত আনন্দ ও তৃপ্তি হইবে। যে সকল লোক তোমাদের তৃপ্তির জন্য এইরূপ অণ্ডকোষশূন্য মেষ দিবে, তাহাদিগকে অক্ষয় পুণ্যফল দিও। অগ্নির কথা শুনিয়া পিতৃদেবগণ মেষের কোষ লইয়া ইন্দ্রকে দিলেন। তদবধি পিতৃদেবেরা অফল মেষ ভক্ষণ করেন, এবং তাহার ফল দেন। সেই অবধি ইন্দ্র গৌতমঋষির প্রভাবে এবং তপস্যায় মেষ বৃষণ হইয়াছেন। অতএব হে মহাতেজস্বিন্

রামচন্দ্র! তুমি গৌতম ঋষির আশ্রমে আইস। অহল্যাকে উদ্ধার কর। আজি তাঁহার পরম সৌভাগ্য। আজি শাপান্তে তিনি দেবরূপ ধারণ করিবেন। বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া রাম তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ লক্ষ্মণের সহিত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া যাঁহাকে দেব, অসুর এবং মনুষ্যেরা মিলিত হইয়াও দেখিতে পায় নাই, সেই মহাভাগ্যবতী অহল্যাকে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। তপস্যায় তাঁহার শরীরের শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন বিধাতা যত্ন করিয়া মায়াময় স্বর্গীয় শরীর নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। যেন জ্বলন্ত অগ্নি শিখা ধূমে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। যেন পূর্ণচন্দ্রের প্রভা হিমে ও মেঘে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। যাহাকে স্পর্শও করিতে পারা যায় না, এরূপ দীপ্ত সূর্য্যের প্রভা, মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে।

গৌতমের শাপে রামের আগমন পর্য্যন্ত ত্রিভুবনের কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। এক্ষণে শাপের অন্ত হওয়ায় ইহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। রাম লক্ষ্মণ তাঁহার চরণ গ্রহণ করিলেন। গৌতমের বাক্য মনে করিয়া তিনিও রামের চরণ বন্দনা করিলেন। পাদ্য দিলেন, অর্ঘ্য দিলেন, এবং বিশেষ করিয়া তাঁহাদের আতিথ্য করিলেন। শাস্ত্রানুসারে রাম লক্ষ্মণের অভ্যর্থনা করিলেন। স্বর্গে দেব দুন্দুভি বাজিতে লাগিল, পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, দেবতারা সাধু সাধু বলিয়া অহল্যার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তপোবলে অহল্যার শরীর পবিত্র হইল তিনি আবার গৌতমের বশীভূত হই-

লেন। গৌতমও আবার অহল্যাকে পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন, এবং রামকে বিধিবৎ পূজা করিয়া পুনরায় তপস্যা করিতে লাগিলেন। রামও মহামুনি গৌতমের নিকট সম্মানিত হইয়া মিথিলায় প্রস্থান করিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে অহল্যার শাপ মোচন নামক ঊনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশ সর্গ।

রাম সৌমিত্রির সহিত বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঈশান কোণের দিকে গিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, উঃ জনক রাজার যজ্ঞের কি ঘটা। এখানে দেখিতেছি নানা দেশ হইতে বহু সহস্র ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। সকলেই বেদাধ্যয়নে পটু। যে সকল সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, তাঁহাদের বাসার সম্মুখে শত শত গাড়ি রহিয়াছে। তাহা অগ্নিহোত্রের উপকরণে পরিপূর্ণ। আমরা কোথায় থাকিব আমাদের একটু স্থান দেখাইয়া দেন। রামের কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র নির্জ্জন অথচ জল আছে এমন একটী জায়গায় অবস্থিতি করিলেন। বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন শুনিয়া সর্ব্বগুণান্বিত রাজা, পুরোহিত শতানন্দ এবং যজ্ঞে ব্রতী অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সহিত অতি নম্রভাবে অর্ঘ্য লইয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইয়া লইতে আসিলেন এবং যথাবিধি সেই অর্ঘ্য তাঁহাকে দান করিলেন। বিশ্বামিত্র রাজার পূজা গ্রহণ করিয়া পুরোহিত উপাধ্যায় এবং ঋষিদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের এবং যজ্ঞের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। যজ্ঞের কোন বিঘ্ন হইয়াছে কি না তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে যাহার সহিত যেরূপ করা উচিত সেইরূপে আলিঙ্গনাদি করিলেন। রাজা হাতযোড় করিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন ভগবন্! আপনি এই

মুনিগণের সহিত আসনে বসুন। জনকের কথা শুনিয়া মহামুনি বসিলেন। পুরোহিত, যজ্ঞে ব্রতীগণ, রাজা, মন্ত্রীগণ যাঁহার যেখানে স্থান ছিল সেই সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। দেখিয়া রাজা বিশ্বামিত্রকে বলিলেন আজ দেবতারা আমার যজ্ঞ সফল করিয়া দিলেন। আজ আমি ভগবানের দর্শনে যজ্ঞের ফল পাইলাম। আপনি যখন মুনিদিগের সহিত আমার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন তখন আমি ধন্য। পণ্ডিতেরা বলেন বার দিন দীক্ষার সময়। আপনি এই বার দিন অপেক্ষা করিয়া, দেবতারা যখন যজ্ঞভাগ লইতে আসিবেন তখন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

রাজা জনক আবার হাতযোড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুইটী কুমার কে? ইহাঁদের পরাক্রম দেবতার তুল্য, গতি হস্তী এবং সিংহের ন্যায়, বীরত্ব ব্যাঘ্র এবং বৃষের ন্যায়। চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল। ইহারা খড়্গ, তূণ ও ধনুক ধারণ করিয়া আছেন। ইহাঁদের রূপ দেখিয়া বোধ হয়, যেন অশ্বিনীকুমারেরা আবার যৌবন পাইয়া স্বর্গ হইতে ইচ্ছামত পৃথিবী দেখিতে আসিয়াছেন। ইহাঁরা কিজন্য পদব্রজে এতদূর আসিলেন। ইহাঁদের দুজনেরই শরীরের পরিমাণ, আকৃতির গম্ভীরতা এবং কাজ কর্ম্ম একই রূপ। চন্দ্র সূর্য্য যেমন আকাশের শোভা করে, সেইরূপ ইহাঁরাও এই দেশের শোভা করিতেছেন। ইহাঁদের সঙ্গে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্র আছে। ইহাঁরা কে, আমায় সত্য কথা বলুন।

তখন মহাত্মা জনকের এই কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন ইহারা দশরথের পুত্র। এই কথা বলিয়া ক্রমে সিদ্ধা-

শ্রমে বাস, রাক্ষসদিগের বধ, তথা হইতে নির্ভয়ে আগমন, বিশালা দর্শন, অহল্যা দর্শন, গৌতমের সহিত মিলন এবং মহাধনু সম্বন্ধে কএকটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এতদূর আগমন ইত্যাদি রাম লক্ষ্মণের সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে জনক সমাগম নামক পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একান্ন সর্গ।

বিশ্বামিত্রের এইকথা শুনিয়া মহাতপা শতানন্দ পুলকিত হইয়া উঠিলেন। ইনি গৌতমের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং তপস্যায় ইহাঁর প্রভাব অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে। ইনি রামকে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তিনি রাজপুত্রেরা সুখে বসিয়া আছেন দেখিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,হে মহাতপা, আমার মাতা যে দীর্ঘকাল তপস্যা করিতেছেন রাজপুত্রকে তাহা দেখাইয়াছেন কি ? রাম সকল মনুষ্যের পূজনীয়, আমার যশস্বিনী মাতা বনের ফুল ফল আনিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছেন কি ? রামকে আমার মাতার সেই পুরাতন কথা বলিয়াছেন ত ? সেই দেবতাদের অত্যাচারের কথা ? রামের সহিত সাক্ষাতের পর আমার পিতা ও মাতার পুনর্ব্বার মিলন করিয়া দিয়া আসিয়াছেন ত ? আমার পিতা রামের যথোচিত আদর করিয়াছেন ত ? আমার পিতার পূজা গ্রহণ করিয়া কি রাম এখানে আসিয়াছেন ? আমার পিতা যখন আশ্রমে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার মন শান্ত ছিল ত ? তিনি রামকে আদর করিলেন ত ? রাম তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছিলেন ত ?

বিশ্বামিত্র ও শতানন্দ উভয়েই বাক্‌পটু। শতানন্দের কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন মুনিশ্রেষ্ঠ, আমি কিছুই অতিক্রম করি নাই। আমার যাহা কর্ত্তব্য আমি সকলই করিয়াছি।

ভার্গবের সহিত রেণুকার ন্যায়, মুনির সহিত তাঁহার স্ত্রীর মিলন করিয়া দিয়াছি। শতানন্দ বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া রামকে বলিলেন, রাম তুমি মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি এখানে আসিয়াছ উত্তম হইয়াছে। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে তুমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। বিশ্বামিত্র সকলের পূজিত, ইহাঁর, কর্ম্ম চিন্তার অতীত, ইহাঁর প্রভাবের সীমা নাই। ইনিই জগতের পরম গতি। হে রাম! তোমা অপেক্ষা ধন্য আর কেহ নাই। যে হেতুক মহাতপা বিশ্বামিত্র তোমার রক্ষক। মহর্ষি কৌশিকের যেরূপ তপোবল এবং ঋষিতেজ, আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইনি পূর্ব্বে রাজা ছিলেন, শত্রুদিগের দমন এবং প্রজাদিগের মঙ্গল করিতেন, ইনি ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতবিদ্য; পূর্ব্বকালে প্রজাপতির পুত্র কুশ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র কুশনাভ অত্যন্ত বলবান্ ও ধার্ম্মিক। কুশনাভের পুত্র গাধি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। গাধির পুত্র মহামুনি বিশ্বামিত্র রাজা, তেজের সহিত পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। কোন্ সময়ে বিশ্বামিত্র হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি সর্ব্বশুদ্ধ এক অক্ষোহিণী সৈন্য লইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি নগর রাজ্য, নদী, পর্ব্বত, আশ্রম, প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। উহা নানাজাতি পুষ্পলতা ও বৃক্ষে পরিপূর্ণ। নানাজাতি মৃগগণ চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। সিদ্ধ ও [illegible] উহাতে অবস্থিতি করিতেছে। [illegible] দেব দানব গ[illegible] কিন্নরেরা উহার শোভা বৃদ্ধি করিতে[illegible] ব্রহ্মর্ষি এবং দেবর্ষিরা উহাতে অব-

স্থিতি করিতেছেন। যাঁহারা তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া অগ্নির ন্যায় অথবা ব্রহ্মার ন্যায় তেজোলাভ করিয়াছেন, এইরূপ বহু সংখ্যক ঋষিগণ তথায় বাস করেন। ঋষি, বালখিল্য এবং বৈখানসগণ উহার চারিদিকে অবস্থান করেন। ইহাঁদের কেহ ফল মূল, কেহ জল, কেহ গলিত পত্র, কেহ বা বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করেন। কাহারও শরীরে কোন দোষ নাই সকলেই জিতেন্দ্রিয়। দিগ্বিজয়ী বিশ্বামিত্র দেখিলেন, বশিষ্ঠের আশ্রম দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্রের বশিষ্ঠাশ্রমাগমন নামক একান্ন সর্গ সমাপ্ত।

বাহান্ন সর্গ।

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং নম্রভাবে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। মহাত্মা বশিষ্ঠ "আপনার আগমনে পরম প্রীত হইয়াছি" বলিয়া তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন। বিশ্বামিত্র বসিলে পর, বশিষ্ঠ আশ্রমের নিয়মানুসারে তাঁহাকে ফল, মূল, আনিয়া দিলেন। বশিষ্ঠের নিকট এইরূপ সম্মান পাইয়া রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আপনার তপস্যার কোন বিঘ্ন নাই ত? আপনার অগ্নিহোত্র নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় ত? আপনার শিষ্যগণের কুশল ত? আপনার আশ্রম বৃক্ষের প্রতি কেহ উৎপাত করে নাই ত? বশিষ্ঠ রাজাকে বলিলেন আমার সর্ব্বত্রই কুশল। রাজা উপবেশন করিলে ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজন! আপনি ধর্ম্মানুসারে এবং রাজনীতি অনুসারে প্রজাদিগের মনোরঞ্জন করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন ত? ভৃত্যদিগের ভালরূপ ভরণ পোষণ করেন ত? তাহারা আপনার বশীভূত থাকে ত? আপনার শত্রুরা সকলে পরাজিত হইয়াছে ত? আপনার সৈন্য রাজভাণ্ডার এবং বন্ধুদিগের মঙ্গল ত? আপনার পুত্র পৌত্ররা ভাল আছেন ত? মহাতেজা বিশ্বামিত্র নম্রভাবে বশিষ্ঠকে বলিলেন আমার সমস্তই কুশল।

তাঁহারা দুই জনে এই প্রকার নানা বিষয়িনী কথায় পরম আনন্দ অনুভব করিলেন। কথা শেষ হইবার সময় ভগবান

বশিষ্ঠ উপহাসচ্ছলে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন মহাবল! আপনার ক্ষমতার সীমা নাই। আমি আপনার এবং এই সৈন্যগণের আতিথ্য করিতে চাহি। আপনারা যথাযোগ্য আতিথ্য স্বীকার করুন। হে রাজন আপনি অতিথির শ্রেষ্ঠ বিশেষ-রূপে আপনার আদর করা আবশ্যক। অতএব আপনি আমার এই সৎকার গ্রহণ করুন। বশিষ্ঠ এইকথা বলিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন, আপনি যে আমার আতিথ্য করিবেন বলিয়াছেন, ইহাতেই আতিথ্য করা হইয়াছে। আপনার আশ্রমে যে ফল মূল পাদ্য আচমণীয় পাওয়া যায় তাহাতে এবং ভগবানের দর্শনেই আমার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। আপনিই পূজার উপযুক্ত, আপনিই সর্ব্বপ্রকারে আমার পূজ-নীয়। আমি আপনাকে নমস্কার করি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। রাজা এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে বশিষ্ঠ বারম্বার রাজাকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা এবং তাঁহার মন উদার; সুতরাং বিশ্বামিত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া বশিষ্ঠের কথায় সম্মত হইলেন ও বলিলেন ভগবানের যাহা ইচ্ছা হয় করুন। বশিষ্ঠ এই কথা শুনিয়া প্রীত হইয়া হোমধেনুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমি ভাল ভাল খাদ্য দিয়া এই রাজর্ষি এবং ইহাঁর সৈন্যদিগের আতিথ্য করিব স্থির করিয়াছি; তুমি তাহার উদ্যোগ কর। ছয় রসের মধ্যে যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তুমি তাহাই আনয়ন কর; চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এবং অন্ন রাশি ক্ষণকালমধ্যে সৃজন করিয়া দাও।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্র নিমন্ত্রণ নামক বাহান্ন সর্গ সমাপ্ত।

তিপ্পান্ন সর্গ।

বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে পর কামধেনু শবলা যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই তৎক্ষণাৎ আনিয়া দিতে লাগিল। ইক্ষু-মদ্য, মধুমদ্য, খদিমদ্য এবং মরেয়মদ্য * প্রভৃতি নানা প্রকার মদ্য, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পানীয় এবং খাদ্য; নানা প্রকার পায়স, স্তূপাকার উষ্ণ অন্ন; সূপ, দধি, দুগ্ধ, এবং মিষ্টান্নে পরিপূর্ণ সহস্র সহস্র রূপার পাত্র উৎপন্ন হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্রের অযুত অযুত হৃষ্টপুষ্ট সৈন্যগণ বশিষ্ঠের প্রতি সন্তুষ্ট হইল। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত অমাত্য মন্ত্রী, ভৃত্য এবং অন্তঃপুরস্থ নারীগণ, এইরূপ আদরে এবং ভোজনে তৃপ্ত হইলে বিশ্বামিত্র পরম আনন্দিত হইয়া বশিষ্ঠকে বলিলেন, মহাশয়! আপনিই পূজার উপযুক্ত পাত্র, আপনার অতিথি সৎকারে আমি যথোচিত পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আপনি কথার মর্ম্ম বুঝেন। আপনাকে আমি একটী কথা বলি শ্রবণ করুন। আমি, শত সহস্র গাভী দিতেছি, আপনি শবলাকে আমায় দান করুন। শবলা রত্নবিশেষ, রাজা রত্নের অধিকারী, অতএব আমাকে শবলা দিন, ধর্ম্মতঃ শবলা আমারই।

---

* ধাত্রী ধাতকী নামক ফলের সহিত গুড়ের জল মিশ্রিত করিয়া যে যে মদ্য হয় তাহার নাম মরেয়।

বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন, শত সহস্র গাভীই দিন আর রাশি রাশি রৌপ্যই দিন আমি শবলাকে কখনই দিব না। আপনার কীর্ত্তি যেমন আপনি ত্যাগ করিতে পারেন না, সেইরূপ আমিও শবলাকে ত্যাগ করিতে অক্ষম। বিশেষতঃ আমার হব্য, কব্য, জীবিকা, অগ্নিহোত্র, বলিহোম, স্বাহা, বষট সকলই ইহাতে হইবে, আমার সকল বিদ্যার মূলই শবলা। আমি সত্য করিয়া বলিতে পারি, যে শবলাই আমার সর্ব্বস্ব ও একমাত্র প্রীতিকর পদার্থ। এই সকল কারণবশতঃ আমি শবলাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।

বিশ্বামিত্র এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিলেন। আমি আপনাকে চৌদ্দ হাজার হস্তী দিব। উহাদের কটিদেশ ও গলদেশের শৃঙ্খল স্বর্ণনির্ম্মিত। উহাদের অঙ্কুশ ও সুবর্ণনির্ম্মিত। আমি আট শত স্বর্ণরথ দিব, প্রত্যেক রথে চারিটী করিয়া অশ্ব থাকিবে এবং রথের চারি দিকে কিঙ্কিণী বাজিবে। বাহ্লীক প্রভৃতি দেশজাত এবং উচ্চৈঃশ্রবার কুলজাত এক হাজার দশটী অশ্ব দিব, এবং নানা বর্ণে চিত্রিত এক কোটি গাভী দিব, আপনি যত রত্ন বা সুবর্ণ প্রার্থনা করেন, আমি সমস্তই দিতে প্রস্তুত আছি, আপনি আমায় শবলাটী দিন। বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি কোনক্রমেই শবলা দিতে পারি না; যে হেতুক শবলাই আমার রত্ন, শবলাই আমার ধন, শবলাই আমার সর্ব্বস্ব, শবলাই আমার জীবন। শবলাই আমার দর্শযজ্ঞ,

শবলাই আমার পৌর্ণমাস যজ্ঞ; শবলাই আমার দক্ষিণা, শবলাই আমার যজ্ঞ। শবলাই আমার বিবিধ ক্রিয়া। আমার সকল প্রকার ক্রিয়ার মূলই শবলা। অধিক আর কি বলিব আমি এমন কামধেনুকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র সংবাদ নামক তিপ্পান্ন সর্গ সমাপ্ত।

চুহান্ন সর্গ।

বশিষ্ঠ যখন কামধেনুকে কোনমতেই পরিত্যাগ করিলেন না, তখন বিশ্বামিত্র শবলাকে বলপূর্ব্বক লইয়া চলিলেন। রাজা যখন লইয়া যান, তখন শবলা শোকে ও দুঃখে কাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। রাজার অনুচরেরা কেন আমায় এই অবস্থায় ধরিয়া লইয়া যাইতেছে? তবে কি মহাত্মা বশিষ্ঠ আমায় ত্যাগ করিয়াছেন? আমি সেই মহা'তপস্বীর নিকট কি অপরাধ করিয়াছি; যে আমি ভক্ত ও নিরপরাধী হইয়াও পরিত্যক্ত হইলাম। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বারম্বার নিশ্বাসত্যাগ করিয়া শবলা বেগে বশিষ্ঠের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজার শত শত ভৃত্যকে ফেলিয়া দিয়া বায়ু বেগে বশিষ্ঠের পদতলে আসিয়া উপস্থিত হইল। শবলা বশিষ্ঠের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন-রবে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল। আপনি কি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন, যে রাজার সৈন্যেরা আমাকে আপনার নিকট হইতে লইয়া যাইতেছে? বশিষ্ঠ শবলাকে ভগিনীর ন্যায় দেখিতেন। তিনি উহার হৃদয় শোকে কাতর দেখিয়া বলিলেন, শবলে! তুমি আমার কোন অপরাধ কর নাই। আমিও তোমায় পরিত্যাগ করি নাই। রাজা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া বল-পূর্ব্বক তোমাকে লইয়া যাইতেছেন। আমার বল উঁহার তুল্য নহে। যে হেতুক উনি রাজা, বলবান, ক্ষত্রিয় এবং

পৃথিবীর পতি। এই দেখ ইহাঁর পূর্ণ এক অক্ষৌহিণীসেনা। ইহাঁর কত হস্তী, কত অশ্ব এবং কত রথই রহিয়াছে। হস্তীর উপর যে ধ্বজা আছে তাহাতেই চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

এইকথা শুনিয়া চতুর শবলা বিনীত ভাবে বলিতে লাগিল। পণ্ডিতেরা বলেন, ক্ষত্রিয়ের বল বলই নহে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা বলবান। কারণ তপোবলের নিকট সকল বলই পরাস্ত হয়। আপনার বলের ইয়ত্তা নাই। আপনার অপেক্ষা বলবান কে আছে? বিশ্বামিত্র মহাবলবান্, কিন্তু, আপনার তেজ কেহ সহ্য করিতে পারে না। আপনি আমাকে ব্রহ্মবলে পরিপূর্ণ মনে করিয়া আজ্ঞা দেন। আমি সেই দুরাত্মার দর্প, বল, যত্ন সকলই বিনাশ করি।

এই কথা শুনিয়া বশিষ্ঠ বলিলেন, তুমি শত্রুবিনাশক্ষম সৈন্য সৃজন কর। শবলা এই আজ্ঞা পাইয়া হাম্বারব করিয়া উঠিল, তাহাতে বহু সহস্র পহ্লব নামে এক জাতীয় যবন সৃষ্টি হইল।

বিশ্বামিত্র দেখিতে লাগিলেন, পহ্লবেরা তাঁহার সম্মুখেই সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল। তখন রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং ক্রোধে তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি নানা প্রকার অস্ত্রের দ্বারা পহ্লবদিগকে নাশ করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র শত শত পহ্লব নাশ করিতেছেন দেখিয়া, শবলা শক এবং যবন নামে দুইটী ভীষণ জাতির সৃষ্টি করিলেন। এই শক ও যবনেরা সমস্ত ভূমি আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। উহারা মহা বলবান, উহাদের শরীরের প্রভা স্বর্ণনির্ম্মিত

পদ্মরেণুর ন্যায়। উহাদের হস্তে দীর্ঘ তলবার ও পট্টিশ নামে অস্ত্র। শরীর পাতবস্ত্রে আবৃত। উহারা জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় বিশ্বামিত্রের সৈন্য সকল দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন মহা-তেজা বিশ্বামিত্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং শীঘ্রই যবন, কাম্বোজ এবং বর্ব্বরদিগকে আকুল করিয়া তুলিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে বশিষ্ঠের সৈন্য নাশ নামক চুহাত্ন সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চান্ন সগ।

তখন বশিষ্ঠ যবনদিগকে বিশ্বামিত্রের অস্ত্রে মোহিত ও আকুল দেখিয়া শবলাকে বলিলেন, আবার যোগবলে সৈন্য সৃষ্টি কর। তাহার হাম্বা শব্দ হইতে কাম্বোজেরা উৎপন্ন হইল। উহাদের তেজ সূর্য্যের ন্যায়। শবলার দুগ্ধস্থালী হইতে বর্ব্বরেরা উৎপন্ন হইল। তাহাদের হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্র। তাঁহার যোনিদেশ হইতে যবনেরা উৎপন্ন হইল। গুহ্য হইতে শকেরা উৎপন্ন হইল, এবং লোমকূপ হইতে ম্লেচ্ছ হারীত ও কিরাতগণ উৎপন্ন হইল। ইহারা সকলে অচিরাৎ বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমস্ত নিধন করিল। বশিষ্ঠ সৈন্যদিগকে বিনাশ করিলেন দেখিয়া, বিশ্বামিত্রের এক শত পুত্র নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বশিষ্ঠের প্রতি ধাবমান হইল। বশিষ্ঠ এক হুঙ্কারে তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অশ্ব, রথ, পদাতি সহিত বিশ্বামিত্রের পুত্রেরা বশিষ্ঠের হুঙ্কারে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্ম হইয়া গেল।

বিশ্বামিত্র সৈন্য ও সন্তানগণের বিনাশ দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত ও লজ্জিত হইলেন। বেগশূন্য সমুদ্র, দন্তহীন সর্প, রাহুগ্রস্ত সূর্য্য যেমন নিস্তেজ হয়, বিশ্বামিত্রও সেইরূপ নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন। পক্ষচ্ছেদ করিলে পক্ষীর যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, পুত্র এবং সৈন্যগণ নিহত হইয়া রাজারও সেইরূপ দশা

হইল। তাঁহার বল ও উৎসাহ বিনাশ হওয়ায় তাঁহার মনে ধিক্কার উপস্থিত হইল। তিনি অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিতে আদেশ দিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। যেখানে কিন্নর ও উরগগণ বাস করেন, তিনি সেই হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে গমন করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

কিছুকাল গত হইলে পর, মহাদেব বর দিবার জন্য বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে রাজন্! তুমি কি জন্য তপস্যা করিতেছ? তোমার যাহা বলিবার থাকে বল। আমি বর দিতে আসিয়াছি। তোমার যে বর অভিলষিত তাহা বল্। মহাদেবের এই কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র নমস্কার করিয়া বলিলেন হে দেব! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অঙ্গ উপাঙ্গ এবং মন্ত্রের সহিত সমস্ত ধনুর্ব্বেদ আমায় প্রদান করুন। যাহা কেবলমাত্র আচার্য্যের মুখে জানা যায়, তাহাও যেন আমার নিকট প্রকাশ হয়। দেব, দানব, মহর্ষি, যক্ষ, রাক্ষস এবং গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির যে সকল অস্ত্র আছে তাহাও যেন আমার নিকট প্রকাশিত হয়। আপনার অনুগ্রহে আমার যেন এই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। মহাদেব তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

মহাদেবের নিকট অস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়া মহাবল বিশ্বামিত্র দর্পপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। অমাবস্যায় যেমন সমুদ্র ফুলিয়া উঠে বিশ্বামিত্র সেইরূপ বীরগর্ব্বে ফুলিয়া উঠিলেন। এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "বশিষ্ঠ এইবার মরিয়াছে।"

তিনি বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়াই অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে লাগি-

লেন, সে অস্ত্রের তেজে সমস্ত তপোবন দগ্ধ হইয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র যে অস্ত্র ত্যাগ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া মুনিরা ভীত হইয়া দলে দলে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। বশিষ্ঠের শিষ্য সকল এবং তাঁহার আশ্রমের মৃগ ও পক্ষী সকল ভয়ে ভীত হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। যদিও বশিষ্ঠ বারম্বার মাভৈঃ মাভৈঃ বলিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার আশ্রম ক্ষণকালমধ্যে মরুভূমির ন্যায় শূন্য ও নিঃশব্দ হইয়া উঠিল। মহাতেজা বশিষ্ঠ বলিলেন, সূর্য্য যেমন শিশির নষ্ট করেন সেইরূপ আমি এখনি বিশ্বামিত্রকে নষ্ট করিতেছি, রে মূঢ় দুরাচার! আমার এইটী বহুকালের আশ্রম, তুই যখন এই আশ্রম নষ্ট করিলি, তখন তোর আর নিস্তার নাই এই বলিয়া বশিষ্ঠ অত্যন্ত ক্রোধভরে প্রলয়কালের ধূমশূন্য অগ্নির ন্যায় যমদণ্ড উত্তোলন করিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে বশিষ্ঠাশ্রম পীড়ন নামক পঞ্চান্ন সর্গ সমাপ্ত।

ছাপান্ন সর্গ।

বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে, মহাবল বিশ্বামিত্র অগ্নি অস্ত্র তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। ভগবান্ বশিষ্ঠ যমদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড উত্তোলন করিয়া ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন। রে নরাধম! এই আমি দাঁড়াইলাম, তোর যত শক্তি আছে হান। আমি আজি তোর এবং তোর অস্ত্রের দর্প চূর্ণ করিব। কোথায় ক্ষত্রিয়ের বল, আর কোথায় ব্রাহ্মণের মহাবল। দেখ রে ক্ষত্রিয়াধম। আজি ব্রাহ্মণের স্বর্গীয় বল দেখ।

যেমন জলে অগ্নির তেজ শান্ত হয়, সেইরূপ বিশ্বামিত্রের ঘোরতর অগ্নি অস্ত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা বিনষ্ট হইল। তখন গাধি-নন্দন কুপিত হইয়া, বরুণ অস্ত্র,রুদ্র অস্ত্র,ইন্দ্র অস্ত্র, পাশুপত, এবং ঐশিক অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মানব, মোহন, গান্ধর্ব্ব, স্বাপন, জৃম্ভণ, সন্তাপন, বিলেপন, শোষন বজ্র, ব্রহ্মপ. ালপাশ, বরুণপাশ, মহাদেবের প্রিয়পিণাক, শুষ্ক এবং অ . অশনি, দণ্ডাস্ত্র, পিশাচাস্ত্র, ক্রৌঞ্চ, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ু অস্ত্র, মথন অস্ত্র, কঙ্কল ও মূষল নামে শক্তিদ্বয়, বিদ্যাধর অস্ত্র, কালাস্ত্র, ত্রিশূল, কাপাল, কঙ্কণ বিশ্বামিত্র এই সকল নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগি-লেন। কিন্তু বশিষ্ঠের কি অদ্ভুত পরাক্রম! তাঁহার দণ্ডে সমস্ত অস্ত্র গ্রাস করিতে লাগিল। সমস্ত অস্ত্র নিষ্ফল দেখিয়া

বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যখন ব্রহ্মাস্ত্র উত্তোলন করেন, তখন অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, দেবর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, উরগগণ, এমন কি সমস্ত ত্রিলোক ভীত হইয়া উঠিল। বশিষ্ঠের সে [illegible]দণ্ড গ্রাস করিল। ব্রহ্ম-তেজে ব্রহ্মতেজ মিশা[illegible]-বশিষ্ঠ ব্রহ্মাস্ত্র গ্রাস করেন, তখন তাঁহার [illegible]রুণরূপ আবির্ভাব হইল। তাঁহার লোমকূপ [illegible]অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার হস্ত [illegible]স্ত ধূমরহিত প্রলয় কালের অগ্নির ন্যায়, দ্বিতীয় যমদণ্ডের [illegible] জ্বলিতে লাগিল। তখন মুনিগণ বশিষ্ঠের স্তব করিতে লাগি[illegible]। হে ব্রহ্মন্! তোমার বল অব্যর্থ। তুমি আপনার তে[illegible] সম্বরণ কর। তুমি বিশ্বামিত্রকে পরাজয় করিয়াছ। তোমার বল অব্যর্থ ও শ্রেষ্ঠ। লোকের ভয় হইয়াছে তাহাদিগকে অভয় দাও। এই কথা বলিলে বশিষ্ঠ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বিশ্বা-মিত্র পরাজিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগি-লেন। ক্ষত্রিয়ের বলকে ধিক্। ব্রাহ্মণের বলই বল। এক ব্রহ্মদণ্ড আমার সমস্ত অস্ত্র নাশ করিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে প্রসন্ন করিয়া মহাতপ আরম্ভ করিব। তপই ব্রাহ্মণত্বের কারণ।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্র প্রতিজ্ঞা সংবাদ নামক ছাপ্পান্ন সর্গ সমাপ্ত।

সাতান্ন সর্গ।

বশিষ্ঠের সহিত ...পনার যে নিগ্রহ হই-
য়াছে তাহা স্মরণ ব... র অত্যন্ত সন্তাপ উপস্থিত
হইল। তিনি রাজ্য ...ে ত্যাগ করিতে লাগিলেন,
এবং মহিষীর সহি... ...দক্ষে গিয়া ঘোরতর তপস্যা
আরম্ভ করিলেন। তিনি ফল মূলাহারী, এবং জিতেন্দ্রিয়
হইয়া ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন
পরে হবিষ্পন্দ, মধুষ্পন্দ, দৃঢ়নেত্র এবং মহারথ নামে তাঁহার পুত্র
উৎপন্ন হইল। তাহারা সকলেই ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী হইল।
হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে, ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের নিকটে আসিয়া
বলিলেন, যে সকল রাজর্ষি ছিল, তুমি তপস্যায় তাহাদিগকে
জয় করিয়াছ। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা দেবতাদিগের সহিত
ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্র সেই কথা শুনিয়া
লজ্জায় অধোমুখ হইলেন, এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ক্রোধ-
ভরে বলিলেন, আমি এত তপ করিলাম ঋষি ও দেবগণ
আমায় রাজর্ষি বলিয়া জানিল। অতএব আমার তপস্যা
সিদ্ধ হইল না। এই প্রকার স্থির করিয়া তিনি পুনরায়
তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে ইক্ষ্বাকুকুলে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ত্রিশঙ্কু নামে
একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল যজ্ঞ করিব, এবং
সশরীরে স্বর্গে যাইব। তিনি বশিষ্ঠকে ডাকাইয়া মনের

কথা বলিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন "অসম্ভব"। তখন রাজা, যেখানে বশিষ্ঠের পুত্রেরা দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা করিতেছিলেন, আপনার কার্য্যসিদ্ধির জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার এক শত পুত্র ক্রমাগত তপস্যা করিতেছেন। তাঁহাদিগের শরীর অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়াছে তিনি যথাক্রমে গুরুপুত্রদিগকে নমস্কার করিয়া লজ্জায় একটু হেটমুখ হইয়া করযোড়ে সকলকেই বলিতে লাগিলেন, আমি আপনাদের আশ্রয় লইয়াছি। আপনারা আশ্রয়দাতা,আমি আশ্রয় গ্রহীতা। বশিষ্ঠ আমাকে না বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছেন। অতএব আমি গুরুপুত্রদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। আপনারা ব্রাহ্মণ, তপস্বী। আমি আপনাদের পদরেণু মস্তকে লইয়া প্রার্থনা করি, যে আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক আমার অভিষ্টসিদ্ধির জন্য যজ্ঞ করুন। আমি যাহাতে সশরীরে দেবলোকে যাইতে পারি তাহার উপায় করিয়া দিন। বশিষ্ঠ আমাকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে গুরুপুত্রগণ ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। পুরোহিতই ইক্ষ্বাকুদিগের পরম গতি। অতএব বশিষ্ঠের পর আপনারাই আমার দেবতা।"

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিশঙ্কু প্রত্যাখ্যান নামক সাতান্ন সর্গ সমাপ্ত।

আটান্ন সর্গ।

ত্রিশঙ্কুর কথা শুনিয়া ঋষিপুত্রগণ কোপান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আমার পিতা সত্যবাদী, তিনি যখন তোমায় বিদায় করিয়া দিয়াছেন; তখন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কিরূপে অন্য শাখা আশ্রয় করিতেছ? পুরোহিতই ইক্ষ্বাকুদিগের পরম গতি। কিন্তু সত্যবাদীর বাক্য কিরূপে অন্যথা হইতে পারে। বশিষ্ঠ যাহা অসম্ভব বলিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহা কখনই সম্পাদন করিতে পারিব না। হে রাজন! তুমি মূর্খ, তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও। ভগবান বশিষ্ঠ ত্রৈলোক্য প্রাপ্তির জন্যও যজ্ঞ করিতে পারেন। আমরা কিরূপে তাঁহার অপমান করিব।

তাঁহারা ক্রোধভরে এই সকল কথা বলিলে রাজা পুনরায় তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন। ঋষি আমাকে "না" বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছেন। আপনারা গুরুপুত্র আপনারাও আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন, অতএব আমি অন্য লোকের আশ্রয় লইব। আপনাদের মঙ্গল হউক। রাজা গুরু ত্যাগ করিবেন, এই ঘোরতর কথা শুনিয়া ঋষিপুত্রেরা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া শাপ দিলেন, তুই চণ্ডাল হইবি। শাপ দিয়া সকলে আপন আপন আশ্রমে গমন করিলেন।

রাত্রি অতীত হইলে রাজা চণ্ডাল হইলেন। তাঁহার বর্ণ নীল হইল। তাঁহার বস্ত্র নীল হইল। আকার কদার্য্য,

কেশ খর্ব্ব হইল, শ্মশানের ভস্ম প্রভৃতিতে তাঁহার মাল্য ও অঙ্গরাগ হইল, এবং লৌহ আভরণ হইল। মন্ত্রীরা সকলে চণ্ডালরূপী রাজাকে ত্যাগ করিয়া অনুগামী পৌরবর্গের সহিত পলায়ন করিল। ধীরস্বভাব রাজা দিবারাত্রি মনের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজাকে চণ্ডালরূপী দেখিয়া এবং বশিষ্ঠের পুত্রেরা তাঁহার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়া দিয়াছেন শুনিয়া বিশ্বামিত্রের দয়া হইল। তিনি দয়াপ্রযুক্ত কুৎসিতাকৃতি রাজাকে বলিলেন, হে অযোধ্যাধিপতে বীর! মহাবল রাজপুত্র! তুমি শাপে চণ্ডাল হইয়াছ। তুমি কি জন্য আমার নিকট উপস্থিত হইলে? রাজা এই কথা শুনিয়া করযোড়ে বলিলেন, গুরু এবং গুরুপুত্র আমায় "না" বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছেন। আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল না, বরং বিপরীত ফল হইল। আমি সশরীরে স্বর্গে যাইব বলিয়া একশত যজ্ঞ করিয়াছি তাহার কিছুই ফল পাই নাই। আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের নাম লইয়া দিব্য করিতে পারি, কষ্টে পড়িয়াও কখন মিথ্যা কথা বলি নাই, এবং কখন বলিব না। আমি বহুবিধ যজ্ঞ করিয়াছি এবং ধর্ম্মতঃ প্রজা পালন করিয়াছি। আমি ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে এবং যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলে মহাত্মা গুরুগণকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই তৃপ্ত হয়েন নাই। আমি এক্ষণে দৈবকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার করি, পৌরুষ নিরর্থক। দৈব সকলকে পরাজয় করে। দৈবই পরম গতি। আমি অত্যন্ত কাতর, আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা

করি। দৈব আমার সকল কর্ম্ম বন্ধ করিয়াছে, আপনি আমায় অনুগ্রহ করুন। আমি আর কোন পথে যাইব না, আর কাহারও শরণ লইব না। আপনি নিজগুণে আমার প্রতিকূল দৈবকে অনুকূল করিয়া দিন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিশঙ্কুর বিশ্বামিত্রাশ্রম গমন নামক আটান্ন সর্গ সমাপ্ত।

ঊনষাইট সর্গ।

রাজা এই কথা বলিলে বিশ্বামিত্র প্রসন্ন হইয়া রাজাকে মিষ্ট বাক্যে বলিলেন তুমি আসিয়াছ, বেশ হইয়াছে, আমি তোমাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানি। আমি তোমায় আশ্রয় দিলাম, তুমি ভয় করিও না। যে সকল মহর্ষিরা যজ্ঞ-কার্য্যে সাহায্য করেন আমি তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিব, তখন তুমি সুখে যজ্ঞ করিবে। গুরুর শাপ হেতু তোমার এই যে রূপ হইয়াছে, তুমি এইরূপেই সশরীরে স্বর্গে যাইবে। তুমি যখন আমার আশ্রয় লইয়াছ, তখন আমি মনে করি স্বর্গ তোমার হাতেরই মধ্যে রহিয়াছে।

এই কথা বলিয়া তিনি পুত্রদিগকে ডাকাইয়া যজ্ঞের উদ্যোগ করিবার আজ্ঞা দিলেন। শিষ্যদিগকে বলিলেন, তোমরা আমার আজ্ঞায় সমস্ত ঋষিদিগকে আনয়ন কর। বশিষ্ঠের পুত্রেরাও যেন আইসেন। যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের শিষ্য, সুহৃৎ এবং যজ্ঞে ব্রতীগণও যেন আইসেন। আমার কথা শুনিয়া যদি কেহ কোন কথা বলে, সমস্ত আমাকে বিস্তার করিয়া বলিও। বিশ্বামিত্রের আজ্ঞা পাইয়া শিষ্যগণ চারিদিকে গমন করিল।

সকল দেশ হইতেই বেদবিৎ পণ্ডিত সকল আসিতে লাগিলেন। শিষ্যেরাও আসিয়া সমস্ত ঋষিদিগের কথা বিশ্বামিত্রকে নিবেদন করিল, এবং বলিল, আপনার কথা

শুনিয়া সকল দেশের ব্রাহ্মণেরাই আসিতেছেন, কেবল মহোদয় নামক ঋষি আসিবেন না এবং বশিষ্ঠের সন্তানেরাও আসিবেন না। তাঁহারা কোপান্বিত হইয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, শুনুন। চণ্ডালের যজ্ঞ, এবং ক্ষত্রিয় যাজক দেবতারা এবং ঋষিরা সে যজ্ঞে হবিঃ ভোজন করিবেন? মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা চণ্ডালের অন্ন খাইয়া কি প্রকারে স্বর্গে যাইবেন? বিশ্বামিত্রই বা কি প্রকারে তাহাদিগকে পালন করিবেন।

তাঁহাদের কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্রের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমি উগ্র, কঠোর তপস্যা করিতেছি, আমার শরীরে দোষ নাই। যে দুরাত্মারা আমাকে দোষ দেয়, তাহারা শীঘ্রই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। হে যমরাজ! তুমি অদ্যই কাল-পাশ দ্বারা তাহাদের সংহার কর। সাত শত জন্ম তাহারা মুষ্টিক নামে হীন জাতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া নিরন্তর কুকুর মাংস ভক্ষণ করুক, এবং শবের বস্ত্র পরিধান করুক। তাঁহাদের রূপ বিকৃত হউক, তাহাদের আচার বিকৃত হউক, তাহারা সমস্ত লোকের সেবা করুক। দুর্বুদ্ধি মহোদয়ও আমার নামে দোষ দিয়াছে। অতএব সে সকল লোকের ঘৃণিত চণ্ডাল হউক। আর তাহার যেন দয়া না থাকে, সে যেন জীবের প্রাণহিংসা করিয়া বেড়ায়। আমার ক্রোধ হেতু তাহার যেন বহুকাল পর্য্যন্ত এই দুর্গতি থাকে।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে বশিষ্ঠপুত্রদিগের প্রতি বিশ্বামিত্রের শাপ নামক উনষাইট সর্গ সমাপ্ত।

ষাটি সর্গ।

বশিষ্ঠের পুত্রগণ ও মহোদয় তপোবলে নিহত হইয়াছেন জানিয়া বিশ্বামিত্র মুনিদের মধ্যে বলিতে লাগিলেন, ইনিই ত্রিশঙ্কু নামে ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা। ইনি ধার্ম্মিক ও দাতা। আপনারা আমার সহিত এইরূপ যজ্ঞ আরম্ভ করুন যে ইনি সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন। তখন সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিরা এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, এই কুশিকনন্দন ঋষি অত্যন্ত উগ্র-স্বভাব। ইনি যাহা বলিতেছেন, তাহা নিশ্চয়ই করিতে হইবে। ইনি অগ্নিতুল্য; না করিলে, আমাদিগকে শাপ দিবেন। অতএব বিশ্বামিত্রের তেজে যাহাতে ইক্ষ্বাকুনন্দন সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন, তাহার জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করুন এবং সকলে সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান করুন।

এইকথা বলিয়া ঋষিরা সকলে নিজ নিজ কার্য্য আরম্ভ করিলেন। মহাতেজা বিশ্বামিত্র নিজেই যজ্ঞের যাজক হইলেন এবং মন্ত্রজ্ঞ পুরোহিতেরা কল্প শাস্ত্র অনুসারে বিধিমত মন্ত্র পড়িয়া যথাক্রমে সমস্ত কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। অতঃপর বহুকালের পর মহাতপা বিশ্বামিত্র যজ্ঞভাগ লইবার জন্য দেবতাদিগকে আহ্বান করিলেন। দেবতারা আসিলেন না। তখন বিশ্বামিত্র ক্রোধান্বিত হইয়া রোষভরে স্রুব্ উত্তোলন করিয়া বলিলেন, হে মহারাজ! আমি যে তপ অর্জ্জন করিয়াছি, তাহার বীর্য্য

দেখুন। আমি নিজের তেজে তোমাকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাইয়া দিব। হে রাজন! তুমি সশরীরে দুর্লভ স্বর্গে গমন কর। আমি যে তপস্যা করিয়াছি, যদি তাহার কিছুমাত্র ফল থাকে, তবে তাহারই তেজে তুমি সশরীরে স্বর্গে যাও। বিশ্বামিত্র এইকথা বলিলে মুনিরা সকলে দেখিতে লাগিলেন, ত্রিশঙ্কু রাজা সশরীরে স্বর্গে যাইতেছেন।

ত্রিশঙ্কু স্বর্গলোকে গমন করিলে, ইন্দ্র দেবগণের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, হে ত্রিশঙ্কু! তুমি ফিরিয়া যাও। স্বর্গে তোমার স্থান হইবে না। তুমি গুরুত্ব শাপে নষ্ট হইয়াছ। তোমার মস্তক নিম্নদিকে এবং পদদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে হউক। তুমি এইভাবে পৃথিবীতে পড়।

ইন্দ্র এই কথা বলিলে ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের নাম ধরিয়া "ত্রাহি ত্রাহি" চীৎকার করিতে করিতে পড়িতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র তাহার চীৎকার শুনিয়া বলিলেন, "তিষ্ঠ, তিষ্ঠ"। এবং ঋষিদিগের মধ্যে থাকিয়াই দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় সপ্তর্ষি মণ্ডল সৃষ্টি করিবার জন্য সমস্ত নক্ষত্রদিগকে সৃষ্টি করিলেন। ঋষিদিগের মধ্যে দক্ষিণদিকে থাকিয়া ক্রোধে কম্পান্বিত হইয়া নক্ষত্রসমূহ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, হয় অন্য ইন্দ্র সৃষ্টি করিব, না হয় বিশ্বে ইন্দ্র থাকিবে না। এই বলিয়া তিনি ক্রোধভরে দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন সুর অসুর ও ঋষিগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া বিনয় পূর্ব্বক বিশ্বমিত্রকে বলিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ! এই রাজা গুরুর শাপে নষ্ট হইয়াছেন, ইনি সশরীরে স্বর্গে যাইবার কোন মতেই উপযুক্ত নহেন। দেবতাদিগের কথা

শুনিয়া বিশ্বামিত্র তাঁহাদের সকলকে বলিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যাইবেন। আমার আমার প্রতিজ্ঞা কখন মিথ্যা করিতে পারিব না। ত্রিশঙ্কু রাজা, সশরীরে স্বর্গে গিয়া চিরকাল বাস করুন। নক্ষত্র সকল স্থায়ী হউক। যতদিন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল থাকিবে, ততদিন আমার কৃত নক্ষত্রাদিও থাকিবে, আপনারা এইটী আমায় অনুমতি করুন। দেবতারা বলিলেন তাহাই হউক। আপনার নক্ষত্রগণ অনাদি জ্যোতিশ্চক্রের বাহিরে থাকুক, এবং সেই নক্ষত্র সমূহের মধ্যে ত্রিশঙ্কু নিম্ন মস্তক হইয়া দেবতার ন্যায় উজ্জ্বল শরীরে অবস্থিতি করুন। এই সকল নক্ষত্র কীর্ত্তিমান রাজা ত্রিশঙ্কুর অনুগমন করিবে। দেবতারা সকলে স্তব করিতে আরম্ভ করিলে মহাত্মা বিশ্বামিত্র, ঋষিগণের মধ্যে বলিলেন "তথাস্তু"। তখন দেবগণ ও ঋষিগণ যিনি যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি সেইখানেই ফিরিয়া গেলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে নূতন পৃথিবী সৃষ্টি নামক ষাটি সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টি সর্গ।

ঋষিগণ প্রস্থান করিলে, বিশ্বামিত্র বনবাসীদিগকে বলিলেন, দক্ষিণদিকে তপস্যার অত্যন্ত বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। অতএব আমরা অন্য দিকে যাইয়া তপ আরম্ভ করিব। পশ্চিমদিক অতি বিস্তৃত। আমরা পুষ্কর তীর্থের তপোবনে তপস্যা আরম্ভ করিব। সেই তপোবন অতি সুন্দর স্থান। এই কথা বলিয়া মহামুনি পুষ্করতীর্থে তপস্যা আরম্ভ করিলেন, ফল ও মূলমাত্র তাঁহার আহার হইল।

এই সময়ে অম্বরীষ নামে অযোধ্যার রাজা যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে ইন্দ্র তাঁহার পশু চুরি করিলেন। পশুকে দেখিতে না পাইয়া পুরোহিত রাজাকে বলিলেন হে রাজন! আমরা যে পশু সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা তোমার পাপে পলায়ন করিল। যে রাজা প্রজা পালন করিতে না পারে, নানা দোষে তাহার নাশ হয়। ইহার এক মহা প্রায়শ্চিত্ত আছে। কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে হয় পশু, না হয় একজন মনুষ্য আনয়ন কর। উপাধ্যায়ের কথা শুনিয়া রাজা পশুর অন্বেষণে বাহির হইলেন, এবং তাহার পরিবর্ত্তে হাজার গরু দিবেন স্বীকার করিয়া নিজদেশ, জনপদ, নগর, বন, আশ্রম, অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক অন্বেষণের পর তিনি দেখিলেন, ব্রহ্মর্ষি ঋচীক ভার্য্যা এবং পুত্রের সহিত পর্ব্বতশৃঙ্গে বসিয়া আছেন।

তাঁহার শরীর তপস্যায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, রাজর্ষি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বিস্তর স্তব ও স্তুতি করিলেন। সকল বিষয়ে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে বলিলেন, আমি শত সহস্র গরু দিতেছি, যদি আপনি আমাকে একটী সন্তান বিক্রয় করেন, তাহা হইলে পশুর পরিবর্ত্তে তাহাকে ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য্য হই। আমি সমস্ত দেশ অন্বেষণ করিয়াছি, কোথাও যজ্ঞের পশু পাইলাম না, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটী সন্তান দিন।

ঋচীক বলিলেন "আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোন মতেই বিক্রয় করিতে পারিব না। পুত্রদিগের মাতা বলিলেন "ভগবান ভার্গব বলিয়াছেন জ্যেষ্ঠ পুত্র বিক্রয় করিতে নাই। কনিষ্ঠ পুত্র আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব আমি তাহাকে দিব না। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার প্রিয় হয়, এবং কনিষ্ঠ মাতার প্রিয় হয়। অতএব আমি কনিষ্ঠকে রাখিব"। মুনিপত্নী এই কথা বলিলে, মধ্যম শুনঃশেফ স্বয়ং বলিয়া উঠিলেন, পিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিক্রয় করিবেন না। মাতা কনিষ্ঠকে বিক্রয় করিবেন না। মধ্যমকেই বিক্রয় করা তাঁহাদের মত। অতএব রাজপুত্র! তুমি আমাকে লইয়া চল। ব্রহ্মর্ষির কথা শেষ হইলে রাজা কোটি কোটি স্বর্ণ ও রৌপ্য, রাশি রাশি রত্ন এবং শত সহস্র গরু দিয়া শুনঃশেফকে রথে তুলিয়া লইয়া অত্যন্ত আনন্দ মনে গমন করিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে শুনঃসেফ ক্রয় নামক একষট্টি সর্গ সমাপ্ত।

বাষট্টি সর্গ।

শুনঃশেফকে লইয়া রাজা মধ্যাহ্ন সময়ে পুষ্করতীর্থে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্রাম কালে মহাযশা শুনঃশেফ পধান পুষ্করে আসিয়া বিশ্বামিত্রের দর্শন পাইলেন। দেখিলেন, তিনি ঋষিদিগের মধ্যে তপস্যা করিতেছেন। শুনঃশেফ্ শ্রম ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া বিষন্নবদনে অত্যন্ত দীনভাবে ঋষির ক্রোড়ে গিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন আমার পিতা,মাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু কিছুই নাই। আপনি আমা ধর্ম্মতঃ রক্ষা করুন। আপনিই সকলের ত্রাণকর্ত্তা, আপনিই সকলের ইষ্টদাতা। যাহাতে রাজা কৃতকার্য্য হন এবং আমি দীর্ঘায়ুঃ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া তপস্যার দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হই, তাহার উপায় করিয়া দিন। আপনি অনাথের নাথ, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পিতা যেরূপ পুত্রকে রক্ষা করেন সেইরূপ আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।

বিশ্বামিত্র, তাঁহাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিয়া পুত্রগণকে এই কথা বলিলেন, পিতা যে পরলোকহিতের জন্য সন্তান উৎপাদন করে, এক্ষণে তাহার কাল উপস্থিত হইয়াছে। এই মুনিপুত্র আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁর জীবন রক্ষা করিয়া আমায় সন্তুষ্ট কর। তোমরা সকলেই কৃতকর্ম্মা, তোমরা সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ, এই রাজার পশু হইয়া অগ্নির তৃপ্তি সম্পাদন কর, শুনঃশেফের

ও উদ্ধার হউক এবং নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞও সম্পন্ন হউক, দেবতারা তৃপ্ত হউন এবং আমার কথাও থাকুক।

মুনির কথা শুনিয়া মধুচ্ছন্দাদি পুত্রেরা অভিমান ভরে পরিহাস করিয়া বলিলেন একি! আপনি আপনার পুত্রগণকে ত্যাগ করিয়া পর পুত্রকে উদ্ধার করিতেছেন। এটী অতি অকার্য্য, ইহা ঠিক নিজমাংস নিজেই ভোজনের ন্যায়।

পুত্রদিগের এই কথা শুনিয়া, মুনিবরের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমরা নির্ভয়ে পিতার সম্মুখে এই ধর্ম্ম বিগর্হিত কথা বলিলে এবং আমার কথা লঙ্ঘন করিলে, যাহা বলিলে তাহা অতি দারুণ কথা, শুনিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। অতএব তোমরা বশিষ্ঠ সন্তানদিগের ন্যায় কুক্কুর মাংস ভোজী হইয়া সহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস কর।

পুত্রদিগকে এইরূপে শাপদিয়া শুনঃশেফকে আশ্রয় দিয়া মহর্ষি তাহাকে কাতর দেখিয়া বলিলেন যখন গায়ে রক্তমাল্য ও রক্ত অনুলেপন দিয়া পবিত্র পাশদ্বারা তোমায় যূপে আবদ্ধ করিবে, তখন তুমি অগ্নির স্তব করিবে। তখন অম্বরীষের যজ্ঞস্থলে এই দুইটী গাথা গান করিবে, তাহা হইলে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।

শুনঃশেফ মনোযোগ পূর্ব্বক দুইটী গাথা গ্রহণ করিলেন এবং শীঘ্র অম্বরীষকে বলিলেন, রাজসিংহ! আসুন আমরা শীঘ্র যাই। আপনি আপনার যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

ঋষিপুত্রের এই কথা শুনিয়া রাজা আনন্দিত হইয়া অবিলম্বে শীঘ্র শীঘ্র যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইলেন। সদস্য-

দিগের অনুমতি লইয়া এবং রক্তবস্ত্র পরাইয়া তাহাকে কুশনির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা যূপে আবদ্ধ করিলেন। যূপে বদ্ধ হইয়া মুনিপুত্র বিশ্বামিত্র প্রদত্ত গাথা গান করিতে লাগিলেন। তখন এই গোপনীয় স্তবে তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র শুনঃশেফ্‌কে দীর্ঘ আয়ুঃ প্রদান করিলেন। রাজাও ইন্দ্রের অনুগ্রহে যজ্ঞের বহুগুণ ফললাভ করিলেন।

ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্রও আবার পুষ্করে দশশত বৎসর তপস্যা করিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে শুনঃসেফ রক্ষা সংবাদ নামক বাষট্টি সর্গ সমাপ্ত।

তেষট্টি সর্গ।

হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে মুনি যখন ব্রত সমাপন করিয়া স্নান করিলেন তখন দেবতারা বর দিতে আসিলেন। ব্রহ্মা মিষ্টবাক্যে বলিলেন তুমি আপনার কর্ম্মবলে ঋষি হইলে। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা স্বর্গে চলিয়া গেলেন, বিশ্বামিত্র আবার তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বহুকাল পরে মেনকা নামে অপ্সরা পুষ্কর তীর্থে স্নান করিতে আসিল। বিশ্বামিত্র ঋষি দেখিলেন মেনকার রূপ ভুবনে অতুল, যেন মেঘে বিদ্যুত ঝলসিতেছে। কামবাণে বিদ্ধ হইয়া মুনি তাঁহাকে বলিলেন,তুমি আসিয়াছ, বড় ভালহইয়াছে। আমার আশ্রমে বাস কর। আমি মদনবাণে বিমোহিত হইয়াছি, আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। এই কথা শুনিয়া মেনকা তথায় বাস করিলেন; বিশ্বামিত্রের তপস্যায় মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। মেনকার সহিত একত্রে মুনির দশ বৎসর সুখে কাটিয়া গেল। কিছুকাল গত হইলে মহামুনি বিশ্বামিত্র একটু লজ্জিত হইলেন এবং চিন্তা ও শোকে আকুল হইলেন। তখন তাঁহার ক্রোধ হইল। মনে হইল, দেবতারা তপ অপহরণ করার জন্য এই কর্ম্ম করিয়াছেন। ভাবিলেন, হায়! আমি কাম ও মোহে অভিভূত হইয়া "আর এক দিন" "আর এক দিন" করিয়া দশ বৎসর কাটাইয়া দিয়াছি,আজ কি বিঘ্নই উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাবিয়া মুনিবর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ-

করিলেন ঋষির ভাব দেখিয়া মেনকা ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া হাত যোড় করিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল। বিশ্বামিত্র মিষ্টবাক্যে তাহাকে বিদায় দিলেন এবং উত্তর পর্ব্বতে গমন করিলেন। তিনি কাম রিপু জয় করিবার জন্য নৈষ্ঠিক ব্রত আচরণ করিবার মানসে কৌশিকী তীরে ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। উত্তর পর্ব্বতে হাজার বৎসর তপস্যা হইয়া গেলে দেবতাদিগের মহাভয় উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলে ঋষিগণের ও ব্রহ্মার সহিত একত্রে আসিয়া তাহার অনেক সাধুবাদ করিলেন এবং তাঁহাকে মহর্ষি উপাধি দিলেন। দেবতাদিগের কথা শুনিয়া পিতামহ ব্রহ্মা মধুর বাক্যে বিশ্বামিত্র কে বলিলেন বৎস! আমরা তোমার কঠোর তপস্যায় তৃপ্ত হইয়া তোমাকে ঋষিদিগের শ্রেষ্ঠ করিয়া দিলাম এবং মহর্ষি উপাধি দিলাম।

ব্রহ্মার কথা শুনিয়া তপোধন বিশ্বমিত্র নমস্কার করিয়া করযোড়ে বলিলেন, যদি আমার কর্ম্মের জন্য অতুল ব্রহ্মর্ষি উপাধি না দেন তাহা হইলে আমি জিতেন্দ্রিয় কিরূপে হইব।

তুমি জিতেন্দ্রিয় নও, তুমি এখনও চেষ্টাকর ,বলিয়া ব্রহ্মা স্বর্গে গমন করিলেন।

দেবতারা প্রস্থান করিলে বিশ্বামিত্র মুনি ঊর্দ্ধ বাহু আশ্রয়হীন হইয়া, বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চতপা করিতেন, বর্ষায় অনাবৃত স্থানে তপস্যা করিতেন, শীতকালে জলে শয়ন করিয়া রাত্রি দিন থাকিতেন। এই রূপে হাজার বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিলেন, এইরূপ ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিলে দেবতাদিগের ও ইন্দ্রের ঘোর-

ভর সন্তাপ উপস্থিত হইল। তিনি মরুৎ নামক দেবগণের সহিত আপনার মঙ্গল ও বিশ্বামিত্রের অমঙ্গলের জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্র তপস্যা নামক তেষট্টি সর্গ সমাপ্ত।

চৌষট্টি সর্গ।

হে রম্ভে! তোমায় দেবতাদিগের একটী মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইবে। কৌশিককে লোভ দেখাইয়া কাম ও মোহে অভিভূত করিতে হইবে।

ইন্দ্র অপ্সরাকে এই কথা বলিলে সে লজ্জিত হইয়া হাতযোড় করিয়া বলিল, দেবরাজ! বিশ্বামিত্র মুনি অতি ভয়ানক লোক। তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবেন এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবেন। তাঁহাকে আমি বড় ভয় করি, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

রম্ভা ভীত হইয়া এই কথা বলিলে, ইন্দ্র দেখিলেন সে হাতযোড় করিয়া কান্দিতেছে। তখন বলিলেন রম্ভে! আমার আজ্ঞা পালন কর। বসন্তকালে যখন বৃক্ষ সকল দেখিতে সুন্দর হইবে সেই সময়ে কোকিল ও মদনের সহিত আমি স্বয়ং তোমার পার্শ্বে থাকিব। তুমি নানা প্রকার হাব-ভাব প্রকাশ করিয়া ঋষির তপোভঙ্গ করিও।

সে এই কথা শুনিয়া ভাল করিয়া বেশভূষা করিল এবং বিশ্বামিত্রকে লোভ দেখাইতে লাগিল। কোকিল ডাকিতেছে শুনিয়া বিশ্বামিত্র, সেই দিকে কাণ দিয়া রহিলেন এবং অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া উহাকে দেখিতে লাগিলেন। কোকিলের শব্দে, রম্ভার রূপে এবং চমৎকার গানে ঋষির সন্দেহ হইল। বিশ্বামিত্র এ সমস্ত ইন্দ্রের চাতুরী বুঝিয়া

ক্রোধান্বিত হইয়া রম্ভাকে শাপ দিলেন। আমি কাম ও ক্রোধ জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তুমি এই সময় আমাকে লোভ দেখাইতেছ, অতএব তুমি দশ হাজার বৎসর শিলাময়ী হইয়া থাকিবে। মহাতেজা তপোবলবিশিষ্ট একজন ব্রাহ্মণ আমার শাপ হইতে তোমায় উদ্ধার করিবে। বিশ্বামিত্র এইরূপে শাপ দিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না বলিয়া অত্যন্ত মনস্তাপ পাইলেন। তাঁহার শাপে রম্ভাও তৎক্ষণাৎ শিলাময়ী হইয়া গেল।

মহর্ষির কথা শুনিয়া ইন্দ্র ও মদন পলায়ন করিল, কোপে তপঃক্ষয় হইল দেখিয়া বিশ্বামিত্র,যতক্ষণ ইন্দ্রিয় জয় না হইল, ততক্ষণ শান্তি লাভ করিলেন না। তপস্যা নষ্ট হইলে উহাঁর মনে চিন্তা হইল, যে এরূপ ক্রোধ আর করিব না, কখন কথা কহিব না এবং শত শত বৎসর কখন নিশ্বাস ত্যাগ করিব না। আমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব না পাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হইয়া শরীর শুষ্ক করিব, নিশ্বাস ত্যাগ করিব না, কিছু খাইব না, এই ভাবে বহুদিন বাস করিব। আমি তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে আমার শরীরের অবয়ব ক্ষয় হইবে না।

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করিলেন। পৃথিবীতে এরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা ও কঠোর নিয়ম কেহ কখন দেখে নাই।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে রম্ভার শাপ নামক চৌষট্টি সর্গ সমাপ্ত।

পঁয়ষট্টি সর্গ।

তখন মহামুনি উত্তরদিক ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে গিয়া দারুণ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। হাজার বৎসর মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া তিনি এরূপ ঘোরতর তপস্যা করিলেন যে সেরূপ আর কেহ কখন করে নাই। হাজার বৎসর গত হইলে পর মুনি কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া উঠিলেন এবং চারিদিক হইতে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিল, কিন্তু তিনি এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন যে, ক্রোধ কিছুতেই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিল না। হাজার বৎসর গত হইলে যখন প্রথম অন্ন ভোজন করিতে আরম্ভ করিতেছেন এমন সময় ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সেই সিদ্ধ অন্ন প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণকে সেই সমস্ত সিদ্ধ অন্ন দিয়া বিশ্বামিত্র অভুক্তই রহিলেন। মৌনব্রত ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণকে কিছুই বলিলেন না। যেমন নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া মৌনভাবে ছিলেন ঠিক্ সেইরূপেই রহিলেন। তিনি কিছুদিন নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিলে, তাঁহার মস্তক হইতে ধূমকেতু উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং সমস্ত ত্রৈলোক্য সেই ধূমকেতুর প্রভাবে আলোকিত হইয়া উঠিল।

তখন দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, উরগ, রাক্ষস প্রভৃতি সকলেই উহাঁর তপস্যায় মোহিত এবং তেজে প্রভাহীন হইয়া দুঃখিতভাবে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,

আমরা নানা উপায়ে বিশ্বামিত্রকে লোভ দেখাইলাম এবং তাঁহার ক্রোধ জন্মাইবার চেষ্টাও করিলাম। কিন্তু ক্রমেই তাঁহার তপস্যা বৃদ্ধি হইতেছে। উহাঁর এতটুকুও পাপ দেখা যাইতেছে না। যদ্যপি উহাঁর মনোমত বর না দেওয়া হয়, তাহা হইলে বোধ হয় উনি চরাচরের সহিত সমস্ত ত্রৈলোক্য বিনষ্ট করিবেন। উহাঁর তপস্যায় দিক সকল ব্যাকুলিত হইয়াছে। কিছুই প্রকাশ হইতেছে না। সাগর বিলোড়িত হইতেছে, পর্ব্বত বিদীর্ণ হইতেছে, পৃথিবী কম্পিত হইতেছে, চারি দিক হইতে ঝঞ্ঝা বায়ু বহিতেছে। হে ব্রহ্মণ। কি প্রকারে ইহার প্রতিকার হয় আমরা তাহা জানি না। লোক সকল নাস্তিক হইয়া যাইতেছে। ত্রৈলোক্যবাসীগণের চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়া তাহারা যেন মুগ্ধ হইতেছে। মহর্ষির তেজোবলে সূর্য্যও নিষ্প্রভ হইতেছেন। যতক্ষণ না তিনি জগৎ নাশ করিতে সংকল্প করেন তাহারই মধ্যে সেই অগ্নি-রূপী মহামুনির মনোরথ পূর্ণ করা উচিত। পূর্ব্বে যেমন কালাগ্নি ত্রৈলোক্য দাহ করিয়াছিল, সেইরূপ আবার ত্রৈলোক্য দাহের উপক্রম হইয়াছে। যদ্যপি তিনি দেব-রাজ্যও প্রার্থনা করেন, তবে তাঁহাকে দেবরাজ্যই প্রদান করুন।

তখন দেবতারা সকলে,ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে মিষ্ট করিয়া বলিতে লাগি-লেন, ব্রহ্মর্ষে। তোমার মঙ্গল হউক। তোমার তপস্যায় আমরা তুষ্ট হইয়াছি তুমি কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করি-য়াছ। আমরা তোমায় দীর্ঘ আয়ুঃ প্রদান করিব, তোমার

মঙ্গল হউক, তুমি সুখে যথাস্থানে গমন কর। তাহাদের কথা শুনিয়া, সমস্ত দেবতাদিগকে নমস্কার করিয়া, মহা আনন্দিত চিত্তে মহামুনি বলিতে লাগিলেন, যদি আমি ব্রাহ্মণত্ব পাইয়া থাকি এবং আমার দীর্ঘ আয়ুঃ হয়, ওঁকার বষট্‌কার এবং বেদ সকল আমায় বরণ করুক। ক্ষত্রিয় বেদবিদদিগের এবং ব্রাহ্মণ বেদবিৎদিগের শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মার পুত্র, বশিষ্ঠও যেন আমায় ব্রহ্মর্ষি বলেন। আমার এই চূড়ান্ত মনোরথ সিদ্ধ করিয়া দিয়া দেবতা ও ঋষিগণ প্রস্থান করুন। পরে দেবতারা বশিষ্ঠের স্তব স্তুতি করিলেন, তিনি "তাহাই হউক" বলিয়া বিশ্বামিত্রের সহিত বন্ধুত্ব করিলেন। দেবতারাও "তুমি ব্রহ্মর্ষি, তাহাতে সন্দেহ নাই, তোমার সকল অভিলাষই পূর্ণ হইবে" বলিয়া আপন আপন স্থানে চলিয়া গেলেন। ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া তপস্বীশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে সম্যকরূপে পূজা করিলেন। এইরূপে মনস্কামনা সিদ্ধি হইলে তপ করিতে করিতেই তিনি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিলেন।

শতানন্দ, এইরূপে রামের নিকট বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান শেষ করিয়া বলিলেন "এইরূপে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ ও বীর্য্যের আধার।" এই বলিয়া শতানন্দ নিবৃত্ত হইলেন।

শতানন্দের কথা শুনিয়া, রাম ও লক্ষ্মণের সম্মুখেই রাজা জনক হাতযোড় করিয়া, বিশ্বামিত্রকে বলিলেন আমিই ধন্য। আমার প্রতি আপনার অতিশয় অনুগ্রহ, যে আপনি কাকুৎস্থের সহিত আমার যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনার দর্শনে আমি পবিত্র হইয়াছি, আপনার দর্শনে আমার অনেক লাভ হই-

য়াছে। আপনার যে মহৎ তপস্যার কথা কীর্ত্তিত হইতেছিল তাহা আমি শুনিয়াছি, রাম শুনিয়াছেন এবং যে সকল সদস্য সভায় উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহারাও শুনিয়াছেন। আপনার গুণের কথাও আমরা জানি। আপনার তপ অপরিমিত, আপনার বল মনে ধারণ করা যায় না,আপনার গুণেরও ইয়ত্তা নাই। এই সকল আশ্চর্য্য কথা শুনিয়াও আমার তৃপ্তি হইতেছে না। কিন্তু কর্ম্মকাল অতিক্রম হইয়া যায়, সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। কালি প্রভাতে আমার সহিত আবার সাক্ষাৎ হইবে। আপনি আসিয়াছেন বড়ই ভাল হইয়াছে, আমায় অনুমতি করুন।

এই কথা শুনিয়া মুনিবর জনককে অনেক প্রশংসা করিয়া সন্তুষ্টমনে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। জনক ও এই কথা বলিয়া উপাধ্যায় ও বান্ধবদিগের সহিত মহামুনিকে প্রদক্ষিণ করিলেন। মহাত্মাদিগের পূজা গ্রহণ করিয়া বিশ্বামিত্র এবং রাম ও লক্ষ্মণের সহিত নিজ আবাসে গমন করিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ নামক পঁয়ষট্টি সর্গ সমাপ্ত।

ছষষ্টি সর্গ।

পরদিন প্রভাত কালে রাজা রাজকর্ম্ম সমাপন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করিলেন এবং শাস্ত্র অনুসারে তাঁহার ও রাম লক্ষ্মণের সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন আমার দেশে আপনার আগমনে, আমি কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। আমি আপনার কি করিব আজ্ঞা করুন, আমি আপনার আজ্ঞাধীন।

মহাত্মা জনকের এই কথা শুনিয়া মুনিবর বলিলেন ইহাঁরা দশরথের পুত্র, ইহাঁদের নাম লোকবিখ্যাত। তোমার নিকট যে ধনু আছে ইহাঁরা তাহা দেখিতে আসিয়াছেন। সেইটী ইহাঁদের দেখাও। তাহা হইলে ইহাঁদের মনোরথ সিদ্ধ হয়। ধনু দেখিয়াই ইহাঁরা যথাস্থানে প্রস্থান করিবেন।

জনক এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে জন্য এই ধনু এই-স্থানে রহিয়াছে তাহা শ্রবন করুন। নিমিরাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবরাত নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনিই নিমির নিকট এই ধনু গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ নাশকালে মহাদেব এই ধনুদ্বারা রোষভরে দেবতাদিগকে ধ্বংস করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, হে দেবগণ, আমি ভাগার্থী, যে হেতু তোমরা আমায় ভাগ দিতেছ না, অতএব আমি তোমাদিগের সুন্দর শরীর ধনুদ্বারা নষ্ট করিব। তখন দেবতারা বিমনা হইয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব সেই স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, দেবদেবের এই প্রধান ধনু তাহাদিগকে দান

করিলেন। তাঁহারা আমার পূর্ব্বপুরুষের নিকট ধনু গচ্ছিত রাখিলেন। পরে এক দিন ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে করিতে লাঙ্গলের মুখ হইতে এক কন্যা উত্থিত হইল। ক্ষেত্র শোধন করিতে পাইয়াছি বলিয়া তাহার নাম সীতা রাখিলাম। মাটীর ভিতর হইতে উঠিয়া, আমার কন্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। আমি পণ করিলাম, যে বীর হইবে তাহাকেই আমার এই অযোনিসম্ভবা কন্যা দান করিব। নানা দেশ হইতে রাজারা আমার সেই কন্যাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু আমার ঐ পণ ছিল বলিয়া, আমি কাহাকেও কন্যা দান করি নাই। তখন রাজগণ একত্র হইয়া ধনুর বল পরীক্ষার জন্য মিথিলায় আসিলেন এবং আমিও তাঁহাদের বল পরীক্ষার জন্য শিবের ধনু আনয়ন করাইলাম। কিন্তু কেহই সেই ধনুটী গ্রহণ করিতে পারিল না। এমন কি তুলিতেও কাহার সামর্থ হইল না। বীর্য্য অল্প জানিয়া আমি তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কন্যা দিলাম না। ধনু তুলিবার ত কাহারও সাধ্য হইল না কিন্তু সকলে কুপিত হইয়া মিথিলা নগরী অবরোধ করিলেন। আমি তাঁহাদের অবমান করিয়াছি ভাবিয়া তাঁহারা মিথিলাপুরীর উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। এইরূপে এক বৎসর গত হইল। এই এক বৎসরের যুদ্ধে আমার সমস্ত যুদ্ধের উপকরণ ফুরাইয়া গেল। আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তপস্যা দ্বারা সমস্ত দেবগণকে প্রসন্ন করিলাম। তাঁহারা আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া আমাকে চতুরঙ্গ বল প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তখন বীরত্বশূন্য রাজগণ আমার

সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অমাত্যদিগের সহিত যে, যে দিকে পাইল সে, সেই দিকে পলায়ন করিল। আমি রামকে সেই ধনু দেখাইব। যদি রাম এই ধনুতে গুণ দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই অযোনিজ কন্যা প্রদান করিব।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ধনুক বৃত্তান্ত কীর্ত্তন নামক ছয়ষট্টি সর্গ সমাপ্ত।

সাতষটি সর্গ

জনকের কথা শুনিয়া মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বলিলেন "তবে ধনু দেখান।" রাজা ভৃত্যদিগকে স্বর্গীয় ধনু গন্ধমাল্যে ভূষিত করিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন। ধনুটী লৌহনির্ম্মিত, একটী প্রকাণ্ড আবরণে আবৃত। উহা আট চক্রবিশিষ্ট একখানি প্রকাণ্ড শকটের উপর স্থাপিত ছিল। রাজার পাঁচ হাজার লোক—হৃষ্টপুষ্ট মহা বলবান—প্রকাণ্ড শরীর—সেই শকট ঠেলিতে ঠেলিতে অতি কষ্টে সভামধ্যে উপস্থিত করিল। আবরণের মধ্যস্থিত লৌহময় ধনু আনিয়া ভৃত্যেরা জনককে বলিলঃ—সকল রাজারাই এ ধনুর পূজা করিয়াছেন, যদি দেখাইতে ইচ্ছা হয় দেখান। তাহাদের কথা শুনিয়া জনক রাজা হাতযোড় করিয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্র এবং রাম লক্ষ্মণ এই দুই জনকে বলিলেন জনকবংশীয়েরা যে ধনুর পূজা করেন সে ধনু এই। অন্যান্য রাজারাও এই ধনু তুলিতে এবং গুণ দিতে না পারিয়া ইহার পূজা করিয়াছেন। দেবগণ, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর এবং মহোরগ কেহই ইহাতে জ্যা দিতে পারেন নাই। এ ধনু উত্তোলন করিতে, আস্ফাল করিতে, ইহাতে গুণ দিতে, বাণ দিতে এবং আকর্ষণ করিতে মনুষ্যের কিছুমাত্র শক্তি নাই।

বিশ্বামিত্র জনকের কথা শুনিয়া বলিলেন "বৎস রাম! ধনুক দেখ।" মহর্ষির কথা শুনিয়া রাম যেখানে ধনুক আছে

সেইখানে গিয়া তাহার আবরণ খুলিয়া ধনুক দেখিলেন এবং বলিলেন আমি এই স্বর্গীয় ধনু হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি এবং তুলিতে ও আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করি। রাজা ও মুনি বলিলেন উত্তম।

হাজার হাজার লোক চারি দিক হইতে দেখিতে লাগিল। রামচন্দ্র মুনির কথা শুনিয়া অনায়াসে ধনুকের মাঝখানে ধরিলেন, অনায়াসে তাহাতে গুণ দিলেন, অনায়াসে আকর্ষণ করিলেন। তখন সেই হরধনু, প্রলয় ঝটিকার ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া মাঝখানে ভাঙ্গিয়া গেল; ভূমিকম্প হইল, পর্ব্বত যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে শব্দে মোহিত হইয়া মনুষ্যগণ মাটিতে পড়িয়া গেল। কেবল রাজা,মুনি,রাম ও লক্ষ্মণ পড়িলেন না। জনগণের মূর্চ্ছাভঙ্গের পর রাজা নির্ভয়ে করযোড়ে মুনিকে বলিলেন "আমি রামের বীর্য্য দেখিলাম ইহা অতি অদ্ভুত। আমি কখন এরূপ মনেও করি নাই এবং কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার কন্যা, দশরথের পুত্র রামকে স্বামী লাভ করিয়া এ বংশ উজ্জ্বল করিল। আমি "সীতাকে বীরের হাতে দিব" এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম আজ তাহা পূর্ণ হইল। আমার প্রাণের সীতা আমি রামকে দিব। আপনি অনুমতি করুন মন্ত্রিরা রথে চড়িয়া শীঘ্রই অযোধ্যায় যাউক। বিনয় বাক্যে রাজাকে আমার পুরীতে আনয়ন করুক এবং যাহাকে বীরের হস্তে দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহার বিবাহের কথাও বলুক। বিশ্বামিত্র তাহার পুত্রদিগকে ভাল করিয়া তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন এ সংবাদ দিউক এবং শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাকে এখানে আনয়ন করুক।

কৌশিক বলিলেন তথাস্তু। রাজা মন্ত্রিদিগকে আহ্বান করিয়া যাহা যাহা হইয়াছে জানাইবার জন্য ও রাজাকে আনিবার জন্য পত্র দিয়া তাহাদিগকে অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে হরধনুর্ভঙ্গ নামক সাতষট্টি সর্গ সমাপ্ত।

আটষট্টি সর্গ।

জনকের আজ্ঞা পাইয়া দূতেরা এত শীঘ্র যাইতে লাগিল যে, তাহাদের অশ্বেরা ক্লান্ত হইয়া উঠিল। তাহারা তিন রাত্রি পথে বাস করিয়া অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিল। জনক পাঠাইয়াছেন শুনিয়া সকলে তাহাদিগকে রাজপুরীতে লইয়া গেল, তথায় তাহারা দেবতুল্য দশরথ রাজাকে দেখিতে পাইল এবং নির্ভয়ে করযোড়ে মিষ্টবাক্যে বিনয় পূর্ব্বক বলিতে লাগিলঃ—মিথিলার রাজা জনক অগ্নিহোত্রে প্রবৃত্ত হইয়াও বারম্বার মিষ্টবাক্যে আপনার, আপনার উপাধ্যায়দিগের, পুরোহিতের ও ভৃত্যবর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কুশল জিজ্ঞাসার পর কৌশিকের অনুমতি লইয়া আপনাকে এই কথা বলিলেনঃ—"আপনি জানেন যে পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে বীরকে কন্যাদান করিব। বীর্য্যহীন রাজারা ক্রোধ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বিমুখ করিয়াছি। বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে আসিয়া আপনার পুত্রেরা পণ পূরণ করিয়া সেই কন্যা লাভ করিয়াছেন। মহাত্মা রাম বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে সেই ধনুককে মধ্যস্থলে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। আমি উঁহাকে সীতা প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে চাহি। আপনার অনুমতির অপেক্ষা। আপনি উপাধ্যায় ও পুরোহিতদিগের সহিত আসিয়া, শীঘ্র রাম ও লক্ষ্মণকে দেখুন এবং আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া দিন। এখানে আসিলে

উভয় পুত্রেরই বিবাহের আমোদ উপভোগ করিতে পারিবেন।" শতানন্দ ও বিশ্বামিত্রের অনুমতি লইয়া জনক রাজা আপনাকে এই কথা বলিয়াছেন।

দূতের কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বশিষ্ঠ, বামদেব ও মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, রাম ও লক্ষ্মণ বিদেহে বাস করিতেছে। বিশ্বামিত্র তাহাদের তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। জনক রাজা, রামের বীরত্ব দেখিয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যদি জনক বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আপনাদের মত থাকে তাহা হইলে অধিক সময় নষ্ট না করিয়া আমরা তাঁহার নগরে যাইতে ইচ্ছা করি।

মন্ত্রিগণ এবং মহর্ষিগণ সকলেই তথাস্তু বলিলেন, রাজাও প্রীত হইয়া মন্ত্রিদিগকে বলিলেন তবে কালই যাত্রা করা যাউক। দশরথ জনকের মন্ত্রিদিগকে যথেষ্ট আদর করিলেন তাঁহারাও মহা আনন্দিত চিত্তে রাত্রি বাস করিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে দশরথের হরধনুভঙ্গ শ্রবণ নামক আটষট্টি সর্গ সমাপ্ত।

ঊনসত্তর সর্গ।

রাত্রি প্রভাত হইলে রাজা উপাধ্যায় ও বান্ধবগণের সহিত আনন্দিত হইয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন আজি ধনাধ্যক্ষেরা প্রচুর ধন ও নানা রত্ন লইয়া এবং সুরক্ষিত হইয়া অগ্রে অগ্রে যাউক। আমার আজ্ঞামাত্র যেন শিবিকা, অশ্ব ও অন্য অন্য যান বাহির হইয়া যায়।

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, দীর্ঘায়ু, মার্কণ্ডেয়, কাত্যায়ণ এই সকল ঋষি অগ্রে যাউন, পরে আমার রথ যোজনা কর। যাহাতে কাল অতিক্রম না হয়, দূতেরা সেই জন্য আমায় ত্বরা করিতে বলিতেছে।

রাজা যখন ঋষিদিগের সহিত যাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার আজ্ঞায় চতুরঙ্গিণী সেনা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

পথে চারিদিন কাটিয়া গেল। পরে তাঁহারা বিদেহে উপস্থিত হইলেন। রাজা জনক এই সম্বাদ পাইয়া তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করিলেন। বৃদ্ধ রাজা দশরথকে পাইয়া রাজা জনকের বড়ই আনন্দ হইল। তিনি দশরথকে বলিলেন, আপনি আসিয়াছেন আমার পরম সৌভাগ্য। পুত্রেরা পণ পূরণ করিয়া বিবাহ করিতেছেন। দুই জনেরই বিবাহ, আপনি বিবাহের আনন্দ অনুভব করুন। আমার পরম সৌভাগ্য যে, ইন্দ্র যেমন দেবগণের সহিত আগমন করেন, বশিষ্ঠও

সেইরূপ সমস্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত আসিয়াছেন। আমার পরম সৌভাগ্য যে, মহাবীর ও মহাবল রাঘবদিগের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় আমার সকল বিঘ্ন কাটিয়া গেল। আমার কুল পবিত্র হইল। হে রাজন্! আপনি কাল প্রভাতে যজ্ঞ অন্তে ঋষিদিগের সহিত বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দিবেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া রাজা দশরথ ঋষিদিগের মধ্যে বলিতে লাগিলেন, প্রতিগ্রহ দাতার ইচ্ছাধীন, একথা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। আপনি যাহা বলিলেন আমি তাহাই করিব। সত্যবাদী রাজার এইরূপ কথা শুনিয়া বিদেহরাজ আশ্চর্য্য হইলেন। ঋষিগণ পরস্পর সমাগমে পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং রাজা দশরথ, জনকের আদর পাইয়া,ও পুত্র দুইটীকে দেখিয়া মহা আনন্দে রাত্রি যাপন করিলেন। তত্ত্বজ্ঞ রাজা জনকও যজ্ঞ এবং কন্যাদিগের ক্রিয়া ধর্ম্মানুসারে সমাপন করিয়া রাত্রে শয়ন করিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে দশরথের মিথিলা গমন নামক উনসত্তর সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

প্রভাতে জনক রাজা মহর্ষিদিগের সহিত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে বলিলেন, আমার ভ্রাতা কুশধ্বজ অতি ধার্ম্মিক বীর্য্যবান ও মহা তেজস্বী। ইক্ষুমতী নদীর তীরে সাংকাশ্যা নামক নগরে তাঁহার বাস। এই নগরীর প্রান্তে প্রাচীর উপরে যন্ত্রফলক সকল আছে। তিনি সেখান হইতেই আমার যজ্ঞ রক্ষা করেন, আমার ইচ্ছা তিনি এখানে আসিয়া আমার সহিত বিবাহের আনন্দ উপভোগ করেন।

জনক শতানন্দের নিকট এই কথা বলিলে কতকগুলি কর্ম্মিষ্ঠ লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। জনক তাহাদিগকে ভ্রাতার নিকট যাইতে আজ্ঞা দিলেন। অমনি তাহারা দ্রুত-গামী অশ্বে আরোহণ করিয়া, ইন্দ্রের আজ্ঞায় দেবদূতগণ যেমন বিষ্ণুকে আনিতে গিয়াছিল সেইরূপ রাজদূতেরা কুশধ্বজকে আনিতে গেল।

তাহারা সাংকাশ্যায় আসিয়া কুশধ্বজের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং জনক যাহার জন্য পাঠাইয়াছেন তাহা নিবেদন করিল।

দূতদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া রাজার আজ্ঞায় কুশধ্বজ মিথিলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মহাত্মা ধর্ম্ম-বৎসল রাজা জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং জনকও

শতানন্দকে প্রণাম করিয়া রাজার যোগ্য দিব্য আসনে উপবেশন করাইলেন।

দুই ভাই, আসনে উপবিষ্ট হইয়া সুদামন নামক প্রধান মন্ত্রীকে বলিলেন মন্ত্রিন্! তুমি শীঘ্র যাইয়া পুত্র ও মন্ত্রীদিগের সহিত রাজা দশরথকে এইখানে আনয়ন কর। মন্ত্রী শিবিরে যাইয়া রাজা দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অবনত মস্তকে নমস্কার করিয়া বলিলেন হে অযোধ্যাধিপতি! মিথিলার রাজা জনক, উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত আপনার সাক্ষাৎ পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। আপনি উপাধ্যায়গণ এবং পুত্রদ্বয়ের সহিত সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

মন্ত্রীর কথা শুনিয়া রাজা দশরথ ঋষিগণ ও বন্ধুগণের সহিত যেখানে রাজা জনক তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন এবং মন্ত্রী, উপাধ্যায় ও ব্রাহ্মণগণের সহিত জনককে বলিলেন মহারাজ! আপনি জানেন ভগবান্ বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুকুলের দেবতা এবং ইক্ষ্বাকুদিগের সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের অগ্রে, ইনিই বলিয়া থাকেন। বিশ্বামিত্রের অনুমতি লইয়া সমস্ত মহর্ষিগণের সহিত আমাদের বংশাবলী কীর্ত্তন করিবেন।

রাজা নিবৃত্ত হইলে ভগবান বশিষ্ঠ জনক ও তাঁহার পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—

মায়াময় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, তিনি শাশ্বত নিত্য ও ক্ষয় রহিত। তাঁহার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ হইতে সূর্য্যের উৎপত্তি, সূর্য্যের সন্তান বৈবস্বত

মনু। মনু পূর্ব্বে প্রজাপতি ছিলেন, ইনি ইক্ষ্বাকু মনুর পুত্র। ইক্ষ্বাকুই অযোধ্যায় প্রথম রাজা। ইক্ষ্বাকুর পুত্র কুক্ষি নামে বিখ্যাত হন। কুক্ষি হইতে বিকুক্ষির উৎপত্তি হয়। বিকুক্ষির পুত্র প্রতাপশালী বাণ। বাণরাজের পুত্র অনরণ্য। অনরণ্যের পুত্র পৃথু। পৃথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কুর পুত্র মহাযশস্বী ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমার হইতে মহারথ যুবনাশ্বের জন্ম হয়। যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতার পুত্র শ্রীমান সুসন্ধি। সুসন্ধির দুই পুত্র, ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। ধ্রুবসন্ধির পুত্র ভরত। ভরতের পুত্র অসিত। হৈহয়, তালজঙ্ঘ এবং শশবিন্দু প্রভৃতি রাজারা অসিতের প্রতিপক্ষ হইয়াছিল। ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া অসিত প্রবাসিত হইয়াছিলেন।

অল্পবল রাজা অসিত দুই স্ত্রীর সহিত হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। উহাঁর দুই স্ত্রী গর্ভিণী ছিল। তাঁহাদেরই একজন গর্ভ বিনাশ করিবার জন্য সপত্নীকে বিষ খাওয়াইয়াছিলেন। সেই সময়ে চ্যবন নামে ভৃগুবংশীয় এক জন মুনি হিমালয় পর্ব্বতে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। যিনি বিষ খাইয়াছিলেন তাঁহার নাম কালিন্দী। তিনি উত্তম সন্তান পাইবার আশায় ভার্গবকে নমস্কার করিলেন, এবং নানা প্রকারে তাঁহার সেবা সুশ্রুষা করিলেন। কালিন্দী, পুত্র কামনা করিলে ঋষি তাঁহাকে বলিলেন, তোমার গর্ভে মহাবল, মহাতেজা এবং মহাবীর্য্যবাণ পরম সুন্দর এক সন্তান শীঘ্র উৎপন্ন হইবে। বিষের সহিত উৎপন্ন হইবে বলিয়া দুঃখ করিও না। পতিব্রতা রাজপুত্রী চ্যবনকে নমস্কার করিলেন, কালিন্দি পতি রহিত হইয়াও তাঁহার পুত্র হইল। তাঁহার গর্ভ নষ্ট করিবার

জন্য সপত্নী যে বিষ দিয়াছিলেন সেই বিষের সহিত উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম সগর হইল। সগরের পুত্র অসমঞ্জ,অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান। অংশুমানের পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র ত্রিলোকবিখ্যাত ভগীরথ। ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ, ককুৎস্থের পুত্র রঘু। রঘুর পুত্র কল্মাষপাদ, ইনি অতি তেজস্বী হইয়া চণ্ডাল হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শংখন। শংখনের পুত্র সুদর্শন। সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, পৌত্র মরু, প্রপৌত্র প্রশুশ্রূক এবং বৃদ্ধ প্রপৌত্র অম্বরীষ। অম্বরীষের পুত্র নহুষ। নহুষের পুত্র যযাতি। নাভাগ যযাতির পুত্র। নাভাগের পুত্র অজ, অজের পুত্র মহাত্মা দশরথ। ইনি বহু পুণ্যফলে রাম ও লক্ষ্মণ এই দুই ভ্রাতাকে পাইয়াছেন।

ইক্ষ্বাকুবংশ আদি হইতে শুদ্ধ। এই বংশের রাজারা পরম ধার্ম্মিক বীর ও সত্যবাদী। রাম ও লক্ষ্মণ সেই বংশে জন্মিয়াছেন। ইহাঁদের জন্য আপনার দুই কন্যা প্রার্থনা করি, সমান বরে সমান কন্যা দান করুন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে রঘুকুল কীর্ত্তন নামক সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

একাত্তর সর্গ।

বশিষ্ঠ এই কথা বলিতেছেন এমন সময়ে জনক করযোড়ে বলিলেন এখন আমাদের বংশের কথা নিবেদন করি শুনুন। কন্যাদান করিবার সময় সৎকুলজাত লোকের পক্ষে ভাল করিয়া আপন কুল কীর্ত্তন করা উচিত।

পূর্ব্বকালে নিমি নামে একজন রাজা ছিলেন। তিন লোকেই তাঁহার নাম খ্যাত ছিল। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম মিথি ও পৌত্রের নাম জনক। তিনি আমাদের বংশের প্রথম জনক বলিয়া বংশানুযায়ী সকলেই জনক উপাধি পাইয়াছেন। জনকের পুত্রের নাম উদাবসু। উদাবসুর পুত্রের নাম নন্দিবর্দ্ধন। নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র সুকেতু, অত্যন্ত বীর ছিলেন। সুকেতুর পুত্র দেবরাত, ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। রাজর্ষি দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর, বীরও প্রতাপশালী ছিলেন। মহাবীরের পুত্র সুধৃতি, তিনি অতিশয় বীর্য্যশালী এবং ধীর ছিলেন। সুধৃতির পুত্র ধৃষ্টকেতু। ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্য্যশ্ব। হর্য্যশ্বের পুত্র মরু। মরুর পুত্র প্রতীন্ধক। প্রতীন্ধকের পুত্র কীর্ত্তিরথ। কীর্ত্তিরথের পুত্র দেবমীঢ়। দেবমীঢ়ের পুত্র মহীধ্রক। মহীধ্রকের পুত্র কীর্ত্তিরথ। কীর্ত্তিরথের পুত্র মহোরমা, মহোরমার পুত্র স্বর্ণরোমা। স্বর্ণরোমার পুত্র হ্রস্বরোমা। ধর্ম্মজ্ঞ রাজা হ্রস্বরোমার দুই পুত্র। আমি জ্যেষ্ঠ, এবং আমার কনিষ্ঠ মহাবীর কুশধ্বজ। পিতা

আমায় রাজ্যে অভিষেক করিয়া এবং রাজ্য ও কুশধ্বজের ভার আমার উপর দিয়া বনে গমন করিলেন। পিতা স্বর্গে গত হইলে আমি ধর্ম্মানুসারে সমস্ত ভার বহন করিয়া আসিতেছি, এবং ভ্রাতা কুশধ্বজকে সর্ব্বদা স্নেহদৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছি। কিছুকাল গত হইলে বীর্য্যবান সুধন্বা নামে এক রাজা সাংকাশ্যা হইতে আসিয়া মিথিলা অবরোধ করিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট শৈব ধনু এবং সীতানাম্নী কন্যা আমায় দাও বলিয়া দূত পাঠাইলেন। আমি দিলাম না, আমার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। সুধন্বা রাজা আমার সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাঁহাকে নিহত করিয়া আমি সাংকাশ্যা রাজ্যে ভ্রাতা কুশধ্বজকে অভিষেক করিলাম। ইনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমি উহাঁর জ্যেষ্ঠ। এক্ষণে আমি অতিশয় আনন্দসহকারে রামকে সীতা এবং লক্ষ্মণকে ঊর্ম্মিলা দিতেছি। প্রতিজ্ঞা ছিল বীরকে সীতা প্রদান করিব, সেই দেবকন্যার ন্যায় সীতা রামকে দিলাম, আর ঊর্ম্মিলা লক্ষ্মণকে দিলাম। আমি ত্রিসত্য করিয়া অতিশয় আনন্দিত মনে আপনাকে দুইটী বধূ দিতিছি, ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে রাজন! আপনি রাম ও লক্ষ্মণের গোদান করান। তাঁহার পিতৃকার্য্য ও তাহার পর বৈবাহিক কার্য্য করুন। আজি মঘা নক্ষত্র। আজি হইতে তৃতীয় দিবসে উত্তরফাল্গুণী নক্ষত্রে রাম ও লক্ষ্মণের শুভ বিবাহ হইবে। আপনি বিবাহের কল্যাণে দরিদ্রদিগকে স্বর্ণ এবং গো দান করুন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে কণ্যাদ্বয় দানাঙ্গীকার নামক একাত্তর সর্গ সমাপ্ত।

বাহাত্তর সর্গ।

রাজা জনক এই কথা বলিলে মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সহিত রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! বিদেহ ও ইক্ষ্বাকুদিগের বংশ একই। ইহাদের তুল্য নির্ম্মল বংশ আর নাই। আপনাদের বিবাহ সম্বন্ধ অতি উত্তমই হইয়াছে এবং রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সীতা ও ঊর্ম্মিলা, রূপে ও গুণে সমান হইয়াছে। আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে শুনুন। আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা রাজা কুশধ্বজের দুইটী কন্যা আছে। তাহাদের রূপ ভুবনে অতুল্য। আমাদের ইচ্ছা যে, আপনি সেই দুইটী কন্যাকে মহাত্মা দশরথের অন্য দুই পুত্র ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত বিবাহ দেন। ইহাঁরা চারি জনই রাজা দশরথের পুত্র। ইহাঁদের পরাক্রম দেবতার তুল্য এবং ইহাঁরা সর্ব্বাংশে লোকপালদিগের সমান। হে রাজেন্দ্র! আপনারা দুই ভাইই বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া ইক্ষ্বাকুকুলকে বন্ধন করুন এবং তাহাতে আপনার চিত্ত প্রসন্ন হইবে।

মহামুনি বিশ্বামিত্রের এইরূপ কথা শুনিয়া, এবং বশিষ্ঠের উহাতে মত আছে দেখিয়া জনক করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, আপনারা দুই জনে মুনিদিগের শ্রেষ্ঠ। যখন আপনারা নিজেই উপযুক্ত বৈবাহিক সম্বন্ধের জন্য আজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমাদিগের কুল ধন্য হইয়াছে। আপনাদিগের কথামত কুশধ্বজের দুই কন্যা, ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নী

হউক এক দিনে চারিজন রাজপুত্র চারিটী রাজ কন্যার পাণি গ্রহণ করুন। ফল্গুণী নক্ষত্রের শেষ দিন পণ্ডিতেরা উত্তম লগ্ন বলিয়া থাকেন। ভগ * সেই দিনের প্রজাপতি।

এই কথা শুনিয়া রাজা জনক উঠিয়া হাত যোড় করিয়া মুনিদ্বয়কে বলিলেন, আপনারা আমার পরম উপকার করিলেন, আমি আপনাদের শিষ্য। আপনাদের জন্য সিংহাসন প্রস্তুত রহিয়াছে, আপনারা বসুন। যেমন এই মিথিলা পুরী রাজা দশরথের, সেইরূপ অযোধ্যাপুরীও আমার। আপনারা যে এখানকার প্রভু, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আপনাদিগের যাহা উপযুক্ত বোধ হয় করুন। আপনারা যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিব।

জনক এই কথা বলিলে রঘুনন্দন দশরথ আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনাদের দুই ভায়ের গুণ অসংখ্য। আপনারা অনেক ঋষি ও অনেক রাজার পূজা করিয়াছেন। আমার বড়ই সৌভাগ্য বলিতে হইবে, যে আপনার সহিত এখন হইতে আমার একটী সম্বন্ধ বাঁধা হইল। আপনাদের উভয়ের মঙ্গল হউক। আমরা নিজ আশ্রমে গিয়া বিধিমত শ্রাদ্ধাদি করিব। এই বলিয়া রাজা দশরথ জনককে সম্ভাষণ করিয়া ঋষিদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আপন শিবিরে গেলেন। তথায় গিয়া বিধিমত শ্রাদ্ধাদি করিলেন। প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকালীন গো দান করিতে লাগিলেন। পুত্রদিগের মঙ্গল উদ্দেশে রাজা ধর্ম্মানুসারে এক এক করিয়া শত সহস্র গাভী ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। যে সকল গাভীর শৃঙ্গ

* বিবাহ ও সন্তানোৎপত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম ভগ।

সুবর্ণ-নির্ম্মিত এবং অনেক দুগ্ধ হয়, এরূপ চারি লক্ষ গরু দান করিলেন। দিবার সময় উহাদের বৎস ও যে কাঁসার পাত্রে দুগ্ধ দোহন হয়, তাহাও দিলেন। গো দানের সময় পুত্রদিগের মঙ্গল উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ধনও দিলেন। গো দানের পর, চারিদিকে চারিটী পুত্র এবং মধ্যস্থলে রাজা বসিয়া আছেন, দেখিয়া বোধ হইল, যেন চারিদিকে দিক্‌পালগণের মধ্যে প্রজাপতি সোম বিরাজ করিতেছেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে গো দান
নামে বাহাত্তর সর্গ সমাপ্ত।

তিয়াত্তর সর্গ।

যে দিন রাজা গো দান করিলেন, সেই দিন কেকয় রাজের পুত্র, ভরতের সাক্ষাৎ মাতুল বীর যুধাজিৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, কেকয়াধিপতি স্নেহ প্রযুক্ত আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং আপনি যাঁহাদের মঙ্গল সংবাদের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও সকলে ভাল আছেন। রাজা আমার ভাগিনেয়কে দেখিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। সেই জন্য আমি অযোধ্যায় গিয়াছিলাম। সেখানে শুনিলাম আপনি পুত্রদিগের বিবাহের জন্য মিথিলায় আসিয়াছেন। শুনিয়া আমিও সত্বর ভাগিনেয়কে দেখিবার জন্য আপনার নিকট আসিলাম।

রাজা দশরথ প্রিয়তম অতিথি উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার যথেষ্ট আদর করিলেন, রাত্রিবাসের পর প্রভাতে পুত্রদিগের সহিত সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন এবং ঋষিদিগকে অগ্রে লইয়া যজ্ঞশালার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র বিবাহের বেশ ধারণ করিয়া এবং নানা অলঙ্কারে ভূষিত ভাইদিগের সহিত, রাজা দশরথ, বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য মুনিদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ, জনকের নিকট আসিয়া বলিলেন, রাজা দশরথ পুত্রদিগের সহিত দ্বারদেশে

দাঁড়াইয়া আছেন, দাতার আদেশ হইলেই প্রবেশ করিতে পারেন। অতএব আপনি তাঁহাকে আসিতে অনুমতি দিন।

মহাত্মা বশিষ্ঠের এই কথা শুনিয়া পরমধার্ম্মিক রাজা জনক বলিলেন, আমার দ্বারে এমন কে দ্বারপাল আছে যে রাজাকে আসিতে নিষেধ করে। তিনি কাহার আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন? আপনার গৃহে এ সকল বিচার কেন? এও ত তাঁহারই রাজ্য। তবে আপনার বাড়ীতে আসিতে আবার অনুমতি কি? আমার কন্যারা মঙ্গলাচরণ করিয়া বেদিমূলে উপস্থিত আছে, আমিও এই বেদিতে আপনাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছি। অতএব আর বিলম্ব করিবেন না; যাহাতে শীঘ্র কার্য্য শেষ হয় এমন করুন।

এই বলিয়া জনক, রাজা দশরথের নিকট গমন করিলেন এবং অতিশয় আদর ও যত্ন করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার চারি পুত্র ও ঋষিদিগকে লইয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। তখন মিথিলার রাজা বশিষ্ঠকে বলিলেন, হে ঋষে। আপনি ঋষিদিগের সহিত রামের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করুন, আর বিলম্ব করিবেন না।

এই কথা শুনিয়া ভগবান বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও শতানন্দকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞশালার মধ্যে শাস্ত্রানুসারে বেদি করিলেন। এবং সেই বেদির চারিদিকে গন্ধ পুষ্প দ্বারা শোভিত করিলেন। উহাতে স্বর্ণ পালি, বিচিত্র ঘট এবং অঙ্কুরযুক্ত শরা রাখিলেন। ধূপপূর্ণ ধূপপাত্র, শঙ্খপাত্র, স্রুক ও স্রুব, খদিরপূর্ণ পাত্র এবং আতপ চাউল রাখিলেন। সমপরিমাণ কুশসমূহের বিধিমত সংস্কার করিয়া এবং মন্ত্র পড়িয়া পাতিয়া

দিলেন। পরে নিয়মানুসারে মন্ত্র পাঠ করিয়া বেদিতে অগ্নি স্থাপন করিলেন এবং তাহাতে আহুতি দিতে লাগিলেন।

পরে রাজা জনক সীতাকে নানা অলঙ্কারে এবং বহুমূল্য বস্ত্রে ভূষিত করিয়া অগ্নির সম্মুখে রামের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসাইলেন এবং রামকে বলিলেন এই সীতা আমার কন্যা, ইনি তোমার সহধর্ম্মিনী হইলেন। ইহাঁর পাণিগ্রহণ কর। তোমার মঙ্গল হউক। ইনি পতিব্রতা হইয়া ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবেন। এই বলিয়া রাজা মন্ত্রপূত জল লইয়া রামের হস্তে নিক্ষেপ করিলেন। দেবতা ও ঋষিরা সাধু সাধু বলিয়া উঠিলেন। দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল এবং স্বর্গ হইতে রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এইরূপে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক জল দিয়া সীতাকে দান করিয়া, রাজা জনক, আনন্দে বিভোর হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, লক্ষ্মণ! আইস, আমি ঊর্ম্মিলাকে তোমায় দিব বলিয়া নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম, এই গ্রহণ কর। উহার হাত ধর, সময় যেন অতিক্রম না হয়। পরে রাজা জনক ভরতকে বলিলেন, হে রঘুনন্দন! তুমি নিষ্কৈর হাতদিয়া মাণ্ডবীর হাত ধর। শত্রুঘ্নকে বলিলেন, হে মহাবাহো! তুমিও হাত দিয়া শ্রুতকীর্ত্তির হাত ধর। তোমরা সকলেই ধীর এবং নানা ব্রত আচরণ করিয়াছ। অতএব এক্ষণে তোমরা পত্নীর সহিত মিলিত হও। জনকের এই কথা শুনিয়া বশিষ্ঠের মত লইয়া চারিজনে হাত দিয়া চারি কন্যার হাত ধরিলেন। অনন্তর অগ্নি এবং বেদি প্রদক্ষিণ করিয়া সস্ত্রীক শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে চারিজনে বিবাহ করিলেন।

আকাশ হইতে রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, পুষ্পের দীপ্তিতে দিক্ সকল আলোকিত হইল। দেব দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল; গীত ও বাদ্যের মহা ধূম পড়িয়া গেল। অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল, গন্ধর্ব্বেরা মধুর গান আরম্ভ করিল। রামচন্দ্রাদির বিবাহে সকলই অদ্ভুত দেখাইতে লাগিল। যখন চারিদিকে এইরূপ বাদ্য যন্ত্রাদির ধ্বনি হইতেছে, তখন তাঁহারা তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া স্ত্রী গ্রহণ করিলেন। তাহার পর স্ত্রীগণের সহিত শিবিরে গেলেন। রাজাও বান্ধব ও ঋষিগণের সহিত দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে দশরথের চারি পুত্রের বিবাহ নামক তিয়াত্তর সর্গ সমাপ্ত।

চুয়াত্তর সর্গ।

রাত্রি প্রভাত হইল। মহামুনি বিশ্বামিত্র, রাজা দশরথ, জনক এবং রাম ও লক্ষ্মণের নিকট বিদায় লইয়া উত্তর পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। বিশ্বামিত্র গমন করিলে পর, রাজা দশরথ জনকের নিকট বিদায় লইয়া আপন রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। মিথিলার রাজা অনেক যৌতুক দান করিলেন। শত সহস্র গরু, অনেক ভাল ভাল কম্বল, অনেক চেলির কাপড় এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক দিলেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া একশত কন্যা দিলেন। সোণা, রূপা, মুক্তা এবং প্রবাল অনেক দিলেন। সঙ্গে দাস দাসী দিয়া ও রাজা দশরথের অনুমতি লইয়া, আপন বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা দশরথ পুত্রগণের সহিত ঋষিদিগকে অগ্রে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন, সৈন্য ও ভৃত্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। রাজা যখন ঋষি ও পুত্রগণের সহিত যাইতে লাগিলেন, তখন পক্ষীরা চারিদিক হইতে ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল এবং মৃগেরা তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাজা বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনিবর! পক্ষীরা ঘোরতর শব্দ করিতেছে কিন্তু মৃগেরা আমাদের অনুকূল। এ কি! আমার হৃদয় কাঁপিতেছে কেন? আপনি শীঘ্র বলুন। আমার রামের ত কোন বিঘ্ন হইবে না? মহর্ষি মধুরস্বরে বলিলেন, মহারাজ!

ইহার যে ফল, তাহা শুনুন। পক্ষীমুখ হইতে জানিলাম যে মহা ভয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু মুগেরা বলিতেছে ইহার শান্তি হইবে। অতএব আপনি সন্তাপ ত্যাগ করুন ভয় করিবেন না।

তাঁহারা দুইজনে এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এমন সময়ে তাঁহাদের সম্মুখে একটী ভয়ানক ঝড় উঠিল। পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, বড় বড় বৃক্ষ সকল পড়িতে লাগিল। সূর্য্যদেব মেঘে আচ্ছন্ন হইলেন। কেহই দিক নির্ণয় করিতে পারিল না, ধূলায় সমস্ত ঢাকিয়া গেল। সমস্ত লোক জন, হাতি, ঘোড়া এবং সৈন্য সামন্ত সকল হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেবল বশিষ্ঠ, ঋষিগণ, রাজা ও তাঁহার পুত্রেরা স্থিরভাবে রহিলেন। আর আর সকলেই জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। সেই ঘোর অন্ধকারে বোধ হইল যেন সমস্ত সৈন্য ভস্মে আচ্ছাদিত হইয়াছে। তখন রাজা জটামণ্ডলধারী, রাজকুলসংহারী, ভীষণ দর্শন, জমদগ্নির পুত্র পরশুরামকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। তেজে তাঁহার শরীর যেন অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে। এমন কি সামান্য লোকে তাঁহার দিকে চাহিতেও পারে না। তাঁহার স্কন্ধে কুঠার, হস্তে ধনু, বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিতেছে। তিনি ভয়ঙ্কর শর ধারণ করিয়া আছেন। ত্রিপুর হনন কালে মহাদেবের এইরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হইয়াছিল। বশিষ্ঠ প্রভৃতি জপ-হোম পরায়ণ ব্রাহ্মণেরা ভয়ঙ্কর জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় পরশুরামকে দেখিয়া, সকলে একত্র হইয়া পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন; ইনি কি পিতৃবধের ক্রোধ হেতু

ক্ষত্রিয়দিগকে উৎসন্ন দিবেন? পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় বধ করিয়া উঁহার ক্রোধ ও সন্তাপ দূর হইয়াছিল, তবে কি আবার উনি ক্ষত্রিয়দিগকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টা করিবেন? এই কথা বলিয়া ঋষিরা অর্ঘ্য লইয়া "রাম আসিয়াছ! রাম আসিয়াছ!" এই মিষ্ট কথা বলিতে বলিতে পরশুরামের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরশুরাম ঋষিদত্ত পূজা লইয়া দশরথের পুত্র রামকে বলিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে পরশুরামের আগমন নামক চুয়াত্তর সর্গ সমাপ্ত।

পঁচাত্তর সর্গ।

রাম ! দাশরথে ! তুমি বড় বীর। তোমার বীর্য্য অদ্ভুত শুনিতে পাই। আমি ধনুক ভঙ্গের কথা সমস্ত শুনিয়াছি। সে ধনু ভঙ্গ করা অদ্ভুত এবং অচিন্ত্য ; তাহাই শুনিয়া আমি আসিয়াছি। আর একটী ভাল ধনু লও। এই জামদগ্ন্যের ভয়ঙ্কর মহাধনু; ইহাতে বাণ যোজনা করিয়া আকর্ষণ কর—আপনার বল দেখাও। এই ধনু আকর্ষণ বিষয়ে তোমার বল দেখিয়া আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব। সে যুদ্ধ তোমার শ্লাঘার বিষয় হইবে।

তাঁহার কথা শুনিয়া রাজা দশরথ বিষণ্ণ বদনে কাতর ভাবে হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন। আপনি ক্ষত্রিয় বধ অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, মহাতপা, আমার পুত্রকে অভয় দান করুন। আপনি ভার্গবদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বেদ পাঠ এবং নানা রূপ ব্রতানুষ্ঠান, আপনার কুলধর্ম্ম। আপনি ইন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন। আপনি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া এবং কাশ্যপকে সমস্ত পৃথিবী দান করিয়া বনে গিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন। আপনি কেন আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। এক রাম মরিলে আমরা কেহই বাঁচিব না।

দশরথের কথা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া পরশুরাম রামকে বলিতে লাগিলেন। ধনুর মধ্যে দুইটী শ্রেষ্ঠ। দুইটিই স্বর্গীয়,লোক পূজিত, দৃঢ়,বলবান, প্রধান এবং বিশ্বকর্ম্মার যত্নে নির্ম্মিত। ত্রিপুরনাশ কালে মহাদেব যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিলে দেবতারা তাঁহাকে একটী ধনু দিয়াছিলেন। সেই ধনু তুমি ভাঙ্গিয়াছ। এই বৈষ্ণব ধনু দ্বিতীয়। এটী দেবতারা বিষ্ণুকে দিয়াছিলেন। ইহাও শত্রুর নগর নাশ করিতে পারে। মহাদেবের ধনুর সহিত ইহার সমান বল। এক সময়ে দেবতারা ব্রাহ্মণকে বিষ্ণু ও শিবের বলাবল পরীক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া এই উভয়ের বিরোধ জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। বিরোধ হইলে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধের কথা মনে হইলে এখনও শরীর সিহরিয়া উঠে। মহাদেব ও বিষ্ণু পরস্পর জয় করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন বিষ্ণু ভীষণ হুঙ্কারে শিবের ভয়ানক ধনু শিথিল করিয়া দিলেন। ত্রিলোচন স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। শান্তি প্রার্থনা করিলে বিষ্ণু ও শিব যথা স্থানে চলিয়া গেলেন। বিষ্ণুর পরাক্রমে শিবের ধনু শিথিল হইল দেখিয়া, দেবগণ ও ঋষিগণ বিষ্ণুকেই বড় বলিয়া মানিলেন। মহাযশা রুদ্র রাগান্বিত হইয়া মিথিলার রাজা দেবরাতের হস্তে ধনু ও বাণ দিলেন। এই ধনুটী ভৃগুর পুত্র ঋচীকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। মহাতেজা ঋচীক, তাঁহার পুত্র ও আমার পিতা জমদগ্নিকে সেই ধনু দেন। জমদগ্নি কখনও কাহাকে অপকারের প্রতিশোধ দিতেন না। আমার তপোবল বিশিষ্ট পিতা, শস্ত্র ত্যাগ

করিলে, সামান্য বুদ্ধি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তাঁহাকে বধ করেন। সে এইরূপ নিষ্ঠুরতা সহকারে আমার পিতাকে হত্যা করায় আমি রোষভরে ক্ষত্রিয়দের উচ্ছেদ করিয়াছি। আমি যজ্ঞের শেষে মহাত্মা কশ্যপকে দক্ষিণাস্বরূপ সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিয়া দিয়াছি। কশ্যপ অতি মহাত্মা, তাঁহার কর্ম্মও অতি পবিত্র। আমি তাঁহাকে পৃথিবী দান করিয়া এবং তপোবল বিশিষ্ট হইয়া, মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতেছি, এমন সময়ে ধনুর্ভঙ্গের কথা শুনিয়া সেখান হইতে দ্রুতগতি আসিতেছি। আমার পিতৃপিতামহ হইতে আগত এই বিষ্ণুদত্ত ধনু গ্রহণ কর। যদি সক্ষম হও, তবে তোমার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিব।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে পরশুরামের ধনুরপ্রভাব-বর্ণন নামক পঁচাত্তর সর্গ সমাপ্ত।

ছিয়াত্তর সর্গ।

জামদগ্ন্যের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, ভার্গব! আপনি পিতৃবধের প্রতিশোধ দিবার জন্য যে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা আমি শুনিয়াছি এবং স্বীকার করি আপনি বীরের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু আপনি আমায় বীর্য্যহীন, অশক্ত, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মশূন্য, মনে করিয়া অবজ্ঞা করেন। আজি আমার পরাক্রম দেখুন।

এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে ভার্গবের হস্ত হইতে ধনু ও শর অনায়াসে গ্রহণ করিলেন। তিনি ধনুকে গুণ দিয়া তাহাতে সত্বর বাণ চড়াইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া পরশুরামকে বলিতে লাগিলেন; তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া এবং বিশ্বামিত্রের কুটুম্ব বলিয়া আমার পূজ্য। অতএব তোমার প্রাণনাশ করিবার জন্য বাণক্ষেপ করিতে পারি না। আমি হয় তোমার গমনশক্তি নষ্ট করিব, না হয় তুমি তপোবলে যে উৎকৃষ্ট লোক পাইতে তাহা নষ্ট করিব। এই স্বর্গীয় বিষ্ণুর শর, ইহা শত্রুর নগর নিপাত করিতে পারে এবং লোকের বলদর্পও নাশ করে। ইহা নিক্ষেপ করিলে কখন বৃথা হয় না।

রাম সেই উৎকৃষ্ট ধনু ধারণ করিলে দেব ও ঋষিগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া চারিদিক্ হইতে তথায় উপস্থিত হই-

লেন। গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগ সকলে সেই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিবার জন্য উপস্থিত হইল। ভার্গব জড়ীভূত হইলেন এবং তাঁহার তেজ রামে মিশাইয়া গেলে তাঁহাকে নির্বীর্য্য বোধ হইতে লাগিল। তেজোহ্রাস হেতু বীর্য্যশূন্য জামদগ্ন্য, কমললোচন রামকে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, আমি যখন কশ্যপকে পূর্ব্বে পৃথিবী দিই, তখন কশ্যপ আমাকে বলিয়াছিলেন তুমি আমার দেশে বাস করিও না। আমি সেই অবধি গুরুর বাক্য অনুসারে পৃথিবীতে রাত্রে বাস করি না। কশ্যপ আমার এই গতি নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। তুমি সেই গতি রোধ করিও না। আমি মনের ন্যায় দ্রুতগতিতে মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিব। আমি তপস্যার দ্বারা যে সকল লোক জয় করিয়াছি, তুমি এই শরের দ্বারা সেই সকল লোক রুদ্ধ কর। আমি জানি তুমি সাক্ষাৎ বিষ্ণু, মধুহন্তা, তোমার ক্ষয় নাই। এই ধনু গ্রহণে ও আকর্ষণেই আমি তাহা বুঝিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। ঐ দেখ দেবগণ সকলে একত্র হইয়া দেখিতেছেন যে, তুমি অপকারের প্রতিশোধ লও না এবং যুদ্ধে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তুমি ত্রৈলোক্যনাথ বলিয়া আমায় বিমুখ করিয়াছ। অতএব তুমি আমার নিকট লজ্জিত হইও না। তুমি এই অতুল্য শর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে আমি মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করি। পরশুরাম এই কথা বলিলে শ্রীমান্ রামচন্দ্র শর নিক্ষেপ করিলেন। জামদগ্ন্য সেই শরে তপোবলে লব্ধ লোক সকল রুদ্ধ হইল দেখিয়া শীঘ্র মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন। তখন সমস্ত

দিক্ ও উপদিক্ অন্ধকারশূন্য হইল, ঋষি ও দেবগণ রামকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখনও তাঁহার হস্তে ধনু রহিয়াছে। সকলে জামদগ্ন্যের আদর করিলে, তিনি দাশরথী রামকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তিনিও নারায়ণের অংশ, সর্ব্বলোকের প্রভু।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে পরশুরামের পরাভব নামক ছিয়াত্তর সর্গ সমাপ্ত।

সাতাত্তর সর্গ।

পরশুরাম চলিয়া গেলে রামের মন শান্ত হইল, তিনি বরুণদেবের হাতে ধনুক দিলেন। রামচন্দ্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিদিগকে নমস্কার করিলেন এবং পিতাকে বিকল দেখিয়া বলিলেন, পরশুরাম চলিয়া গিয়াছেন, এখন আপনার অধীনস্থ এই চতুরঙ্গিনী সেনা অযোধ্যাভিমুখে গমন করুক। রামের কথা শুনিয়া রাজা দশরথ দুই বাহু দিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার মস্তকের আঘ্রাণ লইলেন। পরশুরাম চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া রাজা মনে করিলেন, আমার ও আমার সন্তানদিগের পুনর্জ্জন্ম হইল। এই ভাবিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও আনন্দিত হইয়া রাজা সেনাদিগকে গমন করিতে অনুমতি দিলেন এবং সত্বর নগরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন নগর 'ত একেই সুরম্য, তাহাতে আবার ধ্বজা ও পতাকায় শোভিত হইয়াছে। চারিদিকে বাদ্যধ্বনি হইতেছে, রাজপথ সকলে জলসেক হইয়াছে, চারিদিকে রাশি রাশি ফুল ছড়ান রহিয়াছে। রাজা আসিতেছেন শুনিয়া নগরবাসীগণ মঙ্গলদ্রব্য হস্তে লইয়া আসিতেছে। লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, নগরবাসী ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতিরা দূর হইতে তাঁহাকে লইতে আসিল, তখন রাজা পুত্রগণের সহিত রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। সেই বাটী হিমালয় পর্ব্বতের

ন্যায় এবং রাজার অতিশয় প্রিয়। বিবাহ করায় রাজপুত্র দিগের নূতন শ্রী হইয়াছে দেখিয়া সকলেই মাল্য চন্দনের দ্বারা রাজার পূজা করিল। তিনি স্বজনগণের সহিত আমোদ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা এবং রাজার অন্যান্য স্ত্রীগণ বধূদিগকে লইয়া যাইতে ব্যস্ত হইলেন। তখন রাজমহিষীরা সীতা ঊর্ম্মিলা এবং কুশধ্বজের দুই কন্যাকে আদর করিয়া গৃহে লইলেন। বধূদিগের তখনও পট্টবস্ত্র পরিধান। নানা লোকের আশীর্ব্বাদ পাইয়া এবং মঙ্গল হোম করিয়া উহাঁদিগের শোভা বর্দ্ধিত হইল। রাজ-কন্যারা দেবমন্দির সকল পূজা করিলেন। যাহাদিগকে নমস্কার করিতে হয় তাহাদিগকে নমস্কার করিলেন এবং স্বামী-গণের সহিত গোপনে আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রেরা বিবাহ করিয়া অস্ত্রলাভ করিয়া সুহৃৎবর্গের সহিত পিতার শুশ্রূষা করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল গত হইলে রাজা দশরথ কৈকেয়ীর পুত্র ভরতকে বলিলেন, কেকয়রাজের পুত্র যুধাজিৎ তোমার মাতুল। তিনি তোমায় লইতে আসিয়া এখানে অনেক দিন বাস করিতেছেন। আমার ইচ্ছা যে তুমি একবার তোমার মাতামহকে দেখা দিয়া আইস। এই কথা শুনিয়া ভরত শত্রুঘ্নের সহিত যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তাহার পর পিতাকে নমস্কার করিয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে সম্ভাষণ করিয়া এবং মাতৃগণের নিকট বিদায় লইয়া, শত্রুঘ্নের সহিত মাতুলালয়ে গমন করিলেন।

ভরত চলিয়া গেলে পর, রাম ও লক্ষ্মণ দেবতার ন্যায়

পিতার সেবা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সমস্ত কার্য্য দেখিতেন এবং যাহাতে লোকের মঙ্গল ও প্রিয় হয়, তাহাই করিতেন। তিনি মাতৃগণের প্রতি ভক্তি করিতেন এবং গুরুদিগের প্রতি শ্রদ্ধা করিতেন। কখন সময় অতিক্রম করিতেন না।

এইরূপে রাজা দশরথ, ব্রাহ্মণ ও বণিকগণ, এমন কি রাজ্য-বাসী সমস্ত লোক রামের চরিত্রগুণে প্রীত হইল। উদারচেতা রামচন্দ্র সীতার সহিত অনেক ঋতু বিহার করিলেন। তাঁহার মন সীতার প্রতি একান্ত আসক্ত ছিল, সীতারও হৃদয়ে রামচন্দ্র বিরাজ করিতেন। পিতা বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া সীতা রাম-চন্দ্রের অধিকতর প্রিয়া হইয়াছিলেন। পরে সীতার রূপে ও গুণে তাঁহার প্রীতি আরও দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সীতারও হৃদয়ে স্বামী রূপে ও গুণে দ্বিগুণ আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। জনকনন্দিনী সীতা, রূপে দেবতাদিগের সমান। দেখিতে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায়। তিনি রামের হৃদয়ের ভাব আপনার হৃদয়ে বিশেষরূপে জানিতে পারিতেন।

রাজর্ষিপুত্র রামচন্দ্র আপনার ইচ্ছামত সুন্দরী রাজকন্যার সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অমরেশ্বর বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত মিলিলে যেরূপ শোভা হয়, রামের সহিত সীতার মিলনেও সেইরূপ শোভা হইল।

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডে ভরতের মাতুলালয়ে গমন নামক তিয়াত্তর সর্গ সমাপ্ত।

আদিকাণ্ড সমাপ্ত।

রামায়ণ।

অযোধ্যাকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

রামের রাজ্যাভিষেক প্রস্তাব।

ভরত মাতুলালয় গমন কালে, আমোদ করিয়া শত্রুঘ্নকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। তাঁহারা দুই ভাইয়ে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মাতামহ অশ্বপতি, পুত্রের ন্যায় তাঁহাদের লালনপালন করিতেন এবং সকলেই তাঁহাদিগকে আদর করিতেন। যদিও তাঁহারা এইরূপে পরম সমাদরে বাস করিতে লাগিলেন, তথাপি পিতার কথা মনে হইলেই তাঁহারা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইতেন। রাজা দশরথও পুত্রদ্বয়কে বিদেশে পাঠাইয়া সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার সর্ব্বদাই মনে হইত, আমার ভরত ও শত্রুঘ্ন, মহেন্দ্র ও বরুণের ন্যায়। আহা, তাহারা এখন কেমন আছে!

চারিটী পুত্রই রাজার অতিশয় প্রিয় ছিল। ভগবান বিষ্ণু, স্বশরীর নির্গত ভুজচতুষ্টয়ের মধ্যে কোনটীর প্রতি কি

অনাস্থা করিতে পারেন? কিন্তু এই চারিটী পুত্রের মধ্যে রামই পিতার অধিকতর আনন্দদায়ক হইয়াছিলেন। কারণ প্রাণিসমূহের মধ্যে স্বয়ম্ভু যেরূপ, রামচন্দ্র ভ্রাতৃসমূহের মধ্যে সেইরূপ সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন।

লঙ্কাধিপতি রাবণ অত্যন্ত মদোদ্ধত হইয়া উঠিলে তাঁহাকে বধ করিবার জন্য দেবতারা বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করেন। তাহাতেই স্বয়ং নারায়ণ রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রামচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া কৌশল্যার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। ইন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া অদিতির এত সৌন্দর্য্য হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

রামচন্দ্রের লাবণ্য অতি চমৎকার। তাঁহার শরীরের বল অপরিসীম। তিনি কখনও কাহার প্রশংসা শুনিলে হিংসা করিতেন না। তিনি পিতার ন্যায় ধীরস্বভাব ছিলেন। মিষ্ট কথা বই কখন রূঢ় কথা ব্যবহার করিতেন না। লোকে রূঢ় বাক্য ব্যবহার করিলেও তিনি মিষ্ট কথায় তাহার উত্তর দিতেন। যদি কেহ কখন একটুও উপকার করিত, তিনি যাবজ্জীবন তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতেন, এবং অপকারীর শত অপরাধও একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। তাঁহার মনের দৃঢ়তা অসাধারণ ছিল। অস্ত্রাভ্যাস ও শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া যে একটু অবসর পাইতেন, সে সময় টুকু তিনি প্রসিদ্ধ সাধুশীল, বিখ্যাত জ্ঞানী এবং বৃদ্ধগণের সহিত কথাবার্ত্তায় যাপন করিতেন। তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন, সকলের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন। দেখা হইলে লোকের সহিত অগ্রে কথা কহিতেন। লোককে ভাল বই মন্দ কথা বলিতেন না। তাঁহার

বীরত্ব অসাধারণ ছিল, কিন্তু তিনি আপন বীর্য্যে কখন গর্ব্বিত হইয়া উঠেন নাই। তিনি বিদ্বান ছিলেন, কখন মিথ্যা কথা কহিতেন না। বৃদ্ধদিগকে পূজা করিতেন, প্রজাদিগকে স্নেহ করিতেন, প্রজারাও তাঁহার অনুরক্ত ছিল। তিনি দরিদ্রদিগের প্রতি দয়া করিতেন। তাঁহার ক্রোধের লেশমাত্রও ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে মান্য করিতেন, পরের দুঃখে দুঃখী হইতেন। রামচন্দ্র অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার স্বভাব পবিত্র ছিল। দুষ্টের দমনে এবং ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার জ্ঞান ছিল, যে আমি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় আমায় ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। তাহা হইলে ইহলোকে অনুপমকীর্ত্তি ও পরকালে স্বর্গলাভ হইবে। যে কর্ম্মে নিষেধ আছে, তিনি তাহা কখন করিতেন না এবং তাহার কথাও কহিতেন না। কোন বিষয়ে বিচার উপস্থিত হইলে তিনি বৃহস্পতির ন্যায় উত্তরোত্তর যুক্তিবিন্যাস করিতে পারিতেন। তাঁহার নীরোগ শরীর, তরুণ বয়স, অসাধারণ বাকপটুতা, বিশাল দেহ, দেশ, কাল, পাত্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা, দেখিয়া বোধ হইত, পুরুষগণের সারসংগ্রহ করিয়া বিধাতা একজনমাত্র সাধু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার গুণে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। প্রজারা তাঁহাকে প্রাণতুল্য দেখিত। তিনি সকল বিদ্যা উপার্জ্জন এবং সকল ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সমস্ত বেদ নিয়মপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছিলেন। যে সকল অস্ত্র প্রয়োগে মন্ত্রপাঠ করিতে হয় ও যাহাতে মন্ত্রপাঠের আবশ্যকতা নাই সে সকল প্রকার অস্ত্রচালনাতেই

তিনি পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত কল্যাণের আধার ছিলেন, ক্ষোভের কারণ থাকিলেও কখন ক্ষুব্ধ হইতেন না। তিনি সাধু, সত্যবাদী ও সরলান্তঃকরণ ছিলেন। ধর্ম্মার্থদর্শী ব্রাহ্মণগণ ও বৃদ্ধগণের নিকট সর্ব্বদা উপদেশ গ্রহণ করিতেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কি, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার স্মৃতি ও প্রতিভা অসাধারণ ছিল। লৌকিক আচার ব্যবহার তিনি বেশ বুঝিতেন। কল্প-শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও অতি বিনীত ছিলেন। বাহিরের আকার দেখিয়া কেহ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিত না। তাঁহার মন্ত্রণা কেহ জানিতে পারিত না। তাঁহার অনেক সহায় ছিল। তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ কখন ব্যর্থ হইত না। তিনি কখন অর্থ দান করিতে হয় এবং কখন অর্জ্জন করিতে হয় তাহা সম্যকরূপে জানিতেন। গুরুলোকের প্রতি তাঁহার দৃঢ় ভক্তি ছিল। তিনি কখনও কোন কথা বিস্মৃত হইতেন না। মন্দ বস্তু কখন গ্রহণ করিতেন না। কখনও কটুবাক্য ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার আলস্য ছিল না, অমনোযোগও ছিল না। তিনি আত্মদোষ ও পরদোষ বেশ বুঝিতে পারিতেন। লোকদিগের অভি-প্রায় তিনি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেন। এবং ন্যায়ানু-সারে কিরূপে অনুগ্রহ ও কিরূপে নিগ্রহ করিতে হয় তাহা তাঁহার বেশ জানা ছিল। তিনি সৎলোককে কিরূপে আত্মপক্ষে আনিতে হয় ও কিরূপে তাহাকে প্রতিপালন করিতে হয় এবং কখন কিরূপে দুষ্টলোকের নিগ্রহ করিতে হয় তাহা উত্তমরূপে জানিতেন। কিরূপে প্রজা-

দিগের নিকট অল্প অল্প কর লইয়া অনেক আয় করিতে হয়, এবং কিরূপে শাস্ত্র অনুসারে সেই টাকা ব্যয় করিতে হয়, তাহা রাম যেমন জানিতেন তেমন বোধ হয় আর কেহ জানিতেন না। সমস্ত শাস্ত্রে এবং ব্যামিশ্রক নামে প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা মিশ্রিত নাটকাদি গ্রন্থে, তিনি অত্যুৎকৃষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মকর্ম্ম ও অর্থ উৎপাদক কর্ম্ম না করিয়া কখন সুখভোগে আসক্ত হইতেন না। কোন কর্ম্মে তাঁহার কিছুমাত্র আলস্য ছিল না। গীতবাদিত্রাদি চৌষট্টিকলার কোথায় কি আছে, তাহা তিনি অতি উত্তম বুঝিতেন। কি কি উপায়ে অর্থের সদ্ব্যয় করিতে হয়, তাহা তাঁহার সুন্দররূপে জানা ছিল। হস্তী ও অশ্বে আরোহণ করিতে ও তাহাদের শিক্ষা দিতে, তিনি অতিশয় দক্ষ ছিলেন। তিনি ধনুর্ব্বেদবিৎদিগের শ্রেষ্ঠ ছিলেন; প্রধান প্রধান রথীগণ তাঁহার সর্ব্বদাই প্রশংসা করিতেন। শত্রুসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইতে এবং তাহাদিগকে তাড়না করিতে এবং সৈন্যচালনা করিতে তাঁহার মত সাহসী ও বিচক্ষণ সেনাপতি মিলিত না। দেবতারাও যদি ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিতেন তথাপি তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিতেন না। কাহারও গুণ দেখিয়া তিনি হিংসা করিতেন না, কখন ক্রোধ করিতেন না, গর্ব্ব করিতেন না এবং কখন কাহারও দ্বেষ করিতেন না। সকলেই তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। সকলে যেরূপ সময়ের মত ব্যবহার করে, তিনি কখন সেরূপ করিতেন না। তিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর তুল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য এবং বীরত্বে ইন্দ্রের তুল্য ছিলেন। তাঁহার এই

সকল নানা প্রকার গুণ ছিল বলিয়া, ত্রিভুবনস্থ সকল লোকই তাঁহার সমাদর করিত। কিরণমালায় বেষ্টিত হইয়া সূর্য্যের যেমন শোভা হয়, এই সকল গুণ থাকায় রামেরও তেমনি শোভা হইয়াছিল। এই সকল গুণে তিনি প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন এবং পিতার অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন। রামের এইরূপ স্বভাব দেখিয়া এবং এইরূপ সাহস ও পরাক্রম দেখিয়া, পৃথিবীর লোকে তাঁহাকে রাজা করিবার ইচ্ছা করিল। রাজা দশরথও আপন পুত্রকে ঐ সমস্ত নানাগুণসমন্বিত দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; "আমার পুত্রের গুণের উপমা নাই; সে ইন্দ্রের তুল্য। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অনেক দিন রাজ্যও করিয়াছি। আমি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে রাম কিরূপে রাজা হইবে।" তাঁহার মনে মনে বড় আশা—বড় আমোদ—হইতে লাগিল "কিরূপে পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। গ্রীষ্মান্তে সলিলপূর্ণ মেঘ যেমন সকলের প্রিয় হয়, সেইরূপ রাম সমস্ত লোকের প্রিয় হইয়াছে। সে প্রজাদের উন্নতি ইচ্ছা করে এবং সকলের প্রতিই দয়া করে বলিয়া, লোকে আমার অপেক্ষাও তাহাকে ভালবাসে। সে বীর্য্যে যম ও ইন্দ্রের তুল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য, ধৈর্য্যে পর্ব্বতের তুল্য, গুণে আমা অপেক্ষাও অনেক উৎকৃষ্ট। আমি আমার প্রিয়পুত্রকে এই সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর দেখিয়া কিরূপে স্বর্গে গমন করিব।"

রাজা দেখিলেন, রামের যে সকল গুণ আছে তাহা অন্য রাজার নাই, তাহার ইয়ত্তা নাই, তাহা ভুবনে কাহারও

নাই। এই সকল গুণের সবেমাত্র বিকাশ হইতেছে এখনও সম্পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। এই বিবেচনা করিয়া তিনি মন্ত্রীগণের সহিত রামকে যৌবরাজ্য দেওয়ার মন্ত্রণা করিলেন। তিনি বলিলেন "দেখ আকাশে গ্রহ নক্ষত্রাদিকৃত, অন্তরীক্ষে ঝর্টিকাদিকৃত এবং পৃথিবীতে শত্রুকৃত নানা ভয় আছে। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, জরা আমায় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এক্ষণে পূর্ণচন্দ্রমুখ রামচন্দ্রের অভিষেক দেখিলে লোকেরও তৃপ্তি হয়, আমারও চিন্তা দূর হয়।"

এই কথা বলিয়া রাজা আপনার ও প্রজাগণের মঙ্গলার্থ রামের রাজ্যাভিষেকের জন্য ব্যস্ত হইলেন। প্রজাদিগকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাহাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার বড়ই ভাবনা হইয়াছিল।

তিনি নানা নগর ও নানা জনপদবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে মন্ত্রীদ্বারা আনয়ন করাইলেন। তাহাদিগকে উত্তম উত্তম গৃহে বাস করিতে দিলেন এবং নানা আভরণ উপঢৌকন দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। তাহার পর তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি কৈকয় ও জনক রাজাকে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত আনয়ন করিতে পারিলেন না, মনে করিলেন তাঁহারা পরে এ শুভ সংবাদ পাইবেন।

রাজা যখন উপবিষ্ট হইলেন তখন অবশিষ্ট রাজগণ সভায় প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে বিবিধ আসন প্রদান করিলেন, তখন রাজার দিকে মুখ করিয়া সকলে উপবেশন করিলেন এবং রাজা কি বলেন এই জন্য সকলেই তাঁহার মুখপানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। যখন উপস্থিত

রাজবৃন্দ, পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকসমূহ রাজাকে বেষ্টন করিয়া চারি দিকে উপবেশন করিল, তখন বোধ হইল যেন ভগবান সহস্রাক্ষের চারি দিকে অমরগণ বিরাজ করিতেছেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

রামের অভিষেকে প্রজাগণের সম্মতি দান।

রাজা সমস্ত পারিষদবর্গকে আহ্বান করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে সুললিত বাক্যবিন্যাস করত বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তিনি যাহা বলিতে লাগিলেন তাহাতে প্রজাবর্গেরই মঙ্গল, সুতরাং তাঁহার বক্তৃতায় তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিল। তাঁহার স্বর দুন্দুভি স্বরের ন্যায় গম্ভীর। উহার প্রতিধ্বনি আরও গম্ভীর বোধ হইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশে মেঘধ্বনি হইতেছে। তাহা অতি হৃদয়-গ্রাহী। রাজার স্বর যেমন হওয়া উচিত, উহা ঠিক্ সেইরূপ গম্ভীর, সরস ও সর্ব্বতোভাবে উপমা রহিত।

তিনি বলিলেন "আপনারা সকলেই জানেন যে, এই রাজ্য আমার পূর্ব্বপুরুষেরা পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছেন। সমস্ত ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতিরা যে রাজ্য পালন করিয়াছেন, তাহার সুখ অবশ্যম্ভাবী। আমি অদ্য সেই রাজ্যের পরম মঙ্গল সাধন করিতে ইচ্ছা করি। মনু প্রভৃতি ঋষিগণ যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, আমিও সর্ব্বদা সেই পথে চলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমিও সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া যথাশক্তি প্রজাগণকে পালন করিয়াছি। লোকের মঙ্গল করিবার জন্য শ্বেত ছত্রের ছায়ায় আমার এই দেহ জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। আমি অনেক সহস্র বৎসর আয়ুলাভ করিয়া গুরুতর পরি-

শ্রমের সহিত রাজ্য পালন করিয়াছি। এক্ষণে আমার ইচ্ছা যে আমি জীবিত থাকিতে থাকিতেই এই জীর্ণ শরীরকে বিশ্রাম দিই। যে ভার অজিতেন্দ্রিয় লোক বহন করিতে পারে না, যে ভার রাজার প্রভাব ভিন্ন বহন করা দুঃসাধ্য, আমি পৃথিবীর সেই ধর্ম্মভার বহন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি। আমি পুত্রকে প্রজার হিতকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, উপস্থিত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠগণের অনুমতি লইয়া বিশ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র সর্ব্বগুণে গুণান্বিত। তিনি বীরত্বে পুরন্দরের সমান, তিনি শত্রুর নগর অনায়াসে জয় করিতে পারেন। পুষ্যানক্ষত্রের সহিত মিলিত হইলে চন্দ্র যেমন সর্ব্বমঙ্গলের আধার হন, রামও সেইরূপ সকল মঙ্গলের আধার। আমি তাহাকে কল্য প্রাতে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছি; লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তোমাদিগের উপযুক্ত রাজা হইবেন। ত্রৈলোক্যও যদি রামকে রাজা পায় ত মনে করে যে কৃতকৃতার্থ হইলাম। আমি অদ্য পৃথিবীর এই মঙ্গল সম্পাদন করিব এবং পুত্রের প্রতি পৃথিবীর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইব। আমি যাহা মন্ত্রণা করিয়া উত্তম বলিয়া স্থির করিয়াছি বলিলাম, আপনারা হয় ইহাতেই অনুমতি দিন, না হয় কি করিব আজ্ঞা করুন। রামকে রাজা করিলেই আমি সন্তুষ্ট হইব সত্য, কিন্তু আপনারাও অন্য মঙ্গলকর উপায় চিন্তা করুন। কারণ পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে মধ্যস্থেরা যাহা বিচার করিয়া দেন, তাহাতে অধিক ফললাভের সম্ভাবনা। তাহাতে অনেক প্রকার যুক্তির সামঞ্জস্য করিতে হয়।”

রাজা এই কথা বলিলে, ময়ূরেরা যেমন কেকারব করিয়া

মহা মেঘকে সম্ভাষণ করে, সেইরূপ রাজগণ আনন্দিত হইয়া রাজার অনেক প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহার কথায় অনুমোদন করিলেন। তাঁহাদের বাক্যের প্রতিধ্বনি অতি স্নিগ্ধ ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাহার পর বাহিরে সমবেত জনগণ আনন্দে বিভোর হইয়া, হর্ষধ্বনি করিয়া, রাজাদিগের কথায় অনুমোদন করিল, বোধ হইল পৃথিবী যেন কাঁপিয়া উঠিল।

রাজা দশরথ ধর্ম্ম ও অর্থচিন্তায় পণ্ডিত। তাঁহার মনোগত ভাব সম্যকরূপে অবগত হইয়া ব্রাহ্মণগণ—সেনাপতিগণ—পুরবাসীগণ ও জনপদবাসীদিগের সহিত একত্রে মন্ত্রণা করিয়া পুনঃ পুনঃ বিচার ও বিবেচনা করিয়া সকলে একমত হইয়া বৃদ্ধ রাজা দশরথকে বলিলেন "আপনি অনেক সহস্র বৎসরের বৃদ্ধ, অতএব আপনি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন। মহাবাহু, মহাবল রামচন্দ্র যখন হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যান, তখন আমাদের সর্ব্বদাই মনে হয় যে, ইহাঁর মস্তকে একটী ছত্র থাকিলে ভাল হইত।"

তাঁহাদের কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু বাহিরে যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে বলিলেন "হে রাজগণ। আপনারা আমার রামকে রাজা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন শুনিয়া আমার এক বিষয়ে বড়ই সন্দেহ হইতেছে, আপনারা যথার্থ কথা বলুন। যখন আমিই ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিতেছি, তখন আপনারা আবার রামকে রাজা করিতে ইচ্ছা করেন কেন?

তখন ব্রাহ্মণ ও সেনাপতিগণ, পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকগণের সহিত মিলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "আপ-

নার পুত্রের এমন অনেক গুণ আছে যাহাদ্বারা প্রজাগণের মঙ্গল হইতে পারে। আমরা আজ দেবতুল্য রামের সমস্ত গুণ কীর্ত্তন করিব, শুনিলে সকলের আনন্দ হইবে এবং সে কথা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইবে। আপনি সেই সকল গুণের কথা শ্রবণ করুন। রামের পরাক্রমই যথার্থ পরাক্রম। তিনি নানা গুণে ইন্দ্রের সম্পূর্ণ সমকক্ষ। তাঁহার গুণ ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সকল রাজাদিগের অপেক্ষা অধিক। পৃথিবীর মধ্যে রামই সাধু পুরুষ, সত্যবাদী ও সত্যপরায়ণ। ধর্ম্ম ও অর্থ, রাম দ্বারাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি প্রজাগণের সুখপ্রদানে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমাগুণে পৃথিবীর ন্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বীর্য্যে সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায়। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং সৎস্বভাব। কাহারও গুণে তাঁহার দ্বেষ নাই তিনি ক্ষমাবান, দয়ালু, কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, মিষ্টভাষী। তাঁহার স্বভাব মৃদু এবং চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হয় না। তিনি সভ্যভব্য, কেহ তাঁহার প্রতি দ্বেষবান নহে। তিনি সমস্ত ভূতগণকে সত্য অথচ প্রিয়বাক্যে আনন্দিত করেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞান বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগের উপাসনা করেন। এই সকল গুণ আছে বলিয়া, তাঁহার যশ, কীর্ত্তি, তেজঃ এই ভুবনে অতুল্য এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যদিগের যত অস্ত্র আছে, সে সমস্তই তাঁহার নখদর্পণ। তিনি সম্যকরূপে সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছেন, সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; সমস্ত সামবেদ তাঁহার কণ্ঠস্থ। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। রাম জিতেন্দ্রিয়, সমস্ত প্রজাবর্গের

প্রিয় তাঁহাকে দেখিলে সকল লোকেই প্রীত হয়। সূর্য্য যেমন কিরণমালায় শোভিত, রামও তেমনি এই সকল গুণে গুণবান। রামের এই সকল গুণ আছে বলিয়াই পৃথিবী রামকে পতিরূপে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন। রামের পরাক্রমই যথার্থ পরাক্রম, তিনি সর্ব্বাংশে লোকপালদিগের সমান। আপনার অতি সৌভাগ্য যে আপনার এরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ যেমন পুত্রের গুণে মহীয়ান্, মহারাজ! আপনিও ঠিক্ সেইরূপ হইয়াছেন। দেব, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ লোকে, রাজ্যমধ্যে, নগরে, সকলেই রামের বল, আরোগ্য ও আয়ুঃ প্রার্থনা করে। তাহারা সকলেই সৎস্বভাব হেতু রামের প্রতি সন্তুষ্ট। পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকেরা, কি ভিতরে, কি বাহিরে সকলেই সমান ভাবে রামের মঙ্গলকামনা করে। বৃদ্ধা ও যুবতীরা সায়ংকালে ও সন্ধ্যাকালে একমনে রামের মঙ্গলের জন্য দেবতাদিগকে নমস্কার করে। হে রাজন্! আপনার অনুগ্রহে তাহাদের প্রার্থনা সফল হউক। আপনি রাজাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনার পুত্র রামকে আমরা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। আপনার পুত্র দেবদেবের তুল্য, তিনি সমস্ত লোকের মঙ্গলে নিবিষ্টচিত্ত। মহৎলোকে সকলেই তাঁহাকে আদর করে। আমাদের মঙ্গলের জন্য আপনি অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র আনন্দিত চিত্তে তাঁহাকে অভিষেক করুন।

তৃতীয় সর্গ।

দশরথের উপদেশ।

এই কথা বলিয়া সকলে অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত মস্তকে উত্তোলন করিল। রাজা কাহারও প্রতি কটাক্ষ করিয়া, কাহাকেও দুই একটী কথা কহিয়া, কাহাকেও বা আপনি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—

"আহা, আজি আমার কি আনন্দের দিন! আজি আমার কি সৌভাগ্য, যে তোমরা সকলে আমার জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে চাহিতেছ!"

এই কথা বলিয়া রাজা তাহাদের সন্তোষ বর্দ্ধন করিলেন। পরে তাহাদেরই সম্মুখে বশিষ্ঠ, বামদেব ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ-গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ—

"এই চৈত্রমাস অতি পবিত্র কাল, এখন বনরাজি পুষ্প মালায় সুশোভিত। আপনারা রামের অভিষেকের জন্য সমস্ত আয়োজন করুন।"

রাজার কথা শেষ হইলে, সমবেত লোক সমূহ মহা হর্ষ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। ক্রমে জন কোলাহল উপশমিত হইলে রাজা মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বলিলেনঃ—

হে ভগবন্! রামের অভিষেকের জন্য যে কর্ম্ম ও যে

উপকরণ প্রয়োজন, তাহা আপনি অনুগ্রহ করিয়া আজ্ঞা করুন।

রাজার কথা শুনিয়া মহামুনি বশিষ্ঠ রাজার সম্মুখস্থিত চতুর ও কার্য্যদক্ষ অমাত্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"সুবর্ণ প্রভৃতি রত্ন, পূজার উপকরণ, সর্ব্বপ্রকার ঔষধি, শুক্ল-মাল্য, খদি, মধু, ঘৃত, নূতন রথ, সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র, চতুরঙ্গ বাণ, লক্ষণাক্রান্ত গজ, চামর, ব্যজন, ধ্বজ, শ্বেতছত্র, অগ্নির-ন্যায় উজ্জ্বল একশত সুবর্ণ কলসী, স্বর্ণশৃঙ্গযুক্ত বৃষ, একটী সমগ্র ব্যাঘ্রচর্ম্ম,, প্রভৃতি যাহা যাহা প্রয়োজন, সমস্ত সত্বর আহরণ কর এবং রাজার অগ্নিমন্দিরে স্থাপন কর। অন্তঃ-পুরের এবং সমস্ত নগরের দ্বারসমূহ পুষ্প ও চন্দনে বিভূষিত কর। দ্বারে দ্বারে ধূপ জ্বালিয়া দেও যেন তাহার গন্ধে প্রাণ হরণ করে। উৎকৃষ্ট খাদ্য, অতি সুস্বাদু দধি ও ক্ষীর প্রভৃতিতে দশসহস্র ব্রাহ্মণের যাহাতে প্রচুর হয় এরূপ আয়োজন করিয়া কল্য প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদিগকে দান কর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘৃত দধি ও খদি দেও। দক্ষিণা যেন প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয়। কল্য সূর্য্য উদয় হইবা মাত্র স্বস্তিবাচন হইবে। ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ কর এবং ভাল ভাল আসনের উদ্যোগ কর। চারিদিকে পতাকা বন্ধন কর এবং রাজপথে জল-সেক কর। গানব্যবসায়ী বেশ্যাদিগকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া রাজবাটীর দ্বিতীয় কক্ষ্যায় থাকিতে বল, দেবায়-তনে ও পথি পার্শ্বস্থ বৃহৎ বৃক্ষমূলে নানা প্রকার খাদ্য উপকরণ, দক্ষিণা ও গন্ধ-পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া রাখ যে, তথায় পূজা সমাপনান্তে অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন হইতে পারে। দীর্ঘ

তরবারধারী, বীরগণ হস্ত ত্রাণার্থ চর্ম্ম পরিধান করিয়া নানা অলঙ্কারে ও বর্ম্মাদিতে সুসজ্জিত হইয়া রাজার অঙ্গন মধ্যে মহোৎসবে যোগ দিক্।"

বশিষ্ঠ ও বামদেব রাজার কর্ম্মচারীগণকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়া রাজবাটীতে থাকিয়াই পুরোহিতের কর্ত্তব্য সমস্ত কার্য্য শেষ করিলেন এবং রাজার সম্মুখে গিয়া "সমস্ত করা হইল" বলিলেন। বলিবার সময় তাহাদের মুখে হর্ষ ও প্রীতি চিহ্ন সকল জাজ্বল্যমান দেখা যাইতে লাগিল।

তখন রাজা মহা আনন্দিত হইয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন, "ধর্ম্মাত্মা রামকে শীঘ্র এখানে আনয়ন কর"। সুমন্ত্র, "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে রামকে রথে করিয়া লইয়া আসিলেন। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দেশীয় যে সকল রাজগণ, ম্লেচ্ছগণ, আর্য্যগণ, বন ও পর্ব্বত বাসীগণ তথায় উপবেশন করিয়াছিলেন তাহারা সকলে, দেবতারা যেমন ইন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাজা দশরথের উপাসনা করিতে লাগিলেন। দেবতাদিগের মধ্যে বসিয়া ভগবান ইন্দ্রের যেরূপ শোভা হয় রাজা দশরথেরও তেমনি অনুপম শোভা হইল। রাজা প্রাসাদ হইতে গন্ধর্ব্বরাজের ন্যায়, চরাচর বিখ্যাত দীর্ঘবাহু, মহাবলবান্ পুত্রকে আসিতে দেখিলেন। তাঁহার গতি মত্তমাতঙ্গের ন্যায়, মুখ চন্দ্রের ন্যায় কমনীয়; দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। তাঁহার রূপ দেখিলে লোকের নয়ন মুগ্ধ হয় এবং গুণে লোকের চিত্ত মুগ্ধ হয়—দেখিলে বোধ হয় যেন গ্রীষ্মাভিতপ্ত প্রজাবৃন্দকে শীতল করিবার জন্য মেঘের উদয় হইয়াছে।

রাজা পুত্র আসিতেছেন দেখিয়া তৃপ্ত হইলেন না। সুমন্ত্র রামচন্দ্রকে রথ হইতে নামাইলেন। রামচন্দ্র যখন পিতার নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কৈলাস শৃঙ্গের ন্যায় অট্টালিকায় আরোহণ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া অবনত মস্তকে আপনার নাম শুনাইয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন; বলিলেন "আমি রাম, আপনাকে প্রণাম করিতেছি।" পুত্র করযোড়ে ও অবনত মস্তকে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া, রাজা অঞ্জলি প্রদেশে তাঁহাকে ধারণ করতঃ আপনার সম্মুখে আনিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে বসিবার জন্য মণিকাঞ্চনে ভূষিত সুন্দর উচ্চ আসন প্রদান করিলেন। রাম সেই আসনে উপবেশন করিলে, তাঁহার শোভা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। মেরু ত নিজেই উজ্জ্বল কিন্তু সূর্য্য উদয় হইবার সময় তাহার শোভা কি বর্দ্ধিত হয় না? কেবল আসন কেন? সে সভা বশিষ্ঠাদি দ্বারা শোভিত হইলেও রামের উপবেশনের পর অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। বোধ হইতে লাগিল যেন শরত কালের গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডিত বিমল আকাশে চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। প্রিয় পুত্রকে দেখিয়া রাজার আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল দর্পণ তলস্থিত নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতেছেন, উহা নানা অলঙ্কারে শোভিত রহিয়াছে।

পুত্র উপবেশন করিয়া স্থির হইলে রাজা কশ্যপ যেমন দেবেন্দ্রকে বলেন, সেইরূপ রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া

বলিতে লাগিলেনঃ—"রাম তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি আমার উপযুক্ত সন্তান, আমি তোমায় বড় ভাল বাসি। তুমি নিজগুণে প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, আমি তোমায় যৌবরাজ্য প্রদান করিব। চন্দ্রের সহিত যে দিন পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইবে সেই দিন তুমি অভিষিক্ত হইবে। স্বভাবতঃ তোমার যথেষ্ট গুণ আছে এবং সকলেই জানে তোমার মত গুণবান অল্প লোকই আছে। তথাপি তুমি আমার পুত্র বলিয়া আমি তোমাকে কয়েকটী উপদেশ দিব। তুমি সর্ব্বদা বিনয়ী ও জিতেন্দ্রিয় হও, কাম ক্রোধ, সমুত্থিত দোষ সকল ত্যাগ কর। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই উপায়ে অনুসন্ধান লইয়া, অমাত্য প্রভৃতি এবং সমস্ত প্রজাদিগকে পালন কর। যাহাকে প্রজারা ভালবাসে, যে প্রজাদিগকে ভালবাসে এবং যে বহুসংখ্যক ধনাগার, ধান্যাগার ও শাস্ত্রাগার, ধন, ধান্য ও অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ রাখিয়া পৃথিবী শাসন করে, তাহার মিত্রগণ অমৃত লাভে দেবগণের ন্যায় আনন্দিত হয়। অতএব রাম! তুমি ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে রাখিয়া রাজকার্য্য আলোচনা কর।

এই কথা শুনিয়া রামের প্রিয়কারী সুহৃদগণ ত্বরিত আসিয়া কৌশল্যাকে নিবেদন করিল। যাহারা এরূপ প্রিয়সংবাদ দিল কৌশল্যা তাহাদিগকে স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মাণিক্য এবং গাভী দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।"

পরে রামচন্দ্র রাজাকে নমস্কার করিয়া এবং রথে আরোহণ করিয়া, আপনার উজ্জ্বল অন্তঃপুরে গমন করিলেন। লোকে চারিদিক হইতে তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

পুরবাসীগণও রাজার সেই কথা শুনিয়া মনে করিল আমাদের পরম ইষ্টলাভ হইল। তাহারা রাজার নিকট বিদায় লইয়া আপন আপন গৃহে গমন করিল এবং অত্যন্ত আনন্দিত মনে দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিতে লাগিল।

চতুর্থ সর্গ।

রাজ্যাভিষেকের নিমন্ত্রণ।

পুরবাসীগণ প্রস্থান করিলে, দেশকাল নির্ণয়ে বিচক্ষণ রাজা দশরথ, মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রামের রাজ্যাভিষেকের বিষয় স্থির করিলেন। বলিলেন "কল্য পুষ্যা নক্ষত্র, কল্যই আমার পুত্র, পদ্মপলাশলোচন, রামচন্দ্রকে যুবরাজ ও অধীশ্বররূপে অভিষেক করা উচিত।"

পরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার সারথিকে বলিলেন "আর একবার রামকে এইখানে আসিতে বল।"

রাজার আজ্ঞা পাইয়া সারথি পুনরায় রামচন্দ্রকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইল। দ্বারবানেরা "সারথি উপস্থিত" বলিয়া রামচন্দ্রকে সংবাদ দিল। আবার সারথি আসিয়াছে শুনিয়া, রামের মনে নানা আশঙ্কা হইতে লাগিল। তিনি শীঘ্র তাহাকে আনাইয়া বলিলেন "তুমি পুনরায় কি প্রয়োজনে আসিয়াছ, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা কর।"

সারথি বলিল রাজা আপনাকে দেখিতে চাহিতেছেন। এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন।

সারথির এই কথা শুনিয়া রাম ত্বরান্বিত হইয়া পুনরায় পিতৃদর্শনে প্রস্থান করিলেন।

রাম আসিয়াছেন শুনিয়া রাজা দশরথ সত্বর তাঁহাকে গৃহমধ্যে আহ্বান করিলেন। শ্রীমান রামচন্দ্র পিতৃভবনে

প্রবেশ করিয়াই প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পিতৃসমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রণামের সময়ে রাজা তাঁহাকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং সমীপস্থ আসনে উপবেশন করাইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন।

"রাম! আমি কয়েকটী কথা বলিবার জন্য তোমায় আহ্বান করিয়াছি। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার বয়স অনেক হইয়াছে। আমি ইচ্ছানুসারে নানা ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়াছি এবং প্রচুর দক্ষিণা ও প্রচুর অন্নদান করিয়া শত শত যজ্ঞ করিয়াছি। তাহাতেই আমি তোমার ন্যায় অনুপম সন্তান লাভ করিয়াছি। আমি বহু যজ্ঞ করিয়াছি, অধ্যয়ন করিয়াছি এবং নিজের অভিলাষ অনুসারে সুখভোগও করিয়াছি। এইরূপে দেব, ঋষি, পিতৃ এবং বিপ্রগণের ও আত্মার ঋণ পরিশোধ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার অভিষেক ভিন্ন আমার আর কিছু ইচ্ছা নাই। অতএব আমি তোমায় যাহা বলি তুমি তাহা কর। অদ্য সমস্ত প্রজাগণ তোমায় রাজা করিতে চাহিতেছে, অতএব আমি তোমায় যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব। কিন্তু আজিই আমি নানা অশুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিলাম আকাশ হইতে মহাস্বনে বজ্র ও উল্কা পাত হইতেছে। দৈবজ্ঞেরা বলিতেছে, আমার জন্ম নক্ষত্র সূর্য্য, মঙ্গল ও রাহু নামক দারুণ গ্রহসমূহে গ্রস্ত হইয়াছে। প্রায় এরূপ দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইলে রাজার মৃত্যু হয় ও ঘোর আপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব রাম! যে পর্য্যন্ত আমার প্রাণ বহির্গত না হয় সেই সময়ের মধ্যেই আমি তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। অদ্য চন্দ্র, পুষ্যার

পূর্ব্ববর্ত্তী পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছেন। দৈবজ্ঞেরা বলিলেন, কল্য পুষ্যার সহিত তাহা নিশ্চয়ই যোগ হইবে। আমার মনে হইতেছে, যত শীঘ্র একাজ হইয়া যায় ততই ভাল। কল্যই আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। অতএব সন্ধ্যাকাল হইতে বধূর সহিত সংযত হইয়া, কুশাস্তরণে শয়ন করিয়া উপবাসী থাক। এরূপ শুভ কার্য্যে নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, এইজন্য আমার বন্ধুগণ অদ্য সাবধান হইয়া তোমায় রক্ষা করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভরত বিদেশে বাস করিতেছে, সেই সময় মধ্যে যদি তোমার অভিষেক হইয়া যায়, তাহা হইলেই ভাল হয়। সত্য বটে ভরত ধর্ম্মাত্মা, দয়াবান, জিতেন্দ্রিয়, জ্যেষ্ঠের আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং সাধুদিগের পথাবলম্বী। কিন্তু মনুষ্যদিগের চিত্ত অব্যবস্থিত বলিয়া আমার বিশ্বাস। যেহেতু সাধুদিগের চিত্তও নিমিত্তকৃত রাগ দ্বেষাদির দ্বারা বিকৃত হয়।"

এই কথা বলিয়া রাজা রামকে বলিলেন "এখন তুমি পুরমধ্যে গমন কর।" রাজার অনুমতি পাইয়া রামচন্দ্র তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া নিজগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রাজা অভিষেকের আদেশ করিলে পর, রাম আপনার গৃহে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে বাহির হইয়া মাতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন মাতা ক্ষৌমবাস পরিধান করিয়া, দেবমন্দিরে দেবতার আরাধনায় ব্যস্ত রহিয়াছেন। তিনি মৌন অবলম্বন করিয়া দেবতার নিকট রামের সৌভাগ্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। রামের অভিষেকের কথা শুনিয়া সুমিত্রা ও লক্ষ্মণ তথায় আসিয়াছিলেন,

সীতাকেও তথায় আনয়ন করা হইয়াছে। সুমিত্রা, লক্ষ্মণ ও সীতা, কৌশল্যার নিকটে বসিয়া আছেন এবং কৌশল্যা নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। পুষ্যা নক্ষত্রে পুত্রের অভিষেক হইবে শুনিয়া, তিনি প্রাণায়মে পরম পুরুষ জনার্দ্দনকে ধ্যান করিতেছেন।

তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই রাম তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "মাতঃ! পিতা আমায় প্রজাপালন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। পিতার আজ্ঞানুসারে কল্য আমার অভিষেক হইবে। তিনি বলিলেন উপাধ্যায়েরা বলিয়াছেন, সীতা ও আমাকে এই রাত্রিতে উপবাস করিয়া থাকিতে হইবে। কল্য অভিষেক হইবে অতএব আমার ও সীতার যে সকল মঙ্গল কার্য্যের প্রয়োজন, আপনি সে সমস্ত অনুষ্ঠান করুন।"

কৌশল্যা বহুকাল এই কথা শুনিবার জন্য প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আনন্দে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি রামকে বলিলেনঃ—

"বৎস রাম! তুমি চিরজীবী হও, তোমার শত্রু নাশ হউক। তুমি রাজা হইয়া আমার ও সুমিত্রার আত্মীয়বর্গকে আনন্দিত কর। অতি শুভ নক্ষত্রেই তুমি আমার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ যে, তুমি নানা গুণে পিতার প্রিয়পাত্র হইয়াছ। আমি যে বিষ্ণু প্রীতির জন্য কিছু না করিয়া তোমার জন্য তপ হোমাদি করিয়াছি তাহা আজি সফল হইল; ইক্ষ্বাকু-কুললক্ষ্মী আজি তোমায় আশ্রয় করিলেন।"

মাতা এই কথা বলিলে, রাম দেখিলেন লক্ষ্মণ বদ্ধাঞ্জলি

হইয়া এক পার্শ্বে নম্রভাবে বসিয়া আছেন। তখন তিনি একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি আমার সহিত এই পৃথিবী শাসন কর। তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা, এই লক্ষ্মী তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তুমি ইচ্ছামত সুখ ও রাজ্যফল ভোগ কর। আমি তোমারই জন্য এই জীবন ও এই রাজ্য প্রার্থনা করি।" রাম লক্ষ্মণকে, এই কথা বলিলেন এবং মাতাকে প্রণাম করিয়া ও সীতার নিকট বিদায় লইয়া, আপন গৃহে উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চম সর্গ।

রামের উপবাস বিধান।

কল্য অভিষেক হইবে। রাজা রামকে বিদায় দিয়া, পুরোহিত বশিষ্ঠকে আহ্বান করিয়া বলিলেনঃ—আপনি যান, গিয়া রামকে উপবাস করান। রাম যেন বধূর সহিত উপবাস করে।

বশিষ্ঠ, রাজাকে "তথাস্তু" বলিয়া, রামকে উপবাস করাইবার জন্য স্বয়ং রামের গৃহে প্রস্থান করিলেন। বশিষ্ঠ মন্ত্রজ্ঞ, রামও মন্ত্রজ্ঞ, সুতরাং বশিষ্ঠ ব্রহ্মরথে আরোহণ করিয়া শ্বেত মেঘখণ্ডের ন্যায় ঘন প্রভাশালী রামের প্রাসাদের তিন মহল পার হইয়া গেলেন। রামচন্দ্র মুনি আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য সসম্ভ্রমে ত্বরান্বিত হইয়া বাহিরে আসিলেন এবং সত্বর রথের নিকট আসিয়া নিজেই তাঁহাকে হাত ধরিয়া রথ হইতে নামাইলেন।

পুরোহিত রামের এইরূপ বিনীত ব্যবহার দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার গুণ গান করিয়া তাহাকে আনন্দিত করিবার জন্য বলিলেন ;—

"রাম! তোমার পিতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তুমি রাজ্য লাভ করিবে; আজ তুমি সীতার সহিত উপবাস কর। যযাতি যেমন নহুষকে অভিষেক করিয়াছিলেন, সেইরূপ কল্য রাজা দশরথ তোমায় যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন।"

এই বলিয়া তিনি মন্ত্র পাঠ করিয়া রাম ও সীতাকে উপবাসের সংকল্প করাইলেন। বশিষ্ঠ, রাজা দশরথের গুরু, সুতরাং রাম তাঁহাকে যথেষ্ট পূজা করিলেন। বশিষ্ঠও রামের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার প্রাসাদ হইতে প্রস্থান করিলেন।

রামের বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার অভিনন্দন করিতে আসিলে তিনি কিয়ৎক্ষণ তাহাদের সহিত কথোপকথন সুখে কালাতিপাত করিয়া, পরে তাহাদের অনুমতি লইয়া নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন। যখন সমস্ত পুষ্করিণীময় পদ্মফুল ফুটে এবং মত্ত মাতঙ্গগণ তাহাতে বিহার করিতে থাকে তখন পুষ্করিণীর যেরূপ শোভা হয়, রামের প্রাসাদও আনন্দিত নরনারীগণে পরিপূর্ণ হওয়ায় সেইরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল।

রাজপ্রাসাদের তুল্য রামের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বশিষ্ঠদেব রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন রাজপথ জনসমূহে আকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অযোধ্যার রাজপথে দলে দলে এত লোক উপস্থিত হইয়াছে যে তাহার মধ্য দিয়া চলা কঠিন ব্যাপার। রামাভিষেক দর্শনে তাহাদের এত কৌতূহল হইয়াছে এবং তাহারা আনন্দে এত ঘন ঘন হর্ষধ্বনি করিতেছে যে, রাজপথের শব্দ সাগরের শব্দের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে।

অযোধ্যার সে দিন পরম শোভা হইয়াছিল। রাজ পথ সকল সুগন্ধি জলে আর্দ্র ও পরিষ্কৃত করা হইয়াছিল। তোরণদ্বার সকল বনমালায় বিভূষিত এবংগৃহে গৃহে ধ্বজা উত্তোলিত করা হইয়াছিল। সে দিন অযোধ্যানিবাসী জনগণ স্ত্রী এবং বালকগণ পর্য্যন্তও রামের রাজ্যাভিষেক দেখিবার

আশায়, ক্রমাগত, "কখন সূর্য্য উদয় হইবে—কখন সূর্য্য উদয় হইবে" এই চিন্তা করিতেছিল। অযোধ্যায় মহোৎসবের স্বরূপ, প্রজাগণের অলঙ্কার স্বরূপ, লোকের আনন্দ বর্দ্ধন, রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য সকলেই অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিল।

এই প্রকার জন পরিপূর্ণ রাজপথের মধ্যদিয়া বশিষ্ঠের রথ যাইতে লাগিল। জন সমূহ রথের পথ ছাড়িয়া দেওয়ায় পথি পার্শ্বস্থ জনতা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। বশিষ্ঠ ক্রমে রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। হিমালয়ের শিখরের ন্যায় অমল ধবল রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া, তিনি রাজার সহিত মিলিত হইলেন; যেন ইন্দ্রের সহিত বৃহস্পতির যোগ হইল।

রাজা বশিষ্ঠ আসিয়াছেন দেখিয়া রাজাসন ত্যাগ করত, কার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বশিষ্ঠও "সমস্ত করা হইয়াছে" বলিলেন।

এই বলিয়া বশিষ্ঠ আসন পরিগ্রহ করিলে আর আর সকল সভাসদও আসন পরিগ্রহ করিলেন। পরে পুরোহিতের প্রশংসা করিতে করিতে, আপন আপন আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন।

রাজা সমস্ত লোক জনকে বিদায় দিয়া এবং গুরুর আজ্ঞা লইয়া, সিংহ যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ করে, সেইরূপ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্র যেমন তারাগণ খচিত আকাশমণ্ডলে প্রবেশ করেন, রাজাও তেমনি উৎকৃষ্ট বেশভূষা ধারিনী রমণাকুল পরিপূর্ণ অমরাবতীর ন্যায় অন্তঃপুর উজ্জ্বল করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

পুরবাসীদিগের হর্ষ।

পুরোহিত প্রস্থান করিলে, রামচন্দ্র স্নান করিয়া বিশালাক্ষী পত্নীর সহিত নারায়ণের উপাসনা করিতে লাগিলেন। নমস্কার পূর্ব্বক ঘৃতপাত্র গ্রহণ করিয়া নারায়ণের উদ্দেশে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। ঘৃতের অবশিষ্ট অংশ আহার করিয়া, যাহাতে আপনার মঙ্গল হয় তাহাই প্রার্থনা করিয়া, নারায়ণদেবকে ধ্যান করিতে করিতে, নিজে স্বহস্তে কুশশয্যা বিস্তীর্ণ করিয়া মৌনাবলম্বী হইয়া, বৈদেহীর সহিত নারায়ণের পবিত্র মন্দিরে শয়ন করিলেন। মন একমাত্র নারায়ণে সমাহিত রহিল।

রাত্রি এক প্রহর থাকিতে উঠিয়া গৃহটী উত্তমরূপে সুসজ্জিত করিলেন। পরে ভাট, ঘটক ও পৌরাণিকদিগের মঙ্গল গীত শ্রবণ করিতে করিতে, প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া এক মনে জপ করিতে লাগিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া এক মনে মধুসূদনের স্তব করিতে লাগিলেন। তাহার পর নির্ম্মল পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রাহ্মণদিগের স্বস্তি বাচন ও পুণ্যাহ বাচন গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের "ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং" এই মধুর অথচ গম্ভীর শব্দ তূর্য্যধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া অযোধ্যানগরী পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল।

রামচন্দ্র বৈদেহীর সহিত উপবাস করিয়া আছেন শুনিয়া অযোধ্যাবাসী সমস্ত লোক আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল। পুরবাসীগণ রামের অভিষেকের কথা শুনিয়া এবং রজনী প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া, নগর সজ্জিত করিতে আরম্ভ করিল। শ্বেত মেঘের ন্যায়, শুভ্র প্রাসাদ সমূহে, দেবায়তন সমূহে, চতুষ্পথে, রথ্যায়, চৈত্যস্থানে, নগর প্রাচীরস্থিত যুদ্ধস্থানে, নানা পণ্যশোভিত দোকান সমূহে, গৃহস্থদিগের সমৃদ্ধ সুসজ্জিত ভবন সমূহে, সমস্ত সভাস্থলে এবং অতি উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ সমূহে, ধ্বজা ও পতাকা উত্থিত হইতে লাগিল। লোক সমূহ নট ও নর্ত্তকগণের এবং গায়ক সকলের গান শুনিয়া মন ও কর্ণের সুখ সম্পাদন করিতে লাগিল।

রামাভিষেক উপস্থিত দেখিয়া চত্বরে এবং গৃহে রামাভিষেকেরই কথা চলিতে লাগিল। বালকেরা গৃহদ্বারে, দলে দলে খেলা করিতে করিতে, কল্পিত রামাভিষেকেরই কথা কহিতে লাগিল। তাহারা রাজপথে পুষ্পোপহার দিতে লাগিল এবং ধূপগন্ধে রাজপথ আমোদিত করিতে লাগিল। রাত্রিতে অন্ধকার হইবে, এই ভয়ে আলোক উৎপাদনের জন্য পথে পথে দীপবৃক্ষ রোপণ করিতে লাগিল।

পুরবাসীগণ এইরূপে নগর শোভিত করিয়া "কখন রামচন্দ্রের অভিষেক হইবে, কখন রামচন্দ্রের অভিষেক হইবে" তাহাই প্রত্যাশা করিয়া দলে দলে, চত্বর ও সভাস্থলে উপবেশন করিয়া রাজার প্রশংসা করিতে লাগিল। "আহা! আমাদের ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কি মহাত্মা। তিনি নিজে বৃদ্ধ হইয়াছেন জানিয়া, আপনার প্রিয় পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক

করিতেছেন। রামচন্দ্র জগতের কে বড়, কে ছোট সকলই অবগত আছেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া আমাদের রক্ষা করিবেন। বৃদ্ধ রাজা রামকে রাজা করিয়া আমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন। রাম উদ্ধত নহেন; তিনি বিদ্বান্, ধর্ম্মাত্মা এবং ভ্রাতৃবৎসল। তিনি ভ্রাতাদের প্রতি যেরূপ স্নেহ করেন, আমাদের প্রতিও ঠিক্ সেইরূপ করিয়া থাকেন। রাজা দশরথ চিরজীবী হউন; তাঁহারই প্রভাবে আমরা আজি রামচন্দ্রের অভিষেক দেখিতে পাইতেছি।"

যখন পুরবাসীগণ এইরূপ কথা কহিতেছে তখন চারিদিক হইতে জনপদবাসীগণ সংবাদ পাইয়া আসিতে লাগিল। তাহারা রামাভিষেক দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে আসিয়া পুরী পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল।

যখন জনপদবাসীগণ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সাগর উথলিয়া উঠিলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ উঠিতে লাগিল। যখন জনপদবাসীরা নগর দর্শন করিবার জন্য অমরাবতীর ন্যায় অযোধ্যায় প্রবেশ করিল, তখন জলজন্তু সমূহে পূর্ণ হইলে, সমুদ্রজল যেরূপ হয় সেইরূপ অযোধ্যাও আকুল ও শব্দপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সপ্তম সর্গ।

কৈকয়ী ও মন্থরার কথোপকথন।

রাজমহিষী কৈকয়ীর একজন জ্ঞাতি দাসী, তাঁহার সহিত বাস করিত। কিন্তু তাহার বাড়ী কোথায় আর মাতা পিতা কে, কেহ তাহা জানিত না। যে প্রাসাদ চন্দ্রের ন্যায় ধবল ও উজ্জ্বল, সে হঠাৎ সেই প্রাসাদে আরোহণ করিয়া দেখিল, অযোধ্যায় সমস্ত রাজপথে জল দেওয়া হইয়াছে। চারিদিকে পদ্মসমূহ ছড়ান ও মহামূল্য ধ্বজ সুশোভিত পতাকা উড্ডীন রহিয়াছে। কোথাও প্রাচীরাদি ভেদ করিয়া পথ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা নিম্ন এবং উন্নত দুই তিন প্রস্থ পথ করা হইয়াছে। চন্দনে নগর আর্দ্র হইয়াছে এবং লোকে শিরঃস্নান করিয়া চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা মাল্য ও মোদক হস্তে লইয়া হর্ষধ্বনি করিয়া নগর পূর্ণ করিয়া দিতেছে। দেবগৃহের দ্বার চন্দনের লেপে শুভ্রবর্ণ হইয়াছে এবং সকল প্রকার বাদ্য বাজিতেছে। লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, সকলেরই মুখ আনন্দপূর্ণ। চারিদিকে বেদধ্বনি হইতেছে। এমন কি হস্তী, অশ্বও আহ্লাদে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং গো ও বৃষগণ আনন্দে হাম্বারব করিতেছে। পৌরগণ হৃষ্ট ও প্রমুদিত হইয়াছে। চারিদিকে নানা বর্ণের ধ্বজমালা উত্থিত দেখিয়া মন্থরা চমকিয়া উঠিল। সে দেখিল একজন ধাত্রী পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার

মুখ আনন্দপূর্ণ, মন্থরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বল দেখি "কৌশল্যা রাণী বড় আহ্লাদ করিয়া লোকজনকে ধন দিতেছে কেন? তাহার কি কোন কামনা আছে? আর লোকেরাই বা কেন এত আনন্দধ্বনি করিতেছে?

ধাত্রীর আনন্দ ধরে না সে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া কুব্জাকে রামের যে অত্যন্ত সৌভাগ্য উপস্থিত তাহাই বলিতে লাগিল। "কাল রাজা যে আমাদের রামচন্দ্রকে রাজা করিবেন, ইহা কি তুমি শুন নাই?"

ধাত্রীর কথা শুনিয়া কুব্জা আর সহ্য করিতে না পারিয়া কৈলাস শিখরের ন্যায় প্রাসাদ হইতে নামিয়া আসিল। পাপীয়সীর শরীর ক্রোধে দগ্ধ হইতে লাগিল। যেখানে কৈকয়ী রাণী আছেন, কুব্জা সেইখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল "মূর্খে উঠ, কি শুইয়া আছ? তোমার বড় বিপদ উপস্থিত। নানা বিপদে তোমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তুমি কি বুঝিতেছ না! তোমার মনে মনে বড় গর্ব্ব আছে যে স্বামী তোমায় বড় ভালবাসে; কিন্তু সেই স্বামী এখন তোমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের তাপে নদীর স্রোত যেমন থাকে, তেমনি নারীর সৌভাগ্যও শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।"

কুব্জা রুষ্ট হইয়া এই সকল কথা বলিলে এবং এইরূপে অনিষ্টের আশঙ্কা দেখাইলে কৈকয়ী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন "মন্থরে! আমার কি কিছুই মঙ্গল নাই, তোমায় যে অত্যন্ত দুঃখিত ও বিষন্ন দেখিতেছি। বল, শীঘ্র বল, বিলম্ব করিও না, আমার ভরত ত ভাল আছে?

কুব্জা বচনে খুব পটু। কৈকয়ীর মিষ্ট কথা শুনিয়া তাহার রাগ আরও বাড়িয়া গেল। সে আরও বিষণ্ণ হইয়া তাঁহার মঙ্গলেচ্ছায়, তাঁহাকে আরও বিষণ্ণ করিবার জন্য ও রামের প্রতি তাঁহার বিরাগ উৎপাদনের জন্য বলিলঃ—

"রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন সেই জন্য আমি দুঃখে ও শোকে অভিভূত হইয়া অগাধ ভয়ে মগ্ন হইয়াছি। আমার শরীরে যেন কেহ অগ্নি ঢালিয়া দিতেছে। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য এখানে আসিয়াছি, তোমার দুঃখ হইলে আমার অত্যন্ত দুঃখ হইবে। তোমার বৃদ্ধি হইলেই আমার বৃদ্ধি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাজকর্ম্ম যে বড় নিষ্ঠুর একথা তুমি কেন বুঝিতেছ না। রাজা মুখেই ধর্ম্মবাদী। তিনি শঠ, মিষ্ট কথা বলেন কিন্তু অতি নিষ্ঠুর। তুমি জান তিনি অতি শুদ্ধ স্বভাব, তাই তিনি তোমায় এরূপে বঞ্চনা করিলেন। তোমার নিকটে আসিয়া তোমায় প্রিয় কথা বলেন, কিন্তু সে সমস্তই মিথ্যা। আজি তিনি সত্য সত্যই রাজ্যফল কৌশল্যাকে প্রদান করিবেন। ভরতকে তোমার পিত্রালয়ে বিদায় করিয়া দিয়া যখন দেখিলেন, কণ্টক দূর হইয়াছে, অমনি কালই রামকে রাজা করিবেন। আপনার মঙ্গল হইবে বলিয়া, মাতা যেরূপ ভোজন পানাদির দ্বারা সর্প পোষণ করে, তুমি সেইরূপ আপনার পরম শত্রুকে স্বামী বলিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়াছ। শত্রু যাহা করে, সর্প ক্রোধে অধীর হইয়া যাহা করে, আজি রাজা দশরথ, তোমার ও তোমার পুত্রের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতেছেন। আহা! তুমি বালিকা, কখন দুঃখ ভোগ কর নাই। সেই পাপিষ্ঠ, কপট

মিষ্টভাষী রামকে রাজা করিয়া সমস্ত বন্ধুবর্গের সহিত তোমায় নষ্ট করিল। তুমি আশ্চর্য্য হইয়া কি ভাবিতেছ, এখন যাহাতে নিজ পুত্রের ও তোমার মঙ্গল হয় তাহার উপায় কর।"

শুভাননা কৈকয়ী, মন্থরার কথা শুনিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া, শরৎকালের চন্দ্রলেখার ন্যায় শয্যা হইতে উঠিলেন। কৈকয়ী অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া আনন্দভরে মন্থরাকে উত্তম উত্তম আভরণ আনিয়া দিলেন। মন্থরাকে অলঙ্কার দিয়া আনন্দে তাহাকে বলিতে লাগিলেনঃ—

"মন্থরে! আজি আমায় তুমি পরম প্রিয় সংবাদ দিয়া বড়ই সন্তুষ্ট করিলে। বল তোমার আর কি উপকার করিতে পারি। আমি রাম ও ভরতের কোন প্রভেদ দেখিতে পাই না; অতএব রাম রাজা হইবে শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার ইহা অপেক্ষা অভিলষিত আর কি হইতে পারে। এই বাক্যই আমার অমৃত। তোমাকে এখন এই সামান্য ধন দিলাম, পরে রাম আমার রাজা হইলে তোমাকে আরও সন্তুষ্ট করিব।

অষ্টম সর্গ।

কৈকয়ী ও মন্থরার কথোপকথন।

মন্থরা, কৈকয়ীর মনে হিংসা উৎপাদন করিতে পারিল না দেখিয়া কোপে অলঙ্কার দূরে নিঃক্ষেপ করিল এবং দুঃখে ক্ষোভে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল। "মূর্খে! তুমি কেন বৃথা আনন্দ প্রকাশ করিতেছ। তুমি যে শীঘ্রই শোক পারাবারের মধ্যে ভাসিবে, তাহা একবারও ভাবিতেছ না? দেবি! আমি ত একেই দুঃখে মরিতেছি তাহাতে আবার তোমার ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইলাম। তোমার ঘোর বিপদের সময় তুমি এত আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছ কেন? তোমারঅবস্থা বড়ই শোচনীয়। তোমার দুর্ম্মতি দেখিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে। যাহার বুদ্ধি আছে সে কি কখন সপত্নী পুত্র, পরম শত্রুর শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আহ্লাদিত হয়? বরং সে এরূপ শ্রীবৃদ্ধিকে মৃত্যুর ন্যায় দেখে। রাম ও ভরত উভয়েই রাজ্যের সমান অধিকারী, সুতরাং রাম রাজা হইলে, ভরতের এবং তোমার যে দুঃখের সীমা থাকিবে না, এই ভাবিয়াই আমি বিষণ্ণ হইয়াছি। লক্ষ্মণ মহা বলবান্, সে রামের জন্য প্রাণ দিতেও কাতর নহে। লক্ষ্মণ যেমন রামের, শত্রুঘ্নও তেমনি ভরতের অনুরক্ত। জন্ম অনুসারেও রামের পরই ভরত। সুতরাং ভরতের সহিতই অধিক শত্রুতা সম্ভব। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের সহিত তত নহে, কারণ তাহাদের রাজ্যাধিকার

ভরতের পর। রাম বিদ্বান, সন্ধি বিগ্রহাদি কর্ম্মে নিপুণ এবং আপনার কার্য্য সম্পাদনেও বিলক্ষণ পটু। তাহা হইতে ভরতের নানা প্রকার ভয় হইতে পারে। আমি তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়াছি। কৌশল্যাই ভাগ্যবতী। তাহারই পুত্রের কল্য পুষ্যা নক্ষত্রে অভিষেক হইবে। পৃথিবী তাহারই হইবে এবং আমরা যেমন আছি, তুমিও তেমনি হইবে; আমাদিগের সহিত দাসীর ন্যায়, তাহার উপাসনা করিবে। তোমার পুত্রও রামের দাস হইয়া থাকিবে। রামের স্ত্রীর সখীরাও আনন্দে মত্ত হইবে। আর তোমার পুত্রবধূ ভরতের সর্ব্বনাশ দেখিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া তাহাদের মুখ চাহিয়া থাকিবে।

মন্থরাকে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট দেখিয়া মহিষী কৈকয়ী নানা প্রকারে রামের গুণগান করিতে লাগিলেন। রাম ধর্ম্মজ্ঞ, গুণবান, জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ, সত্যবান, শুচি এবং রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র। যৌবরাজ্য তাহারই পাওয়া উচিত। রাম দীর্ঘায়ু হইয়া ভ্রাতৃবর্গ ও ভৃত্যবর্গকে পিতার ন্যায় পালন করিবে। রামের অভিষেক শুনিয়া তোমার কেন এত সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে? রামের পর একশত বৎসর হইয়া গেলে, ভরত প্রভৃতিও ইচ্ছা করিলে পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারে। এখন উন্নতির সময় উপস্থিত এবং মঙ্গল নিকটবর্ত্তী। তুমি কেন বৃথা রামচন্দ্রের হিংসা করিতেছ? আমি ভরতের অপেক্ষা রামের মঙ্গল অধিক প্রার্থনা করি। আমি জানি রাম কৌশল্যার অপেক্ষাও আমাকে অধিক ভক্তি করে। রাজ্য যদি রামের হয়, তাহা হইলে তাহা ভরতেরই হইল। কারণ রাম ভ্রাতৃগণকে আপনার মত দেখে এবং বড়ই ভালবাসে।

কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া মন্থরা আরও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি মূর্খ তাই অনর্থ দেখিতে পাইতেছ না। তুমি আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ না। তোমার দুঃখ সাগর শোক ও বিপদে বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তুমি তাহাতেই নিমগ্ন হইবে। আজি রাম রাজা হইবে কালি রামের পুত্র, পরে তাহার পুত্র রাজা হইবে। ভরতের রাজ্যাধিকার সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। রাজার সকল পুত্র রাজ্যাধিকারী হয় না। সকলে রাজা হইলে রাজ্য উৎসন্ন হয়। এই জন্যেই রাজারা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজা করে। তোমার পুত্র অনাথের ন্যায় সুখ ও রাজ্যাধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অত্যন্ত ভগ্নহৃদয় হইবে। তাই আমি তোমারই জন্য তোমায় বুঝাইতে আসিলাম। তুমি কি আশায় সপত্নীর বৃদ্ধিতে আমায় পুরস্কার দিতে আসিলে? রাম যখন রাজ্য পাইবে, তখন নিশ্চয়ই ভরতকে হয় দেশান্তর, না হয় লোকান্তর প্রেরণ করিবে। তুমিই ত এই সময় ভরত কে মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিলে। সে যদি নিকটে থাকিত তাহা হইলেও হইত। নিকটে থাকিলে তরু লতার প্রতিও লোকের স্নেহ হয়। ভরতের একমাত্র সহায় শত্রুঘ্ন, সেও সেই সঙ্গে গিয়াছে। সে থাকিলেও কৃতক কাজ হইত। আমি শুনিয়াছি, কাঠুরিয়ারা কোন এক বনে বৃক্ষ ছেদন করিতে যায়। কিন্তু একটী কণ্টকাকীর্ণ লতা সেই বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া থাকায়, সহজে তাহার উদ্দেশ্য সাধন হয় নাই। রাম লক্ষ্মণকে রক্ষা করিবে এবং লক্ষ্মণও রামকে রক্ষা করিবে। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যেরূপ সদ্ভাব, তাহাদেরও

ঠিক্ সেইরূপ। অতএব রাম লক্ষ্মণের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিবেনা, কিন্তু নিশ্চয়ই ভরতের অনিষ্ট করিবে। অতএব আমার ইচ্ছা রাম রাজগৃহ হইতেই বনে যাউক। যদি ভরত ধর্ম্মানুসারে রাজ্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তোমার, আমার ও তোমার আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের মঙ্গল হইবে। ভরত রামের সহজ শত্রু। তাহার আশা ভরসা ফুরাইয়া গেলে, সে কেমন করিয়া প্রবল শত্রুর বশীভূত হইয়া থাকিবে। সিংহ যেরূপ অরণ্যে, গজযূথপতিকে আক্রমণ করে, সেইরূপ রামও সুযোগ পাইয়া ভরতকে উৎসন্ন দিবে; তুমি এই সময় তাহাকে রক্ষাকর। পূর্ব্বে স্বামীর আদরে গর্ব্বিতা হইয়া, যে কৌশল্যার নানা লাঞ্ছনা করিয়াছিলে, আজি সেই রাজমাতা হইয়া তোমার শত্রুতার পরিশোধ দিবে। যখন রাম বহুসংখ্যক সমুদ্র ও পর্ব্বত পরিব্যাপ্ত সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে, তখন তোমায় পদে পদে অবমান করিবে এবং তোমার অমঙ্গলের সীমা থাকিবে না। যখন রাম পৃথিবী প্রাপ্ত হইবে, তখন ভরত নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। অতএব যাহাতে আপন পুত্রের মঙ্গল হয় এবং শত্রুর নির্ব্বাসন হয়, এখনও তাহার উপায় বিধান কর।”

নবম সর্গ।

কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে প্রবেশ।

এই কথা শুনিয়া কৈকেয়ী ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করতঃ মন্থরাকে বলিলেন, "মন্থরে! তুমি যথার্থ বলিয়াছ। আমি এত দিনে জানিলাম তুমিই আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তুমি যাহা যাহা বলিলে তাহা সমস্তই সত্য। ভরত থাকিতে রাম রাজা হইলে আমার কষ্টের সীমা থাকিবে না। সপত্নী পুত্র যাহাতে রাজ্য না পায়, আমি এখনই তাহার উপায় করিব। আমি অদ্যই এই স্থান হইতে রামকে বনে পাঠাইব এবং শীঘ্রই ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করাইব। বল দেখি কি উপায়ে আমি এই কার্য্য সাধন করিয়া উঠিতে পারি? ভরত রাজ্য পাইবে, রাম কোন মতেই রাজা হইতে পাইবে না, ইহার উপায় কি?"

কিসে লোকের অনিষ্ট হয়, মন্থরা তাহা বিশেষ করিয়া জানে। সুতরাং সে কৈকেয়ীর এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে রামের সর্ব্বনাশের পথ দেখাইয়া দিল এবং বলিল, "তুমি এখন আমার ক্ষমতা দেখ—আমার কথা শুন, তাহা হইলেই তোমার পুত্র ভরত রাজ্য পাইতে পারিবে। তুমি আমার নিকট তোমার মঙ্গলের উপায় শুনিতে চাহিতেছ? তোমার কি সে বিষয় মনে নাই—না মনে থাকিলেও গোপন করিতেছ? অথবা আমার নিকটেই শুনিতে যদি তোমার

ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে শুন এবং শুনিয়া সেইমত কর্ম্ম কর।”

মন্থরার এই কথা শুনিয়া কৈকেয়ী শয্যা হইতে একটু উঠিয়া বলিলেন, “মন্থরে। কি উপায়ে ভরত রাজ্য পায় এবং রাম কোনমতেই পায় না তাহা আমাকে বল।” রামের অপকারই মন্থরার প্রয়োজন। সে তখনই বলিল, পূর্ব্বকালে দেবাসুরের যুদ্ধে দেবরাজের সাহায্য করিবার জন্য তোমার স্বামী তোমায় লইয়া রাজর্ষিদিগের সহিত গিয়াছিলেন। দক্ষিণদিকে দণ্ডকারণ্যের নিকট, বৈজয়ন্ত নামে যে নগর আছে, তথায় ধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার আর এক নাম শম্বর; তিনি শত মায়া ধারণ করিতে পারিতেন। ইন্দ্র ও তাঁহার সহকারী দেবগণের সহিত শত বৎসর যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে বহুসংখ্যক লোক ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। আর রাত্রিতে রাক্ষসেরা বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করে। সেই সময়ে রাজা দশরথ অসুরদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অস্ত্রাঘাতে তাঁহার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। তিনি অচেতন হইয়া আছেন, এমন সময়ে তুমি তাঁহাকে লইয়া পলায়ণ করিয়া, তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে। তিনি তাহাতেই তুষ্ট হইয়া তোমায় দুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন। তখন তুমি বলিয়াছিলে ‘আমার যখন ইচ্ছা হইবে তখন আমি এই দুইটী বর লইব।’ তিনিও তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি এ কথা জানিতাম না, তুমিই আমাকে বলিয়াছিলে। আর আমি তোমায় ভালবাসি বলিয়া এ

কথা সেই অবধি মনে করিয়া রাখিয়াছি। অতএব এক্ষণে তুমি রাজাকে রামাভিষেক রূপ অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত কর। আর, এক বরে ভরতের অভিষেক এবং অন্য এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থনা কর, যে এই সময়ের মধ্যে ভরত প্রজাগণের স্নেহভাজন হইতে পারিবে এবং রাজ্যে স্থির হইতে পারিবে। এখন তুমি ক্রোধাগারে যাও এবং মলিন বসন পরিয়া গোপনীয় স্থানে শয়ন করিয়া থাক। রাজা আসিলে তাঁহার প্রতি চাহিও না এবং কথা কহিলে কথাও কহিও না। ক্রমাগত রোদন কর এবং শোকে অভিভূতা হইয়া ভূমিতে লোটাইয়া থাক। রাজা যে তোমায় অত্যন্ত ভালবাসেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি তোমার জন্য অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে পারেন। রাজা কখন তোমায় ক্রোধ জন্মাইয়া দিতে পারেন নাই এবং তুমি রাগ করিলে তিনি তোমার দিকে চাহিতেও পারিবেন না। তোমার অভীষ্ট পূরণের জন্য রাজা প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। রাজা তোমার কথা কখনই লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। নির্ব্বোধ কৈকেয়ি! আপনার সৌভাগ্য বল বুঝিতে শিখ। রাজা দশরথ মণি, মুক্তা, সুবর্ণ ও বিবিধ রত্ন দিতে চাহিবেন, কিন্তু সে কথা কাণেও তুলিও না। দেবাসুরের যুদ্ধে রাজা দশরথ যে দুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন, সেই দুইটী স্মরণ করাইয়া দিও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। যখন রাজা দশরথ, তোমাকে তুলিয়া বারম্বার দিব্য করিয়া তোমায় বর দিতে চাহিবেন, সেই সময় তুমি রামকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে পাঠাইতে এবং ভরতকে

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ রাজ্যপদ প্রদান করিবার দুইটী বর প্রার্থনা করিবে। রাম চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিতে গেলে, এই সময়ের মধ্যে ভরতের রাজ্য হইবে। সকলে তাহার বশীভূত হইবে এবং ভরত যাবজ্জীবন সুখে রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে। দেখিও যেন রামের বনবাস প্রার্থনা করিতে ভুলিও না। ইহাতেই তোমার পুত্রের সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারিবে। একবার বনে গেলে রাম অরাম হইয়া যাইবে। ভরতেরও শত্রুক্ষয় হইবে এবং সেও রাজা হইতে পারিবে। যতদিনে রাম বন হইতে ফিরিয়া আসিবে, ততদিনে ভিতরে ও বাহিরে, ভরতের শত্রু একেবারে থাকিবে না। তাহার অনেক সহায় ও সম্পত্তি হইবে এবং সেও রাজ্য শাসনে পটু হইবে। বোধ হয় রাজার আসিবার সময় হইয়াছে। এক্ষণে তুমি যেমন করিয়া পার রাজাকে রামাভিষেক রূপ সংকল্প হইতে নিবৃত্ত কর।"

এইরূপে, যাহাতে অমঙ্গল, কুব্জা তাহাই মঙ্গল বলিয়া কৈকেয়ীকে বুঝাইয়া দিল। কৈকেয়ী তাহার মন্ত্রণায় মহা হৃষ্ট হইলেন এবং অশ্বিনী যেমন বৎসের জন্য বিপথগামিনী হয়, তিনিও কুব্জার কথায় সেইরূপ বিপদগামিনী হইলেন। কৈকেয়ী একটু স্মিত হইলেন, তাঁহার যেন চক্ষু ফুটিল। তিনি মন্থরাকে বলিলেন "কুব্জে! তোমার মত কথা ত আর কাহারও কাছে শুনি নাই। আর আমি তোমার বুদ্ধির দোষ দিব না। তুমি পৃথিবীর কুব্জাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমিই সর্ব্বদা আমার মঙ্গলপরায়ণা এবং যথার্থ হিতৈষিণী। আমি এতদিন রাজার ভালবাসা বুঝিতে পারি নাই।

পৃথিবীতে তোমার মত বিকলাঙ্গ বক্র স্বভাব কদাকার লোক অনেক আছে। বায়ুতে, পদ্মকে বক্র করিলে সে যেমন প্রিয়দর্শন হয়, তুমিও সেইরূপ সুন্দর হইয়াছ। তোমার বক্ষঃ যেন স্কন্ধদেশ হইতে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নে শান্ত উদর, তাহাতে সুন্দর নাভি যেন উদর লজ্জায় লুকাইতেছে। তোমার স্তনদ্বয় সুপীন। তোমার মুখ নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায়। আহা! তোমার কি সুন্দর শ্রী। তোমার জঙ্ঘার প্রসংসা সকলেই করিয়া থাকে। তোমার পাদুখানি বিলক্ষণ বিস্তীর্ণ। তুমি যখন আমার অগ্রে অগ্রে গমন কর, তখন তোমার বড়ই শোভা হয়। অসুরাধিপ শম্বরে যে সকল সহস্র সহস্র মায়া ছিল, তাহা এবং তদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র মায়া তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ যে তোমার রথচক্রের ন্যায় উন্নত কুঁজ উহাতেই সেই সকল মায়া ক্ষত্রবিদ্যা এবং অশেষ বুদ্ধি বাস করে। ভরতের রাজ্যাভিষেক ও রামের বনবাস সম্পন্ন হইলে পর, আমি উত্তম স্বর্ণ দ্বারা তোমার কুঁজ বাধাইয়া দিব। মুখে সোণার তিলক করিয়া দিব এবং নানা আভরণ পুরস্কার দিব। তুমি শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া দেবতার ন্যায় বিচরণ করিবে। তোমার মুখের তুলনা নাই, তুমি সেই মুখে চন্দ্রকে আহ্বান করিবে। তোমার শত্রুদিগের সম্মুখে তুমি গর্ব্ব করিবে এবং সকলেই তোমায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিবে। তুমি কুব্জা, বহু সংখ্যক কুব্জা সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়া তোমার পদসেবা করিবে"।

এইরূপে কৈকেয়ী যখন তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন সে তাঁহাকে বলিল, "কল্যাণি! জল চলিয়া গেলে আর

সেতুবন্ধ করা উচিত নহে। তুমি উঠ এবং তোমার মঙ্গলের জন্য ক্রোধাগারে গিয়া রাজার অপেক্ষা কর।"

কৈকেয়ী এতক্ষণ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে মন্থরার কথায় ভরসা পাইয়া, স্বামী সোহাগে গর্ব্বিতা কৈকেয়ী ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন।

অনেক শত সহস্র মূল্যের মুক্তাহার এবং বহুমূল্য অন্য অন্য অনেক আভরণ পরিত্যাগ করিয়া, কুব্জার কথা অনুসারে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা কৈকেয়ী মন্থরাকে বলিলেনঃ—

"হয় আমি এইখানে মরিব আর না হয় রামকে বনে পাঠাইয়া ভরতকে রাজা করিব। সোণা, রত্নে ও মণিমুক্তায় কাজ নাই। রামের যদি অভিষেক হয় তবে এ জীবণের এইখানেই শেষ হইবে।"

পরে কুব্জা, যাহাতে ভরতের মঙ্গল এবং রামের অমঙ্গল হয় এইরূপ আরও অনেক শক্ত শক্ত কথা রাণী কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিল। সে বলিল "যদি রাম রাজা হয় তাহা হইলে তুমি ও তোমার পুত্র উভয়েরই সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব যাহাতে রাম চৌদ্দ বৎসর বনে যায় এবং ভরত রাজা হয় তাহারই চেষ্টা কর।"

মন্দবুদ্ধি কৈকেয়ী হিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া মন্থরাকে বলিতে লাগিলেন, রাম যদি এইখান হইতে বনে না যায় এবং ভরত রাজা না হয়, তাহা হইলে আমি আর আভরণ চাহি না, পুষ্পমালা চাহি না, চন্দন চাহি না, অঞ্জন চাহি না, ভোজন চাহি না, পান চাহি না এবং এ জীবনও চাহি না।"

এই কথা বলিয়া সমস্ত আভরণ ত্যাগ করিয়া আস্তরণ

শূন্য মৃত্তিকার উপর শয়ন করিলেন, বোধ হইল যেন কিন্নরী স্বর্গচ্যুত হইয়া পতিত রহিয়াছে। ক্রোধোদয় হেতু তাঁহার মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। মাল্য ও ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া রাজপত্নী অত্যন্ত বিমনা হইলেন। ক্রোধরূপ তমসায় অধিকার করায়, তাঁহার মুখমণ্ডল, তারাগণ শূন্য অন্ধকার আবৃত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

দশম সর্গ।

কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে রাজার প্রবেশ।

পাপিষ্ঠা কুব্জা এইরূপে কৈকেয়ীর কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিলে, কৈকেয়ী বিষাক্ত শরবিদ্ধ কিন্নরীর ন্যায় ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিলেন। কি কি করিতে হইবে, কি কি কথা বলিতে হইবে, মনে মনে স্থির করিয়া মন্থরাকে সমস্ত বলিলেন। মন্থরার বাক্যে তাঁহার জ্ঞান হত হইয়াছে। শোকে ও ক্ষোভে বড়ই আকুল হইয়া নাগকন্যার ন্যায় বারম্বার দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং কিসে আপনার সুখ হয়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মন্থরা কৈকেয়ীর সুহৃদ্ এবং কৈকেয়ীর মঙ্গলেই তাহার মঙ্গল। সুতরাং কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া তাহার বড়ই আহ্লাদ হইল। সে মনে করিতে লাগিল, এতদিনে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

দেবী কৈকেয়ী সমস্ত নিশ্চয় করিয়া মৃত্তিকায় শুইয়া রহিলেন। তিনি যে সকল বিচিত্র মাল্য ও দিব্য আভরণ চারিদিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা ভূমিতে পড়িয়া তারকা শোভিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কৈকেয়ীর পরিধান বস্ত্র মলিন। একটী বেণী দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া তিনি ক্রোধাগারে পড়িয়া আছেন, যেন বিগতপ্রাণা কোন কিন্নরী ভূতলে লুণ্ঠিত রহিয়াছে।

রাজা রামচন্দ্রের অভিষেকের অনুমতি করিয়া এবং সভাস্থ নরপতি সমূহের অনুমতি লইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মনে হইল রামচন্দ্রের যে অভিষেক নিশ্চিত হইয়াছে, কৈকেয়ী এ সংবাদ জানেন না। অতএব প্রিয়তমাকে প্রিয়সংবাদ দিবার জন্য স্বয়ং তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্র যেন শ্বেত মেঘমণ্ডিত রাহুযুক্ত আকাশে প্রবেশ করিল। সে প্রাসাদে শুক ও ময়ূরগণ বিচরণ করিতেছে। ক্রৌঞ্চ ও হংসগণ শব্দ করিতেছে। চারিদিকে গান ও বাদ্য হইতেছে। কুব্জা, বামনিকা ও অন্যান্য দাসীরা চারিদিকে বেড়াইতেছে। চম্পক ও অশোক পরিশোভিত লতাগৃহ ও চিত্রগৃহে চারিদিক্ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। গজদন্ত, সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত বেদীসমূহ চারিদিকে শোভা পাইতেছে। সে প্রাসাদ, নানা প্রকার অন্ন, পান, ভক্ষ্য বস্তু এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ ও সুশোভিত রহিয়াছে।

রাজা দশরথ এই সুন্দর অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া শয্যায় প্রিয়তমাকে দেখিতে পাইলেন না। মদন শরে একান্ত পীড়িত হইয়া ভাবিলেন "প্রিয়তমা কোথায়"। দুঃখিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "দেবী এ সময়ে ত কখনই অনুপস্থিত থাকেন না, আমি ত কখনই এরূপ শূন্যগৃহে প্রবেশ করি নাই।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা দশরথ দ্বাররক্ষিকাকে, "প্রিয়তমা কোথায় আছেন" জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা যে আজ সর্ব্বনাশের জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছে, তিনি এ পর্য্যন্তও তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই।

দ্বাররক্ষিকা ব্যস্তসমস্ত হইয়া করযোড়ে কহিল "প্রভু! দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় বিচলিত হইল এবং হৃদয়মধ্যে অতি অভাবনীয় দুঃখ ও চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা প্রাণাপেক্ষাও অধিক। রাজা সোণার প্রতিমা ভূমিতে লোটাইতেছে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহার শরীরে পাপ নাই, তিনি কৈকেয়ীর পাপ সংকল্প কিরূপে বুঝিবেন! মনে মনে ভাবিলেন, আমায় হৃদয়ের স্বর্ণলতা কি দুঃখে ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছে? তখনও ক্রুরমতী কৈকেয়ী, স্বর্গভ্রষ্ঠা অপ্সরার ন্যায়, অমরাবতীর সুরবালার ন্যায়, জালবদ্ধা হরিণীর ন্যায়, বিষাক্ত শরবিদ্ধা হস্তিনীর ন্যায় ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।

রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "পদ্মপলাশাক্ষি! আমার প্রতি ত তোমার ক্রোধের কোনই কারণ দেখিতে পাইতেছি না। কেহ কি তোমার অবমান করিয়াছে? না কেহ তোমায় নিন্দা করিয়াছে যে, তুমি এইরূপে ধূলায় শুইয়া আমায় কষ্ট দিতেছ। আমি সর্ব্বদা তোমার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করি। কি জন্য তুমি কুসুম শয্যা পরিত্যাগ করিয়া এ অবস্থায়—এ বেশে ধূলায় পড়িয়া আছ? জীবণাধিকে! কেকয়রাজের কি কোন অমঙ্গল সম্বাদ পাইয়াছ? আমার প্রাণাধিক ভরতের ত কোনরূপ অসুখ সম্বাদ পাও নাই? কি হইয়াছে বল, তোমার সন্তোষের জন্য আমি সকলই করিতে পারি। তোমার জনক, জননীর

শারীরিক মঙ্গল ত? কোন কথা বলিতেছ না কেন? আমি আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া তোমার নিকট আসিলাম। কোথায় তুমি মিষ্ট বাক্যে আমায় তুষ্ট করিবে; তাহা না করিয়া অভিমানে, মলিন বসনে, তোমার মুখচন্দ্র ঢাকিয়া আমার হৃদয়ে শেলাঘাত করিতেছ। শুভাননে! তোমার কি কোনরূপ পীড়া হইয়াছে। বল, আমার অনেক বিচক্ষণ বৈদ্য আছে, তাহারা এখনই তোমায় সুস্থ করিবে। কাহার কি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে? কেহ কি তোমার অপ্রিয় করিয়াছে? কাহার কি অপ্রিয় সাধন করিতে হইবে? এ কি! সুন্দর নয়নে আজ বরিষার ন্যায় জলধারা বহিতেছে কেন? আজ রামচন্দ্রকে রাজা করিব। আমি নিজে এ শুভ সম্বাদ তোমাকে জানাইব বলিয়া আর কাহারও দ্বারা তোমার নিকট সে সম্বাদ পাঠাই নাই। আমার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া কি আমার উপর অভিমান করিয়াছ? বল, রোদন করিও না। তোমার কি কার্য্য আছে, তাহা গোপন করিও না। কোন অবধ্যকে কি বধ করিতে হইবে এবং কোন বধ্যকে কি ত্যাগ করিতে হইবে? কোন দরিদ্রকে ধনী করিতে হইবে, না কোন ধনীকে দরিদ্র করিতে হইবে? বল, আমি এবং আমার যত লোক জন আছে সকলেই তোমার বশীভূত। তোমার কোন বিষয়ে অভিপ্রায় হইলে, আমি কখনই তাহার অন্যথা করিব না। আমি নিজ জীবন দিয়াও তোমার কার্য্যসাধন করিয়া দিব। তোমার মনে যাহা আছে বল। আমি তোমায় ভালবাসি তাহা তুমি জান। অতএব তুমি কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না। আমি নিজপুণ্য নষ্ট করিয়াও তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব। যতদূর

সূর্য্যের আলোক যায়, আমার রাজ্যও ততদূর বিস্তৃত। দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, বঙ্গ, অঙ্গ, মাগধ, মৎস্য, কাশী এবং কোশল প্রভৃতি সমৃদ্ধ রাজ্য আমার। এই বিশাল পৃথিবীতে যে কিছু ধন, ধান্য, অজ, মেষ প্রভৃতি আছে, তুমি তাহার মধ্যে যাহা কিছু চাও সমস্তই দিব। বল, বৃথা কেন কষ্ট দিতেছ। উঠ, উঠ, আমার বড় কষ্ট হইতেছে, তুমি কি চাও সত্য কথা বল। সূর্য্য যেমন নীহার নষ্ট করে, আমিও সেইরূপ তোমার দুঃখমোচন করিব।

এই কথা শুনিয়া কৈকেয়ী আশ্বস্ত হইলেন। মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া কটু কথায় স্বামীর মনে আরও কষ্ট দিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ।

কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা।

রাজা মন্মথশরে বিদ্ধ ও কামরোগে বশীভূত হইয়াছেন দেখিয়া, কৈকেয়ী তাঁহাকে নিদারুণ কথা বলিতে লাগিলেনঃ— "আমার কেহ নিন্দা করে নাই, কেহ আমায় অপমানও করে নাই। আমার কিছু অভিলাষ আছে। আমার একান্ত ইচ্ছা আপনি তাহা পূরণ করেন। আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন আমার অভিলাষ পূরণ করিবেন, তবেই মনের কথা আপনাকে বলি।"

রাজা একটু লজ্জিত হইয়া প্রিয়তমার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, "সুন্দরি! তুমি কি জান না যে, তুমি এবং রামচন্দ্রই আমার প্রিয়। তোমাদের অপেক্ষা আমার প্রিয়তর আর কেহ নাই। রাম মহাত্মা, সে প্রধান এবং সেই আমার জীবনতুল্য। রামকে কেহ জয় করিতে পারে না। যে রামকে না দেখিয়া আমি এক মুহূর্ত্ত জীবন ধারণ করিতে পারি না, আমি সেই রামের দিব্য করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয়ই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। আমার হৃদয় একান্ত তোমার অনুরক্ত, এইটী বিবেচনা করিয়া আমায় উদ্ধার কর। যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, যাহাতে তোমার সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মে, বল আমি তাহাই করিব।".

কৈকেয়ীর মন নিজ স্বার্থ সাধনে একান্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

ছিল। নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার হর্ষের সীমা রহিল না। তিনি দেখিয়া শুনিয়া ধর্ম্মের দিকেও চাহিলেন না। আপন পুত্রের প্রতি সম্পূর্ণ পক্ষপাতিনী হইয়া বৃদ্ধ রাজাকে বলিলেন, "আপনি অনেক দিব্য করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি তেত্রিশ জন দেবতা ইহার সাক্ষী হউন। চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, গ্রহ, দিন, রাত্রি, দিক্, জগৎ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস স্থিরা পৃথিবী, নিশাচর, ভূতগণ, গৃহস্থিত গৃহদেবতা, সকলে সাক্ষী হউন এবং সকলে শ্রবণ করুন, সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, পবিত্র স্বভাব রাজা দশরথ আমায় বর দিতেছেন।

ক্রুরমতি কৈকেয়ী এইরূপে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া, যাহাতে তাঁহার মন না ফিরে তাহার উপায় করিয়া এবং রাজাকে বরদানে স্থিরসঙ্কল্প জানিয়া বলিলেন, "মহারাজ! সেই যে দেবাসুর সংগ্রামে অসুররাজ শম্বর আপনাকে হতবীর্য্য করিয়াছিল, সেই দিনের কথা স্মরণ করুন। সেই স্থলে আমি আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম। সেই সময় আমি জাগরিত ছিলাম এবং অনেক যত্ন করিয়াছিলাম বলিয়া আপনি আমায় দুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন। আমি সে দুই বর তখন লই নাই, আপনার নিকটেই গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। এখন আমার সেই দুইটী বরের প্রয়োজন হইয়াছে। আপনি যদি ধর্ম্মানুসারে অঙ্গীকার করিয়া আমায় সেই বর না দেন, তাহা হইলে এই অবমানে আমি এখনই এ জীবন ত্যাগ করিব।"

এক কথাতেই বৃদ্ধ রাজা মনোহারিণী কৈকেয়ীর বশী-

ভূত হইয়া গেলেন। মৃগ যেমন লোভে পড়িয়া ফাঁদে পতিত হয় রাজাও তেমনি কৈকেয়ীর রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া আপন বিনাশের জন্য তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইলেন। রাজা, কৈকেয়ীর এই কথা শুনিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "রাজ্ঞি! দুইটী বর কেন—রাজ্য, ধন যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমার। তোমাকে ত আমি সমস্তই দিতে পারি—তোমাকে না দেওয়ার ত কিছুই নাই। আমি সরল চিত্তে বলিতেছি, তুমি যাহা চাহিবে আমি তাহাই দিব।"

পাষাণহৃদয়া কৈকেয়ী এই কথায় নিশ্চিন্ত হইয়া রাজাকে বলিলেন "মহারাজ! সেই সময় আমায় যে দুইটী বর দিতে চাহিয়াছেন আমি এখন সেই দুইটী বর চাহিতেছি। এক বরে রামের অভিষেকের জন্য যে উদ্যোগ হইয়াছে, এই উদ্যোগে ভরতের অভিষেক হউক। দেবাসুর যুদ্ধে প্রীত হইয়া আর যে একটী বর দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, সেই বরে রাম জটা এবং বাকল ধারণ করিয়া তপস্বীবেশে দণ্ডকারণ্যে চৌদ্দ বৎসর বাস করুক। অদ্যই যেন রামচন্দ্রকে বনে যাইতে এবং ভরতকে ছত্রদণ্ড সহ রাজসিংহাসনে বসিতে দেখি। হে রাজর্ষিরাজ! আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া আপনার কুলশীল ও ধর্ম্ম রক্ষা করুন। তপস্বীরা সত্যবাক্যকেই পরকালের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হিতকর বলিয়া থাকেন।"

দ্বাদশ সর্গ।

দশরথ ও কৈকেয়ীর কথোপকথন।

মহারাজ, কৈকেয়ীর এই সকল কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ অত্যন্ত পরিতাপ প্রাপ্ত হইলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন। "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না আমার চিত্তের মোহ উপস্থিত হইয়াছে? আমার কি ভ্রম উপস্থিত হইল, না কোন ব্যাধিজনিত বিকার উপস্থিত হইয়াছে?"

এইরূপ চিন্তায় রাজার মনে সুখ রহিল না। তাঁহার একটু সংজ্ঞা হইলে, ব্যাঘ্রীকে দেখিলে মৃগ যেরূপ ভীত হয়, কৈকেয়ীকে দেখিয়া তাঁহারও সেইরূপ হইল। কৈকেয়ীর বাক্যে তাঁহার বড়ই সন্তাপ উপস্থিত হইয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভূমিতে বসিয়া রহিলেন; বোধ হইল যেন মহাবিষ সর্প মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলে বদ্ধ রহিয়াছে, তিনি "হা ধিক্" এই কয়টী কথা উচ্চারণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শোক তাঁহার চেতনা হরণ করিল।

অনেকক্ষণের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন। বোধ হইল তাঁহার তেজে সমস্ত ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। তিনি বলিলেন, "নৃশংসে, দুষ্টচরিত্রে, তুই এই কুল বিনাশ করিলি! তোর মনে কি এই দুরভিসন্ধি জাগিতেছিল? রাম তোর কি অপ্রিয় করিয়াছে, আর আমিই বা তোর কি অনিষ্ট করিয়াছি? রাম

জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে তোর প্রতিও ঠিক্ সেই-রূপ করিয়া থাকে তুই এখন সেই রামের অনিষ্টের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছিস্? আমি না জানিয়া তীক্ষ্ণবিষা সর্পীর ন্যায় তোকে আপন গৃহে আনিয়াছিলাম। আমি এতকাল চন্দন বৃক্ষ মনে করিয়া বিষবৃক্ষে জলসেক করিলাম। সমস্ত জীব-লোকে যে রামের গুণের প্রশংসা করে, আমি কি অপরাধে সেই প্রাণতুল্য পুত্রকে বনবাস দিব? তোর মনে কি কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইতেছে না? আমি কৌশল্যাকে ত্যাগ করিতে পারি, সুমিত্রাকে ত্যাগ করিতে পারি, রাজ্যলক্ষ্মীকেও ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু প্রাণতুল্য রামকে কখনই ত্যাগ করিতে পারি না। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেখিয়া, আমার অত্যন্ত প্রীত হয়, তাহাকে না দেখিলে আমার চৈতন্য নষ্ট হয়। সূর্য্য না থাকিলে জগৎ চলিতে পারে, সলিল না থাকিলে শস্য থাকিতে পারে, কিন্তু রাম না থাকিলে দশরথের দেহে কখনই জীবন থাকিতে পারে না। অতএব তুমি এরূপ অনিষ্টকর সংকল্প পরিত্যাগ কর। আমি তোমার পায়ে পড়িতেছি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি কেন এরূপ দারুণ সংকল্প করিয়াছ বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার হৃদয় কি লৌহনির্ম্মিত? দয়া, মমতা কি একবারেই তোমার হৃদয় হইতে পলায়ণ করিয়াছে? অয়ি ক্রূরে। তুমি যে বলিতে রামচন্দ্র, কৌশল্যা ও সুমিত্রা অপেক্ষাও তোমাকে অধিক ভক্তি করে, যে পুত্র সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ পবিত্রাত্মা, যে পুত্রকে তুমি ভরত অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিতে, পাষাণ হৃদয়ে! আজ কোন প্রাণে কি দোষে সেই রামচন্দ্রের বন-

বাস কামনা করিলে? তুমি পূর্ব্বে কখন আমার প্রতি কোন অপ্রিয় বা অনুচিত আচরণ কর নাই। অতএব আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতেছি না। তুমি আমায় কতবার বলিয়াছ যে "আমার পক্ষে ভরতও যাহা, রামও তাহাই; উভয়েই তুল্য।" বল দেখি কেমন করিয়া সেই ধর্ম্মাত্মা যশস্বী রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাস দিবে? রাম আমার অতি শিশু, কখনও সুখ ব্যতীত দুঃখের লেশমাত্রও জানে না। এই কি তার বনবাসের সময়? রাম তোমায় অতিশয় ভক্তি করে, রাম সকলের প্রিয়দর্শন। রামকে কেন তুমি বনবাসে পাঠাইতে চাও? তোমার সম্বন্ধে ভরত হইতে রামের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ দেখি না। রামের অন্তঃকরণ পবিত্র, সে সকল লোককে সান্ত্বনা করে। সে সকলের উপকার করে বলিয়া রাজ্যস্থ সকল লোক তাহার বশীভূত হইয়াছে। সে বলে সর্ব্বলোককে আয়ত্ত করে, দানে ব্রাহ্মণগণকে আয়ত্ত করে, ভক্তি দ্বারা গুরুজনকে আয়ত্ত করে এবং শস্ত্র দ্বারা শত্রুদিগকে আয়ত্ত করে। সত্য, দান, তপ, ত্যাগ, মিত্রতা, পবিত্রতা, ঋজুতা, বিদ্যা এবং গুরু শুশ্রূষা এ সকল গুণ রামে নিয়তই আছে। তুমি এরূপ সরলস্বভাব দেবতুল্য রামচন্দ্রের কেন অনিষ্ট করিতে চাহিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। রামের চরিত্র মহর্ষির ন্যায়। কখন মনে হয় না, রাম কোন লোককে কখন অপ্রিয় কথা বলিয়াছে। আমি তোমার কথায় কেমন করিয়া এরূপ প্রিয়বাদী পুত্রকে অপ্রিয় কথা বলিব। যাহার ক্ষমা, তপ, ত্যাগ, সত্য, ধর্ম্ম, কৃতজ্ঞতা এবং অহিংসা প্রভৃতি নানা গুণ আছে, সেই

প্রাণাধিক জীবনসর্ব্বস্ব রামচন্দ্র বনে যাইলে আমার কি উপায় হইবে?

কৈকেয়ী! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার চরমকাল উপস্থিত। আমি করুণস্বরে রোদন করিতেছি, আমার প্রতি কৃপা কর। সসাগরা পৃথিবীতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, সমস্ত তোমায় দিব, তুমি আমার মৃত্যু উপস্থিত করিও না। হায়! আমি কি করিয়া তোমার এ নিদারুণ কথা রামচন্দ্রকে বলিব। আমি কোন প্রাণে বলিব—"রাম! আজ তোমায় ছত্রদণ্ড দিয়া সিংহাসনে বসাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুষ্টার ইষ্টসাধন জন্য আজ তোমাকে বনবাসে যাইতে হইবে।" না, তাহা হইবে না, আমি তাহা কিছুতেই পারিব না। কুলনাশিনি। জীবন সর্ব্বস্ব রামচন্দ্রকে বনবাস দিলে দশরথের দেহে কি প্রাণ থাকিবে! দেখ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি—এবং তোমার গুরুজন। তুমি এই দুইটী বর চাহিও না। এই পৃথিবীর মধ্যে আর যাহা চাহিবে তাহাই দিব। তুমি অন্য দুইটী—দুইটী কেন আরও অধিক বর প্রার্থনা কর, এখনই দিব। প্রাণ পর্য্যন্তও দিলে যদি তোমার তুষ্টিসাধন হয় তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ বর আমি কিছুতেই দিতে পারিব না। দেবি! আমি তোমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইতেছি, তোমার পায়ে পড়িতেছি, তুমিই রামকে আশ্রয় দাও, আমার যেন পাপ না হয়।"

রাজা দশরথ দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া কৈকেয়ীর নিকট নানা প্রকার অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু দুষ্টার পাষাণ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল,

সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। শোকে আচ্ছন্ন হইয়া রাজা দশরথ বারম্বার শোকসাগরের পার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মন্দবুদ্ধি কৈকেয়ী আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ রাজাকে কর্কশ বচনে ভৎর্সনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এ কি কথা মহারাজ! আমাকে দুইটী বর দিয়া যদি অনুতাপ করিতেই হয়—তাহা হইলে পৃথিবীতে আপনার ধার্ম্মিকত্ব কিরূপে থাকিবে? প্রতিজ্ঞাই বা কিরূপে পূর্ণ করিবেন? দিব্য করিয়া যদি আপনি বর দান না করেন, তাহা হইলে রাজর্ষিগণের নিকট কি করিয়া মুখ দেখাইবেন। আমি যে আপনার সেবা শুশ্রুষা করিয়া বর পাইলাম, আপনি আমাকে এখন তাহাতে বঞ্চিত করিতেছেন, এ কথা তাঁহাদের নিকট বলিতে কি লজ্জা বোধ হইবে না? ছি মহারাজ! আপনি আজই বর দিয়া আজই অন্য প্রকার কথা বলিতেছেন? আমি দেখিতেছি, আপনা হইতে রাজাদিগের মহা দুর্নাম এবং পবিত্র ইক্ষ্বাকুকুল কলঙ্কিত হইল। শ্যেন ও কপোতের উপাখ্যানে, শৈব্য রাজা সত্যে আবদ্ধ হইয়া কপোতকে অভয় দিয়া, শ্যেনকে আপন শরীরের মাংস দিয়াছিলেন। অলর্ক রাজা আপন চক্ষু দান করিয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন। দেবতাদিগের প্রার্থনায় সাগর, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন বলিয়া, কখন তীরভূমি অতিক্রম করেন না। এই সকল প্রাচীন দৃষ্টান্ত মনে করুন। আপনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা। কেহ অধর্ম্মাচরণ করিলে, আপনি তাহার শাস্তিবিধান করিবেন—তাহা না হইয়া নিজেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে চাহিতেছেন? আপনি সত্যবাদী, সত্যপরায়ণ, সত্য-

প্রতিজ্ঞ এবং ধার্ম্মিক বলিয়া জগতে বিখ্যাত আছেন। আমি দেখিতেছি সে সমস্তই মিথ্যা। আপনি মিথ্যাবাদী এবং অধার্ম্মিকের একশেষ। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ধর্ম্ম হউক আর অধর্ম্মই হউক, আপনি আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যদি ধর্ম্মের ভয় থাকে, তাহা হইলে কদাচ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া মহা পাপে লিপ্ত হইবেন না। পবিত্র ইক্ষ্বাকুবংশে আপনার ন্যায় অধার্ম্মিক আর কেহ নাই। আপনি কখনই এমন সিংহাসনের উপযুক্ত নহেন। যদি রামের অভিষেক হয়, আমি অদ্যই আপনার সাক্ষাতে বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। আমি যদি একদিনও দেখি যে সপত্নী কৌশল্যা রাজমাতা হইয়াছে, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ আত্মঘাতিনী হইব। আমার নিজের দিব্য এবং ভরতের দিব্য, রামের বনবাস ভিন্ন অন্য কিছুতে আমার তৃপ্তি হইবে না। যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন আমাকে ঐ দুইটী বর দিতেই হইবে।

দুষ্টা কৈকেয়ী অক্লেশে এইরূপ কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। রাজা কৈকেয়ীর এই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামের বনবাস এবং ভরতের ঐশ্বর্য্যের কথা ভাবিয়া, কৈকেয়ীকে কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি অনিমিষ নয়নে অপ্রিয়বাদিনী কৈকেয়ীকে দেখিতে লাগিলেন। তাহার বজ্র সমান হৃদয়ের অপ্রিয় দুঃখ ও শোকময় কথা শুনিয়া রাজার মনে সুখ রহিল না, শান্তিও রহিল না। তিনি কৈকেয়ীর দিব্য শুনি এবং তাহার দৃঢ় নিশ্চয় স্মরণ করিয়া "হা রাম" বলিয়া দীর্ঘ-

নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। উন্মত্তের বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলে যেমন হয়, রোগী বিপরীত প্রকৃতির হইলে যেমন হয়, এবং মহাবিষ সর্প তেজহীন হইলে যেমন হয়, বৃদ্ধ রাজা দশরথও সেইরূপ হইয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে তিনি অতি কাতর বাক্যে কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন "তুমি যাহাকে আপাততঃ ইষ্ট বলিয়া মনে করিতেছ তাহা বাস্তবিক অনিষ্টকর। কে তোমাকে এরূপ উপদেশ দিয়াছে? তোমায় বাল্যকাল হইতে দেখিতেছি, কিন্তু তোমার চরিত্র যে এরূপ দোষ সম্ভব তাহা আমি কখন জানিতাম না। এখন তোমার সকলই বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে। কিজন্য তুমি রাজ্যে ভরতকে অভিষিক্ত এবং রামকে বনে দিতে চাহিতেছ। বোধ হইতেছে তুমি পতিব্রতা ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ এবং আমায় মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিতে সংকল্প করিয়াছ। যদি আমার ও ভরতের মঙ্গল চাও, তাহা হইলে এই মন্দ বুদ্ধি হইতে ক্ষান্ত হও। তুমি নৃশংসা, অনিষ্টকরণে স্থিরসংকল্পা, ক্ষুদ্রাশয়া এবং পাপাচারিণী। রাম তোমার কি অপরাধ করিয়াছে? দেখিও ভরতও কখন রাম ভিন্ন রাজ্যে বাস করিবে না। আমার বোধ হয় ধর্ম্মজ্ঞান বিষয়ে, ভরত রাম হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। "রাম তুমি বনে যাও" আমি যখন তাহাকে এই কথা বলিব, তখন তাহার মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়া যাইবে, তুমি তাহা কিরূপে সহ্য করিবে? আমি এইমাত্র সুহৃদগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির করিয়া আসিয়াছি, কি করিয়া এখনই তাহার

বিপরীত কার্য্য করিব। শত্রুরা পরাজয় করিলে যত কষ্ট হয়, এই নিশ্চয়ের অন্যথা হইলেও ঠিক্ তাহাই হইবে।

রাজারা নানা দিক হইতে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। তাঁহারাই বা আমায় কি বলিবেন। বলিবেন, 'দশরথ রাজা বালক; এতদিন কিরূপে রাজ্য শাসন করিয়াছিল।' যখন বহুসংখ্যক গুণবান বৃদ্ধ বহু শাস্ত্রদর্শী লোক কাল প্রাপ্তে, 'রাম কোথায়' বলিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিবে, তখন আমি কি করিয়া বলিব যে, 'কৈকেয়ী আমায় বড় উৎপীড়ন করায় আমি তাহাকে বনে পাঠাইয়া দিয়াছি।' যদি আমি এ কথা সত্য বলি, তাহা হইলে তাহাও মিথ্যা হইবে। রামকে বনে পাঠাইলে কৌশল্যা আমায় কি বলিবে। তাহার এরূপ সর্ব্বনাশ করিয়া আমিই বা তাহাকে কি উত্তর দিব। সে সকল সময়েই দাসীর ন্যায়, সখীর ন্যায়, ভার্য্যার ন্যায় সেবা করে, ভগিনীর ন্যায় উপদেশ দেয় এবং মাতার ন্যায় স্নেহ করে। সে সর্ব্বদাই আমার মঙ্গল ইচ্ছা করে এবং আমায় প্রিয় কথা বলে। তাহার আদর করা আমার সর্ব্বতোভাবে উচিত। কিন্তু তোমার জন্য কখন তাহা করিতে পারি নাই। এখন তাহার জন্য আমার বড়ই অনুতাপ হইতেছে। কুপথ্য ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন ভক্ষণ করিলে রোগীর যেমন পীড়া বৃদ্ধি হয়, তোমার উপকার করিয়াও আমার সেই ফল হইল। হায়! এ নিদারুণ কথা শুনিয়া এখনও আমার মৃত্যু হইল না! তাহা হইলে ত আমায় এ কষ্ট সহিতে হইত না। হা প্রাণাধিক! হা বৎস রামচন্দ্র! তুমি কেন এই নিষ্ঠুর পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। হায়! আমি পিতা

হইয়া তোমার সর্ব্বনাশের কারণ হইলাম। হীনবুদ্ধে! রামের অভিষেকনিবৃত্তি ও বনগমন দেখিয়া সুমিত্রা ভীত হইয়া আর আমায় কিরূপে বিশ্বাস করিবে? বৈদেহী একেবারে দুইটী অতি দুঃখকর সংবাদ পাইয়া, কিরূপে স্থির থাকিবেন। আমার ও স্বামীর জন্য শোক করিতে করিতে হিমালয় পার্শ্বে কিন্নর বিরহিতা কিন্নরীর ন্যায় দেহ ত্যাগ করিবেন। রাম বনে বাস করিতেছেন ও মৈথিলী শোক করিতেছেন দেখিয়া, আমি অধিক দিন জীবন ধারণ করিতে পারিব না। লোকে যেমন নয়নরঞ্জন মদিরা পান করিয়া পরে তাহাকে বিষ সংযুক্ত বলিয়া জানিতে পারে, আমিও সেইরূপ পূর্ব্বে তোমায় সতী জ্ঞান করিয়াছিলাম, এক্ষণে পতিঘাতিনী বলিয়া জানিলাম। ব্যাধ যেমন গীত শব্দে ভুলাইয়া মৃগকে বধ করে, তুমিও সেইরূপ মিথ্যা মিষ্টবাক্যে আমায় সান্ত্বনা করিয়া বধ করিতেছ।

মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে দেখিলে ভদ্রলোকে যেরূপ তাহার নিন্দা করে, সদ্বংশজাত লোকেও সেইরূপ আমারে দেখিয়া পুত্রবিক্রয়ী অনার্য্য বলিয়া নিন্দা করিবে।

কি দুঃখ! কি কষ্ট! যে আমি তোমার এই কথা সহ্য করিলাম। অথবা ইহা আমার পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফল, নহিলে কেন আমার এতাদৃশ দুঃখ উপস্থিত হইবে? আমি পাপিষ্ঠ, তাই উদ্বন্ধন রজ্জুর ন্যায় না জানিয়া, না শুনিয়া তোমায় এত দিন কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছিলাম এবং সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করিয়াছিলাম। আমি ক্রীড়া করিতাম, জানিতাম না যে তুমি আমার মৃত্যুর স্বরূপ হইবে। বালক যেমন কৃষ্ণসর্পের

সহিত খেলা করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আমারও সেইরূপ হইল। আমি পাপিষ্ঠ,—জীবিত থাকিয়াই আপনার প্রিয় পুত্রকে পিতৃহীন করিলাম। এরূপ স্ত্রীপরায়ণ রাজাকে সমস্ত জীবলোকে কে না নিন্দা করিবে? সকলেই বলিবে 'রাজা দশরথ অত্যন্ত মূর্খ ও কামুক। সে স্ত্রীর কথা শুনিয়া কেমন করিয়া প্রিয়পুত্রকে বনে পাঠাইল।' এত দিন গুরুদিগের উপদেশানুসারে ব্রত এবং ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া রামের শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছে। এখন ভোগের সময় উপস্থিত, কিন্তু এখনই তাহাকে জটাজূট ধারণ করিয়া আবার বনে কষ্ট পাইতে হইবে! আহা! বৎস আমার কথায় কখন দ্বিতীয় উত্তর করে নাই। তাহাকে একবার 'বনে যাও' বলিলে রাম তাহাতেই সম্মত হইবে। সে যদি তাহার প্রতিকূলাচরণ করে তবেই ভাল হয়। কিন্তু সে ত তাহা করিবে না। রামচন্দ্র বনে গেলে আমার রক্ষা নাই। সকল লোকে আমায় ধিক্কার দিবে এবং মৃত্যু আমায় যমালয়ে লইয়া যাইবে।

নৃশংসে! আমি মরিলে ও রাম বনে গেলে, কৌশল্যাদি আমার যে সকল প্রিয় পরিজন আছে, তাহাদের প্রতি তুই যে কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবি, তাহা আমি ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। কৌশল্যা ও সুমিত্রা যদি আমাকে ও পুত্রদিগকে হারায়, তাহা হইলে দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া নিশ্চয় আমার সহগামিনী হইবে। এইরূপে আমাকে, কৌশল্যাকে, সুমিত্রাকে এবং তিনটী পুত্রকে নরকে নিক্ষেপ করিয়া তুই কি সুখী হইবি মনে করিয়াছিস্? এই ইক্ষ্বাকু-

বংশ নিত্য গুণান্বিত ও বহুদূর বিস্তৃত এবং অজেয়। আমি ও রাম পরিত্যাগ করিয়া গেলে, এ বংশে নানা গোলযোগ ঘটিবে, তখন তুই ইহা রক্ষা করিস্। যদি রামকে বিবাসন করা ভরতের প্রিয় হয়, তবে সে যেন আমার দেহান্তের পর আমার প্রেতকৃত্য করে না। রাম বনে গেলে ও আমি মরিলে তুই বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত এই রাজ্য ভোগ করিস্। আমার অতি দুর্ভাগ্য যে, তুই আমার গৃহে বাস করিয়াছিস্। তুইই আমার এই দারুণ অকীর্ত্তি এবং এই সর্ব্বনাশ করিলি। লোকে পাপ করিলে সর্ব্বভূত মধ্যে যেরূপ নিন্দনীয় হয়, আজি তোর জন্যে আমাকেও সেইরূপ হইতে হইল।

রাম আমার সকলের কর্ত্তা। অশ্ব, হস্তী, রথ বিনা কখন পথ চলে না। আজি সেই রাম কিরূপে পথ শূন্য কণ্টকাকীর্ণ বিজন অরণ্যে পাদচারে ভ্রমণ করিবে। যে রামের আহার সময়ে 'আমি আগে, আমি আগে' বলিয়া, কুণ্ডলধারী পাচকেরা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পাণীয় ও ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া দিত, আজি সেই রাম বনে যাইয়া, কটু তিক্ত কষায় ফল মূল ভক্ষণ করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে। রাম কখন দুঃখ পায় নাই, কখন মহার্ঘ্য বস্ত্র ভিন্ন অন্য বস্ত্র পরে নাই। সেই রাম, কিরূপে বাকল পরিধান করিয়া বনে বাস করিবে। "রাম বনে যাইবে, ভরতের অভিষেক হইবে" এই অচিন্তনীয় দারুণ বাক্য কোথা হইতে শিখিলি? শঠ স্বার্থপরায়ণা নারীকে ধিক্।

রে নৃশংসে স্বার্থপরায়ণে! তুই জগতের অনর্থ উৎপাদন

করিতে বসিয়াছিস্। নিশ্চয়ই আমার অনুতাপের জন্য ঈশ্বর তোকে দুর্ম্মতি দিয়াছেন। আমি বা রাম তোর কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছি যে, তুই আমাকে এই ভয়ানক মনস্তাপ দিলি?

রাম দুঃখে নিমগ্ন হইলে সমস্ত জগৎ কুপিত হইবে। স্নেহবান পিতা, ভক্তিপরায়ণ পুত্রকে পরিত্যাগ করিবে, প্রণয়িণী পতি পরিত্যাগ করিবে এবং পৃথিবীর নানা অনিষ্ট উৎপাদন হইবে। রাম নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া দেবকুমারের ন্যায় আমার নিকট আসিতেছে শুনিয়া, আমার বোধ হয়, আমি রামকে দেখিতেছি ও আনন্দে মনে হয় যেন আমার যৌবন ফিরিয়া আসিয়াছে। সূর্য্য বিনা লোকের চলিতে পারে, ইন্দ্র বৃষ্টি না করিলেও লোকের চলিতে পারে, কিন্তু রাম এখান হইতে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কেহই জীবন ধারণ করিতে পারিবে না। তুই আমার বিনাশ কামনা করিতেছিস্, তুই আমার অমঙ্গল কামনা করিতেছিস্, তুই আমার পরম শত্রু এবং মৃত্যুস্বরূপ। তোকে আমি কেন গৃহে বাস করাইয়াছিলাম। তুই সর্পী, তোর বিষ অতি ভয়ানক। আমি না জানিয়া তোকে অনেক দিন ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলাম, তাই আজি আমার বিনাশ করিলি। রাম পরিত্যাগ করিয়া গেলে, ভরত তোর সহিত এই নগর ও রাজ্য পালন করুক্। তুইও পতি পুত্রাদি আত্মীয়গণের বিনাশ সাধন করিয়া আমার শত্রুদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্য ভোগ কর্। তোর আচরণ অতি নিষ্ঠুর। একে আমি বৃদ্ধ, তাহাতে তুই আমায় প্রহার করিতেছিস্। তুই আজ আমার নিকট লজ্জা-

শূন্য ভাবে যে সকল কথা বলিয়াছিস্, এখনও তোর দন্ত সকল সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া মুখ হইতে খসিয়া পড়িল না। রাম তোর কখন অনিষ্ট করে নাই এবং তোকে কখন অপ্রিয় বাক্য বলে নাই। রাম কঠিন কথা বলিতে জানে না। গুণিগণ সকলেই রামের আদর করে। তুই সেই প্রিয়বাদী রামের অনিষ্ট কথা বলিতেছিস্। তুই মনবেদনাই প্রাপ্ত হ, জ্বলিয়াই মর্, বা বিষ খাইয়াই মর্, অথবা ভূগর্ভেই প্রবেশ কর্, তুই কেকয় বংশের কলঙ্ক; আমি তোর কথা কখনই শুনিব না। তুই মিথ্যা প্রিয় বাক্য বলিয়াছিস্, তোর অন্তঃকরণ ক্রূর, তোর হৃদয় খুরের ন্যায়। তুই নিজ কুল বিনাশ করিতে আসিয়াছিস্, তুই আমার হৃদয় বন্ধন দগ্ধ করিতেছিস্, আমি তোকে আর ভাল বাসিব না। আমার জীবন চলিয়া গেলে আমার আবার সুখ কোথায়? দেবি! কৈকেয়ি! আমি তোমার বৃদ্ধ স্বামী। আমি তোমার পায়ে পড়িতেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমার মহৎ অনিষ্ট সাধন করিও না। ভরতকে এই মুহূর্ত্তে রাজদণ্ড দিতেছি। তুমি রামচন্দ্রের বনবাস কথা আর মুখে আনিও না।”

স্ত্রীর অতি কঠিন ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া, অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে করিতে, মহীপতি কৈকেয়ীর চরণ ধরিতে গেলেন। কিন্তু অর্দ্ধপথে যাইতে না যাইতে আতুরের ন্যায় চরণ-স্পর্শের পূর্ব্বেই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

তের সর্গ।

কৈকেয়ীর সহিত দশরথের কথোপকথন।

পুণ্যক্ষয় হইলে রাজা যযাতি যেমন স্বর্গচ্যুত হইয়াছিলেন, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে দশরথকেও ঠিক্ তেমনই দেখাইতে লাগিল। তাঁহার রাজ কলেবর স্ত্রীপদতলে ধুলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কৈকেয়ী অতি নষ্ট স্বভাব তিনি রাজার ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও ভীত হইলেন না। বরং মনে করিলেন, আমার কার্য্য সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে। তিনি রাজার হইতে ভরতের অনিষ্টাশঙ্কা মনে করিয়া, পুনরায় রাজার নিকট সেই বরই প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে লোকে সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত বলে; কেন আমার বররূপ ঋণ পরিশোধ করিতে অসম্মত হইতেছেন? যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন আমাকে বর দিতেই হইবে।"

কৈকেয়ী এইকথা বলিলে, রাজা দশরথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিহ্বলের ন্যায় থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "রে অনর্থে! তুই আমার পরম শত্রু। বুঝিয়াছি আমি মরিলে ও রাম বনে গেলে তোর অভিলাষ পূর্ণ হয়। আমি স্বর্গে গেলে দেবতারা যখন রামের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি উত্তর দিব? আমি কি বলিব যে তোর তুষ্টিসাধনজন্য রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়াছি? 'কেন পাঠাইলে' জিজ্ঞাসা করিলে, সে যন্ত্রণা আমি কেমন করিয়া

সহ্য করিব, কি বা উত্তর দিব। যদি সত্য কথা বলি, যদি বলি যে, কৈকেয়ীর মঙ্গলের জন্য রামকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি, সে কথা কে বিশ্বাস করিবে? আমি অপুত্রক ছিলাম, আমি অনেক পরিশ্রম করিয়া মহাবলবান, মহা তেজস্বী এবং ধর্ম্মাত্মা পুত্র পাইয়াছি। কেমন করিয়া সে পুত্রকে পরিত্যাগ করিব। রাম আমার বীর, কৃতবিদ্য, ক্রোধশূন্য, এবং ক্ষমাবান, রামের চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায়। আমি কেমন করিয়া রামকে নির্ব্বাসিত করিব। রাম আমার ইন্দীবর শ্যাম, দীর্ঘবাহু, লোকের হৃদয় রঞ্জন। এমন সর্ব্বগুণাকর প্রিয়পুত্রকে আমি কিরূপে দণ্ডকারণ্যে পাঠাইয়া দিব। রাম চিরদিন সুখই ভোগ করিয়াছে, কখন দুঃখের লেশ জানে না। তাহার বনবাসের কষ্ট আমি কেমন করিয়া দেখিব, এ দুঃখ আমি কি করিয়া সহ্য করিব। যদি রামের বনবাস দুঃখ উৎপাদনের পূর্ব্বেই আমার মৃত্যু হয়, তবেই পরলোকে সুখ হইবার সম্ভাবনা। রে নৃশংসে! তোর সংকল্প কি ভয়ানক, তুই আমার অমিত-পরাক্রম প্রিয়পুত্র রামের অনিষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্। আমার এই অকীর্ত্তি চিরকাল পৃথিবীতে জাগরূক থাকিবে এবং আমার কীর্ত্তি লোপ পাইবে।”

রাজা এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, তাঁহার চিত্ত অধীর ও অস্থির হইতেছে, এমন সময়ে সূর্য্য অস্তগত হইলেন এবং রজনী উপস্থিত হইল। রাজা তখনও বিলাপ করিতেছেন। তাঁহার চক্ষে চন্দ্রমণ্ডল মণ্ডিত রজনী অন্ধকারময়ী বোধ হইল। বৃদ্ধ রাজা দশরথ আকাশে চক্ষু আসক্ত করিয়া আর্ত্তের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

বলিতে লাগিলেন "হে নক্ষত্র ভূষিতে নিশে। তোমার প্রভাত হয় আমি ইচ্ছা করি না, আমি তোমার নিকট কর-যোড় করিতেছি, আমার প্রতি দয়া কর; অথবা তুমি শীঘ্রই শেষ হইয়া যাও। আমি, নির্দ্দয় ও নৃশংস, কৈকেয়ীকে দেখিতে চাহি না। উহারই জন্য আমার এত কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া রাজা আবার করযোড় করিয়া কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন "হে ভদ্রে! হে দেবি! আমি সচ্চরিত্র, আমি দীন, আমি একান্ত তোমার অনুরক্ত। আমার আয়ু শেষ হইয়াছে। বিশেষ আমি তোমার স্বামী। অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি রামের অভিষেকের কথা নির্জ্জনে বলি নাই, সকলের সাক্ষাতেই বলিয়াছি। যাহাতে সকলের উপহাসাস্পদ না হই, তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহাই কর। তুমি অতি সহৃদয়া। দেবি। তুমি প্রসন্ন হও। তুমিই রামকে রাজা কর, তাহা হইলে তোমার বিশেষ সুখ্যাতি হইবে। হে নিতম্বিনি। তোমার মুখ ও চক্ষু অতি সুন্দর। তুমি রামের, লোকসমূহের, ভরতের এবং গুরুগণের এই প্রিয়কার্য্য সাধন কর।"

দুষ্টস্বভাবা কৈকেয়ী, বিশুদ্ধস্বভাব রাজার এইরূপ কাতর অশ্রুপূর্ণনেত্রে করুণাস্বরে বিলাপ শুনিয়া একটী কথাও কহিলেন না। রাজা আবার মূর্চ্ছিত হইলেন, দেখিলেন তাঁহার প্রতিকূলভাষিনী প্রিয়া তুষ্ট হইবেন না। দেখিলেন কৈকেয়ীই তাঁহার পুত্রের বিবাসনের কারণ। তিনি পুনরায় দুঃখিত ও সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন। এই প্রকারে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত

হইল। বন্দিগণ রাজার নিদ্রাভঙ্গ জন্য সমস্বরে বৈতালিক গীত গাহিতে লাগিল। কিন্তু বৃদ্ধ রাজা মনের দুঃখে অতিশয় কাতর থাকায় তাহাদিগকে কার্য্য হইতে ক্ষান্ত থাকার জন্য নিষেধ করিলেন।

চৌদ্দ সর্গ।

রামকে আনিবার জন্য সুমন্ত্রের গমন।

পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী রাজা দশরথকে, পুত্রশোকে অচেতন হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আপনি আমায় বর দিতে অঙ্গীকার করিয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিলে কেন? বরদান ত মহাপাতক নহে। বিশেষতঃ আপনার মত লোকের প্রতিজ্ঞার স্থির থাকা উচিত। পণ্ডিতেরা বলেন সত্যই পরম ধর্ম্ম, আমিও আপনার সত্য রক্ষার জন্য বলিতেছি। শৈব্য রাজা শ্যেনপক্ষীকে আপনার শরীর দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি সেই পক্ষীকে নিজ শরীর দিয়া পরম গতি লাভ করিলেন। একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অলর্কের চক্ষুদ্বয় প্রার্থনা করিয়াছিল। তেজস্বী অলর্ক অম্লানমুখে আপন চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া দিয়াছিলেন। সমুদ্র প্রকাণ্ড, সমুদ্রের তীর অতি অল্প উচ্চ, তিনি অনায়াসেই তীর অতিক্রম করিয়া আসিতে পারেন, কিন্তু সত্য করিয়াছেন বলিয়া চন্দ্রোদয়ের সময়ও তীর অতিক্রম করেন না। সত্য একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ। সত্য আছে বলিয়াই ধর্ম্ম আছে, সত্যই অক্ষয় বেদ। সত্য দ্বারাই পরম মঙ্গল লাভ হয়। যদি ধর্ম্মে আপনার মতি থাকে, আপনি সত্যপালন করুন। আমার বর সফল হউক, আপনারও বরদান সফল হউক। আমি বার বার তিন বার বলিতেছি,

আপনি রামকে নির্ব্বাসিত করুন, তাহা হইলেই আপনার পরকালে সুখ হইবে এবং আমার চেষ্টাও সফল হইবে। মহারাজ! যদি আপনি আমার এই নিয়ম পালন না করেন, তাহা হইলে আমি জানিব, আপনি আমায় পরিত্যাগ করিলেন এবং আমি তখনই জীবন ত্যাগ করিব।”

কৈকেয়ী কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া রাজার উপর এইরূপ পীড়ন আরম্ভ করিলেন। রাজার হৃদয় উদ্ভ্রান্ত হইতে লাগিল, তাঁহার বর্ণ বিবর্ণ হইতে লাগিল, যুগচক্রমধ্যে রুদ্ধ হইলে অশ্বের যেরূপ অবস্থা হয় তাঁহার অবস্থাও ঠিক্ সেইরূপ হইল। তাঁহার নেত্র বিকল হইল, বোধ হইল যেন তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। তথাপি অনেক কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন “রাক্ষসি! আমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া তোর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহা আমি ত্যাগ করিলাম এবং ভরতকেও ত্যাগ করিলাম। রজনী প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্য প্রায় উদয় হইলেন। গুরুজন আমার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, আমায় গিয়া শীঘ্রই অভিষেক করিতে হইবে। রে পাপিষ্ঠে। যদি তুই রামাভিষেকে ব্যাঘাত দিস্ তাহা হইলে অভিষেকের জন্য যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার দ্বারা রাম আমার পারলৌকিক কর্ম্ম করিবে। তোর কিম্বা তোর পুত্রের পিণ্ডদান আমি গ্রহণ করিব না। আমি কালি প্রজাদিগের মুখে সেরূপ হর্ষ, সেরূপ আনন্দ দেখিয়া আজি সেই প্রজাদিগের ম্লান মুখ কিছুতেই দেখিতে পারিব না।”

রাজা কৈকেয়ীকে এই কথা বলিতেছেন এমন সময়ে চন্দ্র

ও নক্ষত্রভূষিতা রজনী প্রভাত হইল। পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী অবসর বুঝিয়া ক্রোধে রাজাকে নানা কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! কি বলিতেছেন? আপনার কথায় আমার শরীরে বিষ-বর্ষণ হইতেছে। আপনি কেন রামকে এখানে আনান না? তাহাতে ত কিছু কষ্ট নাই। তাহার পর আমার পুত্রকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া রামকে বনে পাঠান এবং এইরূপে আমাকে নিষ্কণ্টক করিয়া আপনি কৃতকৃত্য হউন।" তীক্ষ্ণ কশাঘাতে অশ্বের যেরূপ পাড়া জন্মে কৈকেয়ীর এই তীব্র কথাতে রাজারও সেইরূপ দারুণ কষ্ট হইল। তিনি বলিলেন "আমি ধর্ম্মবন্ধে বদ্ধ হইয়া আমার চৈতন্য হারাইয়াছি। তোমার যাহা অভিরুচি হয় কর, আমি তোমাকে আর কিছুই বলিব না। আমি কেবল মাত্র আমার জ্যেষ্ঠ প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে দেখিতে চাহি।"

রজনী প্রভাত হইল, সূর্য্যদেবও উদিত হইলেন। বশিষ্ঠদেব প্রাতকৃত্যাদি করিয়া পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পবিত্রক্ষণ উপস্থিত প্রায় দেখিয়া, শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নগরের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে জল দেওয়া হইয়াছে এবং চারিদিকে পতাকা শোভিত রহিয়াছে। সকল লোকই আনন্দিত সকল দোকানই সুসজ্জিত; সকলেই মহোৎসবে মত্ত এবং সকলেই রামের জন্য উৎসুক। চারিদিক্ চন্দন ও ধূপের গন্ধে আমোদিত। অযোধ্যা আজ সম্পূর্ণরূপে অমরাবতী হইয়াছে।

বশিষ্ঠদেব নগর অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে অন্তঃ-

পুর। বহুসংখ্যক ধ্বজা পতাকায় ব্যাপ্ত হইয়া উহার অপূর্ব্ব শ্রী হইয়াছে। পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকে উহার চারিদিকে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা যষ্টি ধারণ করিয়া উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। চারিদিকে বড় বড় তেজস্বী অশ্ব সকল বদ্ধ রহিয়াছে। বশিষ্ঠদেব নগর অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনে বড়ই আনন্দ হইল, তাঁহার সমভিব্যাহারী ঋষিবৃন্দের মুখেও হর্ষ চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন সুমন্ত্র অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া দ্বারে উপস্থিত আছে। মহাতেজা বশিষ্ঠ, সুমন্ত্রকে বলিলেন, "সারথে! তুমি শীঘ্র রাজাকে সম্বাদ দাও। আমি দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলাম, আমি সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, আমার সঙ্গে স্বর্ণ ঘটে গঙ্গাজল ও সমস্ত সাগরের জল আছে। আমি অভিষেকের জন্য ডুম্বুর নির্ম্মিত ভদ্রপীঠ সংগ্রহ করিয়াছি, সর্ব্বপ্রকার উত্তম বীজ এবং নানা প্রকার গন্ধদ্রব্য ও রত্ন সংগ্রহ করিয়াছি। দধি, মধু, ঘৃত, কুশ, পুষ্প, দুগ্ধ, অষ্টকন্যা, মত্তহস্তী, চতুরশ্বরথ, ধনু, খড়্গ, শিবিকা, শ্বেতছত্র, দুইটী শ্বেত বৃষ, চতুর্দ্দন্ত বিশিষ্ট উত্তম সিংহ, সিংহাসন এবং ব্যাঘ্রচর্ম্ম সকলই সংগ্রহ করিয়াছি। সর্ব্বপ্রকার বাদ্যকর, আচার্য্যগণ, ব্রাহ্মণগণ, গো সমূহ, মৃগ ও পক্ষিগণ, পুরবাসিগণ ও জনপদবাসিগণ এবং বণিকগণ সকলেই আমার সহিত রাজার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেকেই আছেন। সকলেই রামের অভিষেক অপেক্ষা করিতেছেন। সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র যাও রাজাকে সত্বর হইতে বল। আজি অতি পুণ্যাহ

দিন। রামচন্দ্র যেন পুষ্যানক্ষত্র যোগেই রাজ্য লাভ করিতে পারেন।”

বশিষ্ঠের কথা শুনিয়া সুমন্ত্র তৎক্ষণাৎ রাজার স্তব করিতে করিতে রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুমন্ত্রের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ নিষেধ ছিল না, সুতরাং অনায়াসে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুমন্ত্র রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি উহাঁর অবস্থা জানিতেন না, এজন্য সুললিত বাক্য বিন্যাস করিয়া পরমানন্দে রাজার স্তব করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন রাজার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব পাঠ করিতেন আজিও তাহাই করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন “মহারাজ সূর্য্যোদয় কালে সূর্য্য-কিরণে প্রতি তরঙ্গে সাগর যেমন স্নানার্থীদিগের আনন্দ সম্পাদন করে, সেইরূপ আপনিও আজি আমাদের আনন্দ সম্পাদন করুন। মাতলি এইরূপে ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন, ইন্দ্র তাহাতেই সমস্ত দানব জয় করেন। আমিও সেইরূপ আপনার স্তব করিতেছি, যেমন বেদ বেদাঙ্গগণ এবং বিদ্যা আত্মভু প্রভু ব্রহ্মাকে প্রবোধিত করে সেইরূপ আমিও আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি! যেমন চন্দ্র ও সূর্য্য ভূতধাত্রী পৃথিবীকে প্রবোধিত করেন আমিও আজি তেমনি আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন। অভিষেক সময়ের মত বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত হইয়া মেরুপৃষ্ঠে দিবাকরের ন্যায় শোভা সম্পাদন করুন পুরবাসী ও জনপদবাসীগণ এবং বালকগণ রামের অভিষেক দেখিতে উপস্থিত হইয়াছে। ভগবান বশিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত দ্বারদেশে উপস্থিত আছেন। রাজন্! আপনি শীঘ্র রামচন্দ্রের

অভিষেকের আজ্ঞা দিউন। পশুরক্ষক ভিন্ন পশুপাল, সেনাপতি শূন্য সেনা, চন্দ্রবিনা রাত্রি, এবং বৃষ বিনা গাভিকুল যেরূপ হয় আপনার অভাবে প্রজাগণও সেইরূপ বোধ করিতেছেন"।

তাঁহার এই শান্তবাক্য শ্রবণ করিয়া শোকে রাজার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াগেল। তিনি বিষণ্ণ বদনে সুমন্ত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "সুমন্ত্র! তোমার কথায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে"। সুমন্ত্র রাজার এই করুণ ও কাতর বাক্য শুনিয়া এবং রাজাকে শোকাকুল দেখিয়া তথা হইতে একটু না সরিয়া গিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। কৈকেয়ী যখন দেখিলেন রাজা কাতরতা প্রযুক্ত স্বয়ং কিছুই বলিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি নিজেই বলিলেন, "সুমন্ত্র! রামাভিষেকের আনন্দে রাজা সমস্ত রাত্রি জাগরিত ছিলেন। এই মাত্র নিদ্রা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি শীঘ্র যাও রামকে এখানে আনায়ন কর"। সুমন্ত্র বলিলেন "রাজ্ঞি! রাজার আজ্ঞা না পাইলে আমি কেমন করিয়া যাইব"। মন্ত্রির কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন "সুমন্ত্র! আমি রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তুমি শীঘ্র তাহাকে লইয়া আইস"।

সুমন্ত্র আবার রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে ভাবিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং রাজার আজ্ঞা ক্রমে শীঘ্রই বহির্গত হইলেন। কৈকেয়ী এইরূপ স্বরা পতিতে বলায় সুমন্ত্র বুঝিতে পারিলেন রামের অভিষেকের জন্যই রাজা এখানে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইটী নিশ্চয় করিয়া রাম সাক্ষাৎ লাভের জন্য সাগর ও হ্রদ সদৃশ অন্তঃপুর হইতে

মহা আনন্দিত চিত্তে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, মহীপতির দ্বার-দেশে পৌরগণ ও মহাজনগণ উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অভিষেকের অপেক্ষা করিতেছে। লোক জনের কোলাহলে অযোধ্যাপুরীতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই রামাভিষেকের কথা বলিতেছে। নানাবিধ সুগন্ধে নগরী পরিপূরিত হইয়াছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আজ রামাভিষেক উৎসবে মত্ত হইয়া অযোধ্যার রাজপথে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।

পনের সর্গ।

সুমন্ত্রের রামের নিকট গমন।

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা রজনী যাপন করিয়া রাজার পুরোহিতের সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। অমাত্যগণ, সেনাপতিগণ, বণিক শ্রেষ্ঠগণ সকলেই রামচন্দ্রের অভিষেক শুনিয়া আনন্দে একত্রে মিলিত হইলেন। সূর্য্যোদয় হইলে পুষ্যানক্ষত্রে যখন জন্মকালস্থ কর্কট লগ্ন প্রাপ্ত হইল, তখন সকলে অভিষেকের উৎযোগ করিতে লাগিলেন। স্বর্ণনির্ম্মিত কুম্ভ, সুশোভিত ভদ্র পীঠ, ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত রথ আনয়ন করিলেন। গঙ্গা যমুনার পবিত্র সঙ্গমস্থান এবং অন্য অন্য পবিত্র নদ নদী, হ্রদ, সরোবর এবং কূপ হইতে জল আনয়ন করিল। পূর্ব্ববাহিনী, ঊর্দ্ধবাহিনী, দক্ষিণ ও উত্তরবাহিনী নদী সমুহের এবং সমস্ত সমুদ্রের জল আনীত হইল। মধু, দধি, ঘৃত, খদ্যি, কুশ, পুষ্প, জল, আটটী কুমারী এবং মত্তমাতঙ্গ প্রভৃতি আনা হইল। উৎকৃষ্ট বারিতে পরিপূর্ণ স্বর্ণ-রৌপ্যময় ঘট সকল, ক্ষীরিবৃক্ষের পত্র ও পদ্ম এবং উৎপলে শোভিত হইয়া তথায় স্থাপিত হইল। রামের জন্য একটী চামর রক্ষিত হইল। উহার বর্ণ চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ ও শুভ্র এবং উহা নানা রত্নে ভূষিত। রামের জন্য যে শ্বেতছত্র আনা হইল তাহা দেখিতে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিমান। উহার জন্য শ্বেত বৃষও শ্বেত অশ্ব সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র

লইয়া বন্দিগণ উপস্থিত হইল। ইক্ষ্বাকুদিগের অভিষেকের জন্য যে যে বস্তুর প্রয়োজন হয় সমস্তই সংগৃহীত হইল। এই প্রকার রাজপুত্রের অভিষেকার্থে সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া, সমবেত লোকগণ রাজাকে না দেখিয়া বলিতে লাগিল, "আমাদের রাজাকে কে সম্বাদ দিবে? বেলা অনেক হইয়াছে, রামচন্দ্রকে এবং রাজাকে দেখিতেছি না কেন?"

তাহারা এইকথা বলিলে, সুমন্ত্র তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি রাজার আদেশানুসারে শীঘ্র রামচন্দ্রকে আনিতে যাইতেছি। আপনারা সকলেই রাজার পূজনীয়, বিশেষ রামচন্দ্র আপনাদের অত্যন্ত আদর করিয়া থাকেন। অতএব আমি আপনাদের কথানুসারে পুনরায় যাইয়া রাজাকে বলি যে, 'আপনারা মহারাজের সুখশয়ন' জিজ্ঞাসা করিবার জন্য উপস্থিত আছেন।"

এইকথা বলিয়া পুরাণবিৎ সুমন্ত্র অন্তঃপুরদ্বারে আগমন করিলেন। সুমন্ত্রের নিকট রাজবাড়ী অবারিতদ্বার। সুমন্ত্র তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজার বংশ ও বংশাবলী গান করিতে লাগিলেন এবং আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া যবনিকার বাহিরে থাকিয়া রাজার স্তব করিতে করিতে বলিলেন, "হে কাকুৎস! চন্দ্র, সূর্য্য, শিব, বৈশ্রবণ, বরুণ অগ্নি এবং ইন্দ্রের প্রসাদে আপনার জয় হউক। ভগবতী রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, মঙ্গলে মঙ্গল দিন উপস্থিত। আপনি জাগরিত হইয়া এক্ষণকার ক্রিয়া সমাধা করুন। ব্রাহ্মণ সেনাপতিগণ এবং বণিকগণ

দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। এসময় আপনার নিদ্রিত থাকা কর্ত্তব্য নয়।"

রাজা যবনিকার মধ্য হইতে স্বরে বুঝিতে পারিলেন সুমন্ত্র আসিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, "সুমন্ত্র। আমি তোমায় রামচন্দ্রকে আনিতে আজ্ঞা দিতেছি। তুমি শীঘ্র রামকে এখানে লইয়া আইস। আমি নিদ্রিত নাই, রামচন্দ্রকে দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে।"

এইরূপে আজ্ঞা পাইয়া সুমন্ত্র রাজার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, "আজ কি আমোদের দিন" ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন। রাজপথে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সকল লোকে রামচন্দ্রের অভিষেকের সম্বন্ধে আমোদ প্রমোদ কথা লইয়া কালযাপন করিতেছে। ইহা শুনিয়া সুমন্ত্র আহ্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং কিছু দূরে যাইয়া, রামচন্দ্রের প্রাসাদের দুইটী বৃহৎ কপাট দেখিতে পাইলেন। চারিদিকে শত শত বেদী রহিয়াছে। প্রাসাদের সম্মুখদিক স্বর্ণ নির্ম্মিত। তোরণদ্বার মণি ও প্রবাল খচিত হওয়ায় দীপ্তিমান শরদভ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে, যেন মেরুর গুহা জ্বলিতেছে। স্বর্ণ ও পুষ্পমালার মধ্যেই মণিমালা শোভিত রহিয়াছে। চন্দন বৃক্ষ পরিপূর্ণ মলয় পর্ব্বত হইতে যেমন সুন্দর গন্ধ বহির্গত হয়, রামচন্দ্রের প্রাসাদ হইতেও সেইরূপ সুগন্ধ বাহির হইতেছে। চারিদিকে সারস ও ময়ূরগণ নিনাদ করিতেছে এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি নির্ম্মিত কৃত্রিম ব্যাঘ্র সমূহে শোভা পাইতেছে।

প্রাসাদের সর্ব্বত্র সূক্ষ্ম শিল্পে মণ্ডিত এবং এমনি উজ্জ্বল

যে লোকের মন ও চক্ষু আকর্ষণ করে। উহা চন্দ্র, সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, কুবের ও ইন্দ্রের প্রাসাদও এত সুন্দর কি না সন্দেহ। সুমন্ত্র দেখিলেন রামের প্রাসাদ সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায়। উহা লোকে লোকারণ্য এবং চারিদিকে নানা পক্ষিকুল উড়িতেছে। পুরবাসিগণ এবং জনপদবাসিগণ নানা উপঢৌকন লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান আছে। রামচন্দ্রের প্রাসাদ প্রকাণ্ড, দেখিতে মহামেঘের ন্যায়। উহা সম্যকরূপে সুসজ্জিত এবং নানা রত্নে পরিপূর্ণ।

সুমন্ত্র রথে আরোহণ করিয়া রামগৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রথে অস্ত্র গোপনের স্থান আছে। তিনি দেখিলেন সমস্ত রাজবাটী লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া লোকসমূহ মহা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। সারথি যখন সেই প্রকাণ্ড রামপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, ময়ূর ও মৃগগণ চারিদিকে নৃত্য করিতেছে, তাঁহার বোধ হইল তিনি যেন ইন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন।

ক্রমে তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কক্ষ্যাগুলি সুসজ্জিত এবং ইন্দ্র ও বরুণ আলয়ের ন্যায় মনোরম। তিনি রামের প্রিয়পাত্র, অসংখ্য লোককে অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন, সমস্ত লোকে রামের অভিষেকে আনন্দিত হইয়া, তাঁহার মঙ্গলার্থে নানাবিধ কথা কহিতেছে। ক্রমে তিনি মৃগ এবং পক্ষী বিশিষ্ট রামের গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহটী অমরাবতীতুল্য। যেন উচ্চ মেরুশৃঙ্গ প্রভারাজিতে বিরাজিত রহিয়াছে। সুমন্ত্র

দেখিলেন দ্বারদেশে প্রবেশ করা অতি কঠিন। তথায় কোটী কোটী, পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ লোকে যান ত্যাগ করিয়া নানা উপঢৌকন লইয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান আছে। শত্রুঞ্জয় নামক রামচন্দ্রের বৃহৎ হস্তী দ্বারদেশে বদ্ধ রহিয়াছে। হস্তীটী দেখিতে মহামেঘ অথবা মহীধরের ন্যায়। উহার গণ্ডস্থল হইতে অনবরত মদধারা ক্ষরিত হইতেছে। হস্তীচালক অঙ্কুশ আঘাতেও উহাকে স্থির রাখিতে পারিতেছে না এবং কেহই উহার প্রতাপ সহ্য করিতে পারিতেছে না। সারথি পরেই হস্তিশালা অতিক্রম করিয়া যে স্থলে উপস্থিত হইলেন, তথায় রাজার প্রিয় অমাত্যগণ অশ্ব, হস্তী এবং রথে আরোহণ করিয়া বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। সুমন্ত্র তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মহা সমৃদ্ধশালী রামান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সুমন্ত্রের সর্ব্বত্রই অবারিতদ্বার। মকর যেমন প্রভূত রত্নময় সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে, তিনিও সেইরূপ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়, নিশ্চল মেঘের ন্যায়, প্রকাণ্ড দেবযানের ন্যায়, রামান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ষোল সর্গ।

রামচন্দ্রের পিতৃসমীপে গমনোদ্যোগ।

সুমন্ত্র লোকাকীর্ণ অন্তঃপুর দ্বার অতিক্রম করিয়া নির্জ্জন কক্ষ্যায় প্রবেশ করিলেন। তথায় রামের অনুরক্ত যুবকগণ অবস্থিতি করিতেছিল এবং উহাদের সকলেরই হস্তে প্রাস ও কার্ম্মুক প্রভৃতি অস্ত্র রহিয়াছে। উহাদের কুণ্ডল মার্জ্জিত ও সকলেই একাগ্র চিত্ত। তাহাদের নিকটে বেত্র হস্তে কতকগুলি বৃদ্ধ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহাদেরও সকলেরই চিত্ত স্থির,সকলেরই রেশমী বস্ত্র পরিধান,সকলে নানালঙ্কারে ভূষিত। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করাই তাহাদের কার্য্য। কি যুবা, কি বৃদ্ধ রামের মঙ্গল সকলেরই অভীষ্ট। সুতরাং সকলেই সুমন্ত্রকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আসন হইতে উত্থিত হইল। সুমন্ত্র অতি বিনীত স্বভাব, তিনি সকলকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন "আপনারা শীঘ্র সম্বাদ দিন, সুমন্ত্র দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।" বৃদ্ধগণ সুমন্ত্রের কথা শুনিয়া ভাবিল, বোধ হয় রাজা রামের কোন প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এজন্য সত্বর গিয়া রামকে সম্বাদ দিল। রামচন্দ্র তখন সীতার সহিত একত্রে উপবেশন করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে রাজার অতিশয় প্রিয় বলিয়া জানেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই গৃহেই আনয়ন করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। মনে করিলেন

বোধ হয় পিতার কোন কার্য্য সাধন করিতে হইবে। সুমন্ত্র আসিয়া দেখিলেন, স্বর্ণময় পালঙ্কের উপর বিচিত্র আস্তরণে রামচন্দ্র উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার শরীর নানালঙ্কারে ভূষিত, দেখিলে বোধ হয় যেন স্বয়ং কুবের বসিয়া আছেন। সুগন্ধি, পবিত্র উৎকৃষ্ট রক্তচন্দনে তাঁহার অঙ্গরাগ হইয়াছে, বৈদেহী চামর হস্তে করিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন, দেখিয়া বোধ হইল যেন চন্দ্রের পার্শ্বে চিত্রানক্ষত্র বিরাজ করিতেছেন। রামচন্দ্রের শরীর সূর্য্যদেবের উজ্জ্বল কিরণের ন্যায় বোধ হইল। সুমন্ত্র বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বিহার শয়নরূপ আসনে রামচন্দ্র প্রসন্নমুখে বসিয়া আছেন দেখিয়া, তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনি প্রথমা রাজ্ঞী কৌশল্যার অতি সুপুত্র। রাজা ও মহিষী কৈকেয়ী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।" রামচন্দ্র সুমন্ত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং বৈদেহীকে আদর করিয়া বলিলেন, "দেবি! দেব এবং দেবীতে একত্র হইয়া অভিষেকের বিষয়ে আমার কল্যাণ অর্থে নিশ্চয়ই মন্ত্রণা করিতেছেন। মধ্যমা মাতা সর্ব্বদাই আমার প্রিয়কামনা করিয়া থাকেন। আমার প্রতি তাঁহার ভরত অপেক্ষাও অধিক স্নেহ বলিয়া, তিনি পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া, আমারই হিতের জন্য তাঁহাকে সত্বর হইতে বলিতেছেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে মহারাজ মধ্যমা মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া সুমন্ত্রকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। যাহাতে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সুমন্ত্র সর্ব্বদাই সেই বিষয়ে যত্নবান। অতএব আমার বোধ হয় পিতা আমায় অদ্যই

রাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি তাঁহাদের শ্রীচরণ দর্শন জন্য চলিলাম; তুমি তোমার সখিদিগের সহিত এই স্থানে সুখে আমোদ প্রমোদ কর।”

হরিণনয়না সীতা রামের নিকট এই প্রকার সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া রামের মঙ্গল ধ্যান করিতে করিতে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া বলিলেন, “দেব! লোকপ্রেত যেমন বাসবকে অভিষেক করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহারাজও আজ তোমাকে ব্রাহ্মণ পরিপূর্ণ রাজ্যে, দুর্দ্দান্ত রাজাদিগের দমনার্থে আজ অভিষেক করুন। আমি যখন দেখিব তুমি দীক্ষিত হইয়া ব্রত অনুষ্ঠান করিতেছ, পবিত্র হইয়া মৃগচর্ম্ম ধারণ এবং হস্তে মৃগশৃঙ্গ ধারণ করিয়াছ তখন আমার জন্মসার্থক হইবে। ইন্দ্র তোমার পূর্ব্বদিক রক্ষা করুন, যম দক্ষিণদিক রক্ষা করুন, বরুণ পশ্চিমদিক রক্ষা করুন এবং কুবের তোমার উত্তরদিক রক্ষা করুন।”

এইরূপে রামচন্দ্রের অভিষেকার্থ সমস্ত মঙ্গলানুষ্ঠান হইলে পর তিনি সীতার নিকট বিদায় লইয়া সুমন্ত্রের সহিত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, যেন গুহাশায়ী সিংহ পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইল। তিনি দেখিলেন দ্বারদেশে লক্ষ্মণ বিনীতভাবে করযোড়ে দণ্ডায়মান আছে। মধ্যম কক্ষ্যায় উপস্থিত হইয়া তিনি সুহৃদগণের সহিত মিলিত হইলেন। অর্থীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সকলের সাদর সম্ভাষণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। রথের দীপ্তি অগ্নির ন্যায় উহা ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত এবং অতিশয় শোভান্বিত। উহার ধ্বনি মেঘের ন্যায়, মণি ও স্বর্ণে চারিদিক

সুশোভিত, দেখিলেই ইচ্ছা হয় চারি চক্ষু দিয়া দেখি। উহাতে যে সকল অশ্ব যোজিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন হস্তীশাবক। ইন্দ্র যেমন হরি নামক অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করেন, রামচন্দ্রও সেইরূপ এই রথে আরোহণ করিলেন। অমনি সেই রথ আকাশস্থ জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় ধ্বনি করিয়া রামচন্দ্রের শরীর প্রভায় উদ্ভাবিত হইয়া রামভবন হইতে বহির্গত হইল, বোধ হইল যেন মেঘ-খণ্ডের মধ্য হইতে চন্দ্রমা বহির্গত হইলেন। লক্ষ্মণ বিচিত্র চামর হস্তে করিয়া ভ্রাতার শরীর রক্ষা করিলেন। রামচন্দ্র যখন বহির্গত হন, তখন সমবেত জনসমূহ হইতে হুলুধ্বনি উত্থিত হইল। পর্ব্বতের ন্যায় বড় বড় হস্তী, বড় বড় অশ্ব, শতে শতে সহস্রে সহস্রে রামের অনুগমন করিতে লাগিল। তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে অগুরুচন্দনভূষিত খড়্গ ও ধনুর্ধারী বীরগণ বীরবেশে গমন করিতে লাগিল। লোকেরা রাম-চন্দ্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। পরে নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি, বন্দিদিগের স্তুতিবাদ এবং বীরগণের সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

অট্টালিকার বাতায়ন সমূহ নানা অলঙ্কারে ভূষিত হই-য়াছে। তাহার মধ্য হইতে নারীগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া রাম-চন্দ্রের অভিনন্দন করিতে লাগিল এবং সকলে বলিতে লাগিল, "আপনার মাতা কৌশল্যার আজ কি আনন্দ! আপনি রত্নগর্ভার পুত্র। আজি আপনার মাতা দেখিতেছেন যে, আপনি পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য শুভক্ষণে যাত্রা করিতেছেন।" নারীগণ রামের হৃদয়-প্রিয়া সীতাকে স্ত্রীলোক-

দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতে লাগিল এবং সকলেই বলিতে লাগিল, "রোহিণীর ন্যায় যে রাণী, চন্দ্রের ন্যায় রামের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, সে পূর্ব্বজন্মে না জানি কতই তপস্যা করিয়াছিল।" অট্টালিকা হইতে রমণীগণের এই সকল প্রিয়বাক্য শুনিতে শুনিতে রামচন্দ্র গমন করিতে লাগিলেন।

সকলে বলিতেছে, "এই রামচন্দ্র রাজার অনুগ্রহে বিপুল রাজলক্ষ্মী লাভ করিবার জন্য গমন করিতেছেন। অতএব আমাদের সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে। যেহেতু এই মহাত্মা আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। ইনি যে চিরকালের জন্য সমস্ত রাজত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন ইহা লোকের পক্ষে মহা লাভ। কারণ এই মহাপুরুষ রাজা হইলে কোন লোকেরও কখন অনিষ্ট বা দুঃখ হইবে না।" অশ্বগণ ও হস্তীগণ নিনাদ করিতে লাগিল। ভাট, ঘটক ও জয়শব্দকারী লোকগণ এইরূপে রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং প্রধান প্রধান বাদিকগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। রামচন্দ্র কুবেরের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে পরিষ্কৃত রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উহা বহু-সংখ্যক মাতঙ্গ অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ, উহার চত্বরসমূহ লোকে লোকারণ্য এবং চারিদিকে প্রভূত রত্ন ও নানা পণ্য সামগ্রী সঞ্চিত রহিয়াছে।

শতের সর্গ।

রামচন্দ্রের পিতৃগৃহে গমন।

রামচন্দ্র রথোপরি হইইতে নগর দেখিতে লাগিলেন। নগরের চারিদিকে ধ্বজা পতাকা উড্ডীয়মান অগুরুচন্দন এবং ধূপের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছে। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। পর্ব্বতচূড়ার ন্যায় প্রকাণ্ড অট্টালিকা সমূহ মুক্তা ও স্ফটিকে খচিত হইয়া আরও শ্রীধারণ করিয়াছে। কোথাও নানাবিধ পুষ্প এবং উত্তম, মধ্যম, অধম ও নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্যে উহা পরিপূর্ণ। ইন্দ্র যেমন স্বর্গ হইতে দেখেন, সেইরূপ রামচন্দ্র রথ হইতে রাজপথ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

রাজপথের চত্বর স্থানসমূহে দধি, ঘৃত, খদি, আতপচাউল, ধূপ, অগুরু, চন্দন, মাল্য এবং গন্ধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অনেক লোকের অনেক প্রকার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া যথোপযুক্তরূপে সমস্ত লোকের সম্মান করিতে করিতে গমন করিলেন। সকলে বলিতে লাগিল, "যুবরাজ। আজি হইতে সূর্য্যবংশে যথার্থ সূর্য্যোদয় হইল। মহারাজ যথার্থই স্থির করিয়াছেন, তিনি আমাদের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াই, আপনাকে রাজ্য দান করিতেছেন। আহা! আপনি যখন ছত্রদণ্ডসহ রাজসিংহাসনে বসিবেন, তখন আমাদের মনে যে কি আনন্দই হইবে, তাহা

আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। আপনার পূর্ব্বপুরুষেরা যে পথে চলিয়াছেন, আজ হইতে আপনিও সেই পথে অনুগমন করুন। আপনাকে যদি সিংহাসনে দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের ঐহিক ভোগ ও পারলৌকিক সুখের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আপনার তেজ অপরিসীম; আপনার রাজ্যাভিষেকাপেক্ষা আমাদের পক্ষে আর কিছু অধিক প্রিয় হইতে পারে না।" এইরূপে রামচন্দ্রের সুহৃদজন চারিদিক হইতে তাঁহার মঙ্গলকর কথা বলিতে লাগিল। তিনি এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া এবং ইঙ্গিতে তাহাদিগের আদর সম্ভাষণ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র চলিয়া গেলে, কেহই তাঁহা হইতে নয়ন বা মন ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। যে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই অথবা তিনি যাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই, সে, সকল লোকের নিন্দাস্পদ হইল এবং আপনার আত্মাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তিনি চতুষ্পদ দেবপদ চৈত্য ও দেবমন্দির সকল প্রদক্ষিণ করিয়া ক্রমে তিনি রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অট্টালিকায় বহুসংখ্যক ক্রীড়া-গৃহ আছে, সকল ক্রীড়াগৃহই রত্নমালায় বিভূষিত। রাজা দশরথের প্রাসাদ ইন্দ্রালয়ের ন্যায়। রামচন্দ্র অশ্বারোহণেই রাজবাটীর তিন কক্ষ্যা অতিক্রম করিলেন। ধনুর্ধারী বীর-পুরুষগণ এই তিন কক্ষ্যা রক্ষায় নিযুক্ত আছে। এই তিন কক্ষ্যা পার হইয়া তিনি পাদচারে অপর দুই কক্ষ্যা পার হইলেন। এইরূপে সকল কক্ষ্যা অতিক্রম করিয়া, অনুচর-বর্গকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রামচন্দ্র পিতার নিকট গমন করিলে, সমুদ্র যেমন মহানন্দভরে চন্দ্রের উদয় অপেক্ষা করে, সেইরূপ বহিঃস্থিত জনগণ মহানন্দিত হইয়া তাঁহার প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

আঠার সর্গ।

রামচন্দ্রের নিকট কৈকেয়ীর বর কীর্ত্তন।

রামচন্দ্র দেখিলেন, পিতা বিষণ্ণভাবে কৈকেয়ীর সহিত পবিত্রাসনে উপবেশন করিয়া আছেন; তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র প্রথমে বিনীত ভাবে পিতার চরণ বন্দনা করিয়া, পরে প্রসন্নমনে কৈকেয়ীরও চরণ বন্দনা করিলেন। রাজা দশরথ রামকে দেখিয়া "রাম" এই কথাটী বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি দেখিতে পাইলেন না, আর কথাও কহিতে পারিলেন না।

রামচন্দ্র এরূপ ভাব কখন দেখেন নাই। তিনি তাঁহার এই ভয়ানক আকার দেখিয়া নিজে ভীত হইলেন। তিনি দেখিলেন রাজার ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়াছে, শোক ও সন্তাপে তাঁহার শরীর কৃশ হইয়াছে এবং তিনি বার বার দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল ও ব্যথিত হইয়াছে। যে সমুদ্র শতসহস্র উর্ম্মিমালা বক্ষে ধারণ করিয়াও ক্ষুব্ধ হয় না, আজি যেন সেই সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়াছে, সূর্য্য-দেব যেন রাহুগ্রস্থ হইয়াছেন। কোন ব্রহ্মর্ষি যেন মিথ্যা কথা কহিয়া তপোনাশজনিত ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়াছেন। রাজার এই অচিন্তনীয় শোক দেখিয়া রামচন্দ্র অমাবস্যায় ক্ষুভিত সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন এবং ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

রামচন্দ্র, পিতা চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন "একি! পিতা আজ আমায় দেখিয়া ওরূপ করিতেছেন কেন? আমায় সম্ভাষণ করিতেছেন না কেন? যে পিতা কুপিত থাকিলেও আমায় দেখিয়া প্রসন্ন হন আজি আমায় দেখিয়া তাঁহার কেন এ দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।"

রামচন্দ্রের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত কাতর ও শোকাকুল হইয়া কৈকেয়ীকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! আমি না জানিয়া কি পিতার কোন অপরাধ করিয়াছি? পিতা কি আমার প্রতি কুপিত হইয়াছেন? আপনি তাহা আমাকে বলুন এবং পিতাকে প্রসন্ন করুন।" ইনি সর্ব্বদা আমার প্রতি স্নেহবান। আজি কেন আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন? পিতা সর্ব্বদাই আমার কথায় উত্তর দিয়া থাকেন, আজি কেন কাতর ও বিষণ্ণ হইয়াছেন। ইহাঁর আজি কোন শারীরিক সন্তাপ বা মানসিক পীড়া উপস্থিত হয় নাই ত? সর্ব্বদা সুখ মানবের দুর্লভ, প্রিয়দর্শণ ভরতের, মহাবলবান শত্রুঘ্নের অথবা আমার মাতৃগণের কোন অশুভ হয় নাই ত? মহারাজকে সন্তুষ্ট না করিয়া অথবা পিতৃবাক্য পালন না করিয়া আমি এক মূহুর্ত্ত জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। যাহাঁ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবী দর্শন করিতেছি, সেই প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ পিতার অনুকূলাচরণ করিতে কেন কুণ্ঠিত হইব? আপনি কি অভিমান বশতঃ অথবা কোপ প্রযুক্ত উহাকে কোন কটু কথা বলিয়াছেন? আজি উহার মন এরূপ চঞ্চল হইয়াছে কেন? আমি আপনাকে যথার্থ জিজ্ঞাসা করিতেছি, পিতা আজ এরূপ

হইয়াছেন কেন? শীঘ্র বলিয়া আমার চিন্তা এবং দুঃখ দূর করুন।"

মহাত্মা রামচন্দ্র এই কথা বলিলে লজ্জাহীনা কৈকেয়ী প্রগল্‌ভ ভাবে আপনার মনোমত কথা বলিতে লাগিলেন, "রাম! রাজা কুপিত হন নাই, উহাঁর কোন পীড়াও উপস্থিত হয় নাই। কিঞ্চিৎ মনোগত কথা আছে, তোমার ভয়ে বলিতে পারিতেছেন না। তুমি উহাঁর অত্যন্ত প্রিয়, তোমাকে অপ্রিয় কথা বলিতে উহাঁর কথা সরিতেছে না। অতএব আমি উহাঁর নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহা তোমায় অবশ্য বলিব। মহারাজ প্রথমে আমায় বর দান করিয়া, এখন সামান্য মনুষ্যের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন। পূর্ব্বে, 'দিলাম' বলিয়া, আমায় বর দিয়াছেন, এক্ষণে অনর্থক কষ্ট পাইতেছেন। জল চলিয়া গেলে সেতু বন্ধনের কি ফল হয়? রাম! তুমি জান, সত্যই ধর্ম্মের মূল। সাধুলোকেরা সত্যকেই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। তোমার মঙ্গলের পাছে বিঘ্ন হয়, সেই জন্য রাজা কুপিত হইয়া যাহাতে সত্য ত্যাগ না করেন, তুমি তাহাই কর। রাজা যাহা বলিবেন, তাহার ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া যদি তুমি তাহা পালন করিতে প্রতিজ্ঞা কর এবং রাজার কথা অমান্য না কর, তাহা হইলে আমিই তোমায় বলি, ইনি নিজে কিছুই বলিবেন না।"

কৈকেয়ীর এই সকল কথা শুনিয়া রামচন্দ্র ব্যথিত হইয়া রাজার সমক্ষে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "মা! ধিক্ আমায়! আমিই কি পিতার এই দুঃখের কারণ? আমার জন্যই কি উনি আজ এরূপ কষ্ট এবং দুঃখ পাইতেছেন? পিতার আজ্ঞা

পাইলে, আমি এখনই অগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারি, বিষ ভক্ষণ করিতে পারি এবং উপস্থিত রাজ্য লাভ আশা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে পারি। যিনি গুরু, যিনি পিতা, যিনি রাজা, তাঁহার কথা সর্ব্বদাই আমার শিরোধার্য্য। অতএব পিতার যাহা অভিলষিত তাহা আমাকে বলুন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি তাহা অবশ্যই পালন করিব, কখনই দ্বিধা করিব না।" সরল স্বভাব রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী দয়া মমতা এক কালীন বিসর্জ্জন দিয়া বলিলেন, "রাম। পূর্ব্বকালে দেবাসুরের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আমি তোমার পিতাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। তিনি মহারণে সশল্য অবস্থাতেই আমায় দুইটী বর দিয়া ছিলেন। আমি অদ্য সেই দুইটী বরের মধ্যে একটীতে, ভরতের অভিষেক এবং অপরটীতে তোমার চৌদ্দ-বৎসরের জন্য দণ্ডকারণ্যে গমন প্রার্থনা করিয়াছি। তুমি যদি তোমার পিতাকে ও আপনাকে সত্যবাদী ও স্থির প্রতিজ্ঞ করিতে চাও, তাহা হইলে আমার এই কথা রাখ। তোমার পিতাও তাহাতে স্বীকৃত আছেন। এই যে আয়োজন হইয়াছে, ইহাতে ভরত অভিষিক্ত হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাদি ও নানা রত্ন পরি-পূর্ণ রাজ্য পালন করুক এবং তুমি রাজ্যলাভ আশা পরিত্যাগ করিয়া চৌদ্দবৎসরের জন্য দণ্ডকারণ্যে গমন কর। মহারাজ এইরূপ দারুণ কথা তোমায় বলিতে পারিবেন না বলিয়া, শোকে উহাঁর বদন শুষ্ক হইয়াছে, উনি তোমার দিকে চাহিতে পারি-তেছেন না। তুমি অতি সুপুত্র। আমি জানি তুমি কখনই তোমার পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। তোমার মাতার নিষেধ শুনিয়া যেন আবার অন্যমন করিও না। তিনি

তোমাকে বনে যাইতে নিষেধ করিবেন, কিন্তু তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া রাজাকে পাপে লিপ্ত করা তোমার উচিত হইবে না। রাজা তোমাকে বনে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু লজ্জায় বলিতে পারিতেছেন না। তুমি রাজার এই আজ্ঞা সম্পাদন করিয়া উহাঁকে সত্য হইতে উদ্ধার কর।”

কৈকেয়ীর এইরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্রের কিছু মাত্র ক্ষোভ হইল না। কিন্তু রাজা দশরথ পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

উনিশ সর্গ।

রামের মাতৃগৃহে প্রবেশ।

রামচন্দ্র, বিমাতার মুখে এই অভাবনীয় কথা শুনিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না বরং অম্লানবদনে বলিতে লাগিলেন, "মা। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আপনি যাহা বলিবেন পিতার সন্তোষ জন্য আমি তাহাই করিব। পিতা পূর্ব্বে আমাকে যেরূপ আদর করিতেন, এখন সেইরূপ করিতেছেন না বলিয়াই আমি বড়ই দুঃখিত হইতেছি। আমি যে রাজার অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমি আপনার সাক্ষাতে বলিতেছি, আমি এই মুহূর্ত্তে জটা বাকল ধারণ করিয়া বনে গমন করিব। আপনি প্রীত হউন। রাজা আমার পিতা, গুরু, কৃতজ্ঞ এবং পরম হিতকারী। তিনি যদি আজ্ঞা করেন এমন কি কর্ম্ম আছে যে আমি নিশঙ্ক চিত্তে না করিতে পারি? কিন্তু কেবল একটী দুঃখ আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। পিতা কেন স্বয়ং আমায় ভরতের অভিষেকের কথা বলিলেন না। আমায় বলিলে আমি নিজেই সন্তুষ্ট হইয়া ভরতকে সীতা রাজ্য, ধন এমন কি পরমাভিলষিত প্রাণ পর্য্যন্তও দিতে পারিতাম। পিতা যদি স্বয়ং আপনার মঙ্গল জন্য এবং নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য এ বিষয়ে আজ্ঞা করেন সে ত অতি উত্তম। বোধ হইতেছে পিতার লজ্জা হইয়াছে। আপনি উহাঁকে আশ্বাস প্রদান

করুন। এ কি! পিতা নিম্নদৃষ্টি হইয়া অল্পে অল্পে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন কেন? দূতেরা না হয় দ্রুতগতি অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজার আজ্ঞানুসারে মাতুলগৃহ হইতে ভরতকে অদ্যই আনয়ন করিতে যাউক্। এই আমিও সত্বরে চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করিবার জন্য দণ্ডকারণ্যে যাইতেছি। কিন্তু মা! আমার একটী ভিক্ষা আছে। আমি বহুকালের জন্য বনে যাইতেছি। সে সময় মধ্যে আপনি আমার পিতার শুশ্রূষা এবং যত্ন করিতে ত্রুটী করিবেন না। পিতা আমাকে এক দণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারেন না। তাঁহাকে আমার বিরহ কষ্ট হইতে সান্ত্বনা করিবেন। আমার অনুপস্থিতি কালে পিতাকে যেন কোনরূপ অপ্রিয় বাক্য বলিয়া অধিকতর মনকষ্ট দিবেন না। আমি ত এক্ষণে চলিলাম—কিন্তু পিতার যে একটী বাক্য শুনিতে পাইলাম না ইহাই বড় দুঃখের কারণ।"

রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া কৈকেয়ী যারপর নাই হৃষ্ট হইলেন। রাম প্রস্থান করিবেন নিশ্চয় বুঝিয়া তিনি, 'যাহাতে রাম শীঘ্র যান' তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "রাম! তাহাই হইবে, দূতগণ শীঘ্রই দ্রুতগতি অশ্বে আরোহণ করিয়া মাতুলগৃহ হইতে ভরতকে আনিবার জন্য যাইবে। কিন্তু তুমি উৎসুক হইয়াছ, তোমার আর বিলম্ব করা উচিত বোধ হইতেছে না। রাজা যে লজ্জিত হইয়া তোমার সহিত কথা কহিতেছেন না, এ কিছুই নহে, তুমি এজন্য মনে কিছু করিও না। তুমি যতক্ষণ ত্বরান্বিত হইয়া এ পুরী হইতে বাহির হইয়া বনে না যাইতেছ, ততক্ষণ রাজা স্নান ও ভোজন করিবেন না।"

রাজা শোকে আকুল হইয়া "হা কষ্ট" বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বর্ণময় পাত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামচন্দ্রও তৎক্ষণাৎ রাজার চৈতন্য উৎপাদন করিলেন। রামচন্দ্র নিষ্ঠুরস্বভাব কৈকেয়ীর সেই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; বরং অক্ষুব্ধমনে বলিতে লাগিলেন, "দেবি! জানিবেন, আমি স্বার্থপর নহি। আমি এ লোকে বাস করিতে সাহস করি না। যদি আমি কোনরূপে পিতার কোন প্রিয়কার্য্য করিতে পারি, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাহাই করিব। পিতার শুশ্রূষা এবং পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া অপেক্ষা আর কিছুতেই অধিকতর ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না। যদিও পিতা আমায় কিছুই বলিতেছেন না তথাপি আমি আপনার কথানুসারে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিব। মা। আপনিও ত আমার পূজনীয়া, আপনিই কেন অনুমতি করিলেন না। এখন আপনার অনুমতি পাইলাম। আমি এখনই অযোধ্যানগরী পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্য বাস জন্য চলিলাম। মা! আমি যতক্ষণ মাতার নিকট বিদায় না লই এবং সীতার সহিত সম্ভাষণ না করি, ততক্ষণ এই পুরীতে থাকিব; তৎপরে দণ্ডকারণ্য নামে মহাবনে প্রবেশ করিব। ভরত রাজ্যপালন করিবে ও পিতার শুশ্রূষা করিবে এবং আপনিও পিতার শুশ্রূষা করিবেন আমার এই মাত্র প্রার্থনা।"

রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যথিত হইলেন। শোকে তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না তিনি উচ্চৈঃস্বরে "হা বৎস রামচন্দ্র! হা দশরথের একমাত্র জীবন-

ধার!” বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামচন্দ্র তাঁহার অচেতন অবস্থাতেই পাদবন্দনা করিলেন। পরে কৈকেয়ীর পাদবন্দনা করিয়া উভয়কে প্রদক্ষিণ করতঃ অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আপন সুহৃদ্গণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লক্ষ্মণ তখনও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া লক্ষ্মণের চক্ষু বাষ্পজলে পরিপূর্ণ হইল এবং তিনি কৈকেয়ীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন।

রাম অভিষেকার্থ সংগৃহীত উপকরণ সমূহ প্রদক্ষিণ করিলেন। কিন্তু বন গমনে ঔৎসুক্য থাকায় সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার রাজ্যনাশ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার রাজশ্রী কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। ক্ষয়ের সময়েও চন্দ্রের আকৃতি লোকের মনোহর হয়। যখন রামচন্দ্র সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তখনও তাঁহার কিছুমাত্র চিত্তের বিকৃতি লক্ষিত হইল না। এইরূপে শ্বেতছত্র, শ্বেতচামর, রথ, পুরবাসী ও স্বজনগণকে ত্যাগ করিয়া মনের দুঃখ মনে গোপন করিয়া এবং বাহিরের আকার কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া মনস্বী রামচন্দ্র এই অমঙ্গল সম্বাদ দিবার জন্য মাতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন।

রামের প্রিয়জনগণ তাঁহার মুখে কিছুমাত্র দুঃখের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না, তিনিও স্বাভাবিক সহাস্যভাব ত্যাগ করিলেন না। শরৎকালের কিরণজাল মণ্ডিত চন্দ্রদেব কি

আপনার জ্যোতি ত্যাগ করিতে পারেন? তিনি মধুর বাক্যে সমস্ত লোকের সহিত সম্ভাষণ করিয়া মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণের বিপুল বিক্রম ধৈর্য্যাদি গুণে তিনি রামচন্দ্রের সম্পূর্ণ সমকক্ষ। তিনিও মনের দুঃখ মনে রাখিয়া ভ্রাতার অনুগমন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র মাতৃগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সকলেই আনন্দে উন্মত্ত। তাঁহাদের যে ঘোরতর আশাভঙ্গ উপস্থিত তাহা বুঝিয়াও রামচন্দ্রের কিছুমাত্র বিকৃতি হইল না। তাঁহার কেবল ভয় হইল, আমি চলিয়া গেলে মাতা এবং পিতার হয়ত জীবন ধারণের কোন ব্যাঘাৎ উপস্থিত হইতে পারে।

কুড়ি সর্গ।

কৌশল্যার বিলাপ।

যখন রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মহা আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। সকলেই বলিতে লাগিল, "রাজা বলুন আর নাই বলুন, অন্তঃপুরের এবং বাহিরের লোকের কার্য্য পড়িলে রামচন্দ্রই একমাত্র গতি, একমাত্র আশ্রয়। আজি সেই রামচন্দ্র বনবাসে গমন করিতেছেন। রামচন্দ্র, জননী কৌশল্যার প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, জন্মাবধি আমাদের প্রতিও সেইরূপ আচরণ করেন। রামচন্দ্রকে কটুকাটব্য বলিলে, তিনি কখন ক্রুদ্ধ হন না। যাহাতে লোকের ক্রোধ হয়, তিনি সর্ব্বদাই তাহা পরিহার করেন এবং ক্রুদ্ধ লোকদিগকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন। আজি তিনি এ স্থান হইতে বনে গমন করিবেন। নির্ব্বোধ রাজা সমস্ত লোকের বিনাশ সাধন করিলেন। আহা! হতভাগিনী কৈকেয়ী কেমন করিয়া সমস্ত লোকের একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ রামচন্দ্রকে বনবাস দিলে?"

বৎসহারা ধেনুর ন্যায় সমস্ত মহিষীগণ এইরূপে কেহ স্বামীর নিন্দা করিতে লাগিল এবং কেহ বা আত্মীয়গণের নিন্দা করিতে লাগিল। রাজা অন্তঃপুরে এইরূপ ঘোরতর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া আসনে পতিত হইলেন। রামচন্দ্রও স্বজনগণের দুঃখ দর্শনে

ক্ষুণ্ণ হইয়া, হস্তীর ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ভ্রাতার সহিত অন্তঃপুরে গমন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন দ্বারদেশে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তি হয়, আরও অনেক লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত আছে। রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া সকলে, "রামচন্দ্রের জয় হউক, রামচন্দ্রের জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম কক্ষ্যায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার বয়স্যেরা রহিয়াছে। দ্বিতীয় কক্ষ্যায় দেখিলেন, রাজার পরমপ্রিয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তথায় রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া তৃতীয় কক্ষ্যায় দেখিলেন, যুবতী ও বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক দ্বাররক্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা "জয় হউক, জয় হউক" বলিয়া অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে ত্বরিত গমনে কৌশল্যাকে সম্বাদ দিবার জন্য প্রস্থান করিল।

কৌশল্যা সমস্তরাত্রি ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া পুত্রের মঙ্গলের জন্য প্রভাতে বিষ্ণুর পূজা করিতেছিলেন। তাঁহার পট্টবস্ত্র পরিধান, তিনি নানা মঙ্গলাচরণ করিয়া সন্তুষ্ট মনে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছিলেন। এমন সময় রামচন্দ্র তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মাতা কুশাসনে বসিয়া আছেন, আর নিকটে দেবকার্য্যের জন্য দধি, আতপ তণ্ডুল, ঘৃত, মোদক, হবিষ্ খদি, শুক্লমাল্য, পায়স্ কুশর নামক খাদ্যদ্রব্য সমিধ্, পূর্ণকুম্ভ সকল সুসজ্জিত রহিয়াছে। দেখিলেন নানা ব্রত আচরণে মাতার শরীর কৃশ হইয়াছে, তিনি শুভ্রবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া জল দ্বারা দেবতাদিগের পূজা করিতেছেন।

কৌশল্যা অনেকক্ষণের পর প্রিয়পুত্র আগত হইয়াছে দেখিয়া বড়বা যেমন কিশোর ঘোটকের নিকট গমন করে, সেইরূপ রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র মাতা উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া,তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া জননীর চরণে প্রণাম করিলেন। কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং তাহাঁকে বলিলেন, "বৎস রাম! তুমি মহাত্মা বৃদ্ধ ধর্ম্মশীল রাজর্ষিদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি তাঁহাদের মত আয়ুঃ ও কীর্ত্তি লাভ কর। দেখ রাজা অদ্যই তোমায় যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। তুমি যত্নবান হইয়া প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন কর। তোমার যশোরাশি যেন পৃথিবী ব্যাপ্ত করে।" এই বলিয়া কৌশল্যা তাঁহাকে ভোজন করিতে বলিলেন এবং আসন আনিয়া দিলেন। রামচন্দ্র অঞ্জলি বিস্তার করিয়া আসন স্পর্শ করিলেন। তিনি স্বভাবতই বিনীত, মাতৃভক্তিতে তাঁহার বিনীত স্বভাব আরও বৃদ্ধি হইল। রামচন্দ্র মাতার নিকট গমন করিয়া বলিলেন "মা! আপনার, লক্ষ্মণের ও বৈদেহীর দুঃখের জন্য যে শোচনীয় ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি কিছুই জানেন না। আমায় আজি দণ্ডকারণ্যে যাইতে হইবে। এই সুন্দর আসন লইয়া আমি কি করিব মা! আমার যে সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কুশাসনে উপবেশন করাই আমার উচিত। আমাকে মুনির ন্যায় আমিষ ত্যাগ করিয়া কন্দ, মূল ও ফলের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করত চতুর্দ্দশবৎসর বিজনবনে বাস করিতে হইবে। পিতা ভরতকে যৌবরাজ্য দিতেছেন এবং আমাকে যোগীবেশে

দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিতেছেন। আমাকে বনবাসীদিগের ন্যায় ফল মূলের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে।" যেমন মূলচ্ছিন্ন হইলে শালশাখা ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ স্বর্গভ্রষ্টা দেবতার ন্যায় কৌশল্যা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ভূমিতে লুণ্ঠিত দেখিয়া যেমন বহু ভারবহনের পর ঘোটকী ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া উঠে সেইরূপ কৌশল্যাকে রামচন্দ্র নিজহস্তে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের ধূলি ঝাড়িয়া দিতে লাগিলেন।

কৌশল্যা শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, "রাম! কি শুনিলাম। কেন এমন সর্ব্বনাশের কথা আমাকে শুনাইলে? হা বিধি! আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমাকে এ দুঃখের সাগরে ভাসাইলে? বাছা! তোমার জন্ম আমার শোক বৃদ্ধির জন্য। তোমার যদি জন্ম না হইত, তাহা হইলে আমি নিঃসন্তান হইয়া ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ কখন পাইতাম না। বন্ধ্যার 'সন্তান হইল না' বলিয়া একমাত্র শোক থাকে, আর তাহার কোন শোকই থাকে না। পতির অনুরাগ হইতে যে মঙ্গল ও সুখ হয় তাহা আমি কখন ভোগ করিতে পাই নাই। পুত্র হইতে আমার সেই দুঃখ নিবারণ হইবে, এই ভাবিয়া আমি জীবন ধারণ করিয়াছিলাম। এখন আমায় সকলের বড় হইয়া ছোট সপত্নীদিগের রূঢ় বাক্য সকল সহ্য করিতে হইবে, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। হায়! আজ এমন সুখের ও এমন আহ্লাদের দিন এ কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল? বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল? কৈকেয়ি! তুই

কোন্ প্রাণে আমার রামচন্দ্রের শরীরে বিষ ঢালিয়া দিলি? আমি ত ভরতকে রাম অপেক্ষাও স্নেহ করি। তুই এত দিনে সপত্নীর কাজ করিলি। রাক্ষসি! আমি এতদিন তোর মায়া কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আজ সময় পাইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিলি। হা রামচন্দ্র! আমার এই যে অনন্ত শোক ও বিলাপ ইহা অপেক্ষা প্রমদাদিগের অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? তুমি নিকটে থাকিতেই আমাকে নানারূপে অপমান করিয়াছে। তুমি বনবাসে গমন করিলে আমার নিশ্চয়ই মরণ হইবে। স্বামী আমায় কখন দেখিতে পারেন নাই। আমি দুঃখিনী হইয়া কেমন করিয়া কৈকেয়ীর সম্মুখে দাঁড়াইব। তোমার উপনয়নের পর সতের বৎসর অতীত হইয়াছে, আমি দিবারাত্রি দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, কবে আমার দুঃখের শেষ হইবে। এখন দেখিতেছি সে দুঃখ শেষ হইবার নহে। আমি সপত্নীদিগের অবমাননা আর অধিক দিবস সহ্য করিতে পারিব না। রাম রে! তোমার পূর্ণচন্দ্রের মত মুখ না দেখিয়া আমি কিরূপে জীবন নির্ব্বাহ করিব। বাছা! আমার জপ, তপ, দেবপূজা সমস্তই বৃথা হইল, তথাপি আমার দুর্গতির অবসান হইল না। আমার নিশ্চয় বোধ হয় যে আমার হৃদয় পাষাণ, নতুবা বর্ষাকালের নূতন জলে নদীর কূলের ন্যায় কেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে না। নিশ্চয়ই আমার মরণ নাই, যমালয়ে আমার স্থান নাই, যম কেন আমায় আক্রমণ করিতেছে না। আমার হৃদয় নিশ্চয়ই লৌহনির্ম্মিত, নতুবা ভূতলে পতিত হইয়াও বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? এত দুঃখেও যখন আমার এ দেহপাত হইতেছে

না তখন বোধ হয় আমার মরণ নাই। আমার প্রধান দুঃখ এই যে আমার সমস্ত ব্রত, সমস্ত দান, সমস্ত নিয়ম অনর্থক হইল। আমি সন্তান কামনা করিয়া যে এত তপস্যা করিয়াছিলাম মরুভূমে ক্ষিপ্তবীজের ন্যায় তাহা বিফল হইল। যদি অত্যন্ত দুঃখে দুঃখিত হইলে ইচ্ছানুসারে অকালে মরণের বিধি থাকিত, তাহা হইলে তোমার ন্যায় সন্তান বিনা বৎসহারা ধেনুর ন্যায় না থাকিয়া অদ্যই যমালয়ে গমন করিতাম। যদি মৃত্যুও না হয় তথাপি তোমার চন্দ্রমুখ বিনা আমার এ জীবনই বৃথা। এই তোমার সুখভোগের সময়, তুমি এখন বনে যাইয়া কটু, তিক্ত ফল মূল খাইবে, তৃণশয্যায় শুইয়া রহিবে, আর আমি কোন্ প্রাণে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যে এ পোড়া উদর পূর্ণ করিয়া কুসুম সদৃশ শয্যায় শুইয়া থাকিব? রামরে! আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না আমি তোমার সঙ্গেই বনে যাইব। বাছা! গাভী দুর্ব্বল হইলেও স্নেহ প্রযুক্ত বৎসের সঙ্গে সঙ্গেই গিয়া থাকে।" এইরূপে দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া কৌশল্যা সন্তানকে বক্ষে লইয়া কিন্নরী যেরূপ বিলাপ করে, সেইরূপ নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন।

একুশ সর্গ।

রাম ও কৌশল্যার কথোপকথন।

রামজননী কৌশল্যা এইরূপে বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া লক্ষ্মণ কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন। যেমন সময়, লক্ষ্মণ তাহার উপযুক্তই বলিলেন, "আর্য্যে! রামচন্দ্র যে রাজলক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া বনে যাইবেন একথা আমার ত ভাল লাগিতেছে না। বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীলোকের বশীভূত হইয়া রাজার বিপরীত বুদ্ধি হইয়াছে। তাহার পর কৈকেয়ী তাঁহাকে বারংবার পীড়ন করিতেছে, তিনি কিছুই বলিতে পারেন নাই। আমিও রামচন্দ্রের কোন অপরাধ দেখি না। উহাঁর বনবাস যোগ্য দণ্ডের এমন কোনই দোষ দেখিতেছি না। পরম শত্রুই হউক বা সমাজ হইতে দূরীকৃত হউক আমি পৃথিবীতে কখন এমন লোক দেখিনা যে, গোপনেও রামের দোষ কীর্ত্তন করে। রামচন্দ্র সরল এবং জিতেন্দ্রিয় রামচন্দ্র শত্রুদিগের ও প্রিয় এবং দেবতার ন্যায়। যাহাঁর অনুমাত্রও ধর্ম্মভয় আছে, এমন কোন ব্যক্তিই অকারণে এরূপ পুত্র ত্যাগ করিতে চাহে না। রাজা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার দ্বিতীয় বার বাল্যকাল উপস্থিত। কোন্ পুত্র রাজাদিগের ব্যবহার বিশেষরূপে অবগত হইয়াও এরূপ বৃদ্ধ রাজার কথা মনে স্থান দিবে? যাহাতে অন্য লোকে এই কথা জানিতে না পারে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি যখন ধনু ধারণ

করিয়া আপনাকে রক্ষা করিব, তখন কে আপনার আজ্ঞা অবহেলা করিতে পারিবে? যদি কেহ বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তীক্ষ্ণশরে সমস্ত অযোধ্যাপুরী নির্ম্মনুষ্য করিয়া ফেলিব। যদি কেহ ভরতের পক্ষ হইয়া তাহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বধ করিব। মৃদু হইলে পরাভূত হইতে হয়। কৈকেয়ীর উৎসাহে যদি রাজা আমাদিগের শত্রু হইয়া দাড়ান, নির্ভয়ে তাঁহার প্রাণবধ করিব। গুরুও যদি গর্ব্বিত হন এবং তাঁহার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান না থাকে, এবং তিনি অসৎপথে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারও আজ নিস্তার থাকিবে না। রাজা কি সাহসে, কি কারণে রামচন্দ্রের প্রাপ্য বস্তু কৈকেয়ীর মনতুষ্টির জন্য ভরতকে দিতে চাহিবেন? আপনার সহিত এবং আমার সহিত এরূপ শত্রুতা করিয়া উহাঁর এখন কি ক্ষমতা আছে যে ভরতকে রাজ্য দিবেন। দেবি! আমি আপনার নিকট যথার্থ বলিতেছি, যে আমি রামের নিতান্ত অনুরক্ত এবং নিতান্ত ভক্তিবান। এ কথা আমি সত্যের দিব্য করিয়া, ধনুকের দিব্য করিয়া, এবং ইষ্টবস্তুর দিব্য করিয়া, বলিতে পারি যে আমি রামচন্দ্র ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। উনি যদি প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মধ্যে বা বনে প্রবেশ করেন, জানিবেন তাহার পূর্ব্বেই আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়াছি। সূর্য্য উদিত হইয়া যেমন অন্ধকার নাশ করেন তেমনি আমিও আপনার দুঃখ নাশ করিব। দেবি! আপনি এবং রামচন্দ্র উভয়ে আমার পরাক্রম দেখুন। আমি কোন মতেই ভরতকে রাজা হইতে দিব না।”

মহাত্মা লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া শোকভরে আক্রান্ত

হইয়া কৌশল্যা কান্দিতে কান্দিতে রামকে বলিলেন "বৎস! তোমার ভাই লক্ষ্মণ যাহা বলিল তাহা শুনিলে ত? ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য ও ইচ্ছা হয় তাহাই কর। আমার সপত্নীর অধর্ম্মের কথা শুনিয়া আমাকে এইরূপ শোক সন্তপ্ত দেখিয়া তোমার বনে যাওয়া কোন মতে উচিত নহে। তোমায় লোকে ধর্ম্মজ্ঞ বলে। ধর্ম্মাচরণে তোমার একান্ত অভিলাষ। তুমি এইখানে থাকিয়া আমার শুশ্রুষা কর এবং পরম পবিত্র ধর্ম্ম আচরণ কর। কশ্যপ নিয়ত নিজ গৃহে থাকিয়া এবং অত্যন্ত তপস্যা করিয়া মাতার সেবা করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। রাজা যেমন তোমার গুরু বলিয়া পূজ্য, আমিও ত তেমনি পূজ্য। আমি তোমায় কিছুতেই বনে যাইতে দিব না। তোমার বিচ্ছেদে আমার জীবন বা সুখে কাজ নাই। তোমার সহিত থাকিয়া যদি আমায় তৃণ ভক্ষণ করিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ। তুমি যদি আমায় এইরূপ শোকাকুল করিয়া বনে যাও, আমি অনশনে প্রাণত্যাগ করিব। ভাল রাম! রাজার আজ্ঞা যেন তোমাকে পালন করিতে হইবে; আমি যে তোমার মাতা। আমি যে তোমাকে দশ মাস, দশ দিন গর্ভে ধরিয়া কত কষ্ট সহ্য করিয়া তোমাকে লালন পালন করিয়াছি। আমার কথা কি তোমাকে শুনিতে নাই? তিনি বনে যাইতে বলিতেছেন, আমি তোমাকে নিষেধ করিতেছি। রাম রে! তবে কি তুমি আমার কথা শুনিবে না? আমার কথা না শুনিলে তোমার নিশ্চয়ই নরক হইবে। জান ত সমস্ত সরিতের পতি সমুদ্র, মাতাকে দুঃখ দিয়া কেমন ব্রহ্মহত্যা পাপে পতিত হইয়াছিলেন।"

প্রিয়জননী কৌশল্যা এইরূপ কাতর ভাবে বিলাপ করিতেছেন, দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা রাম, ধর্ম্মসম্মত বাক্যে তাঁহার প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন, "মা! পিতার বাক্য উল্লঙ্ঘন করি আমার এমন শক্তি নাই। আমি আপনার চরণে ধরিয়া ভিক্ষা করি, আমায় বনে যাইতে দেন। পূর্ব্বে বনচারী ঋষি কণ্ডু বিলক্ষণ ধর্ম্মজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনিও পিতার কথায় গো-হত্যা করিয়াছিলেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও পিতা সগরের আজ্ঞায় ভূমি খনন করিতে করিতে নিহত হইয়াছিলেন। মা! এরূপ অনেক দেবতুল্য লোকে পিতৃবাক্য রক্ষা করিয়াছেন। তবে মা! আমি কি করিয়া পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব? আমি যে একাই পিতৃবাক্য পালন করিতেছি এমন নহে। আমি যাঁহাদের নাম করিলাম, ইহাঁরাও তাহা করিয়াছেন। আমি যে আপনার বিরুদ্ধে নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতেছি এরূপ নহে। পূর্ব্বপুরুষদিগেরও এইরূপ অভিমত। তাঁহারা যে পথে গিয়াছেন, আমিও সেই পথে যাইব। সকল লোকেরই এইরূপ করা উচিত। আমি কোন অন্যায় কার্য্য করিতেছি না। যিনি পিতৃ আজ্ঞা পালন করেন তাঁহার কোনই অমঙ্গল হয় না।"

রাম বাগ্মীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং ধনুর্ধারীদিগের শ্রেষ্ঠ। তিনি জননীকে এই কথা বলিয়া পুনরায় লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি যে অত্যন্ত স্নেহ কর, তাহা আমি জানি। তোমার বিক্রম, তোমার তেজ, কেহ সহ্য করিতে পারে না তাহাও আমি জানি। সত্য এবং শম এই উভয়ের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়াই, মাতার এ দারুণ দুঃখ উপস্থিত

হইয়াছে। পৃথিবীতে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মই সত্য। জানিও পিতার এ আজ্ঞা ধর্ম্মানুসারে প্রদত্ত। যিনি ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া পৃথিবীতে বাস করেন, তাঁহার পক্ষে পিতার, মাতার বা ব্রাহ্মণের নিকট কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা উল্লঙ্ঘন করা কখন উচিত নহে। আমি তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না। পিতার বচনক্রমেই বিমাতা আমায় এইরূপ কথা বলিয়াছেন। অতএব ভাই, তুমি ক্ষত্রিয়দিগের মত এই রুক্ষভাব পরিত্যাগ করিবে, ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি করিয়া আমি যাহা বলি তদনুসারে কার্য্য কর।"

রাম লক্ষ্মণকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি উহাঁকে এইরূপে বুঝাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যার নিকট মস্তক অবনত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেবি! আমি বনে গমন করিব আপনি আমায় অনুমতি করুন। আমার দিব্য, আমার গমনে বাধা দিবেন না। আপনি গৃহে বসিয়া আমার জন্য স্বস্ত্যয়ন করুন। যখন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে, তখন আমি পুনরায় বন হইতে নগরে ফিরিয়া আসিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব। রাজর্ষি যযাতি এইরূপ স্বর্গ ত্যাগ করিয়া আপন দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। মাতঃ আপনি হৃদয়ে শোক ধারণ করুন, বিলাপ করিবেন না। আমি পিতৃসত্য পালন করিয়া পুনর্ব্বার বন হইতে এখানে ফিরিয়া আসিব। আপনার, আমার, বৈদেহীর, লক্ষ্মণের, সুমিত্রা মাতার, বিমাতার এবং রাজার আজ্ঞা প্রতিপালন করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং ইহাই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম। আপনি অভিষেকের যে আয়োজন করিয়াছেন তাহা বন্ধ করুন এবং মনের দুঃখ মনেই সম্বরণ করুন। আমি

যে বনগমনে নিশ্চয় করিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ ধর্ম্মানুমোদিত। আপনি তাহাতে অনুমতি দিন।" দেবী এতক্ষণ মৃতপ্রায় ছিলেন। রামচন্দ্র গম্ভীর ভাবে কিছুমাত্র কাতরতা প্রদর্শন না করিয়া এই প্রকার ধর্ম্মযুক্ত বচন বিন্যাস করিলে তাঁহার যেন পুনরায় জ্ঞান হইল। তিনি রামচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাছা! ধর্ম্মানুসারেই বল, আর স্নেহবশতঃই বল, তোমার পিতা যেরূপ তোমার গুরু, আমিও ত সেইরূপ। আমি কোন মতেই অনুমতি দিব না, আমায় এইরূপে দুঃখিতাবস্থায় গৃহে রাখিয়া বনে গমন করা তোমার পক্ষে কোন মতেই উচিত নহে। তুমি না থাকিলে আমার জীবনে প্রয়োজন কি?, দেবপূজাদি স্বধাদির বা প্রয়োজন কি? তুমি যে এক মুহূর্ত্ত আমার নিকটে থাক, সমস্ত জীবলোক হইতে তাহাতেই আমার মঙ্গল।" অঙ্কুশ আঘাত করিলে হস্তী যেমন ক্রুদ্ধ হয়, জননীর বিলাপ শ্রবণে রামচন্দ্র মনে মনে সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন। একদিকে জননী শোকে আকুল হইয়াছেন, অপর দিকে লক্ষ্মণ অতিশয় দুঃখিত। তাঁহাদের এইরূপ ভাব দেখিয়া রামচন্দ্র অচেতনপ্রায়া মাতাকে এবং ক্রোধপরায়ণা সৌমিত্রীকে, ধার্ম্মিক লোকের যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া উচিত সেইরূপ বুঝাইতে লাগিলেন, "ভাই লক্ষ্মণ! আমি জানি তুমি সকল সময়েই আমার প্রতি ভক্তিবান। আমি জানি তোমার পরাক্রম ভূতলে অতুল, কিন্তু আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া কেন মাতার সহিত আমায় ক্লেশ দিতেছ? যখন ধর্ম্মের ফল জন্মায় তখন জীবলোকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম তিন্‌ই লাভ করা যায়। অতএব

ধর্ম্ম হইতে এ তিনের উৎপত্তি। আমি বনগমন করিলে বশবর্ত্তিনী সপুত্রা প্রিয়া ভার্য্যার ন্যায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম লাভ হইবে। যে কার্য্যে ধর্ম্মাদির স্থান নাই, সে কর্ম্ম আরম্ভ করা উচিত নয়। কিন্তু যেখানে ধর্ম্ম আছে সে ধর্ম্ম আরম্ভ করা উচিত। যাহার কেবল মাত্র অর্থ আছে, তাহাকে লোকে দ্বেষ করে কামুকতা লোকের আদরণীয় নহে। পিতা, রাজা, গুরু, বৃদ্ধ, ইহাঁরা আনন্দ হেতু অথবা কাম হেতু যে কারণেই হউক, যে কার্য্য করিতে বলেন আমাদের নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা করা উচিত। এই কারণবশতঃ আমি পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিতেছি না। তিনি আমাদের দুইজনেরই পিতা। আমাদের প্রতি যে কোন আজ্ঞা করিতে পারেন, আমাদের তাহা ভাল মন্দ বিচার না করিয়া তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জননীর তিনি ভর্ত্তা, তিনি ধর্ম্ম, এবং গতি। তিনি ধর্ম্মরাজ স্বকর্ম্মনিরত, তিনি বাঁচিয়া থাকিতে দেবী যে অন্য বিধবার ন্যায় আমার সহিত গমন করিবেন এই বা কেমন কথা!

"দেবি! আপনি আমায় বনগমনে অনুমতি দিন্। পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিলে আমার অতুল যশ হইবে। শুদ্ধ রাজ্যের জন্য আমি সে যশ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। মনুষ্যজীবন অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী। রাজ্যও বিশেষ অভিলষনীয় বস্তু নহে। আমি এই সামান্য সুখের জন্য কখনই অধর্ম্মাচরণ করিতে পারিব না।" রামচন্দ্র এই প্রকারে মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া মনে মনে দণ্ডকারণ্যে গমন নিশ্চয় করিলেন।

উনিশ সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণের কথোপকথন।

রামচন্দ্র দেখিলেন লক্ষ্মণ অত্যন্ত ব্যথিত ও কাতর হইয়াছেন। রোষে তাঁহার নয়ন বিস্ফারিত হইয়াছে। তিনি আর তাহা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। মত্তহস্তী ক্রুদ্ধ হইলে যেরূপ অবস্থা হয়, লক্ষ্মণেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। রামচন্দ্র জানিতেন 'লক্ষ্মণ আমার ভ্রাতা এবং আমার পরমপ্রিয় সুহৃদ্।' অতএব তিনি এই বিপৎপাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "ভাই লক্ষ্মণ! তুমি ক্রোধ ও শোক সম্বরণ করিয়া কেবলমাত্র ধৈর্য্যকে আশ্রয় কর। অপমানকে অপমান বলিয়া জ্ঞান করিও না। প্রফুল্লচিত্তে আমার অভিষেকের জন্য যে সকল উদ্যোগ হইতেছে, সে সমস্তই বন্ধ করিয়া দেও এবং এই কার্য্য যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তাহাই কর। আমার অভিষেক শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া যাইবে বলিয়া মনে মনে তোমার যে ব্যস্ততা জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সেইরূপ ব্যস্ততা সহকারে সেই সকল উদ্যোগ বন্ধ করিয়া, আমার বনগমন জন্য ব্যস্ত হও। আমার অভিষেক নিবৃত্তিতে মাতার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইবে। তাঁহার যাহাতে কোনরূপ শঙ্কা উপস্থিত না হয়, তদ্রূপ চেষ্টা কর। মাতার মনে যেরূপ শঙ্কাময়-দুঃখ উপস্থিত হইবে, আমি তাহা কোনরূপে দেখিতে পারিব না।

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমি যে কখন মাতৃগণের কোন অনিষ্ট করিয়াছি তাহা আমার মনে পড়ে না। আমার পিতা সত্যবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যই তাঁহার পরাক্রম, পরলোকের ভয়ে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি নির্ভয় হউন্। যদি অভিষেক কর্ম্ম নিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে সত্যরক্ষা হইল না। তাঁহার দারুণ মনস্তাপ হইবে এবং আমারও হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব অভিষেকের আয়োজন বন্ধ করিয়া, আমি শীঘ্রই এই পুরী হইতে বনে গমন করিব। আমি এখান হইতে চলিয়া গেলে নৃপাত্মজা কৈকেয়ী কৃতার্থ হইবেন এবং ধীরে সুস্থে ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিতে পারিবেন। আমি ছিন্নবস্ত্র ও মৃগচর্ম্ম পরিধান এবং মস্তকে জটাভার লইয়া বনে গমন করিলে বিমাতার মনে সুখ হইবে। যাঁহার এরূপ বুদ্ধি হইয়াছে এবং যিনি এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহাকে ক্লেশ দেওয়া আমার উচিত নয়। আমি এখনই বনে গমন করিব। আমি যে নির্ব্বাসিত হইতেছি, আমি যে উপস্থিত রাজ্য হারাইলাম, অদৃষ্টই ইহার কারণ। যদি অদৃষ্ট বিমাতার মনে এরূপ অভিপ্রায় উৎপাদন করিয়া না দিবে, তাহা হইলে আমার পীড়া দিবার জন্য তাঁহার কেন এরূপ ইচ্ছা হইবে? তুমি ত জানই যে মাতাদের প্রতি আমি কখন ইতর বিশেষ করি নাই। পূর্ব্বকালে তিনিও আমার এবং ভরতের কিছুমাত্র প্রভেদ করিতেন না। তিনি যে অভিষেক এবং বনবাসের জন্য অতি কঠোর দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলেন, দৈব ভিন্ন ইহার ত কোনই কারণ দেখিতেছি না। কৈকেয়ী রাজপুত্রী, তাঁহার স্বভাব অতি সুন্দর। তাঁহার

অনেক গুণ আছে। তিনি যে ইতর স্ত্রীলোকের ন্যায় স্বামীর নিকট আমায় ক্লেশকর কথা বলিলেন, অদৃষ্ট ভিন্ন ইহার আর কি হেতু হইতে পারে? যাহা বুঝিতে পারা যায় না, তাহাই দৈব। ব্রহ্মাদিও দৈবকে অতিক্রম করিতে পারেন না। সুতরাং বিমাতা ও আমাতে যে বিরুদ্ধভাব উপস্থিত হইয়াছে ইহাও দৈব ভিন্ন আর কিছুই নয়। কে দৈবের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিবে? কর্ম্মের ফল দেখিয়া দৈবের অনুমান হয়, পূর্ব্বে কখনই দৈবের প্রভাব কেহ জানিতে পারে না। সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, লাভ, অলাভ, মঙ্গল, অমঙ্গল যাহা কিছু কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই দৈবের কর্ম্ম। দৈব যখন প্রতিকূল হন, তখন উগ্রতপা ঋষিগণও কঠোর ব্রত নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহা কিছু আরব্ধ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া, কাম ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন। যাহা কিছু সঙ্কল্প ব্যতিরেকে অকস্মাৎ প্রবৃত্ত হয়, তাহা নিশ্চয়ই দৈবের কর্ম্ম। এই সকল তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিয়া আপনার বেগ মনেই ধারণ কর। আমার অভিষেক নিষিদ্ধ হইলেও তাহাতে কিছুমাত্র পরিতাপ নাই। অতএব তুমি আমার মত পরিতাপ শূন্য হইয়া, শীঘ্রই অভিষেকের যে সমস্ত উদ্যোগ হইতেছে তাহা বন্ধ করিয়া দাও। অভিষেকের জন্য যে সকল জলপূর্ণ ঘট আনীত হইয়াছে, ইহাতেই আমার তপস্যার ব্রতস্নান হইবে। এ সকল রাজ্য সম্বন্ধীয় দ্রব্যে আমার প্রয়োজন কি ভাই! আমি নিজেই স্বহস্তে জল তুলিয়া ব্রতস্নান করিব। আমার সৌভাগ্য অস্তমিত হইল দেখিয়া তুমি শোক করিও না। রাজ্য ও বনবাসের মধ্যে, বনবাসেই অধিক ফললাভ

হয়। আমার রাজ্যলাভে যে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে মধ্যমা মাতা, অথবা পিতার কোন দোষ শঙ্কা করা উচিত নয়। নিশ্চয় জানিও দৈবগ্রস্ত হইয়াই তাঁহারা এরূপ কর্ম্ম করিতেছেন। তুমি দৈবের প্রতাপ বিলক্ষণ অবগত আছ।

তেইশ সর্গ।

লক্ষ্মণের বীরদর্প।

রামচন্দ্র যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণ অধোমুখে গাঢ় চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। দুঃখ ও হর্ষ পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতেছিল। তিনি বিষম ভ্রূভঙ্গী করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, যেন গর্ত্তস্থিত ক্রুদ্ধসর্প গর্জ্জিয়া উঠিল। কাহার সাধ্য সে ভ্রূকুটী কুটিল মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তাঁহার মুখ দেখিতে ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় বোধ হইল। হস্তী যেমন শুণ্ড কম্পন করে, তিনিও তেমনি হস্তের অগ্রভাগ কম্পন করিয়া ভ্রাতাকে বলিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তক একবার বক্রভাবে পড়িতে লাগিল, একবার ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল, একবার অধোপাত হইতে লাগিল। তিনি বক্র কটাক্ষে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "আর্য্য! আপনি যে বলিতেছেন পিতৃবাক্য পালন না করিলে ধর্ম্মে দোষ হইবে এবং লোকে আর কেহ পিতৃবাক্য পালন করিবে না, আপনার এরূপ শঙ্কা অমূলক এবং আপনি যে এই ভাবিয়া বন গমনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন ইহাও একান্ত অযুক্তি। আপনি বলিতেছেন যে, 'দৈবই প্রবল।' আমি জানি সে দৈব কোন কার্য্যেরই নয়। আপনার ন্যায় পরাক্রান্ত সমর্থ ক্ষত্রিয় বীর যদি ভীত না হয় তাহা হইলে কখনই এই-রূপ কথা বলে না। কৈকেয়ী ও দশরথ একান্ত পাপিষ্ঠ।

তাঁহারা যে পাপিষ্ঠ নহেন একথা আমি মনেও ভাবিতে পারি না।

"আর্য্য! আপনি ধর্ম্মাত্মা। আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন না যে তাঁহারা ধর্ম্মের ছল করিতেছেন। আপনি অতি সচ্চরিত্র। তাঁহারা শঠতা করিয়া আপনাকে পরিত্যাগ করতঃ আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইতেছেন। আপনি কি মনে করেন যে পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করা না থাকিলে তাঁহারা এরূপ কর্ম্ম করিতে পারেন? রাজা যদি সত্যসত্যই সেই বর দিয়া থাকেন, যদি সে বর প্রকৃতই হয়, তাহা হইলে অবশ্যই অভিষেকের পূর্ব্বেই দিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহারা আপনাকে না দিয়া অন্যকে অভিষেক করিতে চাহিতেছেন কেন? সুতরাং তাহাঁরা লোকবিরুদ্ধ অধর্ম্মাচরণ করিতেছেন। আমি এ অন্যায় আচরণ কখনই সহ্য করিতে পারিব না। অতএব আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আপনি যে পিতৃসত্য বলিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, যাহা লইয়া আপনার বুদ্ধির এরূপ বিপর্য্যয় হইয়াছে, সে ধর্ম্ম হইলেও আমি তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া মানি না। আপনি সকল কার্য্যেই সমর্থ। এক্ষণে কেমন করিয়া বিমাতার একান্ত বশবর্ত্তী পিতার এই ধর্ম্ম বিরুদ্ধ এবং নিন্দনীয় বাক্য অনুসারে কার্য্য করিবেন? উহাঁরা অধর্ম্ম করিয়া আপনার অভিষেক নষ্ট করিলেন, ইহা যে আপনি এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না এই দুঃখই আমার অধিক। আপনার এরূপ ধর্ম্মানুরাগ লোকের অত্যন্ত নিন্দনীয়। আপনি ভিন্ন আর কোন্ পুত্র এরূপ কামুক স্বভাব পিতা মাতার কথা মনেও করিতে পারে না। উহাঁরা আপনার পিতা মাতা নহেন,

উহারা প্রকৃত শত্রু এবং সর্ব্বদাই আপনার অহিত চিন্তা করেন। যদি আপনি মনে করেন যে তাহাঁদের এরূপ দুর্বুদ্ধি দৈবকৃত,তথাপি উহা উপেক্ষা করা উচিত। আমার বিবেচনায় এরূপ দৈব পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যাহার বীর্য্য নাই, যে আতুর, সেই দৈবের অনুসরণ করে। যাহারা বীর, যাহাদের চিত্ত স্থির, তাহারা দৈবের উপাসনা করে না। যাহারা নিজ পৌরুষে দৈব লঙ্ঘন করিতে পারে, দৈব তাহার অনিষ্ট সম্পাদন করিলে সে পুরুষ কখন অবসন্ন হয় না। আজি জগতের লোকেরা পুরুষের পৌরুষ ও দৈবের বল দেখুক দৈব ও মানুষের বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আজি দৈবকর্ত্তৃক রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন দেখিয়াছে, আজি সেই সকল লোকেই দেখিবে যে, আমার পৌরুষে দৈবও নিহত হইয়াছে। যেমন মদজলে উদ্ধত হস্তীরাজ রজ্জুচ্ছেদ করিয়া অঙ্কুশ পীড়া অগ্রাহ্য করিয়া প্রধাবিত হয়, আজি আমি নিজ পুরুষকারে সেই দৈবকে নিবৃত্ত করিব। সমস্ত লোকপাল, এমন কি ত্রিভুবনের সমস্ত লোক আজি আপনার অভিষেকের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবে না। 'রাজা দশরথের ও কথা নাই। যাহারা গোপনে বসিয়া আপনার অরণ্যবাসের কথা কহিয়াছে, তাহারাই চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিবে।' পিতা ও কৈকেয়ী আশা করিয়াছেন যে,আপনার অভিষেক বন্ধ করিয়া ভরতের অভিষেক করিবেন, আমি আজি সে আশা দগ্ধ করিব। যাহারা আমার বিরোধী হইবে, আমি নিজ পৌরুষবলে তাহাদের এত দুঃখ উৎপাদন করিব যে, দৈববল কিছুতেই তাহাদের রক্ষা করিতে পারিবে না। সহস্র বৎসর অতীত হইলে

যখন আপনি বনবাসে যাইবেন, তখন আপনার পুত্রেরা প্রজা পালন করিবে। পূর্ব্বে রাজর্ষিরা যেরূপ করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে বনবাসের এই বিধি যে, রাজা পুত্রকে পুত্রের ন্যায় প্রজাপালন করিবার ভার দিয়া বনবাসে যাইবেন। এক্ষণে রাজা দশরথের মতি স্থির নাই। আপনি যদি রাজ্যে গোল-যোগের আশঙ্কা করিয়া এখনই বনবাসে যান এবং নিজে রাজ্য রক্ষা করিতে বা ভোগ করিতে না চান, আমি আপ-নার নিকট প্রতিজ্ঞা কবিতেছি যে, কূল যেমন সমুদ্রকে রক্ষা করে, আমি সেইরূপ আপনার রাজ্য ও আপনাকে রক্ষা করিব। যদি না পারি ত আর কখন ধনু ধারণ করিব না। সমস্ত মঙ্গল সামগ্রী প্রস্তুত, আপনি অভিষেক ব্যাপারে ব্যাপৃত হউন। আমি নিজ ভুজবলে সমস্ত বিপদ নিবারণ করিতে পারিব। এই হস্তদ্বয় কি কেবল শোভার জন্য? ধনু ধারণ কি ভূষণের জন্য? এই যে অসিধারণ করিয়াছি, ইহা কি কেবল কাষ্ঠ ছেদন জন্য বহন করি? এই যে তীক্ষ্ণ শর ইহা কি কেবল তূণার শোভা জন্যই ধারণ করি? ইহা দ্বারা লুক্ষ্মণ না পারে এমন কার্য্যই নাই। যে আমার শত্রু, সে ইন্দ্রই হউক, আর যে কেহই হউক না কেন, বিদ্যুতের ন্যায় চাকচিক্যশালী অসি ধারণ করিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। ইহাই আমার সর্ব্বদা বাসনা। আমি যখন খড়্গ আঘাতে শত শত হস্তী, অশ্ব, রথী নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিব, তখন তাহাদের হস্ত, উরু এবং মস্তকের ভারে পৃথিবী কম্পিতা হইবে। আমি যখন খড়্গ দ্বারা আঘাত করিব, তখন আমার শত্রুগণ রক্তাক্ত হইয়া জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ভূমিতে পতিত হইবে।

বোধ হইবে যেন বিদ্যুতের সহিত মেঘ খসিয়া পড়িতেছে। আমি যখন বাম করে চর্ম্ম বন্ধন করিয়া ধনুক ধারণ করিয়া দাঁড়াইব, তখন পৃথিবীতে কোন পুরুষ 'পুরুষ' বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারিবে না। আমি বাহুবলে একজনকে ভূমিতে পাতিত করিব এবং এক বাণে বহুজনের প্রাণ সংহার করিব। মনুষ্য, ঘোটক, হস্তীদিগের মর্ম্মস্থলে বাণ সমূহ নিক্ষেপ করিয়া আপনার প্রভুত্ব স্থাপন এবং রাজার প্রভুত্বনাশের জন্য আমার অস্ত্রের তেজ প্রদর্শন করিব। আমার যে দুই বাহু চিরকাল উৎকৃষ্ট চন্দন লেপন করিয়াছে, চিরকাল কেয়ূর বন্ধন করিয়াছে, নানা ধন দান করিয়াছে বহু সুহৃদের প্রতিপালন করিয়াছে, আজি সেই বাহুদ্বয় আপনার অভিষেক বিঘ্নকারীদের নিবারণে তাহার উপযুক্ত কর্ম্ম করিবে। আপনি আজ্ঞা করুন, আপনার কোন্ শত্রুর এখনই প্রাণ, যশ বা সুহৃজ্জন নষ্ট করিতে হইবে। আমি এখনই প্রস্তুত। অনুমতি করুন যাহাতে পৃথিবী আপনার বশীভূত হয় আমি এখনই তাহাই করিব। আপনার কিঙ্কর উপস্থিত থাকিতে কেহই অভিষেক কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবে না। লক্ষ্মণের মুখে এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র বাষ্পবারি বিমোচন করিয়া বারম্বার তাঁহার স্বান্তনা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "ভাই লক্ষ্মণ! জানিও আমি পিতা মাতার আজ্ঞাকারী এবং ইহাই যথার্থ সৎপথ।"

চব্বিশ সর্গ।

রাম ও কৌশল্যার কথোপকথন।

কৌশল্যা দেখিলেন রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন এবং কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, 'রাম রে! তুমি অতি ধর্ম্মাত্মা, কখন দুঃখ ভোগ কর নাই, সর্ব্ব ভূতে তোমার সমান দয়া। তুমি রাজার ঔরসে এবং রাজকন্যার গর্ভে রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। বাছা! কিরূপে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে? যাহার ভৃত্য ও দাসগণ বিবিধ ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন গ্রহণ করে, সেই রাম আজি কিরূপে বনে ফল, মূল ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। যে রাম সর্ব্বগুণমান এবং রাজার একান্ত প্রিয়,সেই রামকে রাজা বনে পাঠাইলেন শুনিলে কে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবে? শ্রদ্ধা করিলে কাহার বা ভয় না হইবে? লোকে যে বলে অদৃষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, অদৃষ্ট সর্ব্বশক্তিমান, এ কথা নিতান্ত সত্য। নহিলে তোমার মত সর্ব্বলোকপ্রিয় লোক কেন বনে যাইবে? তোমার অদর্শনে আমার মনে যে শোকরূপ অগ্নির উদয় হইবে, তোমার অদর্শনরূপ বায়ু তাহা বৃদ্ধি করিবে, বিলাপরূপ দুঃখ তাহার সমিধ্ হইবে, নয়নাশ্রু তাহার আহুতি, চিন্তা বাষ্প তাহার ধূম এবং নিশ্বাস বায়ুতে তাহার বৃদ্ধি সাধন হইবে। এইরূপ অতুল মহা শোকাগ্নি তোমার বিরহে আমায় অত্যন্ত কৃশ করিয়া,

শীতের শেষে অগ্নি যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ আমায় দগ্ধ করিবে। বাছা! তোমার যাইবার সময় আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। ধেনুও এইরূপে আপন বৎসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া থাকে।"

রামচন্দ্র জননীকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা। বিমাতা রাজাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। আমি বনে চলিলাম আপনিও যদি সেই সঙ্গে যান তবে রাজা নিশ্চয় বাঁচিবেন না। স্বামীকে ত্যাগ করা স্ত্রীলোকের কদাচই উচিত নয়। এরূপ কথা মনেও করিবেন না, যদবধি পিতা বর্ত্তমান আছেন, ততদিন আপনি তাঁহার শুশ্রূষা করুন। তাহাই আপনার পরম ধর্ম্ম এবং তাহাই আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আপনার ও আমার পক্ষে পিতার আজ্ঞা পালন একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি রাজা, তিনি ভর্ত্তা, তিনি গুরু, তিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি আমাদের সর্ব্বোময় প্রভু। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন। আমি এই চৌদ্দবৎসর কোনরূপে বনে বাস করিয়া ফিরিয়া আসিব। তখন চিরদিন আপনার আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিব।"

এই কথা শুনিয়া কৌশল্যার নয়নে দরবিগলিত অশ্রুধারা বহির্গত হইতে লাগিল। সন্তানের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত স্নেহ, তিনি কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "রাম! যদি তুমি পিতার মুখাপেক্ষা করিয়া বনবাসে যাইবে স্থির করিয়াছ, তবে আমাকেও লইয়া চল। আমি বন্য মৃগীর ন্যায় বনে বাস করিব, আমি সপত্নী কৈকেয়ীর সঙ্গে বাস করিতে পারিব না।"

মাতাকে রোদন করিতে দেখিয়া রামচন্দ্রও রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "মা! যতদিন পিতা বর্ত্তমান আছেন, তত দিন আমরা অনাথ নহি। ভরতও সর্ব্ব ভূতের প্রিয়কারী এবং ধার্ম্মিক। সে সর্ব্বদাই আপনার আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিবে। আমি চলিয়া গেলে, পিতা আমার শোকে যাহাতে কষ্ট না পান, আপনি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তাহাই করিবেন। দেখিবেন যেন, এ দারুণ শোকে তাঁহার প্রাণ বিনাশ না হয়। রাজা বিরুদ্ধ হইলেও সর্ব্বদা তাঁহার মঙ্গল আচরণ করিবেন। ব্রত ও উপবাসে নিরত হইবেন। যাঁহারা ব্রত ও উপবাস করিয়া স্বামীর সেবা করেন, তাঁহারাই নারী-জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে রমণী কখন কাহাকে নমস্কার করে না, দেবতাদের কখন পূজা করে না, কেবল স্বামীর কিসে মঙ্গল হইবে এই চিন্তায় ব্যস্ত থাকিয়া স্বামীর শুশ্রূষা করে, সে কেবল স্বামী শুশ্রূষার গুণে স্বর্গলাভ করে। ইহাই স্ত্রীজাতির নিত্য ধর্ম্ম। বেদে ও লোকে ইহাই রমণীর কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। মা! আপনি আমার কল্যাণের জন্য অগ্নি-কার্য্যের দ্বারা দেবতাদিগের পূজা এবং ব্রাহ্মণদিগের সৎকার করিতে মানস করুন। এইরূপে আমার আগমন কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া নিয়ত স্বামী শুশ্রূষায় রত থাকিবেন।"

কৌশল্যা পুত্রশোকে কাতর হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বাছা! তুমি বনবাসে যাইবার জন্য যে মনস্থির করিয়াছ, তাহা আমি অন্যথা করিতে পারি না; কিন্তু তোমার বিরহে কালযাপন করাও আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিবে। তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়াছ, বনে গমন কর, তোমার মঙ্গল

হইবে। রাম রে! তুমি ফিরিয়া না আসিলে আমার মন কিছুতেই স্থির হইবে না। তুমি যখন কৃতার্থ হইয়া ব্রতাচরণ করিয়া পিতৃ সত্য পালন করিয়া আসিবে, তখন আমি পরম সুখে নিদ্রা যাইব। বাছা! পৃথিবীতে অদৃষ্টের গতি কিছুই বুঝিয়া উঠা যায় না। এই দেখ অদৃষ্ট আমাকেও তোমার বনগমনে অনুমতি দেওয়াইতেছে। আমার অণুমাত্র ইচ্ছা নাই, কিন্তু অদৃষ্ট বলপূর্ব্বক এই সকল কথা আমার মুখ দিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। তুমি এক্ষণে গমন কর, তুমি নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়া আমায় সান্ত্বনা করিও, তখন আমি আবার তোমার মিষ্ট মধুরবাক্য শ্রবণ করিব। আহা রাম রে! আমি কি করিয়া তোমার মুখখানি ভুলিব। তোমার মত পুত্র বনে গেলে মায়ের প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরিতে পারে? যে দিন দেখিব যে জটাবাকল পরিয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিলে সেই দিন আমার কি আনন্দ হইবে। আজ আমার এমন আনন্দ দিনে যে দুঃখ হইল, তুমি ফিরিয়া না আসিলে সে দুঃখ আর কিছুতেই যাইবে না। রাম রে! আজিই আমার সেই দিন হউক না কেন।”

মহাদেবী কৌশল্যা ধৈর্য্য সহকারে রামের মুখ দেখিতে লাগিলেন এবং রাম বন গমনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার স্নেহবাক্য বলিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়নের জন্য ব্যস্ত হইলেন।

পঁচিশ সর্গ।

রাম ও কৌশল্যার কথোপকথন।

কৌশল্যা মনের ক্লেশ উপশম করিয়া পবিত্র জলে আচমন করিয়া রামের বনগমনার্থ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "রাম রে! আমি বারণ করিতে পারিলাম না। তুমি বনে গমন কর, শীঘ্র ফিরিয়া আসিও। সর্ব্বদা সৎপথে থাকিও, পরমানন্দে নিয়ম পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিও, ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন। দেবালয় সমূহে তুমি যাহাঁদিগকে নমস্কার কর, তাহাঁরা মহর্ষিদিগের সহিত তোমায় রক্ষা করুন। সর্ব্বগুণমান মহর্ষি বিশ্বামিত্র তোমাকে যে সকল অস্ত্র দিয়াছেন, তাহারা তোমায় রক্ষা করুক্। তুমি যে পিতার শুশ্রূষা করিয়াছ, এবং মাতার শুশ্রূষা করিয়াছ ও যাঁহাদের আজ্ঞায় সত্য পালন করিতেছ, ইহাঁদের আশীর্ব্বাদে তুমি নির্ব্বিঘ্ন হইয়া চিরজীবি হও। সমিধ্, কুশ, পবিত্র বেদী, মন্দির, কুশাসন, পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম, হ্রদ, পতঙ্গ, পন্নগ, সিংহ সকলে তোমায় রক্ষা করুক্। সাধ্য, সন, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ, মহর্ষিগণ, তোমার মঙ্গল করুন। ধাতা, বিধাতা, পূষ্যা, অর্য্যমা, বাসবাদি, লোকপাল ও ঋতু, মাস, বৎসর, রাত্রি, দিন, মুহূর্ত্ত, তোমার মঙ্গল করুন। শ্রুতি, স্মৃতি, ধর্ম্ম তোমায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুক্। ভগবান স্কন্দ, সোম, বৃহস্পতি, নারদ, সপ্তর্ষিগণ তোমায়

বিশেষরূপে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। আমি সিদ্ধগণ দিক্ সমূহ এবং দিক্ষীশ্বরগণকে স্তব করিব, তাঁহারা বনে তোমায় রক্ষা করিবেন। সমস্ত পার্ব্বত ও শৈলগণ, রাজা, বরুণ, দ্যৌঃ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, বায়ু, চরাচর, নক্ষত্র ও দেবতাগণ, গ্রহসমূহ, দিন, রাত্রি এবং উভয় সন্ধ্যা তোমায় রক্ষা করুন ও ঋতু, মাস, বৎসর, কলা, কাষ্ঠা তোমার মঙ্গল করুন। তুমি যখন মুনিবেশ ধারণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিবে, দেবতা ও দৈত্যগণ তোমায় সুখ দান করিবেন। ক্রুরকর্ম্মা উদ্ধত স্বভাব রাক্ষস, পিশাচ, মাংসভোজী হইতে যেন তোমার কোনরূপ ভয় না হয়। তুমি যে বনে থাকিবে বানর, বৃশ্চিক, দংশ, মশক ও সরীসৃপ, কীট, যেন তোমার অপকার না করে। বড় বড় হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, মহিষ যেন তোমার হিংসা না করে। যে সকল প্রচণ্ড জাতীসমূহ, মনুষ্য মাংস ভোজন করে, আমি তাহাদের পূজা করিব। তাহারা তোমার হিংসা করিবে না। পথে তোমার মঙ্গল হউক। তোমার পরাক্রম যেন কোথাও বিফল না হয়। তোমার বনবাসকালে যে সকল সম্পত্তির প্রয়োজন, তাহার যেন অভাব না থাকে। অন্তরীক্ষস্থিত ভূতগণ হইতে তোমার মঙ্গল হউক, পৃথিবীস্থ ভূতগণ তোমার মঙ্গল করুন। সমস্ত দেবগণ তোমার হিত কামনা করুন। যাহারা তোমার অপ্রতিকূল আছেন, তাঁহারাও তোমায় সদয় হউন। তুমি যখন দণ্ডকারণ্যে বাস করিবে, তখন শুক্র, সোম, সূর্য্য, কুবের, যম, তোমায় রক্ষা করিবেন। অগ্নি, বায়ু, ধূম, ঋষিমুখচ্যুত মন্ত্র, উপস্পর্শনকালে তোমায় রক্ষা করুন।

ব্রহ্মা সকল লোকের প্রভু এবং সমস্ত ভূতের কর্ত্তা, তিনি বনবাসকালে তোমায় রক্ষা করুন। ঋষিগণ এবং বিশিষ্ট দেবগণ তোমায় রক্ষা করুন।" এইরূপে যশস্বিনী কৌশল্যা গন্ধমাল্য এবং স্তবাদি দ্বারা সমস্ত দেবগণের পূজা করিলেন। রামের মঙ্গলের জন্য আহ্বান দ্বারা অগ্নি আনয়ন করাইয়া তাহাতে বিধি পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করাইলেন। ঘৃত, মাল্য, সমিধ্, শ্বেত সর্ষপ প্রভৃতি সমস্ত আনয়ন করাইলেন। রামের শরীর নিরোগ হইবে এই উদ্দেশে উপাধ্যায় বিধিপূর্ব্বক শান্তি হোম করিলেন এবং হোমাবশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা লোকপালাদির পূজা করিলেন। পরে রামের স্বস্তিবাচনের জন্য ব্রাহ্মণদিগকে মধু, দধি, আতপ তণ্ডুল, ঘৃত দান করিলেন। তাঁহারা বনে "রামের শান্তি হউক" এই বলিয়া স্বস্তিবাচন করিলেন। অনন্তর যশস্বিনী রামমাতা জিতেন্দ্রকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন এবং রামচন্দ্রকে বলিলেন, "বৃত্র নাশের সময় সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের যেরূপ মঙ্গল হইয়াছিল, তোমারও সেইরূপ মঙ্গল হউক। পূর্ব্বকালে বিনতা গরুড়ের নিকট অমৃত প্রার্থনা করিলে তাহার জন্য যে মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তোমারও সেই লঙ্গল হউক। যখন বজ্রধর অমৃত উৎপত্তির সময় দৈত্যদিগকে নিহত করিয়াছিলেন, তখন অদিতি যে মঙ্গল দিয়াছিলেন, তোমারও সেই মঙ্গল হউক। অতুল তেজশালী বিষ্ণু যখন তিন বার পদক্ষালন করিয়াছিলেন, তখন যে মঙ্গল হইয়াছিল, এখনও তোমার সেই মঙ্গল হউক। ঋষিগণ, সাগর সমূহ, চারিবেদ, সপ্তদ্বীপ, সপ্তলোক, দশদিক, যাহাতে তোমার শুভ ও মঙ্গল হয় সেইরূপ

আদেশ করুন।” এই বলিয়া তিনি পুত্রের মস্তকে আতপ তণ্ডুল অর্পণ করিলেন। গন্ধদ্রব্যে তাঁহার শরীর বিলেপন করিলেন। বিশল্যকরণী নামক ঔষধ, রামের হস্তে দিয়া মন্ত্র পাঠ করতঃ রামের রক্ষা বন্ধন করিলেন। যদিও দুঃখে তাঁহার মন একান্ত বিচলিত ছিল, তথাপি তিনি কিয়ৎপরিমাণে সন্তুষ্টের ন্যায় রামের মস্তক আঘ্রাণ ও আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “বাছা! তুমি গমন কর, তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক। তুমি সুখে নিরোগ শরীরে যখন সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ করিয়া পুনরায় অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিবে, তখন আমি তোমায় রাজপথে দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিব। তুমি যখন বন হইতে ফিরিয়া আসিবে, “লোকে বলিবে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে।” তখন আমার মনস্থ দুঃখ দূর হইবে এবং আমি আনন্দে প্রফুল্লমুখে তোমায় দেখিতে যাইব। তুমি বনবাস হইতে পিতৃসত্য পালন করিয়া ভদ্রাসনে ফিরিয়া আসিলে আমি তোমায় বারম্বার দেখিব। তুমি সমস্ত মঙ্গলের অধিকারী হইয়া বন হইতে ফিরিয়া আসিয়া বধূর মনোরথ পূর্ণ করিও। এক্ষণে বনে গমন কর, আমি শিবাদি দেবগণ, মহর্ষি, ভূতগণ ও উরগদিগের এবং দিক সকলের পূজা করিব। রাম রে! তুমি যখন এই স্বর্ণপুরী পরিত্যাগ করিয়া বনবাসে যাইবে, তখন হিংস্র জন্তুরা মাংসাশী নরভুকেরা যাহাতে তোমার কোন অনিষ্ট না করে তাহার জন্য আমি স্বস্ত্যয়ন করিব। সমস্ত জীবগণ তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইবে।” কৌশল্যা রামকে কেবল কথায় মাত্র বিদায় দিলেন, শোকে তাঁহার কথা স্পষ্ট বাহির হইল না।

এইরূপে অশ্রুপূর্ণ লোচনে মহাদেবী কৌশল্যা যথাবিধি স্বস্ত্যয়ন সমাপন করিয়া বারম্বার রামচন্দ্রের মুখ দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি বোধ হইল না।

রামচন্দ্র কৌশল্যার আদেশানুসারে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বারম্বার চরণে প্রণাম করিলেন। মাতার স্বস্ত্যয়ন-বলে রামচন্দ্রের শরীরশোভা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইল, তিনি সীতার আবাসে গমন করিলেন।

ছাব্বিশ সর্গ।

রামচন্দ্রের সীতার নিকট বনগমনের প্রস্তাব।

রামচন্দ্র অতিশয় ধর্ম্মশীল, মাতা তাঁহার জন্য স্বস্ত্যয়ন করিলে পর, তিনি মাতাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া বন গমনের উদ্যোগ করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। তিনি যখন লোকাকীর্ণ রাজপথ দিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন উহাঁর অপূর্ব্ব শোভা হইল। রামের অশেষ গুণও আছে বলিয়া লোকের হৃদয় যেন আলোড়িত হইল।

বৈদেহী এ পর্য্যন্তও এ সকল কথা কিছুই শুনেন নাই। তাঁহার হৃদয় তখনও অভিষেকের আনন্দে মত্ত রহিয়াছে। রাজপুত্রী বৈদেহী রাজধর্ম্মে অভিজ্ঞা। এই জন্য হৃষ্টচিত্তে দেবকার্য্য সম্পাদন করিয়া রামচন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় রামচন্দ্র আপনার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তখনও সে গৃহের লোকজন আনন্দে বিঘোর রহিয়াছে। উহা বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত দেখিয়া তিনি দুঃখে মস্তক অবনত করিলেন। সীতা রামচন্দ্রকে শোক সন্তপ্ত ও চিন্তিত অন্তঃকরণ দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সীতাকে দেখিয়া রামচন্দ্র মনোগত শোক সহ্য করিতে পারিলেন না, উহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সহসা রামচন্দ্রের বদন বিবর্ণ হইয়া গেল, ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল। তাঁহার

অবস্থা দেখিয়া সীতা অত্যন্ত দুঃখিত ও ভীত হইয়া বলিলেন, "নাথ, এ কি! পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ বলিতেছেন যে, অদ্য তোমার বৃহস্পতির দশা। আজি পুষ্যানক্ষত্র যোগে তোমার অভিষেক হইবে তুমি কেন দুঃখিত হইতেছ? আজি তোমার মুখচন্দ্র শতশলাকা বিশিষ্ট জল ফেনের ন্যায় শুভ্র-ছত্রে আবৃত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিবে, তাহার ত কিছুই দেখিতেছি না। আজি তোমার মুখের উপর চন্দ্র ও হংসের ন্যায় শুভ্রবর্ণ চামর ব্যজন করিতেছে না কেন? আজি বাক্-পটু বন্দীসুত ও মাগধগণ হৃষ্টচিত্তে তোমার স্তব করিতেছে না কেন? প্রজাগণ ও দলপতিগণ, পুরবাসীগণ এবং জনপদ-বাসীগণ বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে না কেন? আজি সুবর্ণমণ্ডিত অশ্বচতুষ্টয় কৃষ্ণ-মেঘ এবং কৃষ্ণপর্ব্বতের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত হস্তী সুসজ্জিত হইয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছে না কেন? আজি তোমার সেবকেরা সুবর্ণমণ্ডিত ভদ্রাসন লইয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছে না কেন? যখন তোমার অভিষেকের সকলই অনুষ্ঠান হইয়াছে তখন এরূপ ভাব কেন হইল? অমন শরতচন্দ্রের ন্যায় বদন বিবর্ণ হইয়াছে কেন? মনেই বা স্ফূর্ত্তি নাই কেন? নাথ! শীঘ্র বল আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে।"

সীতার বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র বলিলেন, "প্রিয়তমে। আর আমার রাজ্য লাভ আশা করিও না। মহা-রাজ আজি আমায় বনবাসে পাঠাইতেছেন, তুমি মহাকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তুমি ধর্ম্মচারিণী, যেরূপে আমার এ অবস্থা

উপস্থিত হইয়াছে তাহা শুন। রাজা দশরথ অত্যন্ত সত্য-প্রতিজ্ঞ। তিনি পূর্ব্বকালে মাতা কৈকেয়ীকে দুইটী বর দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। আমার অভিষেকের সমস্ত অনুষ্ঠান হইলে এবং রাজা আমায় যৌবরাজ্য প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, বিমাতা আজি সেই বর প্রার্থনা করিয়াছেন এবং রাজাকে ধর্ম্মানুসারে বশীভূত করিয়াছেন। এক বরে, আমার অভিষেকের জন্য যে আয়োজন হইয়াছে, তাহাতে ভরতের অভিষেক হইবে এবং দ্বিতীয় বরে জটা বাকল ধারণ করিয়া চৌদ্দবৎসর আমাকে দণ্ডকারণ্যে বাসের জন্য পিতাকে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। অতএব আমি বনবাসে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছি, কেবল একবার তোমায় দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। তুমি ভরতের নিকটে কখন আমার শ্লাঘা করিও না। ক্ষমতাবান পুরুষেরা কখন পরের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না। তাই বলিতেছি, তুমি ভরতের সম্মুখে কখনই আমার গুণ কীর্ত্তন করিও না। তুমি ভরতের অনুকূল ভাবে সর্ব্বদা এখানে বাস করিবে। প্রতিকূল হইও না, কারণ রাজা তাহাকে চিরকালাগত যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। অতএব তুমি বিশেষরূপে তাহার মনোরঞ্জন করিবে এবং বিধিমতে রাজার সেবা করিবে। আমি পিতৃ-সত্য পালন করিবার জন্য অদ্যই বনে গমন করিব। তুমি স্থির হও আমি বনবাসে গমন করিলে তুমি সর্ব্বদা ব্রত ও উপবাস পরায়ণা হইয়া বাস করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেবতাদিগের পূজা করতঃ রাজা দশরথের পাদ বন্দনা করিবে। আমার মাতা বৃদ্ধা হইয়াছেন। আমি তাঁহার একমাত্র

পুত্র। বিশেষ নানা প্রকার সন্তাপে তাঁহার শরীর অতিশয় কৃশ হইয়াছে। তুমি ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া তাঁহার সেবা করিবে। আমার যে সকল অবশিষ্ট মাতা আছেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যহ নমস্কার করিবে। কারণ স্নেহ, প্রণয় এবং সেবা সম্বন্ধে সকল মাতাই সমান। ভরত ও শত্রুঘ্ন আমার দুই ভাই, তাহাদের প্রতি যেন তোমার সমান দৃষ্টি থাকে। তাহাদিগকে ভ্রাতার ন্যায় দেখিবে। ভরতের কখন অপ্রিয় আচরণ করিও না, সে আমাদের দেশের ও কুলের রাজা। রাজাদিগের স্বভাব এই যে, তাঁহাদের আরাধনা এবং যত্ন পূর্ব্বক সেবা করিলে সন্তুষ্ট হন ও অন্যায় আচরণ করিলে কুপিত হন। যদি ঔরষ পুত্রও অপ্রিয় আচরণ করে, রাজারা তাঁহাকে ত্যাগ করেন এবং যদি ইতর লোকেও তাঁহার মনোরঞ্জন করে, রাজা তাহাকে গ্রহণ করেন। অতএব তুমি, প্রাণাধিক ভাই ভরতের আজ্ঞাপালনে রত এবং ব্রতপরায়ণ হইয়া কর্ম্মকার্য্যে মন দিয়া এই স্থানে বাস কর, আমি মহাবনে গমন করি। তোমার এইখানেই বাস করা উচিত। আমি যে সকল কথা বলিলাম বিধিমতে যত্নপূর্ব্বক তাহাই করিবে।”

সাতাইশ সর্গ।

সীতার বনগমনের প্রস্তাব।

সীতা অতিশয় প্রিয়বাদিনী। রামচন্দ্র এই সকল কথা বলিলে, তিনি অত্যন্ত প্রণয় বশতঃ ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "নাথ! তুমি এ কি কথা বলিতেছ। বোধ হয় তুমি মনে কর আমি অতি সামান্য। তোমার এই কথা শুনিয়া আমার বাস্তবিকই হাস্যোদয় হইতেছে। তুমি বীরশাস্ত্রে জ্ঞানী রাজপুত্রদিগের অনুপযুক্ত এবং যে অযশস্কর কথা বলিলে এ কথা শুনিতেও নাই। আর্য্যপুত্র! তুমি জান—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, ইহারা সকলেই আপন আপন পুণ্যের ফল ভোগ করে, তাহাদের নিজ নিজ অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে, তাহারা তাহাই ভোগ করে, কিন্তু স্ত্রীই স্বামীর ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। অতএব তোমাকে বনবাস আজ্ঞা করায় আমাকেও তাহাই করা হইয়াছে। পিতা, পুত্র, আত্মা, মাতা, সখিজন কেহই স্ত্রীলোকের ইহকাল বা পরকালের গতি নহেন। স্বামীই স্ত্রীলোকের ইহকাল এবং পরকালের একমাত্র গতি। যদি তুমি অদ্যই দুর্গম বনে গমন কর তাহা হইলে আমিও আগে আগে কুশকণ্টক মর্দ্দন করিতে করিতে গমন করিব। তুমি ঈর্ষা ও রোষ পরিত্যাগ কর। লোকে পানান্তে যেমন অবশিষ্ট জল পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তুমিও আমার প্রতি ঈর্ষা ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া

নিঃশঙ্কচিত্তে আমায় সঙ্গে করিয়া লও, আমাতে কোন পাপ নাই। প্রাসাদের অগ্রভাগেই হউক বা আকাশ ও বিমানেই হউক, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর চরণ সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম এবং স্বামীর চরণ সেবাতেই তাহার অধিকতর সুখ। পিতা ও মাতা আমায় এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, সকল অবস্থাতেই স্বামীকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে। অতএব স্বামীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, সে বিষয়ে আমার আর উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। আমি জন মানব শূন্য দুর্গম বনে গমন করিব। যেখানে নানা জাতীয় মৃগ বিচরণ করে, যেখানে ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র সমূহ বাস করে, আমি সেই বনে বাস করিয়া পিতৃ গৃহবাসের সুখ অনুভব করিব। আমি তিন লোকের কিছুই চিন্তা করিব না, কেবল স্বামী চিন্তায় মনোনিবেশ করিব। সর্ব্বদাই নিয়ম পূর্ব্বক শুশ্রূষা করিব এবং ব্রহ্মচারিণী হইয়া তোমার সহিত মকরন্দ বিশিষ্ট বনে বিহার করিব। তুমি বনে অনেক লোকের প্রতিপালন করিবে, আমায় কি প্রতিপালন করিতে পারিবে না? আমি তোমার সহিত অদ্যই বনে গমন করিব, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি। তুমি আমাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। আমি সর্ব্বদা ফল মূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিব এবং তোমার সহিত বাস করিব। যাহাতে তোমার কষ্ট হইবে এমন কর্ম্ম কিছুতেই করিব না। তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব, তুমি আহার করিলে পর আমি আহার করিব। বীর ও পণ্ডিত স্বামীর সহিত ভ্রমণ করিয়া, নদী পর্ব্বত পুষ্করিণী ও পল্বল দর্শন করিব।

নদীতে হংসকারণ্ড সমূহ বিচরণ করিবে, পদ্ম ফুটিয়া থাকিবে, দুই ধারে পুষ্পবৃক্ষ পুষ্পে পূর্ণ হইয়া থাকিবে, আমি তোমার সহিত পরম সুখে সেই গুলি দর্শন করিব এবং নিত্য নিত্য তাহার জলে স্নান করিব। তাহাতে আমার পরমানন্দ লাভ হইবে। এইরূপ তোমার সহিত আনন্দে আমি শত বৎসর এমন কি সহস্র বৎসর কাটাইতে পারিব। আমি বিরুদ্ধাচরণ কাহাকে বলে তাহা কখন মনেও আনিব না। যদি তোমা বিনা স্বর্গে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে সে স্বর্গও আমার অভিমত নহে। তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গেও বাস করিতে আমার রুচি হইবে না। আমি তোমার সহিত দুর্গম বনে গমন করিব, যেখানে মৃগ হস্তী বাস করে, সেইখানে বাস করিব। তোমার চরণাশ্রয়ে তোমার প্রণয়িণী হইয়া বনে বাস করিয়া, আমি পিতৃগৃহবাসের সুখানুভব করিব। আমার মনে অন্য ভাব নাই, আমার চিত্ত একান্ত তোমাতে অনুরক্ত। অতএব তুমি আমায় লইয়া চল। আমায় এই ভিক্ষাটী দাও, আমি সঙ্গে থাকায়. তোমার কিছুমাত্র ভার হইবে না।

ধর্ম্ম বৎসলা সীতা এইরূপ কথা বলিলেও রামচন্দ্র তাঁহাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন না, তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বনবাসের অনেক দোষ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

আটাইশ সর্গ।

বনবাসের দুঃখ বর্ণন।

পতিপ্রাণা সীতার এইরূপ কথা শুনিয়া রামচন্দ্র একান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহাকে বনে লইয়া যাইতে তখনও তাঁহার অমত রহিল। তিনি দেখিলেন বাষ্পবারিতে নয়ন কলুষিত হইয়াছে। তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য এবং বনগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন "প্রিয়তমে! তুমি প্রধান কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তুমি সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ, তুমি এইখানে থাকিয়াই ধর্ম্মাচরণ কর, তাহা হইলেই আমার মনে সুখ হইবে। প্রিয়ে! তুমি অবলা, আমি তোমায় যাহা বলি, তাহাই তোমার করা কর্ত্তব্য। বনে বাস করিলে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। সেই গুলি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। তুমি বনবাসের এই বাসনা পরিত্যাগ কর। লোকে বলে গহনবনে অনেক কষ্ট হয়। আমি কেবল তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমায় এরূপ কথা বলিতেছি, বনে কিছুমাত্র সুখ নাই, কেবলই দুঃখ। গিরি গুহায় যে সকল সিংহ বাস করে, তাহাদের নিনাদ যখন গিরি নির্ঝর নদের সহিত মিলিত হয়, তখন সে শব্দ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, এজন্যই লোকে বনবাস অতি কষ্টকর বলিয়া থাকে। যে সকল বৃষগণ নিশঙ্কে ক্রীড়া করে, তাহারা নির্জন স্থানে মনুষ্য দেখিলেই আক্রমণ করে, এই জন্যই

বলে বনবাস বড় দুঃখকর। নদী সকলে নানা প্রকার ভয়ঙ্কর জলজন্তু আছে, ভয়ঙ্কর পঙ্ক আছে, তাহা সহজে পার হওয়া যায় না। দিবারাত্রি মত্ত হস্তীতে উহার জল তোলপাড় করিতেছে। পদ্ম সকল লতাকণ্টকে আকীর্ণ চারিদিকে কৃকবাকু নিনাদ করিতেছে, কোথাও জল নাই সকলই দুর্গম, এই জন্য বলে বনবাস অতি দুঃখকর। রাত্রিতে যে সকল পত্র স্বয়ং বৃক্ষ হইতে পতিত হয়, তাহাতেই শয্যা নির্ম্মাণ করিয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করিতে হয়। যাহারা নিয়ম পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করে, তাহাদের আপনি যে সকল ফল বৃক্ষ হইতে পতিত হয় তাহাতেই দিন রাত্রি সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে হয়, এজন্যই বলে বনবাস অতি দুঃখকর। বনবাস করিলে শক্তি অনুসারে সর্ব্বদা উপবাস করিতে হয়, নিত্য ২ জটাভার বহন করিতে হয়, বল্কল পরিধান করিতে হয়। নিয়ম পূর্ব্বক অতিথিগণ দেবগণ ও পিতৃগণের সেবা করিতে হয়। দিনের মধ্যে নিয়মিত সময়ে তিন বার স্নান করিতে হয়, এই জন্যই বলে বনবাস এত দুঃখকর। নিজহস্তে কুসুম চয়ন করিয়া ঋষি কল্পিত নিয়মে বেদীতে উপহার করিতে হয় বনে যেরূপ ফল পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে হয়, বন্যফল আহার করিয়া বনে বিচরণ করিতে হয়। তথায় নিরন্তর বেগে বায়ু বহিতেছে, রাত্রে ঘোর অন্ধকার হয়। ক্ষুধার সময় আহার পাওয়া যায় না, সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে বাস করিতে হয়, এইজন্য বলে বন এত দুঃখকর। সেখানে নানাকারের নানা প্রকার সরীসৃপ উদ্ধত-ভাবে পথে বিচরণ করে। জলচর সর্প নদীর ন্যায় বক্র গতিতে গমন করে,

সর্ব্বদা পথ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে, এইজন্য বলে বনবাস অতি দুঃখকর। পতঙ্গ, বৃশ্চিক, মশক সর্ব্বদাই লোকের পীড়া উৎপাদন করে। কুশ কাশের অগ্রদেশ এবং কণ্টক বৃক্ষ সকলের শাখা সর্ব্বত্রেই বিস্তৃত, এই জন্যই বনবাস এত দুঃখকর। যাহারা বনে বাস করে, তাহাদের শরীরে নানাবিধ ক্লেশ হয় এবং নানা প্রকার ভয় উপস্থিত হয়। বনে বাস করিলে ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিতে হয়, তপস্যায় মন দিতে হয়, ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেও ভয় করা উচিত নয়, এই জন্য বলে বনবাস এত ক্লেশকর।

অতএব তোমার বনে গিয়া কাজ নাই। বনে গেলে তোমার ভাল হইবে না। আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, বনে গেলে তোমার বড়ই কষ্ট হইবে।”

মহাত্মা রামচন্দ্র যখন সীতাকে বনে লইয়া যাইতে অসম্মত হইলেন, তখন সীতা অত্যন্ত দুঃখিত ও কাতর হইয়া পড়িলেন।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

সীতার বনগমন প্রস্তাব।

সীতা রামচন্দ্রের এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "নাথ! তুমি বনবাসের যে সকল দোষ কীর্ত্তন করিলে, সে সমস্ত গুণ বলিয়া জানিবে। মৃগ, সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র, বানর, শূকর প্রভৃতি এবং অন্য যে সকল বনচারী পশুর নাম করিলে, তাহারা কখন তোমায় দেখে নাই, তোমাকে দেখিলেই তাহারা পলায়ন করিবে। সকলেই তোমাকে ভয় করে। আমি গুরুজনের আজ্ঞায় তোমার সহিত বনে গমন করিব তোমার বিরহে এখানে থাকিলে আমি নিশ্চয়ই জীবন ত্যাগ করিব। আমি যদি তোমার নিকটে থাকি, তাহা হইলে ইন্দ্রও আমার কিছুই করিতে পারিবে না। নাথ! তুমিই আমায় কত দিন বলিয়াছ যে, নারী পতিহীনা হইলে জীবন ধারণ করিতে পারে না। আমি যখন পিতৃগৃহে বাস করিতাম, তখন আমি ব্রাহ্মণদিগের মুখে শুনিয়াছি সত্যই আমায় বনে বাস করিতে হইবে। আমি সামুদ্রিক লক্ষণজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের মুখে পুনঃ পুনঃ এই কথা শুনায় বনবাসে আমার সর্ব্বদা উৎসাহ আছে। আমি নিশ্চয়ই জানিতাম এক সময়ে, না এক সময়ে আমায় বনবাসের আজ্ঞা পাইতে হইবে। এক্ষণে আমি তোমার সহিত বনগমন

করিব, কিছুতেই অন্যথা হইবে না। আমি গুরুজনের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেই তোমার সহিত গমন করিব। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণের কথা সফল হউক্। আমি জানি বনে বাস করিলে অবোধ লোকে বহুবিধ দুঃখ ভোগ করে, আমি পিতৃগৃহে তাপসী ভিক্ষুকের নিকট আমার মাতার সম্মুখেই শুনিয়াছি যে, আমায় বনে বাস করিতে হইবে। আমি পূর্ব্বে অনেক বার তোমাকে এ বিষয়ে প্রার্থনা করিয়াছি, অনেক বার তোমার সঙ্গে বনে যাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, এক্ষণে বড়ই ভাল হইয়াছে। আমার নিতান্ত অভিলাষ বীর স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করি। প্রণয় হেতু স্বামীর অনুগমন করিতেছি বলিয়া পাপ, কখন আমায় স্পর্শ করিতে পারিবেনা, কারণ স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র পরম দেবতা।

তোমার সহিত যদি পরলোকেও আমার সাক্ষাৎ হয় তাহাতেও আমার স্বর্গীয় সুখ লাভ হইবে। ইহকালে সুখের কথা আর কি বলিব, আমি পূর্ব্বে যশস্বী ব্রাহ্মণদের মুখে শুনিয়াছি যে, ইহলোকে পিতা মাতায় কন্যাকে যে বরের হস্তে জল দিয়া সমর্পণ করেন, পরকালেও সেই কন্যাই সেই বরের হয়। অতএব আমাকে কেন সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিতেছ না? আমি তোমার একান্ত অনুরক্তা আমি পতিব্রতা, কাতরা, আমি সুখে ও দুঃখে সমান, তোমার সুখ ও দুঃখের ভাগী, অতএব আমায় সঙ্গে লইয়া যাওয়া তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। যদি তুমি আমায় এত দুঃখিত দেখিয়া সঙ্গে না লইয়া যাইতে চাও, তাহাহইলে আমি বিষ, অগ্নি, বা জলের আশ্রয় গ্রহণ করিব।"

এই প্রকারে সীতা নানা প্রকারে সঙ্গে যাইবার জন্য বারম্বার বলিতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি রামচন্দ্র তাহাঁকে বিজন বনে লইয়া যাইতে চাহিলেন না। তখন সীতার বড়ই ভাবনা হইল, তিনি নয়নচ্যুত উষ্ণ বারি বিন্দুতে পৃথিবীকে আর্দ্র করিয়া ফেলিলেন।

রামচন্দ্র সীতাকে এইরূপ চিন্তান্বিত এবং ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া তাহাঁকে নিবৃত্ত করিবার জন্য স্থির চিত্তে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশ সর্গ।

সীতার বন গমনে রামের সম্মতি।

রামচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সীতাকে বার বার সান্ত্বনা করিলেও জনকাত্মজা মৈথিলী বনবাসে যাইবার জন্য পুনরায় বলিতে লাগিলেন। সীতা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। তিনি প্রণয় ও অভিমান হেতু রামচন্দ্রকে নানা প্রকার শ্লেষোক্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন, "নাথ! আমার পিতা যখন তোমাকে জামাতা করিয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে চিনিতে পারেন নাই তোমার আকার পুরুষের ন্যায় বটে, কিন্তু কার্য্যে তুমি ঠিক স্ত্রীলোক। তুমি যদি আমায় না লইয়া বনবাসে গমন কর, তাহা হইলে লোকে 'রামের যে তেজ আছে তাহা সূর্য্যেরও নাই' বলে, ইহা মিথ্যা হইবে। তুমি কি ভাবিয়া বিষণ্ণ হইতেছ? যেমন সাবিত্রী দ্যুমৎসেনের পুত্র বীর সত্যবানের অনুগমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও তোমার অনুগমন করিব। তুমি জানিও যে, আমি তোমার একান্ত'বশীভূত। অন্য কুলকলঙ্ক নারীরা যেরূপ পর পুরুষকে দেখিয়া থাকে, আমি সেরূপ কাহাকেও দেখি না। আমি কেবল তোমাকেই দেখিয়াছি। আমি তোমার সহিত যাইব, তোমায় ছাড়িয়া এখানে থাকিতে পারিব না। কৌমার অবস্থায় আমাকে বিবাহ করিয়াছ, সামান্য মানুষের ন্যায় কেন আমায় পরের হস্তে নিক্ষেপ করিবে?

আমায় যে ভরতের অনুকূল হইয়া থাকিতে কহিলে এবং যে ভরতের জন্য তোমার অভিষেক নিবৃত্ত হইল, তুমি সেই ভরতের বশীভূত হইয়া কার্য্য কর। আমায় সঙ্গে না লইয়া বনে যাইতে পারিবে না। যদি বনেই যাইতে হয় তোমার সহিত গেলে আমার সেই স্বর্গ। আমি যখন তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব, তখন বিহার শয়নে শুইয়া যেরূপ পরিশ্রম হয় না, সেইরূপ আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম হইবে না। যে সকল কুশ কাশময় ইষিকা এবং কণ্টক বৃক্ষের কথা বলিলে তোমার সহিত গমনকালে তাহাদের স্পর্শ তুলা বা মৃগচর্ম্মের ন্যায় কোমল হইবে। ঝটিকোত্থিত ধূলিরাশি আমায় আচ্ছন্ন করিবে, বলিয়া যে ভয় দেখাইলে, তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি তাহাকে উৎকৃষ্ট চন্দন বলিয়া গ্রহণ করিব। আমি বনবাসে তৃণ শয্যায় শয়ন করিয়া যে সুখানুভব করিব খট্টোপরি বিচিত্র শয্যায় শয়ন করিয়া সে সুখ কখন অনুভব হয় না। তুমি নিজে আহরণ করিয়া যে পত্র ফল মূল দিবে অল্পই হউক, অধিকই হউক, সেই আমার অমৃত। তুমি ছয় ঋতুর পুষ্প ও ফল উপভোগ করিবে, কখনও মাতা পিতার বা গৃহের কথা মনেও করিব না।

আমা হইতে তোমার কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না। আমার এই নিশ্চয় জ্ঞান তুমি আমার সঙ্গে না থাকিলে সেই নরক। তুমি এইটী বুঝিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া চল। আমি এইরূপ বনবাসের ক্লেশ ক্লেশই মনে করিতেছি না। তুমি যদি আমায় সঙ্গে লইয়া না যাও আমি এখনই বিষ ভক্ষণ করিব। কখনও শত্রুদের বশীভূত হইব না। আমি মনে

করিয়াছি যে তুমি চলিয়া গেলে আমি মরিব এক মুহূর্ত্তও বাঁচিব না; তুমি যেমন পরিত্যাগ করিয়া যাইবে আমি অমনি প্রাণত্যাগ করিব। আমি এক মুহূর্ত্তও এ দারুণ শোক সহ্য করিতে পারিব না। তাহার পর সেই শোক প্রথম দশ বৎসর, তাহার পর তিন বৎসর, তাহার পর এক বৎসর সহ্য করিতে হইবে; সে অনেক দূরের কথা, সে কথায় আর কাজ কি? আমি তোমাকে ছাড়িয়া কিছুতেই থাকিতে পারিব না।"

এই কথা বলিয়া সীতা শোকসন্তপ্ত হইয়া স্বামীকে বারম্বার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, এবং কাতরভাবে করুণস্বরে বিলাপ এবং চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যেমন বিষ লিপ্তশরে হস্তিনী বিদ্ধ হয় সেইরূপ নানা বাক্য বাণে সীতা অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়াছিলেন। যেমন বারবার ঘর্ষণে কাষ্ঠ হইতে অগ্নিচ্যুত হয়, তেমনি সীতার নয়ন ফাটিয়া বহুকাল সংরুদ্ধ বাষ্পরাশি বিগলিত হইতে লাগিল। যেমন পদ্ম হইতে জল নির্গত হয়, সেইরূপ সীতার নেত্র হইতে স্ফটিকবৎ শুভ্র অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। বাষ্প বিগলিত হইলে সীতার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখ খানি শুখাইয়া গেল। জল ছাড়া হইলে পর পদ্ম কখন শুষ্ক না হইয়া থাকিতে পারে?

রামচন্দ্র সীতাকে দুঃখিত ও অচেতন প্রায় দেখিয়া দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে গাঢ় অলিঙ্গন করিলেন এবং তাহাঁর ম্রিয়মান আশালতাকে পূর্ণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেবি! তোমার যদি দুঃখ হয় তবে আমার স্বর্গেও আর রুচি নাই,

স্বয়ম্ভুর ন্যায় আমার কিছুতেই ভয় নাই। যদিও তোমায় রক্ষা করিবার আমার সম্পূর্ণ শক্তি আছে, তথাপি তোমার অভিপ্রায় না জানিয়া তোমায় বনবাস করাইতে চাহি নাই। আমি মানুষ হইয়া কখনও তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না। প্রিয়ে! পূর্ব্বকালে মনুরা যে ধর্ম্ম আচরণ করিয়া গিয়াছেন, আমি ও সেইরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিব। সুবর্ব্বলা যেরূপ সূর্য্যের অনুগমন করে, তুমিও সেইরূপ আমার অনুগমন কর। আমি যে বনে যাইব না এরূপ নহে, আমার বন গমন নিশ্চিত। পিতার সত্য বাক্য আমায় বনে পাঠাইতেছে, পিতা মাতার বশীভূত হইয়া থাকাই ধর্ম্ম। আমি আজ্ঞা অতিক্রম করিয়া জীবন ধারণ করিতে সাহস করি না। দৈব আমার অধীন নয়, পিতা মাতা ও গুরু ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং উহাঁদের আরাধনা আমাদের আয়ত্ব। কিন্তু দৈব অদৃষ্ট। অপ্রত্যক্ষ দৈবকে কোন রূপে আরাধনা করিতে পারা যায় না। পিতা মাতা এবং গুরুলোকের আরাধনায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম তিনই লাভ হয়, এবং তিন লোকের আরাধনা করা হয়, অতএব উহা অপেক্ষা পুণ্য কার্য্য আর কিছুই নাই। এই জন্যই পিতা মাতার আরাধনা করা কর্ত্তব্য। সত্যবল, দানবল, মানবল, যজ্ঞবল, দক্ষিণাবল, পিতার যেরূপ বলকর এরূপ আর কিছুই নহে। গুরুর মনোরঞ্জন করিলে স্বর্গবল, বিদ্যাবল, ধনবল, ধান্যবল, দানবল, সুখবল পুত্রবল কিছুই দুর্লভ হয় না। পিতৃমাতৃ পরায়ণ মহাত্মাগণ দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি যে কোন লোক পাইতে পারেন। আমার পিতা সত্যপরায়ণ। তিনি আমার

যে আজ্ঞা দিয়াছেন, সেই আজ্ঞানুসারে আমি কার্য্য করিতে চাহি, তাহাই আমার সনাতন ধর্ম্ম। তুমিও আমার সহিত বনে বাস করিবে বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছ, অতএব তোমায় দণ্ডকারণ্যে লইয়া যাইতে আমার যে অমত ছিল, তাহা আর নাই। প্রিয়ে! আমি তোমায় বনবাসের অনুমতি দিলাম, তুমি আমার অনুগমন করিয়া আমার সহচারিণী হও, তুমি যে নিশ্চয় করিয়াছ, ইহা তোমার আমার এবং এই বংশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এ কথা যে শুনিবে, তাহারই মনঃপূত হইবে। এক্ষণে তুমি বনবাসের উপযুক্ত কার্য্য কলাপ আরম্ভ কর। তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গেও আমার রুচি নয়। ব্রাহ্মণদিগকে রত্ন দান কর এবং ভিক্ষুকদিগকে ভোজন করাও। সত্বর হও, বিলম্ব করিও না, আমার যে সকল মহামূল্য অলঙ্কার স্বর্ণ পুত্তলিকাদি আছে, যে সকল শয্যা যান এবং অন্যান্য দ্রব্য আছে, অগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে দাও, পরে ভৃত্যদিগকে দিও।” সীতা যখন জানিলেন স্বামী বনগমন বিষয়ে তাঁহার অনুকূল, তখন অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া যথা সর্ব্বস্ব দান করিতে আরম্ভ করিলেন।

একত্রিশ সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণের কথোপকথন।

লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই রামচন্দ্রের নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি রাম ও সীতার এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া, শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া বাষ্পপূর্ণলোচনে ভ্রাতার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আর্য্য! যদি মৃগ ও হস্তীতে পরিপূর্ণ বনে যাওয়াই আপনারা স্থির করিলেন, তবে দাসকে ধনুর্ধারণ করিয়া আপনাদের অগ্রে অগ্রে যাইতে আদেশ করুন। আপনারা আমার সহিত অরণ্য অরণ্যে ভ্রমণ করিবেন এবং চারিদিকে পক্ষিদিগের ও ভৃঙ্গগণের গুঞ্জন শ্রবণ করিবেন। আমি অখিলকে ছাড়িয়া দেবলোকেও যাইতে চাহি না, অমরত্ব চাহি না এবং সমস্ত ভুবনের ঐশ্বর্য্যও চাহি না।

সৌমিত্রী যখন বনে যাইবেন নিশ্চয় করিয়া এই সকল কথা বলিলেন, তখন রামচন্দ্র তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া নিবৃত হইতে বলিলেন। লক্ষ্মণ আবার বলিলেন, "আপনি আমায় পূর্ব্বেই অনুমতি করিয়াছেন, এক্ষণে নিবারণ করিতেছেন কেন? আমি যাইতে চাহি। আপনি কি নিমিত্ত প্রতিরোধ করেন, আপনি এ বিষয়ে আমায় নিবারণ করিবেন না।"

এই বলিয়া লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া রামচন্দ্রের সম্মুখে প্রার্থনা করিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, "ভাই! তুমি আমার

প্রাণের তুল্য প্রিয়। তুমি সর্ব্বদা আমার প্রিয় সখা। আমার প্রতি তোমার অপার স্নেহ এবং ভক্তি। তুমি অতি ধার্ম্মিক, অতি ধীর। অসৎপথে তোমার কখন মতি নাই; কিন্তু ভাই! তুমি যদি আজ আমার সহিত বনে যাও, বল দেখি তাহা হইলে কৌশল্যা ও সুমিত্রা মাতার কি হইবে? মেঘ যেমন পৃথিবীতে বারি ধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ যে রাজা সকলের অন্ন প্রাণ দিবেন, তিনি কাম বশে বশীভূত। তুমি চলিয়া গেলে এবং বিমাতার হস্তে রাজ্য ভার পড়িলে, তাঁহার সপত্নীদিগের দুঃখের সীমা থাকিবে না। ভরত রাজা হইলে সে নিশ্চয়ই মায়ের কথার বশ হইবে, কখনই কৌশল্যা কিম্বা সুমিত্রা মাতার দুঃখের কথা মনেও করিবে না। অতএব তুমি এইখানে থাকিয়া, যাহাতে রাজার অনুগ্রহ লাভ করিতে পার, তাহারই চেষ্টা কর এবং উহাঁদিগের ভরণপোষণ কর। এইরূপ করিলে আমার প্রতি তোমার যে প্রগাঢ় ভক্তি আছে, তাহা বিলক্ষণ দেখান হইবে এবং গুরুজনের সেবা করিলে তোমার অতুল ধর্ম্ম লাভ হইবে। অতএব তুমি আমার কথা শুনিয়া এই খানেই থাক। আমরা সকলে চলিয়া গেলে, মা আমার কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবেন।

লক্ষ্মণ মধুর বচনে রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, "দেব! আপনার তেজ অসীম বলিয়াই ভরত অতি যত্নে কৌশল্যা ও সুমিত্রার সমাদর করিবে। যদি সে দুষ্ট হয়, যদি সে গর্ব্ব হেতু, অথবা নীচাশয়তা প্রযুক্ত রাজ্য রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই ক্রূর, দুর্ম্মতি ভরতকে আমি নিশ্চয়ই বধ করিব এবং তাহার পক্ষীয় সকল লোককেই বধ করিব। যদি

ত্রৈলোক্য তাহার পক্ষ হয়, তাহা হইলে আমি ত্রৈলোক্যের বিনাশ সাধন করিব; কিন্তু মাতা কৌশল্যার জন্য আপনার ভয় কি? তিনি আমার ন্যায় সহস্র লোকের আশ্রয় হইতে পারেন। তাঁহার যাহা আছে তাহাতে তিনি নিজের, আমার মাতার এবং অনেক লোকের ভরণপোষণ করিতে পারেন। অতএব আপনি আমায় সঙ্গে লউন, তাহাতে কিছুমাত্র ধর্ম্মহানি হইবে না। আমিও কৃতার্থ হইব, আপনারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমার নিকট ধনু ও গুণ থাকিবে, খন্তা ও চাঙ্গারি থাকিবে, আমি প্রত্যহ আপনাদের জন্য ফল মূল আহরণ করিব, তাহাতে আপনার হোমাদি এবং আহারাদি সম্পন্ন হইবে। আপনি পর্ব্বতের সানুদেশে বৈদেহীর সহিত ভ্রমণ করিবেন। আপনারা জাগিয়াই থাকুন বা নিদ্রিতই থাকুন আমিই সমস্ত করিব।"

রামচন্দ্র এই কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, লক্ষ্মণ! তবে চল সমস্ত সুহৃদ্গণের নিকট বিদায় লও। মহাযজ্ঞে তুষ্ট হইয়া বরুণ জনক রাজাকে যে দুইটী ধনুক, অক্ষয় কবচ স্বর্গীয় তূণীর এবং সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী যে দুই খড়্গ দিয়াছেন, সে সমস্ত আচার্য্যের গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি, তুমি সেই গুলি শীঘ্রই লইয়া ফিরিয়া আইস।"

লক্ষ্মণ বনে যাইবেন নিশ্চয় করিয়া সুহৃদ্গণের নিকট বিদায় লইলেন এবং ইক্ষ্বাকু কুলগুরুর নিকটে গিয়া সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। সে অস্ত্রের রীতিমত পূজা হইত, উহা মাল্য দ্বারা ভূষিত থাকিত। লক্ষ্মণ অস্ত্র লইয়া রামচন্দ্রকে দেখাইলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া স্নেহভরে কহিলেন

"ভাই লক্ষ্মণ! এই মাত্র আমি তোমার কথা মনে করিতেছিলাম, তুমি ঠিক সময় আসিয়াছ। আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে তাহা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে চাই। এখানে অনেক ব্রাহ্মণের গুরুর প্রতি দৃঢ় ভক্তি আছে, তাঁহাদিগকে এবং আমার অন্যান্য আশ্রিত লোকদিগকে আমি প্রচুর ধন দান করিতে ইচ্ছা করি। অতএব তুমি শীঘ্র বশিষ্ঠের পুত্র আর্য্য সুযজ্ঞকে আমার নিকট আনয়ন কর, আমি সমস্ত শিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া বনে যাইব।"

বত্রিশ সর্গ।

ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান।

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আজ্ঞা পাইয়া সুযজ্ঞের নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন, ব্রাহ্মণ অগ্নি গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন, "সখে! আমার সঙ্গে আইস। রামচন্দ্র বনবাসী হইতেছেন তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর।" এই কথা শুনিয়া সুযজ্ঞ সন্ধ্যা সমাপন করিয়া রামচন্দ্রের রমণীয় বাটীতে গমন করিলেন। হোম কালে অগ্নির যেরূপ তেজ হয়, সুযজ্ঞেরও প্রায় সেইরূপ তেজ। রামচন্দ্র তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সীতার সহিত অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে সোণার বাজু, বালা, কুণ্ডল, মণি, কেয়ূর, বালা এবং অন্যান্য নানা প্রকার রত্ন দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর সীতার পক্ষ হইতে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, তুমি ব্রাহ্মণীকে এই হার ও হেমসূত্র দিও। আমার সঙ্গে সীতা বনে যাইতেছেন, এই জন্য তাঁহার চন্দ্রহার বাজু এবং কেয়ূর তোমার ব্রাহ্মণীকে দিতে চাহিয়াছেন। এই যে নানা রত্নে বিভূষিত উত্তম আবরণ বিশিষ্ট পালঙ্ক খানি দেখিতেছ, বৈদেহী ইহাও তোমায় দিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আমার মাতুল, শত্রুঞ্জয় নামে এই হস্তীটী দিয়াছেন, আমি ইহাও তোমাকে দিলাম এবং এই সঙ্গে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা দিলাম।

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে সুযজ্ঞ সমস্ত গ্রহণ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রকে আহ্বান করেন, সেইরূপ রামচন্দ্র সৌমিত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,"লক্ষ্মণ, অগস্ত্য এবং কৌশিক ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের আহ্বান করিয়া রত্নের দ্বারা বিশেষরূপে পূজা কর। শস্যের উপর জলবৃষ্টির ন্যায় তুমি রত্নবৃষ্টি কর, সহস্র গরু দাও, সোণা রূপা মহামূল্য মণি দিয়া তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন কর যে বেদজ্ঞ ভক্ত ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয়দিগের আচার্য্য সর্ব্বদা কৌশল্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন, তাঁহাকে রথ এবং দাসী প্রদান কর এবং যতক্ষণ তাঁহার তৃপ্তি না হয় ততক্ষণ তাঁহাকে রেসমি কাপড় সকল দাও। চিত্ররথ নামে সারথি অনেক দিন এ বাটীতে আছে, তাহাকে মহামূল্য রত্ন ও ধন দিয়া সন্তুষ্ট কর। যে সকল ব্রাহ্মণ কলাপ সম্বন্ধীয় শাখা অধ্যয়ন করে, যে সকল ব্রহ্মচারীরা সর্ব্বদা দণ্ডধারণ করিয়া থাকে এবং যাহারা সর্ব্বদা বেদাধ্যয়নে রত থাকে বলিয়া আর কিছুই করিতে পারে না, তাহাদিগকে দশ শত গরু এবং অন্যান্য পশু যজ্ঞার্থে দান কর। যে সকল লোক অলস অথচ উত্তম আহারের জন্য লালসান্বিত এবং যাহাদিগকে সকলে মান্য করে তাহাদিগকে আশী শকট পূর্ণ রত্ন দান কর। এক হাজার ধান্যবাহী বলদ দাও। ভদ্রক নামে যে ধান্য আছে; তাহার দুইশত দ্রোণ দাও এবং তাহাদিগের দধি ও ঘৃতের জন্য সহস্র গো দান কর। যে বহুসংখ্যক মেখলা-ধারী ব্রহ্মচারী কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা-দিগের প্রত্যেককে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দান কর। মাতা যেন

আমার দক্ষিণা দেখিয়া আনন্দিত হন। ভাই লক্ষ্মণ। তুমি সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে এইরূপে পূজা কর।”

রাম যেমন যেমন বলিলেন লক্ষ্মণ কুবেরের ন্যায় সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে সেইরূপে ধন দান করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র এক এক জনের জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী সমস্ত ধন দান করিয়া অনুজীবিবর্গকে বলিলেন,“তোমরা কাঁদিও না। আমি যতদিন ফিরিয়া না আসি ততদিন আমার ও লক্ষ্মণের বাটী যাহাতে শূন্য না থাকে তাহা করিবে।” অনুজীবিগণকে এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র ধনাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া বলিলেন, “আমার ধন লইয়া আইস।” অনুজীবিরা সমস্ত ধন আনয়ন করিয়া স্তূপাকারে নিক্ষেপ করিলে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সমস্ত ব্রাহ্মণ, বালক, বৃদ্ধও দীনজনকে দান করিলেন।

এই সময়ে এই দেশে ত্রিজটা নামে গর্গ গোত্র জাত পিঙ্গলবর্ণ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ফাল, কোদাল ও লাঙ্গল লইয়া নিত্য নিত্য ভূমি খনন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার এক তরুণী ভার্য্যা ছিল। স্বামী স্ত্রীলোকের দেবতা সুতরাং ত্রিজটের পত্নী বালক পুত্রদিগকে লইয়া ব্রাহ্মণকে বলিল, “দেখ, ফাল কোদাল রাখিয়া আমার একটী কথা শুন, যদি কিছু পাইতে চাও রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হও।” ত্রিজট স্ত্রীর কথা শুনিয়া বস্ত্র চাহিলেন। অন্য বস্তু মিলিল না এক খানি জীর্ণ শীর্ণ শাড়ী মিলিল, ত্রিজট কোনরূপে সেইখানি পরিধান করিয়া রামচন্দ্রের বাটী যাইবার পথে গমন করিলেন। ত্রিজটের তেজ ভৃগু ও অত্রির সমান। তাঁহাকে জনসমূহ

মধ্যে কেহই বাধা দিল না। তিনি বরাবর পঞ্চম কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "কুমার! আমি নির্দ্ধন ব্রাহ্মণ, আমার অনেকগুলি সন্তান সন্ততি আছে। আমি ভূমি খনন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি, আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর।" রামচন্দ্র তাহাতে পরিহাস করিয়া কহিলেন, "আমি এক সহস্র গোরু এখনও দান করি নাই, আপনি যত দূর পর্য্যন্ত এই দণ্ডক্ষেপ করিবেন, তাহার মধ্যে যত গোরু থাকিবে তাহা আপনার।" ব্রাহ্মণ এ কথা শুনিয়া কটিদেশে উত্তমরূপে সাড়ীখানি বন্ধন করিয়া শরীরে যত বল ছিল, সমস্ত বলের সহিত বেগে দণ্ড ঘুরাইয়া নিক্ষেপ করিলেন। সে দণ্ড ব্রাহ্মণের করভ্রষ্ট হইয়া সরযূ নদী পার হইয়া, যেখানে বহু সহস্র গোরু আছে, সেইখানে বৃষভদিগের সম্মুখে পতিত হইল।

রামচন্দ্র ত্রিজটকে আলিঙ্গন করিয়া সরযূ নদীর পার হইতে যেখানে দণ্ড পড়িয়াছিল, সেইখানকার মধ্যে যত গোরু ছিল সমস্ত আনাইয়া ত্রিজটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি আমার প্রতি রাগ করিবেন না, আমি আপনাকে পরিহাস করিয়াছি। আপনার শরীরে এই যে অসীম বল আছে, আমি তাহাই দেখিতে ইচ্ছা করিয়া, আপনাকে এইরূপ কষ্ট দিয়াছি। আপনি যদি অন্য কিছু ধন প্রার্থনা করেন, আমি আপনাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, তাহা আপনাকে দিব। আজ্ঞা করুন সঙ্কোচ করিবেন না। আমার যে ধন আছে সমস্ত ব্রাহ্মণের

জন্য। আমি যদি ব্রাহ্মণদিগকে এই ধন দান করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার উপার্জ্জনের যশস্কর ফল লাভ হইবে।"

অনন্তর ত্রিজট মুনি বহুসংখ্যক গো লাভ করিয়া মহা আনন্দে "রাজকুমার! তোমার যশ হউক, বল বৃদ্ধি হউক, তোমার সুখ হউক, প্রীতি হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রামচন্দ্র ধর্ম্মানুসারে যে সকল ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত ব্রাহ্মণ ও সুহৃদদিগকে দান করিলেন। তাহাতে তাঁহার পৌরষ বৃদ্ধি হইল এবং তাঁহাকে সকলেই যথাযোগ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, সুহৃদ, ভৃত্য, দরিদ্র এবং ভিক্ষাজীবি যে কেহ ছিল, রামচন্দ্র সকলকেই সম্মান করিলেন। সকলকেই আদর করিয়া ধন দান করিলেন। এমন কেহই রহিল না যে রামচন্দ্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইল না।

তেত্রিশ সর্গ।

রামের পিতৃগৃহে প্রবেশ।

এইরূপে ব্রাহ্মণদিগকে বহু ধন দান করিয়া রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সীতা মাল্য দ্বারা যে সকল বস্ত্র-শস্ত্র অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, দুই জন দাসী তাহা লইয়া যাইতে লাগিল।

তখন লোক সকল রামের রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া শেষবার রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য অট্টালিকার অগ্রদেশে, রথচূড়ায় আরোহণ করিতে লাগিল। পথে এত লোক হইয়াছিল যে কাহার সাধ্য তাহার মধ্য দিয়া গমন করে। এজন্য প্রজারা অট্টালিকায় আরোহণ করিয়া, কাতরনয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণকে পাদচারে গমন করিতে দেখিয়া, লোকে শোকে অভিভূত হইয়া বলিতে লাগিল, "হায়! যিনি বাড়ী হইতে বাহির হইলে, সঙ্গে চতুরঙ্গবল বাহির হয়, আজি তাঁহার সহিত সীতা ও লক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহই নাই। রামচন্দ্র ঐশ্বর্য্যের এবং সমস্ত ভোগ্য বস্তুর আকর হইয়াও ধর্ম্মভয়ে পিতার আজ্ঞার অন্যথা করিলেন না। আকাশস্থিত প্রাণীরাও যে সীতাকে দেখিতে পাইত না, আজি রাজপথস্থ লোকে তাঁহাকে দেখিতেছে। যে সীতার শরীর অঙ্গরাগে রঞ্জিত থাকিত এবং রক্তচন্দনে আচ্ছাদিত থাকিত, সেই সীতার শরীর শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায়

বিবর্ণ হইয়া যাইবে। রাজা দশরথের শরীরে আজি পিশাচ প্রবেশ করিয়াছে, নহিলে কি আপনার প্রিয় পুত্রকে নির্ব্বাসন করিতে পারেন? লোকে নির্গুণ পুত্রকেও বনবাসে দিতে পারে না, যে পুত্রের গুণে ত্রিলোক বাঁধা সেই পুত্রকে কি করিয়া বনবাস দিলেন? অহিংসা, দয়া, শাস্ত্রাধ্যয়ন, জিতেন্দ্রিয়তা, সৎস্বভাব এবং ধৈর্য্য এই ছয় গুণে রামচন্দ্রকে সকলেই ভাল বাসে। গ্রীষ্মকালে জলক্ষয়ে যেমন জল জন্তুগণের ক্ষয় হয়, সেইরূপ রামচন্দ্র বিহনে প্রজাদিগেরও দারুণ পীড়া হইবে। রামচন্দ্রের কষ্টে সমস্ত জগৎ ক্লেশ পাইতেছে। বৃক্ষের মূল ছেদন করিলে তাহার পুষ্প, ফল কতক্ষণ থাকে? ধর্ম্মই রামচন্দ্রের সার এবং ইনিই মনুষ্যদিগের মূল। অন্য লোকে এই মহাবৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল এবং শাখা স্বরূপ। লক্ষ্মণ যেমন রামচন্দ্রের অনুগমন করিতেছেন, আইস আমরাও রামচন্দ্রের সহিত স্ত্রী পুত্র লইয়া উদ্যান, ক্ষেত্র, গৃহ সমস্ত ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে গমন করি। রামচন্দ্রের মত ধার্ম্মিক পৃথিবীতে আর নাই।

আমরা আমাদের বাটীর লুক্কায়িত ধন উঠাইয়া লইয়া যাই, আমাদের উঠান মার্জ্জন রহিত হউক। আমাদের ধন ধান্য সকল লইয়া যাই, গৃহে কিছুমাত্র বহুমূল্য বস্তু রাখিব না। ধূলায় আমাদের গৃহ আচ্ছন্ন হউক, দেবতারা পরিত্যাগ করিয়া যাউন, ইন্দুরে আমাদের গৃহে বিচরণ করুক এবং গৃহের মধ্যে গর্ত্ত করুক। জল ধূম এবং সম্মার্জ্জন আমাদের গৃহে না থাকুক। সে গৃহে যজ্ঞ, যপ, হোম, কিছুই না হউক। যুদ্ধ হইলে, নগর লুণ্ঠন হইলে, প্রবল ঝটিকা হইলে যেমন গৃহের

দ্বার ভগ্ন হয়, সমস্ত লণ্ড ভণ্ড হয়, রামচন্দ্র বিহনে অযোধ্যারও সেই অবস্থা হউক, আর কৈকেয়ী সেই ভগ্ন গৃহের উপর রাজত্ব করুক। আমরা ত্যাগ করিয়া গেলে এ পুরী বন হইয়া যাইবে, আর রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে গেলে সে বন নগর হইয়া উঠিবে। আমরা বনে গেলে সর্পেরা গর্ত্ত ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে, মৃগ ও পক্ষিগণ পর্ব্বতের সারদেশ পরিত্যাগ করিবে, সিংহ ও হস্তিগণ বন পরিত্যাগ করিবে, এই সকল সর্প, মৃগ, পক্ষী, ব্যাঘ্র, হস্তীগণ আমরা যাহা ত্যাগ করিয়া যাইব, তাহারা তাঁহাই আশ্রয় করিবে। আমরা ত্যাগ করিয়া গেলে এ দেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য কিছুই থাকিবে না। তৃণ, মাংস ও ফল মূল দ্বারা লোকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। ক্রুর পশুপক্ষিগণ এই দেশে বাস করিবে, তখন কৈকেয়ী তাহার পুত্রও জন্তুগণের অধীশ্বরী হইবে। আমরা সকলে পরমসুখে রামচন্দ্রের সহিত বনে বাস করিব।”

এইরূপে নানা লোকে নানা প্রকার কথা কহিতে লাগিল, রামচন্দ্র সমস্ত শুনিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন টলিল না।

ক্রমে রামচন্দ্র পিতৃগৃহের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। দূর হইতে দশরথের অট্টালিকা কৈলাশ পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রামচন্দ্র মত্তমাতঙ্গ বিক্রমে সেই অট্টালিকায় আরোহণ করিলেন। দেখিলেন রাজবাটীর বীরপুরুষগণ বিনীতভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। অনতিদূরে সুমন্ত্র দুঃখিতভাবে অধোমুখে দণ্ডায়মান আছেন।

রামচন্দ্রের মুখে কিছুমাত্র দুঃখিত ভাব দৃষ্ট হইল না। তিনি হাস্যবদনে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করি-

লেন। তাঁহার আত্মীয়গণের দুঃখ দেখিয়াও পিতৃসত্য-পালন বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র অন্য মত হইল না। রামচন্দ্র কখন পূর্ব্বে সুমন্ত্রের এরূপ কাতর ভাব দর্শন করেন নাই। আজি তিনি দেখিলেন, সুমন্ত্র দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। তিনি সুমন্ত্রকে নানা প্রকারে আশ্বাস দিয়া বলিলেন "আমি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আপনি তাঁহাকে সম্বাদ দিন, আপনি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসিতেছেন ততক্ষণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলাম। পিতার আজ্ঞানুসারে বনে যাইবার জন্য আমি যে নিশ্চয় করিয়াছি, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না।"

চৌত্রিশ সর্গ।

রাম ও দশরথের কথোপকথন।

পদ্মপলাশলোচন নবদুর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র, যখন সুমন্ত্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পিতার নিকট সংবাদ দিতে বলিলেন, তখন সুমন্ত্র মনে, মনে ভাবিলেন 'এ রূপের—এ নবদুর্ব্বাদল শ্যামরূপের তুলনা বুঝি ত্রিভুবনে আর মিলিবে না!' সুমন্ত্র রামচন্দ্রের আজ্ঞা পাইয়া রাজা দশরথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যেন কাল রাহু সূর্য্যদেবকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, যেন প্রদীপ্ত হুতাশন ভস্মাবৃত হইয়া রহিয়াছে, যেন প্রকাণ্ড সরোবরে পঙ্কমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। শোকে, তাপে, দশরথের রাজমহিমা যেন কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে। তিনি "হা রাম! হা রাম!" বলিয়া ক্রমাগত ক্রন্দন করিতেছেন। বিহ্বলের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায়, নানা প্রকার প্রলাপ বলিতেছেন এবং বারম্বার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। এক একটী দীর্ঘনিঃশ্বাসে বোধ হইতেছে যেন তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। যে সুমন্ত্র করযোড়ে শত সহস্রবার "মহারাজের জয় হউক, মহারাজের জয় হউক" বলিয়াছেন, সেই সুমন্ত্রের আজ আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। "মহারাজ" বলিতেই তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি অনেক কষ্টে শোক সম্বরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আপনার সর্ব্বগুণাকর পুত্র রামচন্দ্র, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করি-

বার জন্য দণ্ডায়মান আছেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যদিগকে তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন। সমস্ত বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় লইয়াছেন, এখন আপনার চরণ দর্শন পাইলেই বনে গমন করিতে পারেন। আপনার আজ্ঞা হইলে আমি তাঁহাকে আনয়ন করি। তিনি বসন ও ভূষণ সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি রাজশ্রী তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। এখনও তাঁহার তেজ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রখর।"

সহসা মেঘাপসম হইলে আকাশ যেরূপ পরিষ্কার ও নিঃশব্দ হয়, প্রলয় ঝড়ের পর সাগর যেরূপ প্রশান্ত ও গম্ভীর হয়, রাজাও সেইরূপ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে অনেক কষ্টে বলিতে লাগিলেন, "সুমন্ত্র! আমার অন্তঃপুর-চারিণী রমণীগণকে লইয়া আইস, আমার যে সকল আত্মীয় কুটুম্ব আছে তাহাদিগকেও এই স্থলে, লইয়া আইস। সমস্ত পরিবারবর্গ যখন আমাকে বেষ্টন করিয়া বসিবে, আমি সেই সময় আমার রামের নিকট বিদায় হইব।"

তৎক্ষণাৎ সুমন্ত্র অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে বলিলেন, "মহারাজ আপনাদের স্মরণ করিয়াছেন, আপনারা সত্বর তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হউন।" এই কথা শুনিয়া রাজার সাত শত পঞ্চাশজন মহিষী তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কৌশল্যাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজা যখন দেখিলেন তাঁহার সমস্ত মহিষী উপস্থিত, তখন সুমন্ত্রকে বলিলেন "সুমন্ত্র! এইবার আমার রামকে লইয়া আইস।" আজ্ঞামাত্র সুমন্ত্র, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে সত্বরে রাজার নিকট আনিয়া উপস্থিত

করিলেন। রাজা যখন দেখিলেন রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকট আসিতেছেন, অমনি তিনি সমস্ত স্ত্রীগণের সহিত সহসা উত্থিত হইলেন এবং "আমার রাম এলি" বলিয়া বেগে তাঁহার দিকে ধাবমান হইলেন। রামচন্দ্র অতি নিকটেই ছিলেন, কিন্তু রাজা, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ দৌড়াইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া, দেখিলেন দুঃখে ও শোকে তাঁহার জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়াছে। তখনই সমস্ত রমণীমণ্ডল "হা রাম! হা 'রাম!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ক্রন্দনধ্বনির সহিত ভূষণধ্বনি মিশ্রিত হইয়া সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণ বাহু প্রসারণ করিয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সীতার সহিত একত্র হইয়া তাঁহাকে পর্য্যঙ্কের উপর শয়ন করাইলেন।

অনেক কষ্টে এক মুহূর্ত্তের জন্য রাজার চেতনা হইল। অমনি রামচন্দ্র বাষ্পপূর্ণ নয়নে করযোড়ে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "মহারাজ! আপনি আমাদের সকলের ঈশ্বর। আমি আপনার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি। আমি এখনই দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিব। আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন। লক্ষ্মণও আমার সহিত যাইবেন, স্থির করিয়াছেন; আপনি লক্ষ্মণকে অনুমতি দিন। সীতাও আমার বিরহে অযোধ্যায় থাকিতে সম্মত নয়। আমি অনেক বুঝাইয়াছি ও সান্ত্বনা করিয়াছি, কিন্তু ইহারা কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। অতএব আপনি আমাকে, লক্ষ্মণকে ও সীতাকে বনে যাইতে অনুমতি করুন্। পূর্ব্বকালে প্রজাপতিও আপনার

সন্তানদিগকে বনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, অতএব আপনি শোক সম্বরণ করুন।" এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র স্থির হইয়া রাজার অনুমতির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজা বার বার বিহ্বলভাবে চাহিতে লাগিলেন। দেখিলেন, রামচন্দ্র বনে যাইতে কৃত-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন "রাম! আমি কৈকেয়ীর কুহকে পড়িয়া তাহাকে বর দান করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমার কথা শুনিও না, তুমি আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে বন্ধন করিয়া অযোধ্যার রাজা হও।"

রামচন্দ্র পরম ধার্ম্মিক। তিনি পিতার কথার কি উত্তর দিবেন, স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু কি রূপে কথাবার্ত্তা কহিতে হয়, সে বিষয়ে রামচন্দ্রের যেরূপ দক্ষতা ছিল, তেমন অতি অল্প লোকেরই থাকে। তিনি স্থিরভাবে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনার এখনও এক সহস্র বৎসর অবশিষ্ট আছে। এই সহস্র বৎসর পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া রাজ্য শাসন করুন। আমায় চৌদ্দ বৎসরের অধিক বনে বাস করিতে হইবে না। রাজ্যলাভে আমার বিশেষ আবশ্যক নাই। আমি এই চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিয়া পুনরায় আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইব, তাহাতে আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা এবং সকল দিক্ বজায় থাকিবে।"

রাজাকে এইরূপ অব্যবস্থিত দেখিয়া কৈকেয়ী বার বার তাঁহার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন এবং প্রতি কটাক্ষেই বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, সাবধান! এক দিকে সামান্য পুত্র বিয়োগ, কিন্তু অন্য দিকে অনন্ত নরক।"

তখন রাজা কৈকেয়ীর কটাক্ষে নিতান্ত ভীত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "বৎস রাম! তুমি গমন কর, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, তোমার পুণ্য ও সুখ হইবে, তুমি অকুতোভয়ে ধীর ভাবে বনবাস পথ অবলম্বন কর। তুমি যেন নির্ব্বিঘ্নে পুনরায় অযোধ্যায় আগমন করিতে পার। সত্যেই যেন তোমার একমাত্র মতি, ধর্ম্মেই তোমার যেন এক মাত্র মন থাকে। তোমায় সত্য ও ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে নাই; কিন্তু বৎস, আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর, অদ্য বেলা অবসান হইয়াছে, এখনই রজনী উপস্থিত হইবে, অদ্য রাত্রি এইখানে যাপন কর। কল্য প্রভাতে বনবাসে গমন করিবে। আমি তোমায় এক দিন দেখিতে পাইলেও আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। আজি পিতা মাতা এবং বন্ধু-বান্ধবের সহিত এইখানে বাস কর। আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট করিব, কল্য প্রভাতে গমন করিও। রাম! তুমি আমার পরম প্রিয় পুত্র, তুমি আমার জন্য অতি দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি আমার পরলোকের হিতের জন্য, রাজ্য, ধন, আত্মীয়, স্বজন ত্যাগ করিয়া দারুণ বনবাসে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছ। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার বনবাস গমন কিছুতেই আমার অভিপ্রেত নহে। এই কপটচারিণী পাপীয়সী ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় আমায় ছলনা করিয়াছে। পাপীয়সী বঞ্চনা করিয়া আমায় যে মহাশঙ্কটে পাতিত করিয়াছে, সেই শঙ্কট হইতে আজি তুমিই আমায় মুক্ত কর। কৈকেয়ী কুল-কলঙ্কিনী। তাহা হইতেই আজি আমার এই অসীম বিপদ উপস্থিত হই-

য়াছে। তুমি যে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়া আমায় এই সত্য বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। রাম! আমি তোমায় ছাড়িয়া কি করিয়া জীবন ধারণ করিব।"

রাজা দশরথ কাতরভাবে এই সকল কথা বলিলে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ! অদ্য গমন করিলে যে ফল হইবে কল্য গমন করিলে সে ফল কিছুতেই লভ্য হইতে পারে না। আজি আপনি আমায় নানাবিধ পান ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন, কল্য সে পান ভোজন আমায় কে দিবে? অতএব আমি উৎকৃষ্ট পান ভোজনের পরিবর্ত্তে আপনার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনি আমায় বন গমনে অনুমতি করুন। ধন, ধান্য পরিপূর্ণ, বহু লোকাকীর্ণ, বহু করদরাজমণ্ডিত এই অযোধ্যা নগরী আমি ত্যাগ করিলাম। আপনি সে সমস্ত ভরতকে প্রদান করুন। আমি যে বনগমন করিব বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি, কিছুতেই তাহা বিচলিত হইবে না।

পিতঃ! আপনি যুদ্ধকালে বিমাতাকে যে বর দান করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী সমস্ত কার্য্য করুন। আপনাকে যেন কেহ মিথ্যাবাদী বলিতে না পারে। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তদনুযায়ী বনচারীদিগের সহিত চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিব, আপনি ভরতকে রাজ্য দান বিষয়ে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবেন না। আমি রাজ্যসুখ এবং প্রিয় বস্তু কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করি না, আমি কেবল আপনার আদেশমত কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি। আপনি মনের দুঃখ দূর করুন, আর নয়নাশ্রুপাত করিবেন না। গভীর

সমুদ্র, অসংখ্য নদ নদীর একমাত্র আশ্রয়, সে কি কখনও ক্ষুব্ধ হয়? আমি রাজ্য চাহি না, সুখ চাহি না, পৃথিবীও চাহি না। এই সমস্ত ভোগ্য ও বিলাস-বস্তুতে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। আমার একমাত্র ইচ্ছা আপনাকে সত্য প্রতিজ্ঞ করিব, আপনাকে যেন কেহ কখন মিথ্যাবাদী বলিতে না পারে। আমি পুণ্য ও সত্যের নাম করিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও এস্থানে অবস্থিতি করিব না, আপনি অন্তরের সুখ অন্তরেই নিবৃত্ত করুন, আমি অন্যথাচরণ করিতে পারিব না। বিমাতা যখন আমাকে 'রাম তুমি বনে যাও' বলিয়াছেন, আমি সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছি। এখন আপনার অনুমতি পাইলেই নিশ্চিন্ত হইয়া বন গমন করি। আমি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিব, আপনি আমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আমি বনে পরম সুখে বাস করিব, নিরীহ হরিণ সমূহ আমার চারিদিকে বিচরণ করিবে এবং সুন্দর পক্ষিগণ চারিদিকে গান করিয়া বেড়াইবে। পিতা দেবতা-দিগেরও দেবতা। অতএব আমি সেই দেবতার বাক্য পালন করিব। ইহা অপেক্ষা পুত্রের আনন্দ এবং সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? চতুর্দ্দশ বৎসর গত হইলে আবার আমাকে আপনার চরণতলে দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে শোক দূর করুন। দেখুন সমস্ত পৃথিবীস্থ লোক রোদন করিতেছে। আপনি কোথায় তাহাদিগকে প্রবোধ দিবেন, না নিজেই শোকে অধীর হইয়া উঠিলেন। আমি এ নগর, এ সাম্রাজ্য, এ সসাগরা পৃথিবী পরিত্যাগ করিলাম, আপনি ভরতকে

দান করুন। আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া বনে গমন করিব এবং তথায় বাস করিব। প্রাণাধিক ভরতই এই পর্ব্বত, নগর, উপবন এবং কানন পরিপূর্ণ পৃথিবী শাসন করুক। আপনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, সমস্তই সফল হইবে। আপনি আমায় যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মানুমোদিত। আমি আপনার আজ্ঞায় যেরূপ মন দিয়াছি, কাম্য বস্তুতে এরূপ মন কখন দিই নাই। আপনি আমার জন্য কিছুমাত্র দুঃখ করিবেন না। আমি কেমন করিয়া আপনার পুত্র হইয়া প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইব। সত্যই আমার এক মাত্র ব্রত, আমি সত্যই পালন করিব। আমি বনে ফল মূল ভক্ষণ করিব, পর্ব্বত কন্দর সরিৎসরোবর দর্শন করিব এবং বিচিত্র বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিব। আপনি নিশ্চিন্ত হউন।”

রামচন্দ্র যখন এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন রাজা শোকে ও তাপে একান্ত অধীর হইয়া এবং দুঃসহ দুঃখভার আর সহ্য করিতে না পারিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা রহিল না। কৈকেয়ী ভিন্ন সমস্ত মহিষীগণ একেবারে “হা, হা” স্বরে রোদন করিয়া উঠিল, রোদন করিতে করিতে সুমন্ত্রও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, হাহাকারে রাজপুরী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পঁয়ত্রিশ সর্গ।

কৈকেয়ী ও দশরথের কথোপকথন।

রাজা দশরথ ও রামচন্দ্রের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া এবং তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া, কৈকেয়ীর প্রতি সুমন্ত্রের দারুণ রাগ ও ক্রোধ উদয় হইল। তিনি সহসা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া এবং দন্তে দন্ত কড়মড় করিয়া উঠিলেন। ক্রোধে তাঁহার নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। নয়ন বারম্বার ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রশান্তভাব সহসা তিরোহিত হইল। ক্রোধে অভিভূত, দুঃখে ও ক্ষোভে নিতান্ত পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতিকথায় কৈকেয়ীর হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। এক একটী কথা যেন তাঁহার হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে শেল কৈকেয়ীর অস্থিতে অস্থিতে বিদ্ধ হইল। সুমন্ত্রের কথা যেন বজ্রপাতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সুমন্ত্র বার বার রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, রাজার মনের ভাব অবগত হওয়াই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি কৈকেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেবি! আপনার পক্ষে কিছুই অকার্য্য নহে। আপনি যখন স্থাবর, জঙ্গমের একমাত্র অধীশ্বর, জগতের ভর্ত্তা, রাজা দশরথের ন্যায় পতিকেও ত্যাগ করিতে পারিলেন, তখন আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। আমার

বোধ হয়, আপনি রাজার প্রাণ বিনাশ করিতে এবং নির্ম্মল রঘুকুলে চিরদিনের মত কলঙ্ক দিতেই এখানে আসিয়াছিলেন। আপনি যখন সমুদ্রের ন্যায় গভীর ও পর্ব্বতের ন্যায় অটল এবং ইন্দ্রের ন্যায় অজেয় রাজা দশরথের মনে এত কষ্ট দিলেন, তখন আমার মনে হয়, আপনার হৃদয় যথার্থই লৌহ নির্ম্মিত। আপনি আমার এক অনুরোধ রক্ষা করুন। রাজা দশরথ আপনার পতি, সর্ব্বদা আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহার অপমান করিবেন না। স্ত্রীলোকের পক্ষে কোটী পুত্রের অপেক্ষা স্বামীর ইচ্ছা অধিক শ্লাঘার বিষয়। চিরকাল ইক্ষ্বাকুবংশের নিয়ম আছে, রাজার মৃত্যু হইলে বয়ঃক্রমানুসারে পুত্রেরা রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইক্ষ্বাকুকুলতিলক রাজা দশরথ জীবিত থাকিতেই আপনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিলেন। আপনি নিতান্তই ভরতকে রাজা করিবেন; করুন, তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই। ভরতই পৃথিবীর অধীশ্বর হউক, কিন্তু রামচন্দ্র যেখানে যাইবেন, আমরাও সেইখানে যাইব। আপনি যেরূপ ধর্ম্ম, বিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে কোন্ ব্রাহ্মণ আপনার দেশে বাস করিবে? রাম যে পথে যাইতেছেন, আমরাও নিশ্চয়ই সেই পথে গমন করিব। যখন সাধুগণ, বান্ধবগণ সকলেই এ রাজ্য ত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন সে রাজ্য লইয়া আপনার কি হইবে? আর এই আচরণে কেন যে পৃথিবী বিদীর্ণা হইতেছেন না, ইহা আমার বড়ই চমৎকার বোধ হইতেছে। এখনও মহাব্রহ্মর্ষিরা আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন না আর সেই

ধিক্কার জ্বলন্ত ভীমদণ্ডের ন্যায় আপনাকে ভস্মসাৎ করিতেছে না। আর মহারাজ আপনাকে বলি, আম্রবৃক্ষ ছেদন করিয়া কে তাহার পরিবর্ত্তে নিম্ব বৃক্ষ রোপণ করে? যদি কোন মহাত্মা বাস্তবিক নিম্ব বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহাতে জল সেচন করেন, তাহার ফল কি কখন মধুর হয়? এই যে মহাদেবী কৈকেয়ীকে আপনি সর্ব্ব মহিষী অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন সে কৈকেয়ী কি? তাহার বংশগৌরব কোথায়? তাহার মাতা যেরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে কৈকেয়ী যে ধার্ম্মিকা হইবেন, ইহা কদাপি আশা করা যাইতে পারে না। লোকে কথায় বলিয়া থাকে নিম্ব বৃক্ষে কি কখন মধু নির্গত হইয়া থাকে? দেবি কৈকেয়ি! আপনার মাতার যেরূপ অসৎ চরিত্র ছিল তাহা অনেক দিন জানি। তাহাও বলি শুনুন—কোন ঋষি আপনার পিতাকে একটি বর দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার সমস্ত পশু পক্ষীর ভাষাজ্ঞান জন্মিয়াছিল। সেই জন্য পশু পক্ষী যখন যাহা বলিত, তিনি তখনই তাহা বুঝিতে পারিতেন। একদিন তিনি শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখে সুবর্ণকান্তি জৃম্ভ নামে পক্ষী শব্দ করিতেছে। তাহার ভাব দেখিয়া রাজা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তখন রাজাকে হাস্য করিতে দেখিয়া আপনার জননী মনে করিলেন যে 'আমাকেই পরিহাস করিতেছেন,' এই ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'মহারাজ! আপনি কেন আমায় পরিহাস করিতেছেন বলুন, নতুবা আমি গলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।' রাজা বলিলেন 'দেবি! আমি যদি ইহার কারণ বলি তাহা

হইলে এখনই আমার প্রাণত্যাগ হইবে।' তখন আপনার মাতা বলিলেন, 'আপনি মরুন বা বাঁচুন তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, আপনার হাস্যের কারণ আমাকে বলিতেই হইবে।' প্রিয় মহিষী বারম্বার পীড়ন করিলে, রাজা সেই বরদাতা ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। তখন সাধু রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ! আপনি কখনই একথা বলিবেন না, বলিলে তখনই আপনার মৃত্যু হইবে।' রাজা ঋষির এই কথা শুনিয়া প্রত্যাগমন করিয়া আপনার মাতাকে বলিলেন 'তুমি দূর হও, তোমাকে আমি কখনই বলিব না।' আপনার মাতা যেমন স্বামীকে কুপথে লইয়া গিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আপনিও অবিকল তাহাই করিতেছেন। আপনি যে ঘোরতর অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহা আপনি দেখিতেছেন না। আপনার অসৎ বুদ্ধির অনুগামী হইয়া রাজা দশরথ ইক্ষ্বাকুবংশ ধ্বংশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লোকে প্রবাদ আছে যে, 'পুরুষে পিতার স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং স্ত্রীলোকে মাতার স্বভাব প্রাপ্ত হয়।' তাহা আমার আজ সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনি মাতার অনুগমন করিবেন না। রাজা যাহা বলিতেছেন, তাহাই করুন, স্বামীর ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া, রাজাকে ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আপনি আর পাপিষ্ঠ লোকের কথা শুনিবেন না। আর এই ইন্দ্র তুল্য সর্ব্বলোকের অধীশ্বর রাজা দশরথকে অসৎপথে লইয়া যাইবেন না। রাজা দশরথ আপনার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা

হইবে না। আপনিই না হয় রামচন্দ্রকে রাজা করুন। রামচন্দ্র জ্যেষ্ঠ, বদান্য, কর্ম্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মরক্ষ, জীবলোকের এক মাত্র পালক এবং বলবান্। যদি রাজা দশরথকে পরিত্যাগ করিয়া, রামচন্দ্র বনে গমন করেন, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবীতে আপনার নিন্দা হইবে। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুন, রামচন্দ্র অযোধ্যা রাজ্য প্রতিপালন করুন। তিনি সর্ব্বপ্রকারে আপনার সেবা শুশ্রূষা করিবেন। ভরত রাজা হইলে আপনি যেরূপ রাজমাতা হইতেন, রাম রাজা হইলেও আপনি সেইরূপ রাজমাতা হইবেন। রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে আরোহণ করিলে রাজা দশরথ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজাদিগের বৃত্তান্ত মনে করিয়া, প্রকাণ্ড ধনুর্দ্ধারণ করতঃ ঈশ্বর কামনায় বনে বাস করিবেন।”

এইরূপে মৃদু অথচ উষ্ণ বাক্যে সুমন্ত্র কৈকেয়ীর মনে ক্ষোভ উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুষ্টার চিত্ত কিছুতেই ক্ষুব্ধ হইবার নহে। তাঁহার মন কিছুতেই বিকল হইল না, মুখের ভাব যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল।

ছত্রিশ সর্গ।

কৈকেয়ী ও মহামাত্রের কথোপকথন।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর নিকট বরদান প্রতিজ্ঞা করিয়া দারুণ মর্ম্মবেদনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুমন্ত্রের কথায় তাঁহার কষ্ট দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন, "সারথে! আমার যে সকল হস্তী অশ্ব, রথ পদাতি এবং চতুরঙ্গিনী সেনা আছে তাহাদের প্রত্যেকই এক এক রত্ন বিশেষ। তুমি তাহাদিগকে রামের সঙ্গে গমনার্থে প্রস্তুত কর। যাহারা রামের আশ্রয়ে বাস করে ও যাহারা বীর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে ধন দান করিয়া রামের সঙ্গে যাইতে বল। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্রে শকট পরিপূর্ণ করিয়া রামের সঙ্গে পাঠাইয়া দাও। নগরবাসী ও বনবিচরণপটু ব্যাধগণ রামের সঙ্গে সঙ্গে গমন করুক্। রাম দিবারাত্রি মৃগ হস্তী বধে ব্যাপৃত থাকিয়া বন্য মধু পান করিয়া এবং নানাবিধ নদ, নদী দর্শন করিয়া অযোধ্যার কথা কতক ভুলিতে পারিবে। আমার যে কিন্তু ধান্য ও ধন সঞ্চিত আছে, সমস্ত রামের সহিত দেও। যেন নির্জ্জনবাসের সময় আমার রামের কোনরূপ কষ্ট না হয়। সেই সমস্ত ধন দ্বারা পবিত্র স্থলে বাস করিবে, পবিত্র ঋষিগণকে প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণা দিবে এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে পবিত্র বেদাদি কথা প্রসঙ্গে

দিন যাপন করিবে। এইরূপে পবিত্র চিত্তে, পবিত্র দেশে, পবিত্র সঙ্গে, পবিত্র কার্য্যে, পবিত্র কথায়, পবিত্র সুখানুভব করিবে, সে সুখের নিকট রাজ্যসুখ অতি তুচ্ছ পদার্থ। এদিকে ভরত অযোধ্যা পালন করুক, অযোধ্যায় যে কিছু উৎকৃষ্ট পদার্থ আছে সমস্ত রামের সহিত দাও।"

রাজা দশরথের এই কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর মনে ভয়ের উদয় হইল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখখানি শুষ্ক হইল, স্বর বিকৃত হইয়া গেল। তিনি শুষ্কমুখে বিষণ্ণ ও ত্রস্তভাবে রাজার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! রাজ্যে ধন না থাকিলে সে রাজ্য রাজ্যই নহে। দুগ্ধের সারাংশ পান করিলে তাহার কি আস্বাদ থাকে? আপনি কি ধন শূন্য রাজ্য ভরতকে দিবেন? এমন রাজ্যে ভরতের কোনই প্রয়োজন নাই। ছি, সামান্য ধনের জন্য প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন!"

কৈকেয়ী একেবারে লজ্জাশূন্য হইয়া এই কথা বলিলে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "পাপিয়সি! আমার মস্তকে তুমি দারুণ দুঃখভার অর্পণ করিয়াছ। নির্দ্দয় প্রভু যেমন ভৃত্যের উপরে ভার চাপাইয়া তৃপ্ত হয় না, তুমিও আমার মস্তকে এই দারুণ দুঃখভার দিয়াও তৃপ্ত হও নাই। তুমি কেন আমায় যন্ত্রণা দিতেছ? আমি রামের বনবাস গমনে যেরূপ আয়োজন করিয়া দিতেছি, তোমার বরে কি তাহা নিষেধ ছিল? তোমার যদি নিতান্তই মনে ছিল যে রাম একাই বনে যাইবে, তবে সে কথা কেন পূর্ব্বেই উল্লেখ কর নাই।"

কৈকেয়ী রাজার এই ক্রোধ বাক্যে দ্বিগুণ কোপান্বিত

হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আপনারই বংশের সগর রাজা জ্যেষ্ঠপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠকে রাজ্য দিয়াছিলেন। সেই দৃষ্টান্ত মনে করিয়া আপনি রামকে বিদায় করুন।"

কৈকেয়ী, পাপিষ্ঠ অসমঞ্জের সহিত সর্ব্বগুণাধার রামের তুলনা করিলেন দেখিয়া রাজা "হা ধিক্, হা ধিক্!!" বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সমস্ত লোক লজ্জায় অধোমুখ হইল। কৈকেয়ী মনে করিলেন বাক্ কলহে আমার জয় হইয়াছে, সেই জয় দর্পে উদ্ধতভাবে চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মনে করিলেন 'আমি বড় কর্ম্মই করিয়াছি।' লোকে যে তাহাকে অপদার্থ ও নির্ব্বোধ বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। এই সভার মধ্যে সিদ্ধার্থ নামে রাজার প্রিয়পাত্র উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতি পবিত্র। রাজা তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। স্বভাবের ধীরতায়, গম্ভীরতায় ও উদারতায় তিনি সকলেরই প্রিয় হইয়াছিলেন। কৈকেয়ী অসমঞ্জের সহিত রামচন্দ্রের তুলনা করিলে, বৃদ্ধ সিদ্ধার্থ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "দেবি! বালকেরা যখন পথে খেলা করিত তখন অসমঞ্জ তাহাদিগকে ধরিয়া দূর জলে নিক্ষেপ করিতেন এবং নদী তীরে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে মগ্নপ্রায় দেখিয়া আনন্দে হাস্য করিতেন। তাঁহার এইরূপ অসদাচরণে প্রজাগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার নিকটে আসিয়া বলিল, 'মহারাজ! হয় আপনি অসমঞ্জকে লইয়া বাস করুন না

হয় উহাকে ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে পালন করুন। অসমঞ্জ যেখানে বাস করে সেখানে অন্য লোকের বাস করা অসম্ভব। রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা এত ভয় পাইতেছ কেন' তখন প্রজারা বলিতে লাগিল, 'মহারাজ। আপনার পুত্র অতি দুরাচার। আমাদের ছোট ছোট শিশুগুলি যখন রাস্তায় খেলা করে, তখন তিনি তাহাদিগকে ধরিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া অসীম আমোদ প্রকাশ করেন'। রাজা প্রজাদিগের এই কথা শুনিয়া তাহাদের মঙ্গলার্থে সেই দুরাচার পুত্রকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবার মনস্থ করিলেন। রাজ্য হইতে দূর করিবার সময় তাহার সঙ্গে কেবল তাঁহার স্ত্রী মাত্র গেল, রাজা, পরিচ্ছদ ভিন্ন তাহাকে আর কিছুই দিলেন না এবং বলিয়া দিলেন 'পাপিষ্ঠ তুই যতকাল বাঁচিবি ততকাল আমার রাজ্যে আসিতে পাইবি না।' অসমঞ্জ দারুণ পাপকার্য্য করিয়াছিল বলিয়া, সে বনবাসে ফাল ও পেটকা বহন করিয়া দুর্গম পর্ব্বতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহার কোথাও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, সে সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। অসমঞ্জ দারুণ পাপিষ্ঠ ছিল বলিয়াই সগর রাজা তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু, দেবি! আমাদের রামচন্দ্র কি পাপ করিয়াছেন, যে আপনি তাঁহাকে বনে দিবার জন্য রাজাকে সত্যপাশে বদ্ধ করিয়াছেন? আমরা ত রামচন্দ্রের কিছুমাত্র দোষ দেখিতে পাই না। চন্দ্রের যেমন মালিন্য দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ উহাঁরও কখন পাপ দেখা যায় না। দেবি! আপনিই যথার্থ করিয়া বলুন দেখি যে

রামের এমন কি দোষ আছে যে তাঁহাকে বনে পাঠান যাইতে পারে। যদি সৎপথে নিরত সাধুশীল লোককে ত্যাগ করা হয় তাহা হইলে সে পাপে ইন্দ্রেরও জ্যোতি হ্রাস হইয়া যায়। অতএব আপনি রামচন্দ্রের রাজ্যলক্ষ্মী নষ্ট করিবার চেষ্টা করিবেন না, তাহা হইলে সকলে আপনাকে অত্যন্ত নিন্দা করিবে, এখনও ক্ষান্ত হউন, এমন নিন্দার কাজ কখন করিবেন না।

সিদ্ধার্থের কথা শুনিয়া রাজার মন বড়ই বিচলিত হইল। তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন, "পাপিষ্ঠে! তুমি যদি এখন ক্ষান্ত না হও নিশ্চয় জানিও তাহা হইলে তোমারও মঙ্গল হইবে না, আমারও মঙ্গল হইবে না, তুমি নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যে পথে গমন করিতেছ, তাহা সৎপথ নহে, তোমার চেষ্টা অতি জঘন্য। আমি আজ রাজ্য, সুখ, ধন, সমস্ত ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনে গমন করিব। সমস্ত অযোধ্যাবাসী লোক আমার সহিত যাইবে, তুমি ভরতের সহিত পরমসুখে রাজ্য ভোগ কর।"

সাঁইত্রিশ সর্গ।

কৈকেয়ী ও বশিষ্ঠের কথোপকথন।

রামের মত বিনয়ী অতি বিরল। তিনি সিদ্ধার্থের এই কথা শুনিয়া বিনীতভাবে রাজা দশরথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ। আমায় বনে বন্য ফল মূল আহার করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে, সমস্ত ভোগ বিলাস ত্যাগ করিতে হইবে, আমি সমস্ত লোকের সঙ্গ ত্যাগ করিব, আমার অনুযাত্রীর প্রয়োজন কি? যে লোক মত্ত মাতঙ্গ দান করিয়া মাতঙ্গের বন্ধন রজ্জুতে স্নেহ করে লোকে তাহাকে নির্ব্বোধ বই কখন সুবোধ বলে না। রজ্জুর প্রতি সে স্নেহে তাহার কি লাভ হয়? সেইরূপ আমার সৈন্য, সামন্ত, অশ্ব, হস্তী, রথ, রথী লইয়া কি হইবে? মহারাজ! আমি বিমাতার তৃপ্তির জন্য সমস্তই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। আমার জন্য ছিন্ন বস্ত্র আনয়ন করুন। আমার চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে। ভূমি খনন করিয়া মূল ভক্ষণ করিতে হইবে, আমার একখানি খন্তার বড়ই প্রয়োজন। আমার বনের ফল সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিতে হইবে, তাহার জন্য একটী পেটকেরও নিতান্ত আবশ্যক। একখানি খন্তা ও একটী পেটক দিন্ আর কিছুরই প্রয়োজন নাই।" পরে কৈকেয়ীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মা! আপনি আমায় বনবাসের প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি সংগ্রহ করিয়া দিন, অধিক বিলম্ব করিবেন না"।

রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া পাষাণ হৃদয়া কৈকেয়ীর মনে কিছুমাত্র দয়ার উদয় হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ মহা আনন্দে ব্যস্ত হইয়া গৃহ অন্বেষণ করিয়া, ছিন্ন বস্ত্র আনয়ন করিলেন এবং বলিলেন "রাম! এই তোমার চীরবস্ত্র পরিধান কর।"

রামচন্দ্র কৈকেয়ীর হস্ত হইতে দুইখানি চীরবস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং সূক্ষ্ম বস্ত্র সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মুনির বেশ ধারণ করিলেন। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অভিষেক হইবে বলিয়া যে মাঙ্গল্য বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। অম্লান মুখে সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পিতার সম্মুখে তপস্বীর বেশ ধারণ করিলেন।

সীতা পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন দেখিয়া, কৈকেয়ী তাঁহার হস্তে পরিধানার্থ চীরবস্ত্র প্রদান করিলে, হরিণী জাল দেখিলে যেরূপ ভীত ও ত্রস্ত হয় চীরবস্ত্র দেখিয়া সীতাও সেইরূপ ত্রস্ত হইলেন। সভা মধ্যে কিরূপে বস্ত্র ত্যাগ করিবেন এই ভাবিয়া তিনি বড়ই আকুল হইয়া উঠিলেন এবং বার বার কুশ নির্ম্মিত চীরবস্ত্র নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "নাথ! বনবাসে মুনিরা কিরূপে চীরবস্ত্র পরিধান করেন?" প্রতিবারে কঠিন কুশচীর খুলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বারম্বার সেই চীরবস্ত্র পরিধান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনবারই তাঁহার যত্ন সফল হইল না। তিনি একখানি কণ্ঠে নিক্ষেপ করিয়া আর একখানি হস্তে ধারণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। রামচন্দ্র

সীতার এই অবস্থা দেখিয়া দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পট্টবস্ত্রের উপর সেই চীর বন্ধন করিয়া দিলেন। রামচন্দ্রকে পরহস্তে সীতার কমল শরীরে চীর বন্ধন করিতে দেখিয়া, অন্তঃপুরচারিণী সমস্ত নারীগণ অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! সীতার ত বনবাসে যাইবার কোন কথা নাই, পিতৃ-সত্য পালনের জন্য তুমিই বনে যাইবে। তুমিই যাও সীতাকে দেখিলেও আমাদের অনেক দুঃখ দূর হইবে। লক্ষ্মণ তোমার সঙ্গী ও সহায় হইবেন। সীতার কি তাপসীর ন্যায় বনে বাস করা উচিত? আমরা সকলে তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছি, সীতা এইখানেই থাকুন। তুমি পরম ধার্ম্মিক, আমাদের কথা অবহেলা করিও না।"

মাতৃগণের কথায় রামচন্দ্রের দারুণ দুঃখ উপস্থিত হইল, তিনি নিশ্চয় জানেন যে 'আমি থাকিতে বলিলেও সীতা থাকিবে না।' আবার চীর বন্ধনের সময় সীতা এমনি কাতর-ভাবে রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, যে বোধ হইল যেন প্রতি নয়ন নিক্ষেপে সীতা বলিতেছেন, "নাথ! আমায় এ শত্রুপুরী মধ্যে একা রাখিয়া যাইওনা"।

এইরূপ নয়নাশ্রু বর্ষণের মধ্যে সীতার চীর ধারণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে, রাজার গুরু বশিষ্ঠ, সীতা ও কৈকেয়ীকে নিবারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কৈকেয়ি! কুল-কলঙ্কিনি! তোমার বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে। তুমি রাজাকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম হইয়াছ সত্য, কিন্তু তুমি বরে যাহা চাহিয়াছ তাহা অপেক্ষাও অধিক করিতেছ। সীতার কখনই

বনে যাওয়া উচিত নয়। সীতা রামের প্রকৃত আসনে উপবেশন করিবেন। যাহারা বিবাহ করে, তাহাদের স্ত্রীই আত্মা, সীতাই রামের আত্মা, সীতাই পৃথিবী প্রতিপালন করিবেন। সীতা যদি রামের সহিত বনে গমন করেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার সঙ্গে যাইব। সমস্ত নগরবাসীগণ তাঁহার অনুগমন করিবে। রামচন্দ্র সস্ত্রীক হইয়া যেখানে অবস্থিতি করিবেন, অন্তঃপুর রক্ষকেরা এবং সমস্ত রাজ্যের লোক, দাস দাসীগণ আপনা আপনি সমস্ত ধন সম্পত্তি লইয়া সেই স্থানে বাস করিবে। ভরত শত্রুঘ্নও ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া, রামচন্দ্রের নিকট গমন করিবে, তাহারা কখনই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তুমি যে আশায় প্রজাদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছ, তোমার সে আশা বৃথা হইবে, সমৃদ্ধ লোকাকীর্ণ রাজ্যের পরিবর্ত্তে তুমি জনশূন্য মরুভূমির মহারাণী হইবে। অট্টালিকায় যে সকল অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিবে, তাহারাই তোমার প্রজা হইবে। রাম যে রাজ্যের রাজা নহেন, সে রাজ্য রাজ্যই নয়। রামচন্দ্র যে বনে বাস করিবেন, সেই বনই সমৃদ্ধ রাজ্য। পিতা যে রাজ্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দান করিতেছেন না, ভরত সে রাজ্য কখনই গ্রহণ করিবে না। সে যদি রাজার যথার্থ সন্তান হয়, তবে কখনই তোমাকে মাতার স্বরূপ ভক্তি করিবে না। আমি ভরতের পিতৃবংশের আচার ব্যবহার অবগত আছি, সে কখনই কুলবিরুদ্ধাচরণ করিতে সম্মত হইবে না। অতএব তুমি রাজ্যলোভে রাজার অনিষ্ট করিও না। পৃথিবীতে এমন কেহই নাই যে রামের অনুবর্ত্তী হইতে চাহে না। তুমি অদ্যই

দেখিবে পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ প্রভৃতি সকলেই রামের সহিত যাইবে। বৃক্ষ সকল রামের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, অতএব দেবি! তুমি পুত্র বধূর অঙ্গ হইতে চীরবস্ত্র অপনীত করিয়া উহাঁকে উত্তমাভরণ পরাইয়া দেও। এই সীতার কি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ভাল দেখায়?" এই বলিয়া বশিষ্ঠ সীতাকে চীরবস্ত্র পরিতে নিষেধ করিলেন এবং পুনরায় কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন, "কেকয় রাজপুত্রি! তুমি রামেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছ। সীতা যখন রামের সহিত বনে যাইতে চাহিতেছেন, তখন উহাঁর সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া যাওয়াই উচিত। সীতা প্রধান প্রধান ভৃত্য-বর্গের সমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া সঙ্গত ভাবে গমন করুন। তাঁহার সহিত সর্ব্বপ্রকার বস্ত্র ও উপ-করণ দেওয়া হউক। সীতাকে যে জটা বল্কল পরিধান করিতে হইবে বর দেওয়ার সময় ইহার কি কোন উল্লেখ ছিল?" বশিষ্ঠের এই কথা শুনিয়াও সীতার চীরবসন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না এবং তাহা ত্যাগের চেষ্টাও করিলেন না। স্বামীর যাহাতে অভিরুচি সীতার মন তাহা হইতে কখনই নিবৃত্ত হয় না।

আটত্রিংশ সর্গ।

রাম দশরথের কথোপকথন।

সীতা যখন রামচন্দ্রের পত্নী ও দশরথের পুত্রবধূ হইয়াও অনাথার ন্যায় ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিলেন, তখন সমস্ত লোকে রাজা দশরথকে "হা ধিক্ হা ধিক্" বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল। এইরূপে সকলকে আক্ষেপ করিতে দেখিয়া রাজা দশরথের অত্যন্ত দুঃখ হইল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন 'হে পৃথিবি! তুমি বিদীর্ণ হও। আমার এ জীবনে আর প্রয়োজন নাই।' রাজা বার বার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন, "কৈকেয়ি! সীতার কুশচীর ধারণ করা কোন মতেই হইতে পারিবে না। সীতা বালিকা এবং কোমলাঙ্গী, সুখ বই কখন দুঃখভোগ করেন নাই। গুরুদেব যে বলিতেছেন, 'সীতার বনে যাওয়া উচিত নয়' এ কথা অমূলক নহে, সীতা রাজরাজেশ্বরের পুত্রী। অতি বিশুদ্ধ স্বভাবা, কখন কাহারও অনিষ্ট করেন নাই। ইনি কি নিমিত্ত লোক মধ্যে চীর ধারণ করিয়া লজ্জায় অধোমুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন? জনকদুহিতা কখনই চীর ধারণ করিবেন না, আমি এরূপ প্রতিজ্ঞা কখনই করি নাই। তিনি সমস্ত লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বনে গমন করুন। পাপীয়সি আমি শপথ করিয়াছিলাম বলিয়া তোমার নিকট প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু আজি আমার জীবনের

শেষ হইবে। তুমি অল্পবয়স্কা বলিয়া অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়াছ। স্ত্রীলোকের এত বুদ্ধি ভাল নয়, আমি সত্যে বাধ্য হইয়া ভয়ানক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি বটে কিন্তু তোমার কার্য্য আমার অপেক্ষাও ভয়ানক। যেমন বংশপুষ্প বংশকে নষ্ট করে তুমিও সেইরূপ আপনার পাপে আপনি নষ্ট হইবে। রাম না হয় তোমার নিকট অপরাধী কিন্তু বৈদেহী তোমার কি অপরাধ করিয়াছেন, যে তাহাঁকে চীর পরিধান করাইলে? আহা! জনকতনয়ার ন্যায় কোমল স্বভাব আর কাহারও নাই। স্ত্রীজাতির মধ্যে তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতি প্রায় দেখা যায় না। তাঁহার নয়নের প্রফুল্লতা ও মুখকমলের উজ্জ্বলতা কিছুতেই তিরোহিত হয় না, 'কুলকলঙ্কিণীকেন তুমি অকারণে তাহার প্রফুল্ল মুখকমলকে ম্লান করিতে উদ্যত হইয়াছ? রামকেই বনবাসী করিলে আবার তাহার উপর এ মহাপাতক কেন? অভিষেকের সমস্ত উৎযোগ হইলে রামকে ডাকাইয়া তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা আমি সমস্তই শুনিয়াছি। তুমি এক্ষণে তাহা অপেক্ষাও নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছ। নরকে বাস করা তোমার নিতান্ত ইচ্ছা, নহিলে তুমি সীতাকেও চীরবসন পরিধান করাইয়া দিতেছ কেন"?

রাম বনগমনের জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, রাজার কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে বলিলেন, "পিতঃ! আমার মাতা বৃদ্ধা। তিনি পূর্ব্বে কখন এরূপ কষ্টে পতিত হন নাই। এতকাল নানা প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া আসিলেন। এখন তাঁহার সমূহ বিপদ উপস্থিত। আমা বিহনে তিনি শোকসাগরে নিপতিত হইবেন, সেই

সময়ে আপনি তাঁহাকে দেখিবেন। হে মহারাজ! আপনি ভিন্ন তাঁহার আর কেহ রহিল না, আমি এখনও বনে যাই নাই, এখনই আমার জন্য মাতা এত কাতর বনে গেলে তিনি কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন। আপনার শ্রীচরণে আমার এই ভিক্ষা যে, মাতার যাহাতে দুঃখের লাঘবোদয় হয়, আপনি তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।"

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

গুরুজন সম্ভাষণ।

রামের মুনিবেশ দেখিয়া এবং তাহার এইরূপ করুণা-বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা ও তাঁহার মহিষীগণ সকলেই অচেতন হইয়া পড়িলেন। বারম্বার রামমুখপদ্ম মনে মনে ধ্যান করিয়া রাজা প্রায় সংজ্ঞা শূন্য ও দুঃখিত হইয়া বিলাপ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি পূর্ব্বে বোধ হয় অনেক গাভীকে বৎসহারা করিয়াছি, অনেক প্রাণীর হিংসা করিয়াছি, সেই পাপেই বোধ হয় আমার এই ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। কাল পূর্ণ না হইলে জীবন বহির্গত হয় না। নতুবা কৈকেয়ী আমাকে এত কষ্ট দিতেছে, তথাপি কেন আমার মৃত্যু হইতেছে না! আমার অগ্নিতুল্য তেজস্বী পুত্রকে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান এবং তপস্বীর বেশ ধারণ করিতে দেখিয়া কেন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না! এক কৈকেয়ীর স্বার্থ সাধনের জন্য কেন এত লোকের কষ্ট হইতেছে! হায়! আমি কপটচারিণীর শঠতায় ভুলিয়া কি ভয়ানক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" এই কথা বলিতে বলিতে অবিরল অশ্রুধারায় রাজার শরীর শিথিল হইয়া আসিল। তিনি "হা রাম! হা রাম" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন, "সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র একখানি

ভাল রথে উত্তম অশ্ব যোজনা করিয়া, আমার প্রাণাধিক রামকে এই জনপদ পার করিয়া দিয়া আইস। আহা! পিতা হইয়া পুত্রকে বনে পাঠাইলাম! আমাব ন্যায় হতভাগ্য নরাধম আর কেহই নাই।" রাজার কথা শুনিয়া সুমন্ত্র সত্বর পদে উত্তম রথে উৎকৃষ্ট অশ্ব যোজনা করিয়া আনিলেন। রাজা ধনাধ্যক্ষকে বলিলেন, "বৈদেহীকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে, অতএব তুমি এই চতুর্দ্দশ বৎসরের উপযোগী মহামূল্য বস্ত্র এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান কর।" সচিব রাজ আজ্ঞায় ধনাগার হইতে বহুমূল্য বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট আভরণ আনিয়া দিলেন। বৈদেহী আপনার কমনীয় গাত্রে সমস্ত ভূষণ ধারণ করিলেন। ভূষণপ্রভা তাঁহার শরীর প্রভায় মিলিত হইয়া সমস্ত রাজপ্রাসাদ আলোকিত করিল। বোধ হইল যেন প্রাতঃকালের সূর্য্যোদয় সময়ে সূর্য্যের প্রভাব আকাশ পথে পরিব্যাপ্ত হইল।

পরে কৌশল্যা দুই বাহু বিস্তার করিয়া সীতাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া বলিলেন, "বাছা! আমার পুত্র তোমার স্বামী। উহাঁকে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হইতেছে। তুমি উহাঁর কখন অবমাননা করিও না। নির্ধন হইলেও দেবতার ন্যায় উহাঁর পূজা করিবে, ইনি সর্ব্বাবস্থাতেই তোমার পূজ্য।"

কৌশল্যার এইরূপ ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতা তাঁহার মুখের দিক চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা। আপনি আমায় যাহা বলিতেছেন, আমি তাহা সমস্তই করিব। স্বামীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমি শুনিয়াছি ও

জানি। আমার মন কখনই ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবে না। কৌমুদী কি কখন চন্দ্র হইতে বিচলিত হইতে পারে? তন্ত্রী-হীন বীণার যে অবস্থা হয়, চক্রহীন রথের যে গতি হয়, শত পুত্র সত্ত্বেও স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের সেই গতি হয়। পিতা যাহা দান করেন, তাহা পরিমিত, ভ্রাতা যাহা দান করেন, তাহাও পরিমিত, কিন্তু স্বামী যাহা দান করেন তাহার পরিমাণ নাই। এরূপ স্বামীকে কে না প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া থাকে? আমি গুরুজনের নিকট ধর্ম্মের আদ্যন্ত সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি, স্বামীই স্ত্রীলোকের দেবতা।"

সীতার এইরূপ হৃদয়গ্রাহী বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া কৌশল্যা দুঃখে ও হর্ষে নয়নাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। মাতৃগণের মধ্যে সীতার এইরূপ আদর দেখিয়া রামচন্দ্র প্রীত হইলেন এবং মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা! আপনি আমার জন্য দুঃখিত হইয়া পিতার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিবেন না। শীঘ্রই বনবাস কাল পূর্ণ হইয়া যাইবে, আপনি নিদ্রিত থাকিতে থাকিতেই চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইয়া যাইবে। আমি অক্ষত শরীরে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত শীঘ্রই আসিয়া আপনাদের চরণ দর্শন করিব।"

রামচন্দ্র মাতাকে এই সমস্ত কথা বলিয়া মাতৃগণের নিকট গমন করিলেন এবং দেখিলেন তাঁহারা অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "মা! যদি একত্র বাস বা অজ্ঞান বশতঃ আপনাদিগের নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকি, মার্জ্জনা করিবেন। আমি আপনাদিগের নিকট বিদায় লইতে

আসিয়াছি।” মাতৃগণ তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া শোকে অবসন্ন প্রায় হইলেন। রামচন্দ্র বিরত হইলে, তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শাবক হীন ক্রৌঞ্চীরা যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে মহিষীগণও সেইরূপ চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিলেন। দশরথের প্রাসাদমণ্ডলে মুরজ, পনব প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে মেঘ-গভীর ধ্বনি হইত, এক্ষণে সেই প্রাসাদ বিলাপ ও পরিতাপ ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

চল্লিশ সর্গ।

সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামের বনবাস।

রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজার পাদবন্দনা পূর্ব্বক কাতরভাবে প্রদক্ষিণ করিলেন। তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া রামচন্দ্র শোকে একান্ত হতবুদ্ধি প্রায় হইয়া সীতার সহিত জননীরও পাদ বন্দনা করিলেন। লক্ষ্মণ কৌশল্যাকে প্রণাম করিয়া, পরে নিজ মাতা সুমিত্রার পাদবন্দনা করিলেন। লক্ষ্মণ, প্রণাম করিতেছেন এমত সময়ে সুমিত্রা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন, "বাছা লক্ষ্মণ! তুমি রামের নিতান্ত অনুরাগী, রাম ভিন্ন তুমি এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পার না। তথাপি মাতৃ আজ্ঞা স্মরণ করিয়া একটী কাজ করিও, রাম বনে যাইতেছেন, বনে উহাঁর আর কেহই নাই, দেখিও বাছা, আমার রামের প্রতি যেন কখন অযত্ন করিও না, রাম যেন বনে কোন কষ্ট না পান। সুখেই থাকুন আর দুঃখেই থাকুন, রামই তোমার গতি, বড় ভাইএর অনুগত থাকাই ছোট ভাইএর পরম ধর্ম্ম। এইরূপ অনুগত ভাইএরই ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে পরমগতি লাভ হয়। আমাদের এই যে পবিত্র রঘুকুল, এ কুলের এই রীতিই চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। দান, যজ্ঞ, দীক্ষা, যুদ্ধে তনুত্যাগ, এবং জ্যেষ্ঠের অনুগমন, ইহাই রঘুবংশীয়দিগের গৌরবের হেতু।

তুমি রামকে পিতৃ তুল্য এবং সীতাকে আমার তুল্য জানিও। আজি হইতে অযোধ্যা অরণ্য হইল, তুমি বনকেই অযোধ্যা মনে করিয়া মনের সুখে রাম ও সীতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সর্ব্বত্র গমন করিও।" এই বলিয়া সুমিত্রা রামের হস্ত লক্ষ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, "রামরে! আজি হইতে লক্ষ্মণ ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। এই লও, লক্ষ্মণকে তোমায় দিলাম, পরমসুখে বনবাস কাল অতিবাহিত করিও।"

এই বলিয়া সুমিত্রা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে মাতলি যেমন ইন্দ্রকে বিনীতভাবে রথে আরোহণ করিতে অনুরোধ করেন, সুমন্ত্র সেইরূপ কৃতাঞ্জলি হইয়া রামকে বলিলেন, "রাজপুত্র আপনার মঙ্গল হউক। আপনি রথে আরোহণ করুন, আপনি আমায় যেখানে আজ্ঞা করিবেন, আমি

সত্বর গমনে সেইখানেই আপনাকে লইয়া যাইব। আপনি চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিবেন বলিয়া দেবীর নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছেন অদ্য তাহা আরম্ভ হইবে। মা! জনক নন্দীনি! আপনিও সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছেন, অতএব এই সূর্য্য সদৃশ দীপ্তিযুক্ত রথে আরোহণ করুন। বীরকেশরী লক্ষ্মণ! তুমিও তোমার অগ্রজের সহিত রথে আরোহণ কর।" সীতা হৃষ্টচিত্তে রথোপরি আরোহণ করিলেন। সীতা বনবাস যাইবেন বলিয়া চৌদ্দ বৎসরের উপযুক্ত যে সকল বস্ত্র ও আভরণ, রাজা তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, তিনি সে সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র এবং কবচ ও খড়্গ চর্ম্মনির্ম্মিত পেটকে সাজাইয়া রথের উপরে লইলেন। পরে রাম ও লক্ষ্মণ ত্বরিত পদে রথে আরোহণ করিলেন। সুমন্ত্র, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তিন জনকেই রথে আরোহণ করিতে দেখিয়া রথ চালাইয়া দিলেন, অশ্বগণ বায়ুবেগে রথ লইয়া ধাবমান হইল। রামচন্দ্র বহুদিনের জন্য বনবাসী হইতেছেন, এই সংবাদে নগরে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। হস্তী, অশ্ব, পদাতি, সৈন্যগণ, পশু, পক্ষী সকলেই মূর্চ্ছিত হইল। হস্তী এবং অশ্বগণ রামের অনুগমনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পথে পথে দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। লোকে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অশ্বের পথ ত্যাগ করিতে লাগিল, দূর হইতে তাহাদের অঙ্গস্থ ভূষণ ধ্বনি শুনিয়া অযোধ্যাবাসীরা দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। গ্রীষ্মে একান্ত পীড়িত হইলে লোকে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া যেমন জলাশয়ের দিকে ধাবমান হয়, সেইরূপ নগরস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া

রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিল এবং সকলে বাষ্পপূর্ণলোচনে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া সুমন্ত্রকে বলিল, "সারথে! আমাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ কর, অশ্বের রজ্জু সংযত করিয়া আস্তে আস্তে যাও, আমরা একবার প্রাণ-ভরিয়া রামচন্দ্রকে দেখিয়া লই। আবার কবে দেখিতে পাইব তাহার ত স্থির নাই, ততদিন কি আমরা বাঁচিব? আজি একবার শেষ দেখা দেখিয়া লই। কৌশল্যার হৃদয় নিশ্চয়ই লৌহময় নতুবা এমন গুণবান পুত্রকে বনে পাঠাইয়া কেমন করিয়া জীবিত আছেন। সূর্য্যপ্রভা যেমন মেরুকে কখনই ত্যাগ করে না সেইরূপ জানকী ছায়ার ন্যায় পতিসঙ্গ ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মশীলা অতি বিরল। হা লক্ষ্মণ! তোমার কি সৌভাগ্য, তুমি দেবতুল্য প্রিয়বাদী জ্যেষ্ঠের সর্ব্বদা অনুগমন করিয়া স্বর্গের পথ পরিষ্কার করিলে। তোমার মত সুবোধ ও শান্ত স্বভাব আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তুমিই যথার্থ ভ্রাতার কার্য্য করিয়া আপনার নাম সংসারে চিরস্মরণীয় করিয়া গেলে। এই বলিয়া সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে ধীরগামী রথের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল।

রাজা, "আমি রামকে দেখিব" বলিয়া স্ত্রীগণের সহিত বেগে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। পাগলের ন্যায় এদিক ওদিক করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেই স্ত্রীলোকদিগের ঘোর আর্ত্ত-নাদ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। মহাহস্তী বদ্ধ দেখিয়া করেণুগণ যেমন আর্ত্তনাদ করে, রাজা দশরথকে দেখিয়া অন্তঃ-পুরবাসিনীগণ সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজা দশরথ শোকে, ক্ষোভে ও দুঃখে অবসন্ন হইলেন,

রামচন্দ্রের মহিমা অপার। তিনি "শীঘ্র রথ চালনা কর" বলিয়া বারম্বার সারথিকে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। একদিকে রাম বলিতেছেন "যাও"; অন্যদিকে নগরবাসীগণ বলিতেছে "থাম" পথিমধ্যে দুই প্রকার আজ্ঞা পাইয়া সুমন্ত্র কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। রামচন্দ্রের নগর পরিত্যাগ কালে নগরবাসীদিগের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। ক্রন্দনের রোলে নগর পরিপূর্ণ হইল, অশ্রু বিসর্জ্জনে সকলেরই শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল। মৎস্যের আস্ফালনে পদ্ম সমূহ চঞ্চল হইলে তাহাদের মধ্য হইতে যেমন জল নির্গত হয়, রমণীগণের নয়নপথ হইতেও সেইরূপ অশ্রুবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল, তাহাদের দুঃখের সীমা রহিল না। রাজা, প্রজা ও নগরবাসী সকলেই একান্ত দুঃখিত ও কাতর হইয়া, মূলচ্ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায়ভূতলে পতিত হইলেন। রাজার অবস্থা দেখিয়া রথের পশ্চাদ্বর্ত্তী লোক সমূহ কোলাহল শব্দ করিয়া উঠিল। কেহ, "হা রাম!" কেহ, "হা কৌশল্যা!" কেহ, "হা লক্ষ্মণ!" কেহ, "হা সীতে!" কেহ, "হা অনাথের নাথ, দীনবন্ধো!" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অন্তঃপুরবাসিনীগণ পৌরদিগের আর্ত্তনাদে বিহ্বল হইয়া আরও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলে, রামচন্দ্র একবার পশ্চাদ্ভাগে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন রাজা, দশরথ ও কৌশল্যা উভয়েই বৎসহারা গাভীর ন্যায়, পথ পানে চাহিয়া আছেন। তাঁহাদের আকার প্রকার দেখিয়া, স্পষ্টই বোধ হইতে লাগিল, যে তাঁহাদের চিত্তের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, রামচন্দ্রের নয়ন সহসা বাষ্পপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু ধৈর্য্যগুণে সে ভাব সম্বরণ

করিয়া সারথিকে সত্বর রথ চালাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। দশরথ ও কৌশল্যা কাঁদিতে কাঁদিতে পদব্রজে পাগলের ন্যায় আসিতেছেন, রামচন্দ্র কোন মতেই এ দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না। ভীষণ অঙ্কুশ প্রহারে হস্তী চালিত হইলে সে যেমন পশ্চাদ্বর্ত্তী কোন পদার্থই দেখিতে পারে না, কৈকেয়ীর বাক্যরূপ অঙ্কুশে আহত হইয়া রামরূপ হস্তীও সেইরূপ পশ্চাদ্বর্ত্তী পিতা মাতার দুঃখ দেখিতে পারিলেন না। বৎসকে বন্ধন করিলে ধেনু যেমন সেই বন্ধন গৃহের দিকে ধাবমান হয়, রামমাতাও আজি সেই-রূপ রামের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা "হা রাম" "হা রাম" "হা সীতে, হা সীতে" "হা লক্ষ্মণ, হা লক্ষ্মণ" বলিয়া উন্মত্তার ন্যায় বেগে রামরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। রাম বার বার কাতরভাবে তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। একদিকে রাজা সুমন্ত্রকে রথ রক্ষার জন্য বলিতে লাগিলেন, অন্য দিকে রামচন্দ্র রথ চালাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। "আমার কথা শুনিলে না" "এখনও রথ চালাইতেছ" এই বলিয়া রাজা সুমন্ত্রকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন "সুমন্ত্র আর কেন! এ দারুণ শোকের মধ্যে রথ রক্ষা করিতেছ, শীঘ্র রথ চালাও এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।" অমাত্যগণ রাজাকে বলিলেন "মহারাজ যাহাঁর শীঘ্র পুনরা-গমন প্রার্থনীয়, অধিক দূর তাঁহার অনুগমন করিতে নাই।" রাজা তাহাদের কথা শুনিয়া ম্লানমুখে সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মোদয় হইতে লাগিল। তিনি

তথায় বসিয়াই একদৃষ্টে রথের পথপানে চাহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সুমন্ত্র রামের আজ্ঞা পালনই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া রথ চালাইয়া দিলেন। অশ্বগণ এতক্ষণও চলিতেছিল, এখন কশাঘাত পাইয়া ক্রমেই দ্রুতবেগে রথ লইয়া ধাবমান হইল। রাজার লোকজন সকলে মনে মনে রামকে প্রণাম করিয়া কেবলমাত্র শরীর লইয়া নিবৃত্ত হইল, তাহাদের মন রামের সঙ্গে সঙ্গেই চলিল।

একচল্লিশ সর্গ।

উৎপাত বর্ণন।

রামচন্দ্র বনবাসে বিদায় হইলে পর অন্তঃপুরে রমণীগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহাদের আর্ত্তনাদে সমস্ত রাজধানী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকলেই বলিতে লাগিল, "হায়! যিনি অনাথের নাথ, দুর্ব্বলের বল, অগতির গতি, তপস্বীর তপস্যার অবলম্বন, তিনি আজ অনাথের ন্যায় কোথায় যাইতেছেন। তিরস্কার করিলেও যাঁহার ক্রোধ হয় না, লোকে ক্রুদ্ধ হইলে যিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্য ব্যস্ত হন, আমাদিগের সুখে যাঁহার সুখ, আমাদিগের দুঃখে যাঁহার দুঃখ, সেই রাম আজ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন। কৌশল্যা ত তাঁহার মাতা, কিন্তু আমাদের প্রতি রামের ব্যবহার দেখিলে কে বলিতে পারিত যে আমরা উহার গর্ভধারিণী নহি। হায়! আজি আমাদের সেই রাম কোথায় গেল। কৈকেয়ীর নিতান্ত পাড়নে রাজা তাঁহাকে বনবাস দিলেন, নতুবা রাজা দশরথের মত পিতা কোন প্রাণে রামচন্দ্রকে বনে দিবেন। হায়! তিনি কোথায় গেলেন। রামচন্দ্র সমস্ত জীবলোকের আশা ও সমস্ত জগতের ভরসা। রাজার কিছুমাত্র চৈতন্য নাই, নচেৎ এমন সত্যব্রত রামচন্দ্রকে কেন বনে পাঠাইবেন।" এইরূপে মহিষীগণ একান্ত কাতর হইয়া বৎসহারা ধেনুর ন্যায় ক্রন্দন ও চীৎকার

করিতে লাগিলেন। রাজা অন্তঃপুরে ঘোরতর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন।

এদিকে সূর্য্য অস্তমিত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা অগ্নিহোত্র ত্যাগ করিল, হস্তী সমূহ মুখের গ্রাস পরিত্যাগ করিল, ধেনুগণ বৎসদিগকে দুগ্ধ দিতে বিরত হইল, ত্রিশঙ্কু, চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি, প্রভৃতি নক্ষত্রগণ চন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর কিরণ প্রদান করিতে লাগিল। সহসা নক্ষত্রের কিরণ অন্তর্হিত হইয়া গেল, গ্রহগণ নিস্তেজ হইল, এবং আপনাপন স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন তাহাদের অবয়ব ধূমে আচ্ছন্ন হইল। প্রচণ্ড বায়ুবেগে মেঘমালা আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল। রামের বনগমনকালে অযোধ্যায় ভূমিকম্প হইল, সৌধ প্রাকার সহিত সমস্ত নগরী কম্পিত হইল। সমস্ত দিক্ আকুল, যেন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। গ্রহ বা নক্ষত্র কিছুই দেখা গেল না। সহসা নগরবাসীগণ শোকে কাতর হইয়া সমস্ত কার্য্যে উদাসীনবৎ হইল, আহারে বা বিহারে তাহাদের মন রহিল না।

অযোধ্যায় সমস্ত প্রজাগণ শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত, রামের উদ্দেশে ক্রন্দন করিতে লাগিল। রাজপথে যাহাকেই দেখিতে পাওয়া যায় সকলেরই নয়নে অজস্র অশ্রুধারা বহিতেছে। সকলেই শোকে অধীর হইয়া রহিয়াছে, কাহারও কিছুমাত্র হর্ষ নাই। বায়ু আর বহে না, সুস্নিগ্ধ চন্দ্র কিরণ আর শীতল বলিয়া বোধ হয় না, সূর্য্যের উত্তাপ নাই, সমস্ত জগৎ যেন নিস্তেজ

হইয়া উঠিল। পুত্র পিতার অপেক্ষা করিল না, স্বামী স্ত্রীর অপেক্ষা করিল না, ভাই অগ্রজের অপেক্ষা করিল না। সকলেই আপন আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল রামের কথাই ভাবিতে লাগিল। রামের সকল বন্ধুবর্গ শোকভরে আক্রান্ত হইয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কেহই শয়ন গৃহে গমন করিল না, দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া গেলে সুরপুর যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হয়, রামচন্দ্র অভাবে অযোধ্যারও আজ সেইরূপ দুর্দ্দশা হইল। ভয় এবং শোকে কাতর হইয়া সমস্ত নগর কম্পিত হইতে লাগিল।

বিয়াল্লিশ সর্গ।

দশরথের বিলাপ।

যতক্ষণ রামরথের ধূলি পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল ততক্ষণ রাজা দশরথ সে দিক হইতে চক্ষু ফিরাইলেন না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধূলি দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ কেবল "ঐ আমার রাম যাইতেছে, ঐ আমার রাম যাইতেছে" বলিয়া হা হতাশ করিতে লাগিলেন। যখন আর দেখা গেল না তখন তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কৌশল্যা তাঁহাকে উঠাইয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক নিজপুরে লইয়া যাইবার উৎযোগ করিতেছেন, এমন সময় কৈকেয়ী তাহার বামপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কৈকেয়ীকে দেখিয়া রাজার মন অত্যন্ত বিকৃত হইয়া উঠিল। তিনি দুঃখে, শোকে এবং ক্রোধে কাতর হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,"পাপিয়সি! তোর অন্তঃকরণ পাপে পরিপূর্ণ, তুই আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্ না। আমি আর তোর মুখাবলোকন করিব না। আজি হইতে তোকে আমি পরিত্যাগ করিলাম। তোর অধীনস্থ লোক আমার লোক নহে, আমিও তাহাদের প্রভু নহি। স্বার্থই তোর একমাত্র উপাস্য দেবতা। তোর কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই। আমি তোকে ত্যাগ করিলাম, আমি যে তোর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, তোর সহিত যে অগ্নিহোত্র আচরণ করিয়াছিলাম,

ইহকাল পরকালের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিলাম। তোর কৌশলে রাজ্য পাইয়া ভরত যদি সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর পর সে যে পিণ্ডাদি অর্পণ করিবে তাহাও আমি গ্রহণ করিব না।”

অনন্তর দেবী কৌশল্যা, শোকে একান্ত কাতর হইয়া রাজার ধূলিধূসরিত কলেবর ধারণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। লোকে যেমন ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করিয়া পরে অনুতাপ করে, অথবা হস্ত দ্বারা অগ্নিস্পর্শ করিয়া পশ্চাৎ তাপিত হয়, রাজা দশরথও রামের প্রতি আপনার ব্যবহার স্মরণ করিয়া সেইরূপ অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া যেখান হইতে রামের রথ দেখিয়াছিলেন সেইখানে বসিতে লাগিলেন। রাহুগ্রস্থ হইলে সূর্য্যের যেরূপ প্রভা থাকে না, সেইরূপ রাজারও কিছুমাত্র শরীরের প্রভা রহিল না। পুত্রের কথা যতবার মনে পড়িতে লাগিল ততবারই তিনি দুঃখে ও শোকে অধীর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেনঃ—

“আহা! রাম আমার এতক্ষণ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া কতদূর গেল। যে সকল অশ্ব রামকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে তাহাদের পদচিহ্ন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত লক্ষিত হইবে, কিন্তু রামকে আর দেখিতে পাইব না। যে রাম শয়ন করিবার সময় উৎকৃষ্ট উপাদানে হস্ত পদাদি রক্ষা করেন, উৎকৃষ্ট চন্দনে যাঁহার শরীর বিলিপ্ত হয়, পরম সুন্দরী রমণীগণ যাঁহাকে ব্যজন করে, আজি সেই রামচন্দ্র বনে গিয়া কোথায় বৃক্ষমূলে, কাষ্ঠ ও প্রস্তরখণ্ডে মস্তক দিয়া শয়ন করিবেন। উঠিবার সময়ে

বন্দীগণ সুস্বরে যাঁহার স্তুতি পাঠ করিত, আজি তিনি ধূলি-ধূসরিত হইয়া গাত্রোত্থান করিবেন। গজরাজ যেরূপ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে প্রস্রবণ হইতে উত্থিত হয়, আজ রজনী প্রভাতে আমার রামচন্দ্র হয় ত কোন গিরিগুহা হইতে উত্থান করিবেন। তিনি যখন উঠিয়া গমন করিবেন, তখন বনচারী পুরুষেরা দেখিবে, লোকনাথ অনাথের ন্যায় গমন করিতেছেন। জানকী, জনক রাজার পরম প্রিয়তমা কন্যা। আহা! তিনি কখন দুঃখের গন্ধমাত্রও জানেন না। বনে ভ্রমণ করিবার সময় তাঁহার কোমল চরণে কতবার কণ্টক আঘাত হইবে। তিনি কখন বনের বার্ত্তা জানেন না, বন্যজন্তু-দিগের ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার ভয়ের উদ্রেক হইবে। কৈকেয়ি! তোর্ মনস্কামনা সিদ্ধি হইল, তুই বিধবা হইয়া রাজ্যে বাস কর্, আমার রামগত প্রাণ রামকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই বাঁচিবে না।”

লোকে মৃতস্নান করিয়া যেরূপ গৃহে প্রবেশ করে, রাজা দশরথ সেইরূপ রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যখন দেখি-লেন গৃহে ও চত্বরে লোক নাই, পণ্যশালা ও বেদিকা বন্ধ, সকলেই ক্লান্ত, দুর্ব্বল, হতাশ্বাস এবং অযোধ্যার প্রকাণ্ড রাজপথে লোক নাই, তখন প্রতিপদেই তাঁহার রামের কথা স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল। রাজা বিলাপ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন, বোধ হইল যেন, মধ্যাহ্ন সূর্য্য প্রকাণ্ড কাল মেঘে প্রবেশ করিল। গরুড়, সর্প নাশ করিলে মহাহ্রদ যেরূপ হয়, রাম লক্ষ্মণ ও সীতা না থাকায় রাজপুরীও সেইরূপ অবস্থা ধারণ করিল।

রাজা দশরথ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বিলাপ করিতে করিতে অতি ধীরে ধীরে অস্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন, "কৌশল্যার গৃহে আমায় শীঘ্র লইয়া চল, সে স্থান নহিলে আমার এ সন্তপ্ত হৃদয়ের সান্ত্বনা হইবে না।"

রাজার এইরূপ কাতর উক্তি শ্রবণ করিয়া সকলে তাঁহাকে কৌশল্যার গৃহে লইয়া গেলে, তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায়! পুত্রদের এবং পুত্রবধূর বনগমনে সমস্ত রাজভবন আজ চন্দ্র শূন্য আকাশের ন্যায় মলিন বেশ ধারণ করিয়াছে, সকলেই নিরানন্দ। শোকে ও দুঃখে কাহারও বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না।" পুরীর এই অবস্থা দেখিয়া রাজা দুই হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে "হা রাম! তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে, আর কেনই বা আমায় ত্যাগ করিলে। যাহারা পুনরায় তোমায় দেখিতে পাইবে, পুনরায় তোমায় আলিঙ্গন করিবে, তাহারাই মনুষ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহারাই যথার্থ সুখী। কিন্তু রাম বিহনে দশরথের প্রাণ কি ততদিন জীবিত থাকিবে? আর কি আমি তোমাদের দেখিতে পাইব?" এই বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইলে রাজার বোধ হইতে লাগিল, যেন কালরাত্রি উপস্থিত। অর্দ্ধ রাত্রে রাজা দশরথ কৌশল্যাকে বলিলেন, "প্রিয়ে কৌশল্যে! আমি তোমায় দেখিতে পাইতেছি না, আমায় ধর। আমার দৃষ্টি রামের সঙ্গে গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসিতেছে না। কৌশল্যে! রাম আমার ফিরিয়া না আসিলে এ দুঃখ ত কিছুতেই যাইবে না। হায়!

কেন আমি দুষ্টার কথায় স্বীকৃত হইয়াছিলাম। আর না—সুমন্ত্রকে ডাক—সুমন্ত্র—সুমন্ত্র—রথ রক্ষা কর—আমার রামকে একবার দেখাও।" কৌশল্যা দেখিলেন, রাজা শয্যায় শয়ন করিয়াও নিদ্রা যাইতে পারিতেছেন না, ক্রমাগত রামের কথাই আন্দোলন করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, তখন তিনি রাজার নিকটে বসিয়া কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

তেতাল্লিশ সর্গ।

কৌশল্যার বিষাদ।

রাজা দশরথকে শোকে আচ্ছন্ন দেখিয়া পুত্রশোকাতুরা কৌশল্যা বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! কৈকেয়ী কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় কুটিলমতি। সে আমার রামের উপর তাহার কুটিলতা রূপ মহাবিষ নিক্ষেপ করিয়া নির্ম্মোকমুক্ত সাপিনীর ন্যায় বিচরণ করিবে। রামকে বনবাস দিয়া সে আপন মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে, এখন সেই সুখী, সেই সৌভাগ্যবতী। গৃহস্থিত সাপিনীর ন্যায় সে আমার দারুণ ভয়ের কারণ হইবে। রাম অযোধ্যায় থাকিয়া যদি ভিক্ষা করিয়া খাইত, সেও আমার পক্ষে ভাল ছিল। সে কৈকেয়ীর দাস হইলেও আমার মনে ক্ষোভ হইত না। হায়! আমার সোণার রাম মহাবাহু, ধনুর্দ্ধারী। এতক্ষণ ভার্য্যা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে প্রবেশ করিয়াছে। মহারাজ! আপনি কৈকেয়ীর মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য তাহাদিগকে বনে পাঠাইলেন, কিন্তু দুঃখ কাহাকে বলে তাহারা কখন জানে না, বলুন দেখি, ঘোর বনে তাহাদের কত কষ্ট হইবে? তাহাদের তরুণ বয়স, ভোগের সময়, কোথায় উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিবে, না বনে গিয়া ফলমূল ভক্ষণ করিতে হইল। রাজার পুত্র, সুশোভিত রাজ অট্টালিকায় সুখে নিদ্রা যাইবে, না বৃক্ষতলে ধূলি শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে হইল! মহারাজ! কবে চতুর্দ্দশ

বৎসর পূর্ণ হইবে? কবে আমার রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বন হইতে ফিরিয়া আসিবে। আমার রাম ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া কবে অযোধ্যানগরী ধ্বজা পতাকায় সুশোভিত হইয়া উঠিবে? কবে আবার অযোধ্যার যশে দিগন্তর পূর্ণ হইবে? কবে আবার অযোধ্যার নামে শত্রুগণ কম্পিত হইবে? কবে আবার রাম লক্ষ্মণ ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া, এ নগরী অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সাগরের ন্যায় আনন্দে ফুলিয়া উঠিবে? বৃষভ যেমন গাভীকে অগ্রে করিয়া আগমন করে, কবে আমার রাম সীতাকে অগ্রে লইয়া সেইরূপ অযোধ্যায় প্রবেশ করিবে? কবে সেই কুণ্ডলশোভিত বদনমণ্ডলী আবার দেখিব? কবে আমার রামচন্দ্র নগর প্রদক্ষিণকালে ব্রাহ্মণগণের হস্ত হইতে ফল এবং স্ত্রীগণের নিকট হইতে পুষ্প উপঢৌকন গ্রহণ করিবেন? কবে রাম তরুণ বয়সে দেবতাদিগের ন্যায় বহুদর্শী ও জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া অযোধ্যানগরী সুশোভিত করিবেন? সুবৃষ্টিতে যেরূপ প্রজাদিগের আনন্দ হয় রামের সুশাসন কবে লোকের সেইরূপ প্রীতিবিধান করিবে? হায়! আমি জন্ম-জন্মান্তরে যে কত পাপ করিয়াছি, কত গাভীকে বৎসহারা করিয়াছি, তাই আমাকে এ বিষময় ফল ভোগ করিতে হইল। কোন্ দিক হইতে অলক্ষিতভাবে ভয়ানক সিংহ আসিয়া আমার বৎসটীকে অপহরণ করিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পূর্ব্ব সঞ্চিত পাপরাশি না থাকিলে কৈকেয়ীর সাধ্য কি আমার হৃদয়ের একমাত্র ধন রামকে বনে পাঠায়। রাম আমার সর্ব্বগুণাকর, সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ। রাম যে আমার একমাত্র পুত্র, রাম ভিন্ন যে আমার আর কেহ নাই। আমার

রাম লক্ষ্মণকে না দেখিয়া আমি কোন ক্রমেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। পুত্রশোকে আমার শরীর একেবারে জর্জ্জরিভূত হইয়াছে। আমার আর কিছুমাত্র শক্তি নাই, আমার জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। গ্রীষ্মকালে ভগবান সূর্য্য যেমন তীব্ররশ্মি প্রহারে সমস্ত জগৎকে নিপীড়িত করেন, সেইরূপ পুত্রশোক সমুত্থিত এই নিদারুণ যন্ত্রণায় আমাকে নিতান্ত কাতর ও দগ্ধ করিতেছে।

চুয়াল্লিশ সর্গ।

কৌশল্যার সান্ত্বনা।

কৌশল্যাকে এইরূপে শোকবিহ্বলা দেখিয়া সুমিত্রা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন আর্য্যে! তোমার পুত্র পুরুষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত সৎগুণ বিশিষ্ট। তুমি রত্নগর্ভা, রমণীকুলের গৌরব। তোমায় দেখিলেও পুণ্য হয়। তুমি কেন বিলাপ করিতেছ? তোমার ন্যায় রমণীর এরূপ দীনভাবে রোদন করা কি ভাল দেখায়। আর্য্যে! তোমার পুত্র পিতাকে সত্যবাদী করিবার জন্য রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছেন। তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে ইহকালে তাঁহার মঙ্গল ও পরকালে পরমগতি হইবে। বুদ্ধিমান বিদ্যান লোকেরা সর্ব্বদা তাঁহার প্রশংসা করেন। রামের ন্যায় সর্ব্বগুণাকর পুত্রের জন্য শোক করা কি রাজমহিষী কৌশল্যার উচিত? রামের জন্য তুমি শোক কর কেন? তুমি কি মনে কর বনে রামের কোন কষ্ট হইবে? তাঁহার যত্ন ও সেবায় কোন ত্রুটী হইবে? কখনই না। লক্ষ্মণ রামের নিতান্ত অনুগত, সে রামকে দেবতার ন্যায়, গুরুদেবের ন্যায়, পিতার ন্যায়, ভক্তি করে। তাহার সেবায় রাম বনেও পরম সুখে কালাতিপাত করিবেন। সীতা যদিও কখন বনে বাস করেন নাই, তথাপি বনবাসের কষ্ট তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। পাছে প্রিয়পতির অরণ্য মধ্যে কোন কষ্ট হয়

এই জন্যই জানকী তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। পতিপ্রাণা ভার্য্যা এবং একপ্রাণ ভ্রাতা ছায়ার ন্যায় যাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী তাঁহার আবার দুঃখ কি? তোমার পুত্র আজ সমস্ত ভুবনে কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইল। সত্যবাদী ন্যায়পরায়ণ ও ধর্ম্মাত্মা বলিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আজ তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতেছে। তাঁহার কীর্ত্তি আজ রঘুকুলকে উজ্জ্বল করিল। তুমি অকারণে কেন তাঁহার অশুভ আশঙ্কা করিয়া মনকে চঞ্চল কর? রামের স্বভাব যেরূপ পবিত্র, রামের মন যেরূপ উন্নত, তাহাতে সূর্য্যদেব তীক্ষ্ণ কিরণে রামের কোমল শরীর কখনই সন্তপ্ত করিবেন না। তিনি জানেন রামকে পীড়া দিলে সকলকেই পীড়া দেওয়া হইবে এবং তাঁহারও কলঙ্ক হইবে। রাম সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার প্রফুল্ল মুখ কখন কিছুতেই মলিন হয় না। রাম যখন কোমল তৃণ শয্যায় শয়ন করিবেন, হিমাংশু হিম কিরণ বিতরণ করিয়া তাঁহার আনন্দ উৎপাদন করিবেন। তিমিধ্বজা নামে দানবেন্দ্রকে নিহত করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা যে মহাবীরকে দিব্য অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, বাহুবলে, অস্ত্রবলে এই পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষ আর কে আছে? তিনি গৃহে যেরূপে থাকিতেন অরণ্যেও সেইরূপ অকুতোভয়ে বাস করিবেন। শত্রুরা যাঁহার ধনুর্ব্বাণ দর্শনেই পরাভব স্বীকার করে, সমস্ত সসাগরা এক দিন যাঁহার শাসনাধীনে আসিবে, তাহাঁর আবার বনবাসের ভয় কি? কাল পূর্ণ হইলে তিনি পুনরায় এই অযোধ্যায় রাজা হইবেন। রাম সকলেরই প্রভু, বনবাস কালে সকলেই তাঁহার সাহায্য করিবে। তিনি বনেই থাকুন বা নগরেই থাকুন কিছু

তেই তাঁহার কষ্ট হইবে না ; তিনি বিশুদ্ধ স্বভাব। বনবাস-কাল অতিবাহিত করিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন এবং বৈদেহী ও রাজলক্ষ্মীর সহিত এই কোশল রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। রামকে বনে গমন করিতে দেখিয়া অযোধ্যাবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহার জন্য শোকে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। লক্ষ্মীরূপিণী সীতা, যে অজেয় পুরুষের অনুগামিনী হইয়াছেন তিনি কুশচীর পরিধান করুন বা জটাবল্কলই পরিধান করুন তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। লক্ষ্মণ যাঁহার অগ্রে শরাসন ধারণ করিয়া গমন করিতেছে, এ পৃথিবীতে এমন কেহই নাই যে তাঁহার বিরোধী হয়। রাম মহাপুরুষ, শীঘ্রই বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া তোমার নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিবেন। তুমি শোকমোহ পরিত্যাগ কর, আমার কথা সত্য বৈ কখনই মিথ্যা হইবে না। তুমি শীঘ্রই দেখিবে তোমার পুত্র বনবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তোমার চরণবন্দনা করিতেছে, তখন তিনি নগরে প্রবেশ করিলে সকলে ব্যগ্র হইয়া যখন তাঁহাকে অভিষেক করিবে, তখন তোমার নয়নযুগল হইতে অবিরতধারে আনন্দাশ্রু বহির্গত হইবে। দেবি! তুমি শোক বা দুঃখ করিও না, রামের কখন অমঙ্গল হইবে না। তুমি দেখিও শীঘ্রই রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত প্রত্যাগত হইয়াছেন, দিদি! তুমি দেখ, এই সমস্ত লোক তোমার প্রতিপাল্য। তুমি কোথায় ইহাদিগকে শান্তনা করিবে, না নিজেই দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িতেছে। তোমার এরূপে দুঃখিত হওয়া কোনমতেই উচিত নহে, রামচন্দ্র যাঁহার পুত্র তাঁহার আবার দুঃখ কি?

রামের ন্যায় সৎপথাবলম্বী ও ধার্ম্মিক লোক আর দেখা যায় না। যখন রামচন্দ্র প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুহৃদগণের সহিত সকলকে অভিবাদন করিতে যাইবেন তখন বর্ষাকালীন মেঘাবলীর ন্যায় তুমি নয়নাশ্রু বর্ষণ করিবে। তোমার পুত্র সকলের অভিলষিত ফল প্রদান করেন, তিনি শীঘ্রই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তোমার চরণবন্দনা করিবেন, আর তুমি তাহাকে আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত করিয়া দিবে।”

সুমিত্রা সুবক্তা এবং প্রিয়ভাষিণী ছিলেন নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে রামমাতা কৌশল্যাকে আশ্বাস দিয়া নিবৃত্ত হইলেন। সুমিত্রার কথায় কৌশল্যার শোকের অনেক লাঘব হইল। শরতের মেঘ আর কতক্ষণ বর্ষণ করিবে?

পঁয়তাল্লিশ সর্গ।

ব্রাহ্মণগণের অনুনয়।

সকল লোকই রামচন্দ্রের অনুবর্ত্তী সুতরাং তাহারা সকলেই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। 'যাহার শীঘ্র আগমন সম্ভাবনা আছে বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাদ্গমন করিতে নাই,' এই ভাবিয়া রাজা দশরথ নিবৃত্ত হইলেও রামের একান্ত অনুরক্ত প্রজাগণ নিবৃত্ত হইল না। রামচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অযোধ্যাবাসী সমস্ত প্রজাগণের একান্ত প্রিয় হইয়াছিলেন। তাহারা কোনরূপেই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিল না। সকলে নানা প্রকার বিনয় পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু নিবৃত্ত হইলে পিতৃসত্য ভঙ্গ হইবে ভাবিয়া মহানুভব রামচন্দ্র তাহাদের কথায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি একমনে তাঁহাদের সকল কথা শ্রবণ করিলেন। তাহাদের স্নেহ ও ভক্তি এবং কাতরতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহাদের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া কথা কহিবার অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। পরিশেষে স্নেহ নির্ভর হৃদয়ে কহিলেন, হে অযোধ্যাবাসীগণ! "তোমরা আমার প্রতি যেরূপ প্রীতি প্রদর্শন করিলে, ভরতের প্রতিও তাহাই করিও।

সে কৈকেয়ীর অতি আদরের ধন, যাহা কিছু তোমাদের প্রিয় ও হিতকর সমস্তই সে সম্পাদন করিবে। ভরত বয়সে অল্প হইলেও জ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহার স্বভাব সরল ও কোমল, তাহার সমান বীর ভূতলে প্রায় দেখা যায় না। সেই তোমাদের অধিপতি হইবে এবং তোমাদের সকল বিঘ্ন বিনষ্ট করিবে। রাজার যে সকল গুণ আবশ্যক ভরতে তাহা সমস্তই আছে। রাজকার্য্যে ভরত বিশেষ পারদর্শী, রাজা তাহাকে যুবরাজ করিবেন স্থির করিয়াছেন। তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন করা তোমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তোমরা যদি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি প্রস্থান করিলে যাহাতে মহারাজের কষ্ট না হয় তোমরা সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাই করিবে।"

রামচন্দ্র যতই পিতৃসত্য পালনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন প্রজাগণ ততই তাঁহাকে রাজ্যে থাকিবার জন্য অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। পুরবাসীগণ সকলেই রাম ও লক্ষ্মণের প্রশংসা করিল। তেজস্বী জ্ঞানবান এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, (বয়সে যাহাদের মস্তক পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে) দূর হইতে বলিতে লাগিলেন, "অশ্বগণ। তোমরা কেন দ্রুতবেগে রামচন্দ্রকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ? তোমরা কি জান না যে অল্পক্ষণেই তোমরা তাঁহাকে হারাইবে? তবে কেন অত দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছ? নিবৃত্ত হও; প্রভুর হিতসাধন কর। তোমাদের শ্রবণশক্তি অধিক, তোমাদিগের নিকট আমরা সকলে যাচ্ঞা করিতেছি তথাপি তোমরা নিবৃত্ত হইতেছ না কেন? তোমাদের প্রভু

মহাবীর, পবিত্র স্বভাব শুভকার্য্যে সর্ব্বদাই অনুরক্ত, আদরের সহিত তাঁহাকে বহন করিয়া আনিবে, না তোমরাই তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিতেছ।”

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ করুণস্বরে রোদন ও বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া রামচন্দ্র সহসা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত পদব্রজে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে নিবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকটে গেলেন না, কারণ প্রতিনিবৃত্ত হইলেই ব্রত ভঙ্গ হয় তিনি ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন যে ব্রাহ্মণগণ ক্রমে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে পারেন। রামের স্বভাব অতি সুন্দর ব্রাহ্মণগণের কষ্ট দেখিয়া তাঁহার বাস্তবিকই অত্যন্ত দয়া হইল, এই জন্য তিনি দ্রুত রথ চালাইয়া তাঁহাদিগকে পরিহার করিয়া যাইতে পারিলেন না।

রথ হইতে অবতরণ করিয়াও রামচন্দ্র বনাভিমুখেই গমন করিতেছেন দেখিয়া, ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, “রামচন্দ্র! তুমি আমাদিগের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। এই দেখ আমাদের সঙ্গে আমাদের কন্ধস্থিত অগ্নিও তোমার সহিত গমন করিতেছে। এই দেখ রাজসূয় যজ্ঞে আমরা যে শ্বেতছত্র লাভ করিয়াছি, তাহাও শরৎকালীন মেঘের ন্যায় তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। সূর্য্যদেব যখন তোমার ছত্র শূন্য মস্তকে খরতর কিরণ বিকীর্ণ করিবেন, তখন আমরা যজ্ঞের চিহ্নস্বরূপ এই সকল ছত্রদ্বারা তদুপরি ছায়া প্রদান করিব। আমাদের মন সর্ব্বদা বেদ মন্ত্র অভ্যাসেই পটু ও দৃঢ় ব্রত। আজি তোমার অবস্থা দেখিয়া

কেবল বনবাসের জন্যই ব্যগ্র হইয়াছে। আমরা তোমার সহিত বনে গেলে ত কোন দোষ নাই। আমাদের যে পরমধন বেদ তাহাও আমাদের সঙ্গেই যাইবে। আর আমাদের যে সকল রমণী আছেন, তাঁহারা পতিব্রতা, সুতরাং তাহাদিগকে গৃহে রাখিয়া যাইতে কোন ভয়ই নাই। বিশেষ আমরা বনে যাইব ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়াছি। সে বিষয়ে আমাদের আর বিশেষ বিবেচনা করিবারও প্রয়োজন নাই। তোমার ন্যায় ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণদিগের বাক্য প্রতিপালন না করে তবে সকলেই ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিবে। আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তুমি নিবৃত্ত হও। আমাদের সর্ব্বশরীর ধূলায় ধূসরিত হইতেছে। এই দেখ আমাদের কেশরাশি হংসের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইয়াছে। আমরা অনুনয় করিয়া তোমায় বলিতেছি, তুমি আমাদের অনুরোধ রক্ষা কর। ধর্ম্মপথে তোমার মন স্থির জানি, অতএব ব্রাহ্মণের বাক্য লঙ্ঘন করা তোমার কখনই উচিত নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাঁদের অনেকেই বহুকাল হইতে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, তুমি না থাকিলে ইহাঁদের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে না, বরং নানা প্রকার বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। তুমি না থাকায় যদি যজ্ঞের বিঘ্ন হয়, তবে তাহার সমস্ত পাপ তোমায় অর্শিবে। আর আমরাই যে তোমায় অনুরোধ করিতেছি এরূপ নহে। স্থাবর, জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতগণ তোমায় ভক্তি করে, তাহারা সকলেই যাচ্ঞা করিতেছে। তুমি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। বৃক্ষগণ তোমার অনুগমন করিতে পারিতেছে না।

তাহারা স্থাবর, মূলে তাহাদিকে পৃথিবীর সহিত নিশ্চল-রূপে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাও বায়ুবেগে উন্নত ও অবনত হইতেছে, বোধ হইতেছে যেন তাহারা রোদন করিতেছে। পক্ষিগণ নিশ্চেষ্ট ও আহার সঞ্চয়ে বিরত হইয়া বৃক্ষের একস্থানে স্থিরভাবে অবস্থিতি করতঃ তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছে যে তুমি সর্ব্বভূতে অনুকম্পা প্রদর্শন কর।”

ব্রাহ্মণগণ রামকে নিবৃত্ত করিবার জন্য এইরূপ করুণ স্বরে বিলাপ করিতে করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দূরে তমসা নদী দৃষ্টিগোচর হইল, বোধ হইল যেন তমসাও তরঙ্গ হস্ত বিস্তার করিয়া রামচন্দ্রকে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছে।

সুমন্ত্র পরিশ্রান্ত অশ্বসমূহকে বিমুক্ত করিলে, তাহারা ভূমিতে গাত্রলুণ্ঠন করিতে লাগিল। সুমন্ত্র তাহাদিগকে উঠাইয়া জল পান করাইলেন এবং তমসার তীরে চরাইতে লাগিলেন।

ছেচল্লিশ সর্গ।

তমসা অবতরণ।

রামচন্দ্র রমণীয় তমসাতীরে উপস্থিত হইয়া সীতার উদ্দেশ করিয়া লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই লক্ষ্মণ! আজি আমাদের বনবাসের প্রথম রাত্রি। আজি হইতে আমাদিগের বনবাস গণনা করিতে হইবে। তুমি দীর্ঘ বনবাসের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইও না। পশু পক্ষীগণ আপনাপন আলয়ে আগমন করিতেছে, উহাদের শব্দ সমস্ত অরণ্যে ব্যাপ্ত হইতেছে, শূন্য গর্ভ অরণ্যানীও বোধ হইতেছে যেন আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছে। আমাদের পিতৃ রাজধানীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে অদ্য আমাদের জন্য শোক করিতেছে। রাজা সকলের প্রিয়, সমস্ত লোকে তাঁহার এবং তাঁহার পুত্রগণের প্রতি অনুরক্ত, সুতরাং তাহারা যে আমাদের বনবাসে একান্ত কাতর হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু পিতা মাতার জন্য আমার বড় আশঙ্কা হইতেছে, হয়ত আমাদের জন্য মুহুর্মুহুঃ রোদন করিতেছেন, বোধ হয় তাঁহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইয়া পড়িবেন। ভরত অতিশয় ধার্ম্মিক ও পিতৃবৎসল; ধর্ম্ম কথায় নিশ্চয়ই পিতা মাতাকে সান্ত্বনা করিবে। আমি জানি ভরতের মনে কিছুমাত্র খলকপট নাই, আমি যখন তাহার কথা মনে করি, তখন পিতা মাতার জন্য আমার কিছুমাত্র চিন্তা থাকে না।

তুমি আমার সহগামী হইয়া নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছ। তুমি বৈদেহীর রক্ষাবিষয়ে আমার একমাত্র সহায় হইবে। যদিও এখানে নানাবিধ বন্যফল পাওয়া যাইতে পারে তথাপি আমি অদ্য জল মাত্র পান করিয়া রাত্রি কাটাইব। কারণ জল পানেই আমার রুচি হইতেছে।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন সৌম্য! আপনি সাবধানে অশ্ব রক্ষা করুন। সূর্য্য অস্তগত হইলে সুমন্ত্র অশ্বদিগকে বন্ধন করিয়া তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে ঘাস আনিয়া দিলেন। পরে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাধা করিলেন এবং রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ রামের শয্যা নির্ম্মাণ করিলেন, তমসাতীরে বৃক্ষপত্রে রামচন্দ্রের শয্যা নির্ম্মিত হইল দেখিয়া প্রজাবৃন্দ শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল। রামচন্দ্র সীতার সহিত শয়ন করিতে গেলেন। রাম সীতা নিদ্রিত হইয়াছেন দেখিয়া লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের নিকট রামচন্দ্রের গুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন। রামগুণ গান করিতে করিতে ক্রমে রজনী প্রভাত হইল সে রাত্রে আর লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্রের নিদ্রা হইল না।

তমসার উভয় তীরে গাভিগণ বিচরণ করিতেছে। রামচন্দ্র তীর হইতে কিঞ্চিৎদূরে প্রজাগণের সহিত সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন প্রজাগণ সকলেই নিদ্রিত। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "হে সৌমিত্রে! তুমি দেখ প্রজারা আমাদিগের একান্ত অনুরক্ত, গৃহে উহাদিগের কিছুমাত্র আসক্তি

নাই। দেখ উহারা বৃক্ষমূলে কি অবস্থায় নিদ্রা যাইতেছে। উহারা আমাদিগকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবার জন্য যেরূপ যত্ন করিতেছে তাহাতে বোধ হয় বরং প্রাণত্যাগ করিবে তথাপি আমাকে না লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। এখনও উহারা নিদ্রিত আছে আইস এই সময় আমরা রথে আরোহণ করিয়া শীঘ্র অন্যপথে গমন করি, প্রজাপুঞ্জ আমার একান্ত অনুরক্ত তাহারা আর যে অধিকক্ষণ বৃক্ষমূলে নিদ্রিত থাকিবে এরূপ বোধ হয় না। উহাদের মধ্যে একজনের নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমাদিগের বনগমন দুরূহ হইয়া উঠিবে। প্রজাদিগের এই অনর্থক কষ্ট আর দেখা যায় না। চল শীঘ্র প্রস্থান করি।

রামের এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন, দাদা! আপনি যথার্থ বিবেচনা করিয়াছেন এস্থানে আর বিলম্ব করা হইবে না আপনি শীঘ্র রথে আরোহণ করুন। রাম সুমন্ত্রকে বলিলেন সারথে! শীঘ্র আমরা এস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিব আপনি যত শীঘ্র পারেন রথে অশ্ব যোজনা করুন বিলম্ব হইলে অনুবর্ত্তী প্রজাগণের অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া বনে যাওয়া কঠিন হইবে, আজ্ঞা পাইবামাত্র সুমন্ত্র সত্বরেই রথ প্রস্তুত করিয়া রামচন্দ্রকে করযোড়ে বলিলেন রাজকুমার! রথ প্রস্তুত, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শীঘ্র আরোহণ করুন।

রামচন্দ্র রথে আরোহণ করিয়া তমসা নদী পার হইলেন, তমসার জল ঘূর্ণায়মান হইলেও কিছুতেই রথবেগ নিবৃত্ত করিতে পারিল না। রামচন্দ্র অল্পক্ষণ মধ্যে নদী পার হইয়া নিষ্কণ্টকে প্রশস্ত রাজমার্গ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি পুরবাসী-

গণের ভ্রম জন্মাইয়া দিবার জন্য রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সারথিকে বলিলেন আপনি উত্তরমুখে কিছুদূর রথ চালনা করুন, পরে দ্রুতবেগে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিবেন। রামের কথা শুনিয়া সুমন্ত্র তাহাই করিলেন এবং যে পথ দিয়া তপবনে গমন করিতে হয় রামচন্দ্রকে লইয়া সেই পথে রথ চালনা করিলেন। কেবল যাত্রার মঙ্গলাচরণ জন্য একবার রথখানি উত্তরমুখে করিয়া রাখিয়া পরে আবার দক্ষিণমুখে গমন করিলেন।

সাতচল্লিশ সর্গ।

প্রজাদিগের নগরে প্রত্যাগমন।

রজনী প্রভাত হইলে পৌরগণ রামচন্দ্রকে না দেখিয়া শোকে অভিভূত, নিশ্চেষ্ট ও হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে চারিদিকে রামচন্দ্রের অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু কোন দিকেই তাঁহার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইল না। তখন তাহারা রামচন্দ্রকে না পাইয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিল, নিদ্রার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা পরমধন রাম-ধনকে হারাইলাম। ধিক আমাদের নিদ্রায়, হায়! এতদূর আসিয়া শেষে সামান্য নিদ্রার জন্য সর্ব্বস্ব হারা হইলাম। রাম প্রজাবৎসল তবে কেমন করিয়া ভক্ত প্রজাবৃন্দকে অনাথ করিয়া বনে গমন করিলেন। আমরা এইখানে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে থাকি আর অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব না, রাম বিহনে আমাদের বনবাসই মঙ্গল, রামরহিত জীবনে আমাদের প্রয়োজন কি? এখানে প্রচুর পরিমাণে শুষ্ক কাষ্ঠ পাওয়া যায় আজ আমরা সেই কাষ্ঠে চিতা প্রজ্জ্বলিত করিয়া অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিব। আমরা নগরে ফিরিয়া গেলে নগরবাসীগণ যখন জিজ্ঞাসা করিবে তখন কি উত্তর দিব? আমরা কি বলিব যে নির্ম্মল হৃদয় প্রিয়বাদী রামচন্দ্রকে বনে দিয়া আসিয়াছি? না, প্রাণ থাকিতে একথা আমরা কখনই বলিতে পারিব না। রামকে না লইয়া নগরে প্রবেশ করিলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই

আমাদের নিন্দা করিবে, আমরা রামচন্দ্রের সমভিব্যাহারে অযোধ্যাপুরী হইতে বহির্গত হইয়াছি। এখন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কিরূপে নগরে প্রবেশ করিব। পুরবাসীগণ মস্তকে করাঘাত করিয়া বৎসহীন গাভীর ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিল। চিহ্ন অনুসারে কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাম কোন পথে গিয়াছেন কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। তখন বিষাদে একান্ত অভিভূত হইয়া রথচক্রের চিহ্ন অনুসারে পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইল এবং কাতরস্বরে দেবতারা প্রতিকূল নতুবা রামচন্দ্র আমাদিগকে ফেলিয়া যাইবেন কেন? পরে তাহারা যে পথে অযোধ্যা হইতে আগমন করিয়াছিল সেই পথে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অযোধ্যায় সমস্ত লোক রামের বিরহে একান্ত কাতর হইয়াছিল। যখন অযোধ্যা নগর পৌরগণের নয়নপথে পতিত হইল, তখন শোকে ও ক্ষোভে সকলেরই মন আকুল হইয়া উঠিল। তাহারা দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া অনবরত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। রাম বিনা অযোধ্যানগর শোভাহীন হইয়াছিল। আকাশে চাঁদ না থাকিলে সে আকাশ কি কাহার নয়নরঞ্জন করিতে পারে? জল শুষ্ক হইলে সমুদ্রের কি পূর্ব্বের ন্যায় সৌন্দর্য্য আর দেখিতে পাওয়া যায়? প্রজারা শ্রীভ্রষ্ট নগরে প্রবেশ করিয়া শোকে একান্ত কাতর হইয়া পড়িল। গৃহ প্রবেশ কালে নিজগৃহকে পরগৃহ বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। কে আপন কে পর তাহা স্থির করিতে পারিল না।

আটচল্লিশ সর্গ।

পৌরনারী বিষাদ।

যখন রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া নগরবাসীগণ নিবৃত্ত হইল, তখন শোকে সকলেরই নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। কাহারও বাঁচিবার ইচ্ছা রহিল না। সকলেই একান্ত বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ। সকলেই মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত। কাহার মনে সুখ নাই বোধ হইতে লাগিল যেন সকলেই নির্জ্জীব। প্রজাগণ আপনাপন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাদের নয়নাশ্রুতে পৃথিবী প্লাবিত হইল। প্রবল বাষ্পভরে তাহাদিগের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। অনবরত অশ্রুপাতে তাহাদিগের দৃষ্টি লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। কাহারই মনে হর্ষ বা আমোদ রহিল না। বণিকগণ পণ্যদ্রব্য প্রসারণ রহিল না। আপন শ্রেণী অবরুদ্ধ রহিল। গৃহস্থেরা পাকাদি ক্রিয়ায় বিরত রহিল। প্রতি গৃহে রমণীগণ রোদন করিতে লাগিল। তাহাদের স্বামীরা যখন রামকে বনে রাখিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, তখন তাহারা তাহাদিগকে নানা প্রকার তিরস্কার করিতে লাগিল। প্রবল অঙ্কুশাঘাতে হস্তী সমূহ যেরূপ অত্যন্ত কাতর হয়, রমণীগণের বাক্যবাণে আহত হইয়া অযোধ্যাবাসীগণও সেইরূপ কাতর হইয়া পড়িল। যাহারা রামকে দেখিতে পায় না, তাহাদের কি গৃহে, কি

পরিবারে, কি ধনে, কি পুত্রে কিছুতেই সুখ নাই। পৃথিবীতে লক্ষ্মণই ধন্য, কারণ তিনিই কেবল রামচন্দ্রের দর্শনসুখের অধিকারী হইয়াছেন। রাম কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন না, রামের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। রামচন্দ্র অরণ্যমধ্যে নদী ও পুষ্করিণীর জলে অবগাহন করিয়া স্নিগ্ধ হইবেন, পদ্মিনীর গন্ধাঘ্রাণে তাঁহার নাসিকা তৃপ্ত হইবে। রাম যখন বিচিত্র বৃক্ষ লতা শোভিত কাননমধ্যে প্রবেশ করিবেন, তখন সে কানন কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে। যখন তিনি নদীর জলপ্লাবিত দেশে বিচরণ করিবেন অথবা সানুমান পর্ব্বতে অধিরোহণ করিবেন তখন সে নদী ও সে পর্ব্বতের কি অপূর্ব্ব শোভাই হইবে। পর্ব্বতগণ প্রিয় অতিথি রামচন্দ্রের অভ্যর্থনা না করিয়া কোনরূপেই ক্ষান্ত থাকিবে না। রামকে দেখাইবার জন্য বৃক্ষসমূহ বিচিত্র কুসুমাভরণ পরিধান ও নানা মঞ্জরীতে সুশোভিত হইবে এবং ঝঙ্কারার্থ ভ্রমর সমূহকে আহ্বান করিবে। রাম উপস্থিত হইলে পর্ব্বত সমূহ তাঁহার অভ্যর্থনার্থ অকালে সর্ব্বপ্রকার পুষ্প ও ফল ধারণ করিবে। পর্ব্বতগাত্র হইতে নির্ম্মল জল বাহির হইবে এবং বিচিত্র নির্ঝর সকল ঝম্ ঝম্ রবে দিগন্ত পরিপূর্ণ করিয়া দিবে। পর্ব্বতস্থিত বৃক্ষ সমূহ রামের পরিতৃপ্তির জন্য বিবিধ প্রকারে যত্ন করিবে। রামচন্দ্র তাহার পুষ্প ও পল্লব সংগ্রহ করিয়া সুকোমল শয্যা রচনা করতঃ তাহাতে শয়ন করিবেন কিন্তু হায়! আমাদিগের কি দুর্দ্দশা হইল। রাজপুত্র অতি বলবান ও পরাক্রমশালী। তাঁহার নিকট সার্দ্দুল বরাহের

ভয় নাই। তিনি এখনও বহুদূরে যাইতে পারেন নাই। আমরা নিশ্চয় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। প্রভুর পদছায়া লাভই আমাদের পরম সুখ। তিনি আমাদের নাথ, তিনি আমাদের পতি, তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। আমরা সীতার পরিচর্য্যা করিব। তোমরা রামচন্দ্রের পরিচর্য্যা করিও। এই প্রকারে পৌর বধূগণ দুঃখিত হইয়া স্বামীদিগের নিকট বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা অরণ্যে গেলে রামচন্দ্র তোমাদের যোগক্ষেম সাধন করিবেন। সীতা রমণী হইয়াও তোমাদের যোগক্ষেম সাধন করিতে সক্ষম হইবেন। অযোধ্যায় বাস এক্ষণে অত্যন্ত অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। এখানকার সকল লোকই নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এখানে আর কিছুমাত্র সুখ নাই, লোকের মনে আর স্ফূর্ত্তি থাকিবে না। কৈকেয়ী অসদুপায়ে রাজ্যলাভ করিয়াছে। তাহার রাজ্যে আমাদিগকে অনাথের ন্যায় বাস করিতে হইবে এ রাজ্যে বাস করিতে হইলে আমাদের জীবনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। পুত্র বা ধন লইয়া আমরা কি করিব? কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য স্বামী ও পুত্রকে ত্যাগ করিয়াছে সে কখন কাহার সর্ব্বনাশ করিবে কে বলিতে পারে? কৈকেয়ী যতদিন জীবিত থাকিবে আমরা পুত্রদিগের মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিতেছি প্রাণ থাকিতে তাহার রাজ্যে কখনই বাস করিব না। যে কঠিন হৃদয়া রমণী রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বনে পাঠাইয়াছে সে পাপীয়সি অধর্ম্মচারিণীর রাজ্যে আর কাহার সুখ হইবে? অযোধ্যার সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, আর মঙ্গল নাই, যাগযজ্ঞাদি বন্ধ হইল,

ধর্ম্ম কর্ম্মে আর লোকের উৎসাহ থাকিবে না। এক কৈকেয়ীর দোষে রাজ্য শুদ্ধ উৎসন্ন যাইবে। রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া রাজা দশরথ কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। দশরথের স্বর্গ লাভ হইলে নিশ্চয়ই সমস্ত রাজ্য নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব হে প্রজাগণ! তোমরা হয় বিষ পান কর, না হয় রামের অনুগমন করিয়া জীবন সার্থক কর। এ রাজ্যে আর বাস করিও না, এখানে তোমাদের উপার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। তোমরা এক্ষণে আপনআপন উপায় অন্বেষণ কর। ছল করিয়া পাপীয়সী কৈকেয়ী রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে বনে পাঠাইয়া দিল। ভরত রাজা হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহাদিগকে বনে পাঠাইবার কি আবশ্যক ছিল। রামকে দেখিতে পাইলে আমাদের মনে এত কষ্ট হইত না। রামচন্দ্রের মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট, শত্রু বিনাশে তাঁহার অসীম পরাক্রম, তাঁহার বাহু যুগল আজানুলম্বিত, লোচন পদ্মপলাশের ন্যায় সমুজ্জ্বল। লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনিই প্রথমে সকলকে আহ্বান করেন, তাঁহার স্বভাব অতি সুন্দর, তাঁহার বাক্য সুমধুর। তিনি সত্যবাদী এবং সকলের প্রিয়দর্শন। হায়! মত্তমাতঙ্গ যাঁহার পরাক্রমে ভীত হয়, সেই পুরুষ ব্যাঘ্র, আজ কোন অরণ্য আলো করিয়া আছেন।”

মহামারী উপস্থিত হইলে লোকে যেরূপ কাতর হইয়া বিলাপ করে, পৌর স্ত্রীরা সেইরূপ কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। সমস্ত দিনে তাহাদের বিলাপের অবসান হইল না। ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তগত হইলেন এবং রজনী

সমাগত হইল, কিন্তু হোমাগ্নি আর প্রজ্বলিত হইল না। অধ্যয়ন ও শাস্ত্রালাপ একবারে বন্ধ হইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল, যেন সমস্ত নগরী ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে। বণিকদিগের পণ্যশালা সকল নীরব হইল। পুর-বাসীদিগের আনন্দধ্বনি আর শ্রুতিগোচর হইল না। সকলে অনাহারে থাকিল। তারকারাজি অন্তর্হিত হইলে আকাশের যেরূপ কিছুমাত্র শ্রী থাকে না, শ্রীরাম বিহনে অযোধ্যানগরীরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হইল। প্রিয় পুত্র বিদেশে গমন করিলে রমণীগণ যেরূপ ক্রন্দন করে, সেইরূপ রামের জন্য কাতর হইয়া অযোধ্যাবাসিনীগণ বিহ্বলচিত্তে রোদন করিতে লাগিল। প্রলয় কালে মহা সমুদ্রের জল শুষ্ক হইয়া গেলে তাহার অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হয়, রামের অভাবে আজি অযোধ্যা নগরীর সেই ভাব উপস্থিত হইল। নৃত্য গীত উৎসব বাজনা বাদ্য সমস্ত রহিত হইল, আমোদ আহ্লাদ একেবারে বন্ধ হইল, সকলেই শোকে ম্রিয়মাণ হইল।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

রামের নদী পার।

অযোধ্যাবাসীগণকে বঞ্চনা করিয়া যে রাত্রে রামচন্দ্র পলায়ন করেন, সেই রাত্রেই তিনি অনেক দূর গমন করিয়াছিলেন। পিতৃসত্য পালনে তাঁহার মন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সেই চিন্তা ভিন্ন তাঁহার আর অন্য চিন্তা ছিল না। যাইতে যাইতে সে শুভ রাত্রি প্রভাত হইল। সকলে সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া জনপদে প্রবেশ করিলেন। তাহাঁরা দেখিলেন গ্রামের সীমান্তেও উৎকৃষ্ট কৃষি কার্য্য হইতেছে। বন সকল পুষ্প ও ফলে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। রাজার সুশাসনে সমৃদ্ধিশালী প্রজাবৃন্দের সুখ ও সৌষ্ঠব দেখিতে দেখিতে তাঁহারা দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে শুনিলেন গ্রামস্থিত প্রজাগণ বলিতেছে, "রাজা দশরথ কি ভয়ানক স্ত্রৈণ! পাপিষ্ঠা কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী কি নিদারুণ কর্ম্মই করিয়াছে। এমন পরমধার্ম্মিক রাজপুত্রকে কোন প্রাণে বনবাসে দিবার প্রস্তাব করিল, তাহার মনে কি দয়ার লেশমাত্রও নাই। হায়, রাজা দশরথেরই বা কি কঠিন প্রাণ, তিনি কি বুঝিয়া এমন পুত্রকে বনে পাঠাইলেন! রামচন্দ্র রাজ্যের রক্ষক, প্রজাদিগের একমাত্র আশ্রয়, আর্ত্তজনের একমাত্র সহায়। হায়! রাম বনে গিয়াছেন শুনিয়া আমাদেরও গৃহে থাকিতে ইচ্ছা হয় না।" কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ সকল গ্রামের লোকের মুখে এই

কথা। রাম এইরূপ শুনিতে শুনিতে ক্রমে কোশলরাজ্য অতিক্রম করিলেন। পরে বেদশ্রুতি নামে পবিত্র সলিলা নদী পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া রামের রথ গোমতী তীরে উপস্থিত হইল। গোমতীর জল অতি শীতল, তাহার জলময় তীরভূমিতে অসংখ্য গোবৃন্দ বিচরণ করিতেছে। গোশ্রেণীর মধ্য দিয়া বেগবতী গোমতী উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া সাগরের সহিত মিশ্রিত হইবার জন্য প্রবলবেগে গমন করিতেছেন। রামচন্দ্র শীঘ্রগামী অশ্বের সাহায্যে গোমতী অতিক্রম করিয়া স্যন্দিকানাম্নী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। স্যন্দিকার উভয় তীরে ময়ূর ও হংস সমূহ বিচরণ করিতেছে। মহারাজ মনু পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুকে যে বহুজনাকীর্ণ রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, স্যন্দিকাই তাহার দক্ষিণ সীমা। উহার চতুঃপার্শ্বে অযোধ্যা সম্রাজ্য ভুক্ত বহুতর ক্ষুদ্র রাজ্য। রামচন্দ্র সীতাকে এই সমস্ত দেখাইতে লাগিলেন।

সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া রামচন্দ্র মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি কবে আবার পিতা মাতার শ্রীচরণ দর্শন করিব। কবে আবার অযোধ্যার প্রজাদিগকে দেখিতে পাইব। কবে বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতি ঋষিগণের মুখে ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কর্ণ পবিত্র করিতে পারিব। কবে আবার নির্ম্মল সলিলা সরযূর জলে স্নান করিয়া শরীর পবিত্র করিব। কবে আবার পুষ্পপরিশোভিত সরযূতীরস্থ বনভূমিতে মৃগয়া করিয়া বেড়াইব। লোকে মৃগয়াকে ব্যসন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, কিন্তু মৃগয়ার অত্যাসক্তিই ব্যসন।

আমি মধ্যে মধ্যে সরযূবনে মৃগয়া করিতে বাঞ্ছা করি। আমার মৃগয়ায় বড়ই আমোদ হয়। বিশেষতঃ রাজর্ষিগণের ইহা ভিন্ন আমোদের অন্য উপায় নাই। উহাঁদের জন্যই মৃগয়ার সৃষ্টি হইয়াছে।

এইরূপে সারথির সহিত নানা বিষয়িণী কথা বার্ত্তায় রামচন্দ্র অনেক পথ অতিক্রম করিলেন।

পঞ্চাশ সর্গ।

গুহক চণ্ডালের সহিত মিলন।

রামচন্দ্র রমণীয় বিশাল কোশল রাজ্যের সীমায় উপস্থিত হইয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া অযোধ্যাকে সম্বোধন করিয়া কর-যোড়ে বলিতে লাগিলেন, "পুরীশ্রেষ্ঠে! কাকুৎস্থ বংশীয়গণ বহুকাল হইতে তোমাকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, আমি তোমার নিকট বিদায় হই। যে সকল দেবতা তোমাকে পালন করেন ও যাঁহারা তোমাতে অধিষ্ঠান আমি তাহাঁদিগকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছি। আমি বনবাস ব্রত সমাপন করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া পিতা মাতা ও অন্যান্য বন্ধুবর্গের সহিত আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

উদ্দেশে অযোধ্যাকে এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া গুণনিধান রামচন্দ্র দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া জনপদবাসীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ ও দয়া প্রকাশ করিয়াছ, আর দুঃখ করিও না। অধিকক্ষণ ক্ষোভ করিলে ও কান্দিলে অনেক অমঙ্গল হয়, অতএব আপন আপন কার্য্যে গমন কর, আর শোক করিও না। আমি সত্বরই আবার তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

জনপদবাসীগণ মহাত্মা রামচন্দ্রকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে কেহ ফিরিয়া গেল, কেহ

কেহ বা দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে রামচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রহিল। রাম সন্দর্শনে কিছুতেই তাহাদের তৃপ্তি হইল না। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগমে সূর্য্যদেব যেমন দৃষ্টিপথ অতিক্রম করেন, রামচন্দ্র সেইরূপ তাহাদের নয়নপথ অতিক্রম করিলেন। তিনি কোশল রাজ্য পশ্চাৎ করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। কোশল দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে রামচন্দ্রের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অযোধ্যানগরী ধন, ধানে পরিপূর্ণ, তাহার উদ্যান সকল উৎকৃষ্ট আম্রবৃক্ষরাজিতে পরিবেষ্টিত, বাপী সকল পবিত্র জলে পরিপূর্ণ, গো অশ্বাদি পশুগণ সতত উহার প্রশস্ত প্রান্তর মধ্যে বিচরণ করে। ধর্ম্মাত্মা সাধু লোকেরা বাস করেন, প্রাতঃসন্ধ্যায় বেদধ্বনীতে যে স্থান পরিপূর্ণ হয়, যাহার এক একটী জনপদ এক এক রাজার রাজধানীর উপযুক্ত, আজি সেই রমণীয় দেশের রাজপুত্র পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে চলিলেন। অন্য লোক হইলে আজি তাহার ক্রন্দনে দিগন্ত আকুল হইত, কিন্তু রামচন্দ্রের স্বভাব ধীর ও পবিত্র। অযোধ্যা পরিত্যাগে তাঁহার মনে যে দারুণ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, বাহিরে তাহার কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই। এইরূপে কোশল দেশ পশ্চাৎ করিয়া রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে রথের বেগ মন্দীভূত করিতে বলিলেন। কারণ এ প্রদেশে আর প্রজারা আসিয়া তাঁহার জন্য শোক করিবে না। ক্রমে তিনি অনেক রাজ্য পার হইয়া রমণীয় উদ্যানরাজিতে পরিশোভিত নগরমালা সন্দর্শন করিতে করিতে রমণীয় সৈকতশোভিত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গার পবিত্র তীরে ঋষিদিগের

তপোবন। তাহার শোভা অতি চমৎকার, ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ গঙ্গার পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া প্রত্যহ নিজ পাপের শান্তি করেন। অপ্সরাগণ গঙ্গাজলে স্নান করিয়া পরমানন্দ লাভ করে। দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ পবিত্র বায়ু সেবনার্থ গঙ্গাতীরে বিচরণ করিয়া উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করে। দেবতাদিগের জন্য গঙ্গার একটী ঊর্দ্ধবাহিনী শাখা আছে। তাঁহাদিগের নিমিত্ত উহাতে স্বর্গীয় হেমপদ্ম উৎপন্ন হয়। শিলাময় প্রদেশে যখন গঙ্গাতরঙ্গ প্রবলবেগে পতিত হয়, তখন বোধ হয় যেন তিনি অট্টহাস্য করিতেছেন। যখন ফেন-পুঞ্জে পরিপূর্ণ হন তখন বোধ হয় মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। গঙ্গার জল কোথায়ও বেণীর ন্যায় সংকীর্ণ হইয়া যাইতেছে, কোথায় আবর্ত্তমালায় সুশোভিত হইতেছে, কোথাও স্তিমিত ও গম্ভীর কোথাও বা ভীমবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও গভীর নির্ঘোষে দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। কোথাও ভীষণ শব্দে স্রোতবৃন্দের মনে ভয় উৎপাদন করিতেছে। কোথাও দেবসঙ্ঘে শোভমান, কোথাও নির্ম্মল পদ্মিনী সমূহে ব্যাকুল, কোথাও নির্ম্মল পদ্মে সংকুল, কোথাও বিস্তীর্ণ পুলিনে শোভিত, কোথাও নির্ম্মল বালুকার উপরি প্রবাহিত। কোথাও হংস ও সারসের শব্দে নিনাদিত, কোথাও চক্রবাকের পক্ষ শোভায় সুশোভিত। মদমত্ত পক্ষী সমূহ সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে। কোথাও তীর তরু সমূহে সন্ধ্যার গলে মালা পরাণ বোধ হইতেছে। কোথাও প্রস্ফুটিত উৎপলে আচ্ছন্ন, কোথাও পদ্মবনে পরিপূর্ণ, কোথাও কুমুদ খণ্ড, কোথাও কুমুদ মুকুলে সুশোভিত। কোথাও নানা পুষ্পধূলিতে আচ্ছাদিত

হইয়া গঙ্গা মদমত্তা রমণীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। সর্ব্বত্র গঙ্গাস্নানে পাপ সমূহ দূরীভূত হয়, গঙ্গাজল সর্ব্বত্র দেখিতে মণির ন্যায় নির্ম্মল। দিগ্‌গজ, বামগজ, মত্তহস্তী ও ঐরাবত সকল আসিয়া গঙ্গাজলে ক্রীড়া এবং ঘোরনাদে বনান্তর পরিপূর্ণ করিতেছে। রামচন্দ্র দেখিলেন, গঙ্গা যেন অতি যত্নে ফল, পুষ্প, পল্লব, গুল্ম এবং পক্ষী প্রভৃতি উত্তম অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া প্রমদার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। কলুষনাশিনী গঙ্গা বিষ্ণুপদ হইতে অবতীর্ণা হইয়া পাপীর উদ্ধার করিতেছেন। হাঙ্গর, কুম্ভীর ও ভুজঙ্গ প্রভৃতি জলজন্তুগণ সর্ব্বদা গঙ্গাজলে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ইনি ভগীরথের প্রভাবে মহাদেবের জটাজুট হইতে পরিভ্রষ্টা হইয়াছিলেন; ইনি সমুদ্রের মহিষী এবং সারস ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পক্ষীসমূহের আবাসভূমি এবং ইনিই আবর্ত্ত ও তরঙ্গ সঙ্কুল হইয়া ক্রমশঃ শৃঙ্গবের পুরের দিকে প্রধাবিত হইয়াছেন।

রামচন্দ্র গঙ্গার এইরূপ শোভা সন্দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন এবং সুমন্ত্রকে কহিলেন, "সূত! আমি আজ এই স্থানে অবস্থিতি করিব। এই নদীর অনতিদূরে বহু পুষ্প প্রবালশোভিত বিশাল ইঙ্গুদী বৃক্ষ দেখা যাইতেছে। আমরা উহারই তীরে অবস্থিতি করিয়া পুণ্যসলিলা ভগবতী ভাগীরথীকে সন্দর্শন করিব। দেব দানব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই যে গঙ্গার এত সমাদর করে, আমরা একান্ত মনে আজ তাঁহাকে সন্দর্শন করিব।"

লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র রামচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষের দিকে রথচালনা করিলেন। রামচন্দ্র সেই রমণীয়

বৃক্ষের নিকটে গিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। সুমন্ত্রও অশ্বদিগকে মোচন করিয়া রামচন্দ্রের সেবার্থ বৃক্ষমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেই দেশে গুহক নামে চণ্ডালজাতীয় একজন রাজা ছিলেন। তিনি রামের প্রাণসখা এবং স্থপতি নামে বিখ্যাত ছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার রাজ্যে শুভাগমন করিয়াছেন শুনিয়া, তিনি বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিবর্গের সহিত রামচন্দ্রের অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। রামচন্দ্র দূর হইতে নিষাদাধিপতিকে আসিতে দেখিয়া প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। গুহক, রামচন্দ্রের বনবাসে অত্যন্ত কাতর হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "সখা! তোমার পক্ষে অযোধ্যা যেমন, এ রাজ্যও সেইরূপ। তোমার ন্যায় পূজ্য অতিথি আর কাহার অদৃষ্টে মিলিবে?" এই বলিয়া নানা প্রকার ভোজ্য পানীয় উপঢৌকন এবং অর্ঘ্য আনয়ন করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, "হে মহাবাহো! তুমি আমার রাজ্যে আসিয়াছ ইহা আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই বিস্তৃত পৃথিবী তোমার, আমরা তোমার দাস মাত্র। তুমি আমাদের প্রভু, তুমিই এই রাজ্য পালন কর। ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্যপেয় সমস্ত আনা হইয়াছে, উৎকৃষ্ট শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে এবং অশ্বদিগের আহারও আনীত হইয়াছে, তুমি এই সকল গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতার্থ কর।" গুহকের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র বলিলেন, 'মিত্র! তুমি আমার প্রতি যে স্নেহ প্রদর্শন করিলে এবং আমার আগমন বার্ত্তা শ্রবণমাত্র, পদব্রজেই আগমন করিয়া আমাদের যেরূপ অভ্যর্থনা করিলে

তাহাতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।” এই বলিয়া নিজ সুগঠিত ভুজদ্বয়ে গুহককে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন “মিত্র! আমি যে বান্ধবগণের সহিত তোমাকে নীরোগ শরীরে দেখিতে পাইলাম ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। তোমার রাজ্য, বন্ধু বান্ধব এবং অধিকৃত বনভূমির সমস্ত মঙ্গল ত? তুমি আমাদের জন্য যে সকল উপঢৌকন আনিয়াছ তাহাতে আমি পরম আহ্লাদিত হইয়াছি কিন্তু আমি উহা গ্রহণ করিতে পারি না। আমি তপস্বী হইয়া বল্কল পরিধান করিয়াছি এবং আমাকে ফল মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে। আমি এখন ধর্ম্মে মন দিয়া বনে গমন করিতেছি, এ সময়ে বিলাস দ্রব্য লইয়া কি করিব? আমি কেবল একটী বিষয়ের জন্য তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি। তুমি আমার অশ্ব দুইটীকে আহার প্রদান কর, তাহা হইলেই আমার সমুচিত সম্মান করা হইবে। এই অশ্বগুলি রাজা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়। ইহাদের সেবা করিলেই আমার সেবা করা হইবে।” গুহক তৎক্ষণাৎ ভৃত্য-বর্গকে শীঘ্র অশ্বগণের শুশ্রূষা করিতে এবং তাহাদের জন্য পান ভোজন আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

পরে রামচন্দ্র বল্কলনির্ম্মিত উত্তরীয় স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলেন এবং লক্ষ্মণের আনীত জল মাত্র পান করিয়া শয়ন করিলেন। রামচন্দ্র সীতার সহিত শয়ন করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহার চরণ প্রক্ষালণ করিয়া তথা হইতে অন্যত্র গিয়া বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গুহক অতি সতর্কতার সহিত ধনুক হস্তে করিয়া

রামচন্দ্রের শরীর রক্ষার্থ, সমস্ত রাত্রি জাগরিত রহিলেন। লক্ষ্মণও নিদ্রা না গিয়া গুহকের সহিত কথা বার্ত্তায় রাত্রি যাপন করিলেন। হায়! সংসারের গতি কি বিচিত্র! যিনি পৃথিবীর রাজা তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইতে হইল, যিনি জন্মাবধি অতুল সুখভোগ করিয়াছেন, তাঁহাকে আজ দুঃখের সাগরে ডুবিতে হইল। সেই দুঃখের রজনী লক্ষ্মণের নিকট যুগের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

একান্ন সর্গ।

গুহক ও লক্ষ্মণের কথোপকথন।

রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের অকৃত্রিম অনুরাগ, এবং তিনি ভ্রাতার জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া গুহক অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এইরূপ প্রগাঢ় ভ্রাতৃভক্তি দেখিয়া লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার অনুরাগ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। তিনি লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই! তোমার জন্য এই সুকোমল শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি ইহাতে শয়ন করিয়া স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম কর। তুমি কখন দুঃখের লেশমাত্রও জান না, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার দুঃখভোগ করিয়া আমার শরীর কঠিন হইয়াছে। আমি রামচন্দ্রের রক্ষার জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিব। পৃথিবীতে রাম অপেক্ষা প্রিয়বস্তু আমার আর কিছুই নাই। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রাম আমার জীবনের জীবন, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ধন। আমি রামচন্দ্রের অনুগ্রহে পৃথিবীতে সুবিস্তীর্ণ যশোলাভ করিয়াছি, করিতেছি ও করিব। রামচন্দ্র হইতে আমার ধর্ম্মলাভ হইবে, অর্থলাভ হইবে এবং মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। আমি স্বয়ং ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া, বন্ধুবর্গের সহিত, প্রিয়সখা ও প্রিয়সখীর রক্ষা সাধন করিব। আমি সর্ব্বদা বনে বনে বিচরণ করি সুতরাং বন মধ্যে আমার কিছুই অবিদিত নাই। এখানে শত্রুপক্ষ যদি চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারেও উপস্থিত হয়, তথাপি

সাহস করিয়া বলিতে পারি কেহই আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।”

গুহকের এইরূপ স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “গুহক! তোমার শরীরে পাপ নাই, তুমি যাহা বলিতেছ তাহাতে অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। তোমার মত মহাত্মা এবং ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীতে পাওয়া ভার। তুমি যখন স্বয়ং রক্ষার ভার গ্রহণ করিতেছ, তখন আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই, কিন্তু তুমি মনে করিও না আমি ভয়ের জন্য জাগরণ করিতেছি। তুমি ত বুদ্ধিমান, বল দেখি যখন রামচন্দ্র সীতাদেবীর সহিত ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তখন আমি কোন্ প্রাণে নিদ্রা যাইব, কোন্ প্রাণেই বা সুখভোগ করিব, কোন্ প্রাণেই বা আমোদ প্রমোদ করিব। দেবাসুর একত্র হইলেও যে রামের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না, আজি দেখ সেই রাম, সীতার সহিত ভূমিতে শয়ন করিয়া আছেন। মহারাজা দশরথ অনেক মন্ত্র যপ করিয়া, অনেক তপস্যা করিয়া, অনেক যাগযজ্ঞ করিয়া এই একটী সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রিয়পুত্র রামচন্দ্র আজ বনবাসী! তুমি কি মনে কর মহারাজ দশরথ আর অধিক দিন বাঁচিবেন? আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, কৈকেয়ী শীঘ্রই বিধবা হইবে। আমার বোধ হয় নারীগণ নিরন্তর ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ করিয়া এতক্ষণ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আমার বোধ হয় সমস্ত রাজবাটী এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আর যে ক্রন্দন করিবে এমন কেহ জীবিত নাই। কৌশল্যা, মহারাজা ও

আমার জননী যে এখনও জীবিত আছেন আমার এমন আশা নাই। আমার মাতা শত্রুঘ্নের মুখ চাহিয়া কথঞ্চিৎ জীবিত থাকিতে পারেন কিন্তু হায়! কৌশল্যামাতার যে একটী বই পুত্র নাই, তিনি যে কোন মতেই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। অযোধ্যাপুরীর সমস্ত লোক রাজার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। অযোধ্যার সকল লোকেই সুখী, কাহারও কোন অমঙ্গল নাই কিন্তু আজ সেই রাজ্যে রাজার মৃত্যুতে সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। প্রাণতুল্য প্রিয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাত্মা রামচন্দ্রকে না দেখিয়া রাজা দশরথের শরীরে কতক্ষণ প্রাণ থাকিতে পারে? রাজার মৃত্যু হইলে কৌশল্যা কখনই বাঁচিবেন না। এবং তাহার পর আমার মাতাও মৃত্যু মুখে পতিতা হইবেন। রাজা 'আমার সব ফুরাইয়াছে, আমার সব ফুরাইয়াছে' বলিয়া নিরন্তর ক্রন্দন করিয়া রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষেক করিবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিবেন। রাজার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে যাহারা তাঁহার প্রেতকার্য্য সমাপন করিবেন, অগ্নি সংস্কার করিবেন, তাঁহারাই পরম সৌভাগ্যশালী, তাঁহারাই ধন্য!

যে অযোধ্যাপুরীর রাজপথ সকল প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত, যাহার চত্বরস্থান সকল রমণীয় ও নয়নরঞ্জন, যাহার হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ সকল সুদৃশ্য ও মনোহর, যাহাতে সমৃদ্ধিশালী বণিকগণ বাস করে, যাহার তূর্য্যধ্বনিতে সর্ব্বদা দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হয়, রথ অশ্ব ও গজ সমূহের গতিবিধিতে যাহার রাজপথে যাতায়াত দুঃসাধ্য, যেখানে সর্ব্বদাই উৎসব, আমরা আসিবার সময় সেই অযোধ্যায় যেরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া আসি-

য়াছি, না জানি এতক্ষণ সেখানে কি সর্ব্বনাশই ঘটিয়াছে। হায়! আমরা কি ফিরিয়া আসিয়া আবার পিতার চরণ দর্শন করিতে পারিব, ততদিন কি তিনি জীবিত থাকিবেন। আবার কি আমরা চতুর্দ্দশ বৎসরের দীর্ঘ বনবাসের পর রামচন্দ্রের সহিত অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পারিব!"

লক্ষ্মণ এইরূপ শোকে অত্যন্ত কাতর ও অধীর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। লক্ষ্মণের এই শোকপূর্ণ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, গুহকের দুই চক্ষু বহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রকাণ্ড হস্তী অঙ্কুশাঘাতে একান্ত কাতর ও ব্যথিত হইয়াছে।

বাহান্ন সর্গ।

গঙ্গা সমুত্তরণ।

রজনী প্রভাত হইলে, রামচন্দ্র ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "ভাই! সূর্য্যোদয়ের সময় উপস্থিত,প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন কর। দেখ আলোক দর্শনে পুলকিত হইয়া, কোকিল প্রভৃতি পক্ষিগণ মধুর স্বরে গান করিতেছে—আর বিলম্ব করা উচিত নয়। গঙ্গা দ্রুতবেগে সাগরাভিমুখে যাইতেছেন। চল আমরাও এই সময় পার হইয়া যাই।" রামের এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ, সুমন্ত্র ও গুহকের নিকট বিদায় লইলেন। মহাত্মা লক্ষ্মণ সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তাঁহার নিকট বিদায় লইতে সকলেরই চক্ষে জল আসিল।

অতঃপর রামচন্দ্র নিষাদাধিপতিকে নৌকা আনিতে আদেশ করিলেন। গুহক রামচন্দ্রের আদেশ মাত্র অমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "শীঘ্র একখানি নৌকা আনয়ন কর। দেখিও নৌকাখানি যেন শক্ত হয়, যেন উহাতে উঠিলে কোন প্রকার কষ্ট না হয় এবং যেন উহাতে একজন ভাল নাবিক থাকে।" অমাত্যগণ তৎক্ষণাৎ ঐরূপ একখানি নৌকা আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন গুহক বিনীতভাবে যোড় হস্তে রামচন্দ্রকে বলিলেন, "দেব! নৌকা আনীত হইয়াছে,আপনি আরোহণ করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন এবং আমাকে আর কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন্।" রামচন্দ্র

কহিলেন, "গুহক তুমি আমার পরম বন্ধু। তোমার দ্বারা আমি অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। আমার জন্য আর তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না, কেবল এই দ্রব্য গুলি নৌকায় উঠাইয়া দাও।" এই বলিয়া রাম তূণীর ও খড়্গ এবং ধনুর্ব্বাণ লইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নৌকাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তখন সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া করুণ স্বরে বলিতে লাগিল, "দেব! এখন আমি কি করিব আদেশ করুন্।" রামচন্দ্র দক্ষিণ হস্তে সুমন্ত্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র রাজার নিকট ফিরিয়া যাও, সর্ব্বদা সাবধানে তাঁহার নিকটে থাকিও।" সুমন্ত্র তথাপি তাঁহার পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যাইতে লাগিল দেখিয়া আবার বলিলেন, "দেখ সুমন্ত্র! তুমি এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে রথে আনয়ন করিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। আর আমরা রথে আরোহণ করিব না, এখান হইতে পদব্রজেই বনে প্রবেশ করিব, তুমি আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র রথ লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও।"

রামচন্দ্র এইরূপে বিদায় দিলে, সুমন্ত্র করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "দেব! সামান্য লোকের ন্যায় যে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত আপনাকে বনে বাস করিতে হইবে, ইহা দেখিয়া কাহার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়। এরূপ দুর্ঘটনা কখনও কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। যখন আপনার ন্যায় মহাত্মাকে এই ঘোর বিপদে পড়িতে হইল, তখন বুঝিলাম, ব্রহ্মচর্য্য, বেদাধ্যয়ন, স্বভাবের সরলতা, কোমলতা প্রভৃতি গুণের কোনই ফল নাই—এ সকলই মিথ্যা। অথবা আপনার

ইহাতে দুঃখ কি? আপনি ভ্রাতা ও সীতার সহিত পিতৃসত্য পালন করিয়া স্বর্গজয়ী হইলেন, কিন্তু আমরা বড় দুর্ভাগ্য যে বহুকাল আপনাকে দেখিতে পাইব না। এখন আমাদিগকে পাপিষ্ঠা কৈকেয়ীর অধীন হইয়া দিবানিশি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।”

সুমন্ত্র ইক্ষ্বাকুকুলের প্রাচীন অমাত্য এবং অতিশয় বুদ্ধিমান। তাঁহার যেরূপ বলা উচিত তিনি সমস্তই বলিলেন। ‘রাম বনে যাইতেছেন’ এই কথা যতবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল তিনি ততবার শোকে একান্ত কাতর হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন এবং মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

সুমন্ত্র কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে, রামচন্দ্র তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া মিষ্টবাক্যে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, “ইক্ষ্বাকুবংশে তোমার ন্যায় সুহৃদ আর কেহ নাই, বিশেষতঃ তুমি পিতার পরম হিতৈষী। তিনি একে বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে আবার অকস্মাৎ এই দারুণ শোকে অধীর হইয়া পড়িবেন, অতএব যাহাতে তিনি আমার জন্য কাতর না হন তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিও। তিনি কৈকেয়ীর সন্তোষের জন্য যখন যাহা কহিবেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া তখনই তাহা করিও। রাজা যখন যে আজ্ঞা করেন, হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করাই, ভৃত্যবর্গের কর্ত্তব্য কার্য্য। অতএব যাহাতে তাঁহার কোন কষ্ট না হয়, যাহাতে তিনি শোকে অভিভূত না হন, সর্ব্বপ্রকারে তাহার চেষ্টা করিও। রাজা কখন দুঃখের লেশমাত্রও জানেন না, তিনি বৃদ্ধ, সর্ব্বজনমাননীয় ও জিতেন্দ্রিয়, তুমি তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাইয়া

বলিও, আমি নগর হইতে নির্ব্বাসিত ও বনবাসে প্রেরিত হইয়াছি বলিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। লক্ষ্মণও তজ্জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নহে। তিনি যেন আমাদের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা না করেন। কি বনে, কি উপবনে, আমরা যেখানেই থাকি, তাঁহার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে আমাদের কোন বিপদ ঘটিবে না। এই চতুর্দ্দশ বৎসর দেখিতে দেখিতেই অতিবাহিত হইবে, তখন আমি লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত, পুনরায় তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিব। সুমন্ত্র। তুমি মহারাজাকে এই সকল কথা বলিয়া, মাতা কৌশল্যা ও অন্যান্য মাতৃগণ, বিশেষতঃ কৈকেয়ীকে বলিও যে, আমরা নীরোগ শরীরে আছি এবং এই দূরদেশ হইতে তাঁহাদিগকে প্রণাম জানাইতেছি। সুমন্ত্র! তুমি পিতাকে বলিও, তিনি যেন প্রাণাধিক ভরতকে মাতুলালয় হইতে শীঘ্র আনয়ন করিয়া, যৌবরাজ্যে অভিষেক করেন এবং যাহাতে রাজ্যমধ্যে সত্বর সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, তদ্বিষয়ে ক্ষণকালের জন্য অবহেলা না করেন। ভরতকে আলিঙ্গন এবং যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলে, আমাদের নিমিত্ত তাঁহার যে দুঃখ হইয়াছে তাহার অনেক পরিমাণে দূর হইবে। সুমন্ত্র! তুমি ভরতকেও আমার স্নেহ সম্ভাষণ জানাইয়া বলিও যেন সে পিতার প্রতি যেমন ভক্তি করে, মাতৃগণের প্রতিও সেইরূপ ভক্তি করে। কোন ইতর বিশেষ না করিয়া কৈকেয়ীকে যেমন দেখে আমার দুঃখিনী জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকেও যেন সেইরূপ দেখে। আরও বলিও যে, সে পিতার প্রিয় কার্য্য এবং সুচারুরূপে রাজকার্য্য করিলেই ইহকাল ও পরকালে সুখভোগ করিতে পারিবে। সুমন্ত্র! তুমি বশিষ্ঠ প্রভৃতি

গুরুজনের চরণে, আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইয়া কহিবে, যাহাতে মহারাজ আমাদের জন্য অত্যন্ত কাতর না হন তাঁহারা যেন সকলে মিলিয়া, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করেন। আরও মধ্যমা মাতাকে আমার প্রণাম জানাইয়া কহিবে, আমার অদৃষ্টের ফলে আমাদের এ অবস্থা ঘটিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার কোন দোষ নাই। অদৃষ্টে দুঃখ থাকিলে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, অতএব তজ্জন্য যেন তিনি কিছুমাত্র লজ্জিত বা দুঃখিত না হন্। আমার প্রতি তাঁহার যে স্নেহ, দয়া ও বাৎসল্যভাব আছে তাহার যেন কিছুই পরিবর্ত্তন না হয়।"

এইরূপে রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে সান্ত্বনা করিয়া বারম্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেও সুমন্ত্র স্নেহভরে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "দেব! প্রজা ও ভৃত্যের অনুপযুক্ত কোন কথা যদি আপনাকে বলি, দাস বলিয়া তাহা ক্ষমা করিবেন। আমি আপনাকে এখানে রাখিয়া কি প্রকারে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব। মহারাজ এখন পুত্র শোকে একান্ত কাতর, আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া যাইতেছি ততক্ষণ তাঁহার মনে এই আশা হইবে যে 'রাম ফিরিয়া আসিলেও আসিতে পারেন' কিন্তু আমার রথ রামশূন্য দেখিলে, তাঁহার হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আসিবার সময়, অযোধ্যাবাসীরা সকলে সতৃষ্ণ নয়নে বারম্বার আপনাকে দেখিয়াছে, যাইবার সময় আপনাকে দেখিতে না পাইয়া তাহারা যখন হাহাকার করিবে তখন আমি তাহাদিগকে কি বলিয়া বুঝাইব। যুদ্ধে সমস্ত সৈন্য বিহত হইলে, সারথি যখন রাজার শূন্যরথ লইয়া নগরে প্রবেশ করে, তখন তাহা দেখিয়া কে অশ্রু সম্বরণ করিতে

পারে ? আপনি জানেন না, যদিও আপনি দূরে আছেন তথাপি যতক্ষণ না আমি ফিরিয়া যাই ততক্ষণ তাহারা মনে করিতেছে আপনি নিকটেই আছেন। তাহারা আপনার শোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে। আপনার প্রবাসন সময়ে, আপনার শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, তাহারা যেরূপ বিষম কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছিল,তাহা ত আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সে সময়ে তাহারা যেরূপ চীৎকার করিয়াছিল,তাহা ত আপনি সমস্তই শুনিয়াছেন। আমি একা ফিরিয়া যাইলে তাহারা যে শতগুণ চীৎকার করিবে। যখন আপনার দুঃখিনী জননী জিজ্ঞাসা করিবেন, 'আমার রামকে কোথায় রাখিয়া আসিলে' তখন আমি তাঁহাকে কি বলিব। আমি কি বলিব 'দেবি! আপনার রামকে মাতুলালয়ে রাখিয়া আসিয়াছি, আপনি দুঃখিত হইবেন না।' না—আমি এরূপ মিথ্যা কথা প্রিয় হইলেও কখন বলিতে পারিব না। আবার, আপনার বনবাসের কথা সত্য হইলেও আমি দেবীর নিকট কি প্রকারে এ নিদারুণ সত্য কথা বলিব। আমার এই অশ্বগুলি, এতকাল আমার আজ্ঞানুসারে, আপনাকে এবং আপনার বন্ধুবর্গকে বহন করিয়া আসিয়া, আজ কি প্রকারে শূন্যরথ লইয়া যাইবে। অতএব আমি আপনাকে ছাড়িয়া কখনই অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে পারিব না। বনবাসে আপনার অনুগামী হইতে আমায় অনুমতি দিন। দেব! বারংবার এত করিয়া বলিতেছি তাহাতেও যদি আমায় ত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমি এখনি রথশুদ্ধ অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিব। আমি রথ লইয়া সঙ্গে থাকিলে, বনমধ্যে আপনার তপস্যার বিঘ্নকর যে সমস্ত

উপদ্রব উপস্থিত হইবে, তাহা সমস্তই নিবারণ করিতে পারিব। আমি এত দিন আপনার অনুগ্রহে আপনার সারথি কার্য্যের সুখভোগ করিয়া আসিতেছি, আশা করি এখন অনুগ্রহ করিয়া, আপনার সহিত বনবাসের সুখ ভোগ করিতে দিবেন। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি বনে থাকিয়া আপনার সেবা শুশ্রূষা করিব, আমি সর্ব্বদা আপনার মিষ্ট কথা শ্রবণ করিব, আপনি আমায় ইহাতে বাধা দিবেন না। যদি এই অশ্বগুলি বনে থাকিয়া আপনার সেবা করে, তাহা হইলে ইহাদেরও জন্ম সফল হইবে, এবং পরমগতি লাভ হইবে। আমি বনে থাকিয়া, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আপনার সেবা করিব, তজ্জন্য অযোধ্যার কথা দূরে থাকুক, আমি স্বর্গ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। যেমন পাতকী, ইন্দ্রের পুরী অমরাবতীতে প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও আপনাকে ছাড়িয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পারিব না। আমার একান্ত অভিলাষ, বনবাসের সময় উত্তীর্ণ হইলে, আপনাকে এই রথে লইয়া পুনরায় অযোধ্যা প্রবেশ করিব। আমি যদি আপনার সহিত বনে থাকি, তাহা হইলে এই চতুর্দ্দশ বৎসর দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে, নতুবা এই চতুর্দ্দশ বৎসর শত বৎসরের ন্যায় দীর্ঘ ও কষ্টকর বলিয়া বোধ হইবে। দেব! আপনি ভৃত্যবর্গকে বড় ভাল বাসেন। আপনি প্রভুর প্রিয় পুত্র। আপনি যে পথে যাইতেছেন, এক জন অধীন, ভক্ত, ভৃত্যও সেই পথে যাইতে একান্ত ইচ্ছুক, আপনি নিষ্ঠুর হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন না।”

ভৃত্যদিগকে রামচন্দ্র অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সুমন্ত্র এইরূপ দীনভাবে, পুনঃ পুনঃ সঙ্গে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলে,রামচন্দ্র বলিলেন,"সুমন্ত্র! তুমি যে অত্যন্ত প্রভুবৎসল, প্রভুর প্রতি যে তোমার অটল ভক্তি, তাহা আমার অবিদিত নাই, কিন্তু যে জন্য তোমাকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে বলিতেছি তাহা শুন। তুমি ফিরিয়া গেলে, তোমাকে দেখিয়া কনিষ্ঠা মাতা কৈকেয়ীর মনে বিশ্বাস হইবে, যে রাম যথার্থই বনে গিয়াছে। আমার বনগমনের কথা শ্রবণ করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, এবং তখন আর ধার্ম্মিক মহারাজকে মিথ্যাবাদী মনে করিতে পারিবেন না। আরও, তোমাকে পাঠাইবার আমার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, তাহা হইলে কনিষ্ঠা মাতা ভরতশাসিত সমৃদ্ধ কোশলরাজ্য লাভ করিতে পারিবেন। অতএব সুমন্ত্র! তুমি আমার ও রাজার প্রিয় সাধনার্থ অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও, আর তোমাকে যে যে কথা বলিয়া দিয়াছি, তাহা সকলকে ঠিক সেইরূপ বলিও।"

সারথিকে এইরূপে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিয়া রামচন্দ্র গুহককে বলিতে লাগিলেন। "গুহক! এখন আমার আর এ বনে বাস করা উচিত নয়, কারণ এখানে মনুষ্যের সমাগম আছে। পিতা আমাকে নির্জ্জন আশ্রমে বাস করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। আমি পিতার আজ্ঞানুসারে এবং সীতা ও লক্ষ্মণের মঙ্গল কামনায় আজ অবধি তপস্বী-দিগের কঠোর নিয়ম পালন করিব, এবং তপস্বীদিগের অলঙ্কার জটাধারণ করিব। অতএব তুমি শীঘ্র বটবৃক্ষের নির্য্যাস আনিয়া দাও।" গুহক তৎক্ষণাৎ বট বৃক্ষের নির্য্যাস

আনিয়া দিলে, রাম তদ্দ্বারা নিজের ও লক্ষ্মণের জটা প্রস্তুত করিলেন। ভ্রাতাদ্বয় পূর্ব্বেই বল্কল ধারণ করিয়াছিলেন, এখন জটা ধারণ করাতে তাঁহাদের ঋষির ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা হইল। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, পরমবন্ধু গুহককে বলিতে লাগিলেন, "গুহ! তুমি সৈন্য, ভাণ্ডার, দুর্গ এবং জনপদ রক্ষা বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিও, কারণ রাজ্য রক্ষা করা অতি কঠিন ব্যাপার। এই বলিয়া রাম গুহকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সত্বর নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে নৌকা দেখিয়া এবং শীঘ্র গঙ্গা পার হইতে ইচ্ছুক হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বৎস! অগ্রে সীতার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে নৌকায় তুলিয়া দাও, পরে তুমি উঠিও।" লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞামত প্রথমে সীতাদেবীকে নৌকায় তুলিয়া দিলেন এবং পরে আপনি উঠিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র স্বয়ং নৌকায় উঠিলে, গুহক তাঁহার বন্ধুদিগকে নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। রামচন্দ্র নৌকায় উঠিয়া আপনার শুভ কামনায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উপাস্য মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও জল স্পর্শ করিয়া সীতার সহিত প্রীতমনে ভগবতী ভাগীরথীকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র, সুমন্ত্র এবং বন্ধুবর্গের সহিত গুহককে বিদায় দিয়া, নাবিকদিগকে নৌকা চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। নৌকা দেখিতে দেখিতে দূর জলে গমন করিল। ভাগীরথীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে, নির্ম্মল চরিত্রা সীতা কৃতাঞ্জলি হইয়া নদীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। "দেবি

ভাগীরথি! ইনি মহারাজ দশরথের পুত্র, পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য বনে যাইতেছেন, আপনি ইহাঁকে রক্ষা করিবেন। ইনি যেন চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়া পুনরায় ভ্রাতা ও আমার সহিত ফিরিয়া আসিতে পারেন। দেবি! আপনি সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। আমরা নিরাপদে ফিরিয়া আসিলে মনের সাধে আপনার পূজা দিব। আপনি ত্রিপথগা—আপনি ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া আছেন, আপনি সমুদ্রের মহিষী। আমি আপনাকে নমস্কার করি এবং আপনার স্তব করি। আমরা নিরাপদে ফিরিয়া আসিলে আপনার প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণদিগকে শত সহস্র গো দান করিব এবং অন্ন ও বস্ত্র যত পারি বিতরণ করিব। পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইলে সহস্র মদ্যকলস দ্বারা এবং প্রচুর মাংসমিশ্রিত খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা আপনার পূজা করিব। আপনার তীরে যে সকল দেবতা, তীর্থ, বা দেবমন্দির আছেন, আমি সকলেরই পূজা দিব।" পতিপ্রাণা সীতাদেবী এইরূপে গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, এমন সময়ে নৌকা দক্ষিণতীরে উপস্থিত হইল। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নৌকা হইতে নামিলেন এবং লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! সজন বনেই হউক, আর বিজন বনেই হউক, জানকীর রক্ষার্থ সর্ব্বদা সাবধান থাকিও। তুমি অগ্রে অগ্রে গমন কর, সীতা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করুন্, আমি তোমাদের উভয়ের রক্ষার্থ সকলের পশ্চাৎ যাইতেছি। আজি হইতে আমাদিগকে পরস্পরের রক্ষা করিতে হইবে, আর আমাদের এখানে কেহ সহায় নাই। এ পর্য্যন্ত

আমাদের কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। আজ সীতা বনবাসের কি কষ্ট তাহা বুঝিতে পারিবেন। যে স্থানে ক্ষেত্র বা উদ্যান কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানে নিম্নোন্নত ভূভাগই অধিক, আজ তাঁহাকে সেই ভয়ঙ্কর বনে প্রবেশ করিতে হইবে।" রামচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে লক্ষ্মণ সর্ব্বাগ্রে চলিতে লাগিলেন। মধ্যে সীতাদেবী এবং সর্ব্ব-পশ্চাতে স্বয়ং রাম চলিলেন। রামচন্দ্র গঙ্গার পরপারে গেলেও সুমন্ত্র একদৃষ্টে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন, ক্রমশঃ যখন দূরে যাওয়াতে তাঁহাদের আর দেখিতে পাওয়া গেল না, তখন অসহায়ের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রতুল্য মহাত্মা রামচন্দ্র নদী পার হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যে বৎসদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ দেশ অনেক সমৃদ্ধ লোকের নিবাস ছিল এবং বহু শস্যক্ষেত্রে পূর্ণ হইয়া বোধ হইতেছিল যেন হাসিতেছে। রাম ও লক্ষ্মণ চারিটী মৃগ বধ করিলেন এবং তাহাদের পবিত্র মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একটী তরুমূলে আশ্রয় লইলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণের কথোপকথন।

রামচন্দ্র সেই তরুমূলে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সায়ংকালীন সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভাই! নির্জ্জন বনে আজ আমাদিগের এই প্রথম রাত্রি, আজ্ আর সুমন্ত্রও সঙ্গে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া অযোধ্যার কথা মনে করিয়া দুঃখ করিও না। আজ অবধি আমাদিগকে আলস্য দূর করিয়া সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে। আমাদের দুই জনকেই আজ অবধি সীতার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। আইস, তৃণ পত্র আহরণ পূর্ব্বক শয্যা প্রস্তুত করিয়া কোন প্রকারে আজিকার রাত্রি কাটাইয়া দিই।"

যে রামচন্দ্র জন্মাবধি বহুমূল্য সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আসিতেছেন, আজি তাঁহাকে ভূতলে শয়ন করিতে হইল, কিন্তু তিনি নিজের কষ্টের কথা একবারও না ভাবিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া তাহার মনের ভাব পরীক্ষা করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "ভাই! মহারাজ দশরথ আজিকার রাত্রি যে কি কষ্টেই আছেন, তাহা বলিতে পারি না। বিমাতার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহার অত্যন্ত আহ্লাদ হইতে পারে। আমার ভয় হইতেছে, পাছে ভরত উপস্থিত হইলে, রাজ্য লোভে বিমাতা মহারাজের প্রাণ পর্য্যন্ত সংহার করেন। তিনি একে বৃদ্ধ, তাহাতে অসহায়, আবার আমিও তাঁহাকে

এমন সময় ছাড়িয়া আসিলাম। বিমাতার বশীভূত হইয়া পিতার শেষে যে কি দশা ঘটিবে বলিতে পারি না। রাজার এই মতি ভ্রম এবং আমাদের এই নিপৎপাত দেখিয়া বোধ হয়, যেন কামই ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা প্রবল। নতুবা আমার ন্যায় অনুগত পুত্রকে পিতা যেরূপ ত্যাগ করিয়াছেন, কোন্ মূর্খ পুরুষ কেবল স্ত্রীর কথা শুনিয়া এরূপ করিতে পারে? কৈকেয়ীর পুত্র ভরতই সুখী, কারণ পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, আমিও বনে চলিলাম, সুতরাং এখন ভরতই সমস্ত কোশল রাজ্যের একমাত্র রাজা হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিবে এবং পরিবারগণের সহিত অতুল সুখভোগ করিবে। যাহারা ধর্ম্ম ও অর্থ ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র কামের বশীভূত হয়, তাহাদের শীঘ্রই রাজা দশরথের ন্যায় দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে। বোধ হয়, মহারাজ দশরথের প্রাণ নাশ করিবার জন্য আমায় বিনা-দোষে বনে পাঠাইবার জন্য, এবং ভরতকে রাজা করিবার জন্যই বিমাতার জন্ম হইয়াছিল। আমার ভয় হইতেছে, পাছে তিনি এখন রাজ্যলাভে গর্ব্বিতা হইয়া আমার দুঃখিনী জননী এবং সুমিত্রা মাতাকে যন্ত্রণা দেন। তাহা হইলে তাঁহারা আমাদের জন্য বড়ই কষ্ট পাইবেন। অত-এব তুমি এইখান হইতেই কল্য প্রাতে উঠিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও। আমি একাই সীতাকে লইয়া বনে বাস করিব। আমার দুঃখিনী মাতার সহায় কেহই নাই, তুমি নিকটে থাকিলেও তাঁহাকে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। বিমাতা অত্যন্ত ঘৃণিতকর্ম্মও করিতে পারেন, আমার ভয় হইতেছে, পাছে তিনি হিংসাবশতঃ তোমার ও

আমার মাতাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলেন। ভাই লক্ষ্মণ! আমার মাতা হয় ত পূর্ব্বজন্মে কত দুঃখিনী স্ত্রী-লোকের ক্রোড়ের সন্তান কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাই তাঁহার আজ এ দশা হইয়াছে। মাতা কত কষ্ট ভোগ করিয়া এতদিন আমাকে লালনপালন করিলেন, কিন্তু আমি এমনি নরাধম যে, যে সময়ে তাঁহাকে সুখী করিতে পারিব, সেই সময়েই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। ভাই! আমি তাঁহাকে যেরূপ অপার শোকসাগরে ডুবাইয়া আসিলাম, তাহাতে আর যেন পৃথিবীতে কোন স্ত্রীলোক আমার ন্যায় কুপুত্রে প্রসব না করে। আমার বোধ হয়,আমা অপেক্ষা তাঁহার সারিকাটিও তাঁহাকে অধিক সুখী করে, কারণ সে মধ্যে মধ্যে শত্রুদিগের প্রতি হিংসার কথা বলে। কিন্তু আমি তাঁহার পুত্র হইয়াও পুত্রের কার্য্য কিছুই করিলাম না। তিনি যে এত শোক পাইতেছেন, তাঁহার যে এত কষ্ট হইতেছে, আমি ত তাহার কিছুই নিবারণ করিতে পারিলাম না। আমার জীবনে ধিক! আমার হতভাগিনী মাতা আমার বিরহে শোকসাগরে ভাসিতেছেন। লক্ষ্মণ! আমি ক্রুদ্ধ হইলে, একাই কেবল অযোধ্যা কেন, সমস্ত পৃথিবীকেও নিষ্কণ্টক করিতে পারি, কিন্তু কেবল অধর্ম্মের ভয়ে এবং পরলোকের ভয়ে বল পূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করিলাম না।”

রামচন্দ্র, রাত্রিকালে নির্জ্জন বনে এইরূপে করুণস্বরে অনেকক্ষণ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে, দীন-ভাবে, মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন জ্বলন্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল,

যেন সমুদ্র শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। লক্ষ্মণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "আর্য্য! চন্দ্র না থাকিলে যেরূপ রাত্রির শোভা হয় না, আপনার অভাবে অযোধ্যাও আজ সেইরূপ শোভাহীন হইয়াছে। দেব! আপনিও যদি এরূপ অধীর হন, তাহা হইলে সীতা ও আমি আর কিরূপে স্থির থাকিব? মৎস্যগণ যেরূপ জল ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে না, সেইরূপ সীতা ও আমি আপনাকে ছাড়িয়া ক্ষণ-কালও বাঁচিব না। আপনাকে ছাড়িয়া, আমি, কি পিতা, কি মাতা সুমিত্রা, কি ভ্রাতা শত্রুঘ্ন, কাহাকেও চাহি না। আপনাকে ছাড়িয়া আমার স্বর্গে যাইতেও ইচ্ছা নাই।"

রাম, লক্ষ্মণের এইরূপ সাহসপূর্ণ ও স্নেহসূচক বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া এবং তাহার বনে যাইবার একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া, তাহাকে চতুর্দ্দশ বৎসর সঙ্গে থাকিতে অনুমতি করিলেন।

রাম ও সীতা এতক্ষণ বসিয়াছিলেন, এখন বট বৃক্ষতলে লক্ষ্মণের দ্বারা শয্যা রচিত হওয়াতে তথায় গিয়া শয়ন করি-লেন। যেমন পর্ব্বত গহ্বরস্থ সিংহদ্বয় কিছুতেই ভীত হয় না, সেইরূপ নির্জ্জন বনেও রাম ও লক্ষ্মণের কিছুমাত্র ভয় হইল না।

চুয়ান্ন সর্গ।

ভরদ্বাজ সমাগম।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সেই তরুতলে রাত্রি যাপন করিয়া সূর্য্য উদিত হইবামাত্র, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যেখানে পবিত্র সলিলা ভাগীরথী, যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। একটী নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বিবিধ রমণীয় প্রদেশ, মনোহর কুসুমিত তরুলতা প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে চলিলেন। অনন্তর সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে রাম, লক্ষ্মণকে বলিলেন, "আমরা প্রয়াগের সন্নিহিত হইয়াছি। ধূম দেখিয়া বোধ হইতেছে, মুনির আশ্রম অতি নিকটেই আছে। আমরা নিশ্চয়ই গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। ঐ শুন গঙ্গার সহিত যমুনার মিলনের কেমন গম্ভীর শব্দ হইতেছে। দেখ, চারিদিকে নানা প্রকার বৃক্ষে আশ্রমের কেমন শোভা হইয়াছে।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা ভরদ্বাজ মুনির তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাতৃদ্বয়ের হস্তস্থিত ধনুক প্রভৃতি দেখিয়া তপোবনস্থ পক্ষীগণ ত্রাসে কলরব করিয়া উঠিল, মৃগগণ দূরে পলাইয়া গেল। অনন্তর তাঁহারা শিষ্যদিগের দ্বারা মুনির সহিত দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন।

অনুমতি প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা গিয়া দেখিলেন, উগ্রতপা

ত্রিকালজ্ঞ মুনি, আগ্নহোত্র অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শিষ্যগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। রাম,লক্ষ্মণ ও সীতা সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভগবন্! আমরা সূর্য্যবংশীয় মহারাজ দশরথের পুত্র, আমাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। ইনি বিদেহাধিপতি রাজর্ষি জনকের কন্যা ও আমার পত্নী। আমি পিতৃসত্য পালন জন্য চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিতে আসিয়াছি। আমার এই পতিপ্রাণা স্ত্রী এবং প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ, সংসারের সুখ তুচ্ছ বোধ করিয়া আমার সহিত বনবাসে আসিয়াছে। আমরা তপোবনে বাস করিব এবং ফল মূল দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া ধর্ম্ম আচরণ করিব।"

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা মুনি তাঁহার জন্য অর্ঘ্যাদি আনয়ন করিলেন এবং নানা প্রকার ফল মূলাদি উপহার দিয়া তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। রামচন্দ্র ঐ সকলের দ্বারা ক্লান্তি দূর করিয়া উপবিষ্ট হইলে ভগবান ভরদ্বাজ চতুর্দ্দিকে আশ্রমের নানা প্রকার পশু পক্ষী এবং মুনিদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজপুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "রাম! আমি অনেক দিন হইতে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি। তোমার যে বিনা দোষে বনবাস হইয়াছে, তাহাও আমি অবগত আছি। আমার এই আশ্রম, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত, অতিশয় পবিত্র, রমণীয় এবং নির্জ্জন। তুমি এই স্থানে সুখে বাস কর।" ভরদ্বাজ এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র কহিলেন, "ভগবন! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য, কিন্তু এই আশ্রম নগর

ও জনপদের অতি নিকটে অবস্থিত। আমি এখানে আছি, জানিতে পারিলে, লোকে সর্ব্বদা সীতাকে ও আমাকে দেখিতে আসিবে, এই জন্য আমার এখানে বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আপনি এমন কোন নির্জ্জন আশ্রমের কথা বলুন, যেখানে আমরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারি।"

মহর্ষি, রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "বৎস। যদি তোমার একান্তই এখানে থাকিতে ইচ্ছা না হয়, তাহা হইলে এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে চিত্রকূট নামে এক পর্ব্বত আছে, সেই স্থানে থাকিও। ঐ পর্ব্বত গন্ধমাদন পর্ব্বতের ন্যায় দেখিতে অতি সুন্দর। উহাতে মহাতেজা মহর্ষিগণ বাস করেন এবং উহা নানা প্রকার মৃগ ও পক্ষীর আবাস ভূমি। ঐ পর্ব্বতের পবিত্র শৃঙ্গ সকল দেখিলে পাপ দূরীভূত হয়। বহুসংখ্যক বৃদ্ধ মহর্ষি সেখানে শত শত বৎসর তপস্যা করিয়া অবশেষে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। চিত্রকূট পর্ব্বত যেরূপ নির্জ্জন, তাহাতে উহা তোমাদের বাসস্থানের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত সন্দেহ নাই।"

এইরূপ নানা প্রকার কথা বার্ত্তায় রাত্রি উপস্থিত হইল। রাম পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তিনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মুনির আশ্রমে পরম সুখে সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে রামচন্দ্র পুনর্ব্বার ভরদ্বাজ মুনিকে দর্শন করিলেন এবং কহিলেন, "ভগবন্! কাল আমরা পরম সুখে আপনার আশ্রমে ছিলাম। এখন আমাদিগকে গমনে অনুমতি দিন।" ভরদ্বাজ কহিলেন, "বৎস রাম! তোমরা

চিত্রকূট পর্ব্বতেই গমন কর। আমি দেখিতেছি, ঐ স্থান সর্ব্বতোভাবে তোমাদের উপযুক্ত এবং অতিশয় রমণীয়। ঐ পর্ব্বতে সুমিষ্ট ফল মূল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং রমণীয় বৃক্ষশ্রেণী দর্শকের মন হরণ করে। কিন্নর কিন্নরীরা সর্ব্বদা কৌতুকের সহিত বিচরণ করে। হস্তী ও মৃগগণ দলবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। কোকিল টিট্টিভ প্রভৃতি পক্ষীগণ মধুর স্বরে গান করে। সেখানে তুমি সীতার সহিত নদী, প্রস্রবণ, নির্ঝর এবং পর্ব্বত গুহা প্রভৃতি দর্শন করিয়া অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইবে। অতএব সেই স্থানেই গিয়া বাস কর।”

পঞ্চান্ন সর্গ।

যমুনা পার।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদন করিয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। পিতা যেমন পুত্রের দূরদেশ গমনের সময় অমঙ্গল নিবারণ করিবার জন্য স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহর্ষি তাঁহাদের মঙ্গলার্থে স্বস্ত্যয়ন করিলেন এবং রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বৎস। তোমরা গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থান

হইতে পশ্চিমবাহিনী যমুনার ধারে ধারে কিছু দূর গেলে একটী ঘাট দেখিতে পাইবে। একখানি ভেলা নির্ম্মাণ করিয়া সেই ঘাটে পার হইবে। নদী পার হইয়া তোমরা একটী বৃহৎ বট বৃক্ষ দেখিতে পাইবে। সেই বৃক্ষটীর নাম শ্যামবট। উহা নিবিড় হরিদ্বর্ণ পত্রে আচ্ছাদিত। উহার চতুর্দ্দিকে অন্যান্য অনেক বৃক্ষ আছে এবং সিদ্ধ পুরুষেরা উহার মূলে বাস করেন। সীতা যেন ঐ বৃক্ষটীকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করেন। তোমাদের যদি ইচ্ছা হয়, ঐ বৃক্ষের তলে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিও। ঐ স্থান হইতে এক ক্রোশ দূরে শল্লকী, বদরী এবং যমুনাতীরজাত অন্যান্য বৃক্ষময় একটী রমণীয় নীলবর্ণ কানন দেখিতে পাইবে। আমি ঐ পথ দিয়া অনেকবার চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়াছি। ঐ পথটী বালুকাময় এবং উহাতে দাবানলের উপদ্রব নাই। অতএব তোমরাও ঐ পথ দিয়া যাইও।" মহর্ষি ভরদ্বাজ এইরূপ পথ বলিয়া প্রস্থান করিলে, রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, "ভাই! আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, মহর্ষি আমাদের প্রতি এত দয়া প্রকাশ করিলেন।" অনন্তর তাঁহারা সীতাকে অগ্রে করিয়া বেগবতী যমুনা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং কি প্রকারে নদী পার হইবেন, তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিয়া একটী বৃহৎ ভেলা প্রস্তুত করিলেন। লক্ষ্মণ বন্যবৃক্ষ পত্রের শাখা দ্বারা ঐ ভেলার উপরি সীতার বসিবার জন্য আসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রাম, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায়, ঈষৎ লজ্জিতা সীতাকে আস্তে আস্তে ভেলার উপরি উঠাইয়া দিলেন এবং

তাঁহার পার্শ্বে, বসন ভূষণ ইত্যাদি যাহা কিছু তাঁহাদের সহিত ছিল, সমস্ত তুলিয়া দিয়া অবশেষে লক্ষ্মণের সহিত ভেলার উপরি উঠিয়া ভেলা ছাড়িয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন সীতা যমুনাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "দেবি! আমরা আপনাকে পার হইয়া যাইতেছি। আবার যখন আমার স্বামী চতুর্দ্দশ বৎসর ব্রত পালনের পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া, রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন, তখন সহস্র গো এবং শত কলস সুরা দিয়া আপনার পূজা দিব।" সীতা ভক্তি-ভাবে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে ভেলা দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইল। নদী পার হইয়া ভেলাখানি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা বহুবিধ বৃক্ষশোভিত যমুনাতীরস্থ বন পার হইলেন এবং হরিদ্বর্ণ পত্রে আচ্ছাদিত শ্যাম নামক ভরদ্বাজ কথিত বট বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। সীতা ঐ বৃক্ষের নিকটে গিয়া প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "তরুবর! আর্য্যপুত্র পিতৃ আজ্ঞা পালন করিবার জন্য বনে যাইতেছেন, আশীর্ব্বাদ করুন, তিনি যেন ব্রতপালনে সক্ষম হন এবং আমরা যেন পুনরায় কৌশল্যা ও সুমিত্রা মাতার চরণ দর্শন করিতে পারি।" এই বলিয়া সীতা ঐ বৃক্ষকে বার বার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র, সরলা পতিপ্রাণা সীতার পানে চাহিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভাই! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন কর, আমি ধনুর্ব্বাণ লইয়া তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি। সীতা যে কোন ফল বা পুষ্প লইতে অভিলাষ

করেন, তৎক্ষণাৎ উহাঁকে তাহা দিও।” যাইতে যাইতে সীতা পথের উভয় পার্শ্বে নূতন তরু, গুল্ম, লতা, কি পুষ্প, যাহা কিছু দেখিতে পান্, অমনি রামের পানে চাহিয়া তাহারই কথা জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষ্মণও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দেন। সীতাদেবী যমুনা নদীর নির্ম্মল জল ও শুভ্র বালুকা দর্শন করিয়া এবং হংস সারস প্রভৃতি পক্ষীগণের কলরব শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

রাম ও লক্ষ্মণ তথা হইতে প্রায় এক ক্রোশ গমন করিয়া বহুসংখ্যক মৃগ বধ করিলেন এবং হিংস্রপ্রাণীবহুল যমুনাতীরস্থ নিবিড় অরণ্যে নির্ভয়চিত্তে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাকালে নদী তীরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন।

ছাপ্পান্ন সর্গ।

চিত্রকূট গমন।

রাত্রি প্রভাত হইলে রাম লক্ষ্মণকে অর্দ্ধ জাগ্রত ও অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় দেখিয়া মধুর বচনে আহ্বান করিয়া অল্পে অল্পে জাগাইলেন এবং কহিলেন, “ভাই! উঠ, আমাদের যাইবার সময় হইয়াছে। ঐ শুন বন্যপক্ষী সকল মধুর কলরব

করিতেছে।” লক্ষ্মণ রামের এই কথা শুনিবামাত্র আলস্য ত্যাগ করিয়া উঠিলেন।

অনন্তর তাঁহারা সকলে নদীর পবিত্র জল স্পর্শ করিয়া ভরদ্বাজ মুনির আদেশমত চিত্রকূট পর্ব্বতের পথ ধরিয়া চলিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাম কমললোচনা সীতার প্রতি অনুরাগের সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “প্রিয়ে! দেখ, দেখ, বসন্তাগমে কিংশুক বৃক্ষের কি সুন্দর শোভা হইয়াছে, পুষ্প দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতে হঠাৎ বোধ হয়, যেন বৃক্ষগুলি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে দেখ! নানা প্রকার বৃক্ষ, সুমিষ্ট ফল ও পুষ্পের ভরে একবারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। দেখ লক্ষ্মণ! এ সকল ভোগ করিবার এখানে কেহই নাই। এখানে বাস করিলে আমাদিগকে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হইবে না। দেখ! প্রতি বৃক্ষেই মধুমক্ষিকাগণ বৃহৎ বৃহৎ মধুক্রম নির্ম্মাণ করিয়াছে। বনমধ্যে কোকিল, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষীগণ কলরব করিতেছে। হস্তীগণ দলবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। আমরা চিত্রকূট পর্ব্বতস্থ পবিত্র রমণীয় কাননে পরম সুখে বাস করিব।”

রাম লক্ষ্মণ ও সীতা আর কিছু দূর গমন করিয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে নানা প্রকার সুমিষ্ট ফল এবং নির্ম্মল জল প্রভৃতি দর্শন করিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, “ভাই, এই পর্ব্বত অতি রমণীয়। মনোরম বৃক্ষ লতা এবং সুমিষ্ট ফল মূলও এখানে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অনেক মহাত্মা ঋষির আশ্রমও এখানে আছে, অতএব ইহা সর্ব্বতোভাবে আমাদের বাসস্থানের উপযুক্ত।”

অনন্তর তাঁহারা সকলে বাল্মীকি* নামক মুনির আশ্রমে গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মুনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া যথারীতি তাঁহাদের অতিথি সৎকার করিলেন। রাম মুনির নিকট তাঁহাদের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভাই! আমার এখানে বাস করিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে। অতএব তুমি কাষ্ঠাদি আনয়ন করিয়া কুটীর নির্ম্মাণ কর।" লক্ষ্মণ রামের আদেশানুসারে নানা প্রকার বন্য তরুলতা আহরণ করিয়া একখানি কুটীর প্রস্তুত করিলেন। রামচন্দ্র কবাটাদিযুক্ত সেই সুন্দর কুটীরখানি দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "ভাই! বহুদিন এক স্থানে বাস করিতে হইলে প্রথমতঃ বাস্তুদেবতার পূজা দেওয়া উচিত, অতএব তুমি শীঘ্র একটী মৃগ বধ করিয়া আন, তাহারই মাংসে পূজা দেওয়া যাইবে। শাস্ত্রের যেরূপ বিধি আছে, তাহার অন্যথা করা উচিত নয়।" লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ একটী মৃগ বধ করিয়া আনিলেন, রাম পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি শীঘ্র এই মৃগের মাংস রন্ধন কর। আজিকার দিনটী ভাল, বিশেষতঃ এই সময়টী বাস্তুযাগের পক্ষে বড় প্রশস্ত, অতএব বিলম্ব করিও না।" অনন্তর লক্ষ্মণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিমধ্যে সেই মাংস নিক্ষেপ করিলেন এবং উহা সুপক্ক হইলে রামকে কহিলেন, "আর্য্য! আমি এই কৃষ্ণমৃগের মাংস প্রস্তুত করিয়াছি, আপনি গৃহ দেবতার পূজা আরম্ভ করুন্।" তখন সর্ব্বকর্ম্মকুশল রামচন্দ্র স্নান করিয়া বাস্তুযাগ আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ যথাবিধি দেবতার পূজা করিয়া তিনি

* ইনি রামায়ণ প্রণেতা মহর্ষি বাল্মীকি নহেন।

গৃহে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রুদ্র বিষ্ণু এবং বিশ্বদেব প্রভৃতি দেবতাদিগের উদ্দেশে বলি প্রদান করিয়া গ্রহ শান্তির জন্য নানা প্রকার মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান ও জপ করিতে লাগিলেন। যাগ সম্পন্ন হইলে রামচন্দ্র স্নান করিয়া আসিলেন এবং আশ্রমের আবশ্যকীয় বেদী প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তুত করিলেন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত সেই সুরম্য কুটীর খানিতে পরম আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

রমণীয় চিত্রকুট পর্ব্বত এবং তাহার নিকটে মাল্যবতী নদী, নদীর সুন্দর ঘাটগুলি এবং নদীতীরস্থ বৃক্ষ সমূহে নানাবিধ পক্ষী; এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহারা এত আনন্দ অনুভব করিতেন যে, অযোধ্যা ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের কোন কষ্ট হয় নাই।

সাতান্ন সর্গ।

সুমন্ত্রের প্রত্যাগমন।

রাম ভাগীরথী পার হইলে গুহক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অনেকক্ষণ সুমন্ত্রের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, অনন্তর অতি কষ্টে দীনভাবে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সুমন্ত্র,

গুহের প্রেরিত লোকদিগের মুখে, রামের প্রথমতঃ প্রয়াগ গমন, সেখানে ভরদ্বাজ মুনির সহিত সাক্ষাৎ, প্রয়াগ হইতে চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন, এ সমস্ত সংবাদই জানিতে পারিয়াছিলেন। গুহের নিকট বিদায় লইয়া, সুমন্ত্র অতি বিষণ্ণ মনে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য রথে অশ্ব যোজনা করিলেন। তিনি দ্রুতবেগে রথ চালনা করিয়া বন, নদী, সরোবর, গ্রাম, নগর প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে চলিলেন এবং তৃতীয় দিবস সন্ধ্যাকালে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন অযোধ্যার আর সে ভাব নাই। একেবারে জনশূন্য স্থানের ন্যায় নিঃশব্দ হইয়া পড়িয়াছে। নগরীর এইরূপ নিস্তব্ধভাব দেখিয়া সুমন্ত্র শোকে আকুল হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি বা রামের শোকাগ্নিতে সমস্ত মনুষ্য ও জীবজন্তুর সহিত অযোধ্যা একবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সুমন্ত্র এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দ্রুতবেগে নগরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র অমনি চতুর্দ্দিক হইতে শত সহস্র লোক "রাম কোথায়" "রাম কোথায়" বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। সুমন্ত্র তাহাদিগকে কহিলেন, "রাম আমাকে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিয়া গঙ্গা পার হইয়া গিয়াছেন।" "রাম গঙ্গা পার হইয়া গিয়াছেন" এই কথা শুনিবামাত্র তাহারা অশ্রুপূর্ণ মুখে "হা রাম! হা রাম!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, কেহ বা আপনার ভাগ্যের নিন্দা করিতে লাগিল, কেহ বা "হায়! কি হইল" বলিয়া

বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। সুমন্ত্র দেখিলেন পুরবাসীরা স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া রামের জন্য বিলাপ করিতেছে। কেহ বলিতেছে, "রাম যখন ফিরিয়া আসিলেন না, তখন আমাদের কপালে আর সুখ নাই।" কেহ বলিতেছে, "হায়! সর্ব্বপ্রিয় রামচন্দ্রকে আর আমরা বিবাহ বা উৎসব স্থলে দেখিতে পাইব না।" কেহ বা বলিতেছে "রাম আমাদিগকে পিতার ন্যায় পালন করিতেন। কি করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে, কিসে আমরা সুখে থাকিব এ ভিন্ন তাঁহার আর অন্য চিন্তা ছিল না; কিন্তু এখন আমাদের দশায় কি হইবে কে আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইবে এতদিনে অযোধ্যায় সুখ-সূর্য্য অস্ত গেল, এতদিনে আমরা অনাথ হইলাম সুমন্ত্র দেখিলেন, স্ত্রীলোকেরা রথে রামকে না দেখিয়া হৃদয়ভেদী করুণ স্বরে ক্রন্দন করিতেছে। তিনি শোকে ও লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া অধোমুখে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে সাতটী কক্ষ পার হইয়া গেলেন। প্রাসাদস্থ নারীগণ সুমন্ত্রের সহিত রামকে না দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল এবং সজল নয়নে পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। সুমন্ত্র শুনিতে পাইলেন স্ত্রীলোকেরা করুণস্বরে বলিতেছে, "হায়! সুমন্ত্র যে রামকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া, একা আসিল, এখন কৌশল্যাকে আমরা কি বলিয়া বুঝাইব।" কেহ বলিতেছে "কোথায় রাম রাজা হইবেন, না তাঁহাকে বনে যাইতে হইল। সুমন্ত্র! তুমি কোন প্রাণে আমাদের প্রাণাধিক রামকে বনে দিয়া শূন্য রথ লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে; রামের মুখ দেখিয়া কি তোমার দয়া হয় নাই।

স্ত্রীগণের এই সকল কথা শুনিয়া সুমন্ত্রের শোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি দ্রুতবেগে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন এবং অষ্টম কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে একান্ত ব্যথিত হইয়া অতীব দীনভাবে বসিয়া আছেন। সুমন্ত্র তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং রাম যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা সমস্ত বলিলেন। মহারাজ দশরথ অনিমেষ নয়নে সুমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিলেন পরে হঠাৎ শোকে হতজ্ঞান হইয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। কৌশল্যা ও সুমিত্রা ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাজাকে তুলিয়া বসাইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! শান্ত হউন, আপনি এরূপ অধীর হইলে আর আমরা কিরূপে স্থির থাকিব। সুমন্ত্র রামের সম্বাদ লইয়া আসিয়াছে, আপনি উহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছেন না কেন? আপনি কি রামকে বনে পাঠাইয়াছেন বলিয়া লজ্জিত হইয়াছেন, না কৈকেয়ীর ভয়ে কিছুই বলিতেছেন না। মহারাজ সে পাপিষ্ঠা এখানে নাই, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া সুমন্ত্রকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করুন্।" এইরূপ বলিতে বলিতে কৌশল্যার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল এবং তিনিও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। রাজা এবং কৌশল্যার সেই অবস্থা দর্শনে অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকেরা মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিল। ক্রমশঃ তাহাদের আর্ত্তনাদ এবং রোদনধ্বনি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতার হাহাকারে নগর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

আটান্ন সর্গ।

সুমন্ত্রের রাম বৃত্তান্ত বর্ণন।

অনেক যত্নে মহারাজ দশরথের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া রামের কথা শুনিবার জন্য সুমন্ত্রকে ডাকিলেন। বৃদ্ধ নরপতি নূতন ধৃত হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া অনিবার বারিধারা বিগলিত হইতেছে, তিনি থাকিয়া থাকিয়া বক্ষে করাঘাত করিতেছেন, এমন সময়ে সুমন্ত্র ক্রন্দন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দশরথ প্রথমে সুমন্ত্রকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না, পরে অনেক কষ্টে শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সুমন্ত্র! আমার রামকে কি এখন বৃক্ষমূলে বাস করিতে হইবে? হায়! যে রাম আমার চিরকাল সুখভোগ করিয়া আসিয়াছে আজি তাহাকে ক্ষুধার সময় আহার দেয়, তৃষ্ণার সময় জল দেয় এমন কেহই সঙ্গে নাই। যাহার বহুমূল্য সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও নিদ্রা হইত না, আজ তাহাকে অনাথের ন্যায় ভূতলে শয়ন করিতে হইতেছে। যে রাম দুই পা কোথাও গমন করিলে সঙ্গে শত শত রথ, হস্তী ও পদাতিক সঙ্গে যাইত সে আজি নির্জ্জন বনে কিরূপে বাস করিবে? হায়! কোমলাঙ্গী সীতাই বা হিংস্র প্রাণী ও সর্পময় ভয়ঙ্কর বনে কেমন করে থাকবেন সুমন্ত্র! তাহারা রথ হইতে নামিয়া পদব্রজে

যাইতে পারিয়াছিল কি? সুমন্ত্র! তুমিই ধন্য! যে, তুমি তাহাদিগকে বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আসিয়াছ। রাম আমাকে কি বলিয়া দিয়াছে? লক্ষ্মণ ও সীতাই বা আমাকে কি বলিতে বলিয়াছে? সুমন্ত্র! রাম কোথায় বসিয়াছিল, কোথায় শয়ন করিয়াছিল, কি আহার করিয়াছিল, সমস্ত আমাকে বল, তাহা শুনিলেও আমার প্রাণ জুড়াইবে।"

রাজা দশরথ এইরূপ বলিলে সুমন্ত্র করুণ স্বরে কহিতে লাগিলেন "মহারাজ! আসিবার সময় ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া আপনার চরণে প্রণিপাত জানাইয়া কহিয়াছেন, 'সুমন্ত্র! তুমি আমার হইয়া প্রথমে জগদ্বিখ্যাত পিতৃদেবের পাদবন্দনা করিবে। পরে অন্তঃপুরস্থ মাতৃগণকে আমার যথাযোগ্য অভিবাদন জানাইয়া কুশল সম্বাদ জ্ঞাপন করিবে। তাহার পর দুঃখিনী জননী কৌশল্যার চরণে প্রণাম জানাইয়া কহিবে আমরা সকলে কুশলে আছি। আরও তাঁহাকে কহিবে, যেন তিনি ধর্ম্মে মতি রাখিয়া অগ্নি-গৃহে গমনপূর্ব্বক অগ্নিদেবের পূজা করেন। মহারাজাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া তাঁহার পদসেবা করেন, সপত্নীগণের সহিত ব্যবহারে রাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী বলিয়া অহঙ্কার না করেন। এবং মহারাজের প্রিয়া আমার মধ্যমা মাতাকে সম্মান করেন। আরও তাঁহাকে বলিও যে রাজা বয়সে বড় না হইলেও সকলের পূজ্য সুতরাং ভরতের যেন কদাচ অব-মাননা না হয়। পরে তুমি ভরতকে আমার কুশল জানাইয়া বলিবে, যেন ভরত মাতৃগণের প্রতি ন্যায়ানুসারে ব্যবহার করেন এবং যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া যেন

পিতাকেই প্রকৃত রাজা বলিয়া মনে করেন। মহারাজা দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা অত্যন্ত অন্যায় সুতরাং রাজ্যমধ্যে যেন তাঁহারই প্রভুত্ব অপ্রতিহত থাকে।' মহারাজ! অবশেষে রামচন্দ্র আমাকে বলিলেন 'সুমন্ত্র! আমার দুঃখিনী জননীর কেহই নাই তুমি আপন মাতার ন্যায় তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিও' এই কথা বলিতে বলিতে কমললোচন রামচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল এবং তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

মহারাজ! রামচন্দ্রের কথা শেষ হইলে লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, 'সুমন্ত্র! কি অপরাধে মহারাজ আর্য্যকে বনবাসে পাঠাইলেন বুঝিতে পারি না। কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক তাহাতে আমরা মর্ম্মে বড় আঘাত পাইয়াছি। আর্য্যের বনবাস কৈকেয়ীর লোভ বশতঃই হইয়া থাকুক বা বস্তুতই বরদান বশতঃই হইয়া থাকুক, কার্য্যটী যে অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি বল এরূপ কার্য্য দৈবাধীন, তাহাতে ত আর কোন কথাই নাই, কিন্তু আমি ত এ অন্যায় কার্য্যের বিন্দুমাত্রও কারণ দেখিতে পাইতেছি না। মহারাজ লঘু বুদ্ধি-বশতঃত কামের বশীভূত হইয়া হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া যে ঘৃণিত কার্য্য করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে ইহকাল ও পরকালে কষ্ট পাইতে হইবে। আমি আর তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে ইচ্ছা করি না। আজ অবধি রামই আমার পিতা, রামই আমার ভ্রাতা, রামই আমার বন্ধু,

রামই আমার প্রভু এবং রামই আমার সর্ব্বস্ব। সর্ব্বলোক প্রিয়, উদারচরিত্র রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি এখন কিরূপে প্রজাদিগের মনোরঞ্জন করিবেন? আর্য্যকে বনবাস দেওয়ার জন্য যখন সকলে বিরোধ উপস্থিত করিবে, তখন তাঁহার দশায় কি হইবে?' মহারাজ! লক্ষ্মণের বাক্য শেষ হইলে দেখিলাম সরলা পতিপ্রাণা সীতা যেন বিহ্বল ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া স্তব্ধভাবে চাহিয়া আছেন। রাজার কন্যা দুঃখ কাহাকে বলে কখন জানেন না—তাহাঁকেও বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইল। এই দুঃখে হৃদয় আকুল হওয়াতে তিনি আর আমায় কিছু বলিতে পারিলেন না, তাঁহার মনের ভাব মনেই রহিল কেবল ক্রন্দন করিতে করিতে শুষ্কমুখে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

মহারাজ! আসিবার পূর্ব্বে রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে আমাকে এই সমস্ত কথা বলিয়া দিয়াছেন। ব্যাকুল চিত্তে প্রিয়পুত্রকে বিদেশে পাঠাইয়া মাতা যেমন সতৃষ্ণ নয়নে তাহার গমনপথ নিরীক্ষণ করেন; আমি চলিয়া আসিলে মা জানকীও সেইরূপ একদৃষ্টে আমার রথপানে চাহিয়া রহিলেন।

ঊনষাটি সর্গ।

দশরথের বিলাপ।

"মহারাজ! রাম বনে গমন করিলে, আমার অশ্বগুলি উষ্ণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল এবং আর পূর্ব্বের ন্যায় রথ বহন করিতে পারিল না। আমি অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে রথ লইয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং যদি রাম এ দাসকে পুনরায় আহ্বান করেন এই আশায় কিছু দিন গুহকের বাটীতে অবস্থান করিলাম। আসিবার সময় দেখিলাম আপনার অধিকার মধ্যে রামের বিরহ শোকে সকলই কাতর ও বিবর্ণ হইয়াছে। দেখিলাম, বৃক্ষগুলি পুষ্প ও ফলের সহিত ম্লান হইয়া গিয়াছে। নদী ও সরোবরের জল শুষ্ক হইয়াছে বন ও উপবনের আর সেরূপ শোভা নাই। প্রাণিগণ নিস্তব্ধ, হিংস্র জন্তুগণকেও আর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে দেখা যায় না। একটী পক্ষীরও শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। নদীর জল পঙ্কিল হইয়াছে; কমল কুমুদ প্রভৃতি পুষ্পগণ ম্লান হইয়া গিয়াছে। মৎস্য ও জলচর পক্ষীগণ নিষ্পন্দভাবে জলমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। জলজ ও স্থলজ পুষ্পের আর সেরূপ শোভা নাই, ফলেরও মিষ্টতা নাই। উদ্যানগুলি শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। মহারাজ! আমি যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করিলাম, তখন কেহই আমাকে অভিনন্দন করিল না। রামকে রথে না দেখিয়া রাজপথে সকলেই

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং অবিরল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। নারীগণ হাহাকার করিয়া উঠিল এবং সজল নয়নে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। কি শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন, দেখিলাম সকলেই সমান শোকার্ত্ত। মহারাজ! মনুষ্যের কথা কি বলিব, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ইতর প্রাণীরাও দীনভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চীৎকার করিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া বোধ হয় পুত্রহীনা কৌশল্যার ন্যায় অযোধ্যা নগরীও অপার শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে।"

সুমন্ত্রের এই কথা শুনিয়া দশরথ বাষ্পরুদ্ধ স্বরে দীনভাবে বলিতে লাগিলেন, "সুমন্ত্র! পাপিষ্ঠা কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় আমি এই ঘোর অন্যায় কার্য্য করিয়াছি! আমি ইহাতে অমাত্য বন্ধু বান্ধব কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করি নাই। এখন দেখিতেছি দৈবের পর আর বল নাই, দৈবই ইক্ষ্বাকুবংশ ধ্বংসের জন্য এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছে। যাহা হউক সুমন্ত্র! আমি যদি কখন তোমার কোন উপকার করিয়া থাকি তবে এই সময় একবার রামকে আমার নিকটে লইয়া আইস। তাহাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ বাহির হইতেছে। সুমন্ত্র! একবার দেখ, যদি এখনও রাম আমার কথায় ফিরিয়া আইসে। আমি রামকে না দেখিয়া এক মুহূর্ত্তও বাঁচিব না। রাম বোধ হয় এতক্ষণ অনেক দূর গিয়াছে, তুমি আমাকেই না হয় আমার রামের নিকট লইয়া চল। যদি সেখানে যাওয়া পর্য্যন্ত জীবিত থাকি তাহা হইলে একবার রামকে দেখিয়া প্রাণ জুড়াইব। হায়! আমি এমন

সময়ে একবার রামকে দেখিতে পাইলাম না, মনে বড় আক্ষেপ রহিল। হা বৎস রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সীতে! আমার অন্তিম কাল উপস্থিত তোমরা কিছুই জানিতে পারিলে না।

বৃদ্ধ রাজা দশরথ শোকসাগরে নিমগ্ন এবং দুঃখে হতজ্ঞান হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহিষি! আমি রাম বিরহে যে অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, জীবদ্দশায় তাহা হইতে উদ্ধার পাইব এরূপ আশা নাই। এই সাগরের প্রবাহ, রামের বিয়োগজনিত শোক; আবর্ত্ত, আমাদিগের দীর্ঘনিঃশ্বাস; নদী, আমাদের অশ্রুজল পূর্ণ চক্ষু; কল্লোল, রামশোকপীড়িত জনগণের ক্রন্দন; শৈবাল, ইতস্ততঃ ছিন্ন কেশ সমূহ; বাড়বানল, পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী; হাঙ্গর কুম্ভীর, কুব্জার মন্ত্রণা। হায়! আমি পূর্ব্বজন্মে কত পাপই করিয়াছিলাম, নতুবা আমার এ দশা ঘটিবে কেন। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রাজা শোকে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

তৎকালে মহারাজ দশরথকে সেই প্রকার করুণ স্বরে বিলাপ করিতে শুনিয়া, কৌশল্যা দারুণ অনিষ্ট আশঙ্কায় অত্যন্ত ভীতা হইয়াছিলেন।

ষাটি সর্গ।

কৌশল্যার সহিত সুমন্ত্রের কথোপকথন।

মহারাজ দশরথের সেই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কৌশল্যা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন এবং মৃতপ্রায় ধরাতলে পতিত হইয়া করুণ স্বরে সুমন্ত্রকে বলিলেন,,"সুমন্ত্র! আমার রাম লক্ষ্মণ ও সীতা যেখানে আছে আমাকেও সেইখানে লইয়া চল, তাহাদিগকে না দেখিলে আমি ক্ষণকালও বাঁচিব না। সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে কৌশল্যাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "দেবি! শান্ত হউন, আপনি রামচন্দ্রের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে অরণ্যে বাস করিতেছেন। মহাত্মা ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ দিবানিশি তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। পতিপ্রাণা জানকী স্বামীর সহবাসে গৃহে যেমন সুখে ছিলেন, নির্জ্জন অরণ্যেও সেইরূপ সুখে আছেন। তাঁহার মুখ দেখিলে বোধ হয় তিনি যেন অরণ্যবাসেরই উপযুক্ত, বনবাসে তাঁহার কিছু-মাত্র কষ্ট নাই। চন্দ্রাননা সীতা অযোধ্যায় থাকিতে উপবনে যেরূপ সুখে বিহার করিতেন স্বামী সহবাসে সরলা বালিকার ন্যায় নির্জ্জন বনেও সেইরূপ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছেন। সীতার রামগত প্রাণ রাম ভিন্ন তাঁহার আর কিছুতেই সুখ নাই সুতরাং আমি নিশ্চয় বলিতে পারি রামশূন্য অযোধ্যাই তাঁহার নিকট অরণ্যবৎ বোধ হইত। সীতা পথে যাইতে

যাইতে গ্রাম, নগর, নদী কি বৃক্ষ, যাহা দেখিতেছেন অমনি তাহারই কথা রামচন্দ্র কিম্বা লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত অবগত হইতেছেন। অধিক কি তিনি মনে করিতেছেন যেন অযোধ্যার এক ক্রোশ দূরে বিহারক্ষেত্রেই আছেন। দেবি! আমি যতদূর জানি তাহাতে সীতার বনে যে কোন কষ্ট হইবে এরূপ বোধ হয় না। কৈকেয়ী অথবা তাহার এই ঘৃণিত ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি কোন কথাও বলেন নাই।"

সুমন্ত্র ভুলিয়া হঠাৎ কৈকেয়ীর কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন কিন্তু পাছে তাহাতে কৌশল্যার মনে কষ্ট হয় এজন্য তাহা গোপন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেবি! পথশ্রম, রৌদ্রের উত্তাপ বা মানসিক কষ্ট কিছুতেই জানকীর সেই চন্দ্রতুল্য প্রভাকে ম্লান করিতে পারে নাই। তাঁহার সেই প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় মুখখানি তেমনিই মনোহর আছে। তাঁহার চরণ দুখানিতে এখন আর যদিও অলক্তক নাই তথাপি স্বাভাবিক রক্তবর্ণে তাহাদিগকে কমলকলিকার ন্যায় সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি এখনও স্বামীর অনুরোধে অলঙ্কার ত্যাগ করেন নাই; সুতরাং নূপুরের মধুর শব্দে যেন হংসগণকে পরাজিত করিয়াই ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন। রামের বাহুযুগলের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি বনমধ্যে কি হস্তী, কি সিংহ, কি ব্যাঘ্র, কাহাকেও দেখিয়া ভয় পান্ না। দেবি! আপনি তাঁহাদের জন্য আর শোক করিবেন না। মহারাজ দশরথও যেন বালকের ন্যায় তাঁহাদের জন্য বৃথা শোক না করেন। রামচন্দ্রের এই পবিত্র চরিত্র চিরকাল ত্রিভুবনে কীর্ত্তিত হইবে। তিনি এখন শোক ত্যাগ করিয়া হৃষ্টচিত্তে

মুনিব্রত অবলম্বন করিয়াছেন এবং বনমধ্যে বন্য ফল মূল ভক্ষণ করিয়া পিতৃসত্য পালন করিতেছেন।”

সুমন্ত্র এইরূপে কৌশল্যাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না।

একষট্টি সর্গ।

কৌশল্যার বিলাপ।

রামের বনবাসের কষ্ট মনে করিয়া কৌশল্যা কাঁদিতে কাঁদিতে দশরথকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ! ত্রিভুবনে সকলেই আপনাকে দয়ালু ও প্রিয়ভাষী বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে, বলুন দেখি, আপনি কোন্ প্রাণে কোমলাঙ্গী সীতার সহিত প্রাণের ধন রাম ও লক্ষ্মণকে বনে পাঠাইলেন। যাহারা জন্মাবধি সুখভোগ করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহারা কি প্রকারে বনবাসের অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিবে। হায়! সুকুমারী সীতা আমার বড় আদরের ধন, আজ আমার বাছাকে কি কষ্টই না ভোগ করিতে হইল। এত দিন যে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়া অন্ন ভোজন করিত আজ তাহাকে বন্য ফল মুল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে? এতকাল সুমধুর সঙ্গীত যাহার কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত

করিত, আজ তাহাকে বনমধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনিতে হইবে। হা বৎস রাম! সুকোমল শয্যায় তোমার নিদ্রা হইত না, আজ হস্তে মস্তক রাখিয়া তোমাকে ভূমিশয্যায় নিদ্রা যাইতে হইবে। হায় কবে আবার আমি তোমার মুখখানি দেখিতে পাইব। আমার হৃদয় বজ্র নির্ম্মিত নতুবা এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? মহারাজ! আপনি কাহারও পরামর্শ না লইয়া, কেবল কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কতদূর অন্যায় হইয়াছে তাহা আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন্। চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের পর রাম কি আমার আর জীবিত থাকিবেন? যদিও দেবতাদিগের অনুগ্রহে তিনি ফিরিয়া আসিতে পারেন তাহা হইলেও ভরত যে তখন তাঁহাকে রাজ্য দিবে তাহা বোধ হয় না। আর ভরত রাজ্য দিলেও রাম তাহা কদাচ গ্রহণ করিবেন না। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, যদি কেহ আপনার বন্ধুদিগকে অগ্রে ভোজন করায়, তাহা হইলে তেজস্বী ব্রাহ্মণেরা অন্ন সুধাসম হইলেও প্রাণান্তে তাহা স্পর্শ করেন না; রামও সেইরূপ জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠের উপভুক্ত রাজ্য কদাচ গ্রহণ করিবেন না। যেরূপ ব্যাঘ্র পরের আস্বাদিত মাংস গ্রহণ করে না, তেজস্বী পুরুষদেরও সেইরূপ পরের ভুক্তদ্রব্যে রুচি হয় না। মহারাজ! ব্যাঘ্রের পুচ্ছ মর্দ্দন করিলে সে তাহা কদাচ সহ্য করে না; রামও অপমান সহ্য করিয়া কখন রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। সুরাসুর একত্র হইলেও রামের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না সত্য, তিনি ইচ্ছা করিলে নিমেষমধ্যে সমস্ত জীবজন্তু নষ্ট

করিতে পারেন, সাগরকেও শুষ্ক করিতে পারেন, কিন্তু রাম যেরূপ ধার্ম্মিক তাহাতে বলপূর্ব্বক তিনি রাজ্যভার কখনই গ্রহণ করিবেন না। আপনি এরূপ সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রকে কোন প্রাণে বনে পাঠাইলেন বুঝিতে পারি না। মহর্ষিগণ শাস্ত্রে যে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ভক্তিসহকারে যে ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন, সেই সনাতন ধর্ম্মে যদি আপনার কিছুমাত্র আস্থা থাকিত, তাহা হইলে আপনি কদাচ এরূপ কার্য্য করিতে পারিতেন না। মহারাজ! স্ত্রীলোকের প্রথম গতি স্বামী, দ্বিতীয় গতি পুত্র, তৃতীয় গতি জ্ঞাতিবর্গ; ইহা ভিন্ন তাহাদের আর অন্য কোন গতি নাই। কিন্তু আমার কি রহিল। আপনি কৈকেয়ীর বশীভূত হইয়া আমাকে এক দিনের জন্যও সুখী করিলেন না; মনে করিয়াছিলাম রামকে লইয়া সুখী হইব, কিন্তু এখন আপনি আমার সে সুখের পথেও কণ্টক দিলেন। জ্ঞাতিবর্গ ত কেহই নিকটে নাই যে তাহাদের দ্বারা আমার কোন উপকার হইবে। মহারাজ! বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনা হইতে এই বিস্তৃত রাজ্য নষ্ট হইল, মন্ত্রিগণ ও পৌরগণ দুঃখসাগরে মগ্ন হইল, আমার আশালতাও একেবারে নির্ম্মূল হইল।

কৌশল্যার এই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ দশরথ "হা রাম!" বলিয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্তহৃদয়ে আপনার দুষ্কৃতির কথা ভাবিতে লাগিলেন।

বাষট্টি সর্গ

কৌশল্যার বিলাপ।

কি কারণে তাঁহার এই ঘোর বিপদ উপস্থিত হইল, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে মহারাজা দশরথ শোকে একেবারে বিহ্বল ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ হইলে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং পার্শ্বে কৌশল্যাকে দেখিয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বে শব্দ-মাত্র লক্ষ্য করিয়া মুনিকুমারের বধস্বরূপ যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহাই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। একে ত রামচন্দ্রের শোকে রাজা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়াছিলেন, আবার এই কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার সন্তাপ দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে অধোমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যাকে প্রসন্ন করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "দেবি! তুমি শত্রুর প্রতিও দয়া প্রকাশ কর, আজ আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। দেখ, স্বামী গুণবান হউন বা নির্গুণই হউন, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করা স্ত্রীর একান্ত কর্ত্তব্য। তুমি ধর্ম্মশীলা ও বুদ্ধিমতী; যদিও দারুণ মনোবেদনায় কষ্ট পাইতেছ বটে, তথাপি আমাকে শোকের উপর এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা তোমার উচিত হয় না।"

রাজা নিতান্ত করুণ স্বরে ও দীনভাবে এই কথা বলিলে, কৌশল্যা মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া অবিরল অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে সভয়ে, ব্যগ্রভাবে, বলিতে লাগিলেন, "দেব! আমি আপনার চরণ ধরিয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি স্বামী হইয়া আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আমার নরকেও স্থান হইবে না। আমি আপনার ক্ষমার পাত্রী নহি, আপনি আমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিন। ইহলোক ও পরলোকের পূজ্য দেবতা পতি, যে স্ত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে কুলস্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত নহে। দেব! আমার ধর্ম্মজ্ঞান আছে, আর আপনি যে সত্যবাদী তাহাও আমি জানি; কেবল শোকে হতজ্ঞান হইয়া আপনাকে কুকথা বলিয়াছি। শোক মনুষ্যের ধর্ম্ম, জ্ঞান, বুদ্ধি, সমস্তই দূর করে। শোকের তুল্য দ্বিতীয় শত্রু আর নাই। শত্রুর প্রহার অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকিতে পারা যায়, কিন্তু এক কণিকা শোক হৃদয়ে প্রবেশ করিলে তাহা কোন ক্রমেই সহ্য করা যায় না। মহারাজ! আজ পাঁচ দিন হইল, রাম বনবাসে গিয়াছেন; কিন্তু আমার নিরানন্দ হৃদয়ে ঐ পাঁচ দিন পাঁচ বৎসর বলিয়া বোধ হইতেছে। যেমন নদীর প্রবাহে সাগর বর্দ্ধিত হয়, রামের চিন্তায় আমার শোকসাগর সেইরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব শোকের বশীভূত হইয়া অধীনী যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা ক্ষমা করুন।"

কৌশল্যা এইরূপ অনুনয় করিতেছেন, এমন সময়ে রজনী উপস্থিত হইল। রাজা দশরথ শোকে অভিভূত

হইয়াছিলেন, এখন রাজ্ঞীর সুমধুর বাক্যে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

তেষট্টি সর্গ।

অন্ধমুনিপুত্রের বধ বর্ণন।

শোকদগ্ধ হৃদয়ে অধিকক্ষণ নিদ্রা হওয়া অসম্ভব। মহারাজ দশরথ অল্পকাল মধ্যেই জাগরিত হইয়া পুনরায় তাঁহার দুষ্কৃতির কথাই ভাবিতে লাগিলেন। রাহু যেরূপ সূর্য্যদেবকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ পুত্রশোক তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। রামের অযোধ্যা হইতে যাত্রার পর ষষ্ঠ রজনীতে দশরথ আপনার মুনিকুমার বধ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া পুত্রশোকাকুলা কৌশল্যাকে বলিলেন, "দেবি! যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্য করে, তাহা শুভই হউক বা অশুভই হউক, তাহাকে অবশ্যই তাহার অনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের প্রারম্ভে তাহার দোষ গুণ বিবেচনা না করে, সে নিতান্ত বালক। পলাশ বৃক্ষের পুষ্প সুন্দর দেখিয়া ফলও মিষ্ট হইবে, এই আশায় যে ব্যক্তি আম্র কানন ছেদন করিয়া

পলাশ বৃক্ষে জল সেচন করে, তাহাকে পরিণামে হতাশ হইতে হয়। সেইরূপ যে ব্যক্তি ভাবী ফলাফল না দেখিয়া কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকেও অবশেষে কষ্ট পাইতে হয়। দেবি! আমিও ঐরূপ আম্রবন ছেদন করিয়া পলাশ বৃক্ষে জলসেচন করিয়াছিলাম; এখন সুখের সময় রামকে নির্ব্বাসিত করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি।

মহিষি! আমি কৌমারাবস্থায় শব্দমাত্র শ্রবণ করিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে শিখিয়াছিলাম, এই জন্য লোকে আমাকে শব্দবেধী বলিত। আমি সেই সময়ে যে পাপকার্য্য করিয়াছি, তাহারই ফলস্বরূপ আজ আমার এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে; ইহাতে কাহারও দোষ নাই। বালক যেরূপ অজ্ঞানতাবশতঃ বিষ পান করিয়া আপনার মৃত্যুর কারণ হয়, আমিও সেইরূপ নিজের মৃত্যুর কারণ হইয়াছি। রাজ্ঞি! তখন তোমার বিবাহ হয় নাই; আমার যৌবনাবস্থা, এমন সময়ের কথা বলিতেছি। একদা বর্ষাকাল উপস্থিত; সূর্য্য ভূমির রস আকর্ষণ পূর্ব্বক কঠোর কিরণে পৃথিবী উত্তপ্ত করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিলে; গগণে সজল মেঘসমূহ দর্শন দিল; পৃথিবীর সমস্ত উত্তাপ দূর হইয়া গেল। ভেক, চাতক ও ময়ূরগণ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিল। পক্ষীগণ বৃষ্টিতে পক্ষ ভিজিয়া যাওয়াতে অতি কষ্টে বৃক্ষোপরি অবস্থিতি করিতে লাগিল। পর্ব্বত সকল অবিরলপতিত জলধারায় আচ্ছন্ন হইয়া স্তূপাকার জলরাশির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। জলের স্রোত স্বভাবতঃ নির্ম্মল হইলেও পর্ব্বতস্থ গৈরিকাদির সহিত মিশ্রিত হওয়াতে কোথাও পাণ্ডুবর্ণ,

কোথাও লোহিত বর্ণ, কোথাও বা ধূসরবর্ণ হইয়া সর্পের ন্যায় বক্র গতিতে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইল।

দেবি! সেই সুখকর কালে মৃগয়া করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হওয়াতে আমি ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া রথারোহণে, জলপানার্থ আগত হস্তী, মৃগ, মহিষ, কিম্বা কোন শ্বাপদ জন্তু বধ করিবার বাসনায়, সরযূ নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম।

অনন্তর আমি অন্ধকারে কলসে জল পূরণের শব্দ শুনিয়া মনে করিলাম, কোন হস্তী জলে নামিয়া শব্দ করিতেছে। হস্তীকে বধ করিবার ইচ্ছায় আমি সাক্ষাৎ কালসর্পের ন্যায় একটী তীক্ষ্ণ শর লইয়া ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলাম। তৎক্ষণাৎ মনুষ্যের আর্ত্তনাদ আমার কর্ণগোচর হইল। বুঝিলাম, শর একেবারে মর্ম্মস্থলে গিয়া লাগিয়াছে এবং আহত ব্যক্তি জলে পতিত হইয়াছেন। প্রথমে তিনি 'হা পিতঃ! হা মাতঃ!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, পরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'হায়! আমি রাত্রি কালে নির্জ্জন নদীতে জল লইতে আসিয়াছি, এমন সময় কে আমার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিল।' আমরা তপস্বী, বল্কল পরিধান ও জটা ধারণ করিয়া বনে বাস করি এবং বন্য ফল মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করি, আমরা ত কখন কাহারও কোন অপকার করি না, তবে অকারণে কে আমার প্রাণ সংহার করিতে অভিলাষী হইল। ইহাতে তাহার কি পৌরুষ হইবে বুঝিতে পারি না। হায়! আমার মৃত্যু হইল বলিয়া আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, কেবল আমার পিতা মাতার কথা মনে করিয়া এত কষ্ট হইতেছে।

আমি এতকাল তাঁহাদিগকে সেবা করিতেছি, কিন্তু আমার মৃত্যু হইলে তাঁহারা কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন। হায়! পৃথিবীতে এমন কে নির্দ্দয় আছে যে, এক বাণেই আমাদের তিন জনের প্রাণ বধ করিল।'

কৌশল্যে! সেই রাত্রিকালে মুনিকুমারের এই প্রকার বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার হস্ত হইতে ধনুর্বাণ স্খলিত হইয়া পড়িল। আমি শোকে নিতান্ত ব্যথিত ও হতজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। পরে উন্মত্তের ন্যায় সসম্ভ্রমে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে গিয়া দেখিলাম, একটী তপস্বীকুমার শরাঘাতে ভূতলে পতিত হইয়াছেন, তাঁহার জটা সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শোণিতে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। নিকটে একটী কলস পড়িয়া রহিয়াছে।

দেবি! আমায় দেখিয়া তপস্বীকুমার কিছুক্ষণ আমার প্রতি স্থির, তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তখন আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন তপস্যার তেজ আমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। কিছুকাল পরে মুনিকুমার নিষ্ঠুর বচনে আমায় বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ! আমরা বনবাসী, আপনার কখন কোন অপকার করি নাই। আমি তৃষ্ণার্ত্ত পিতা মাতার জন্য জল লইতে আসিয়াছিলাম, আপনি কেন এমন সময় আমার প্রতি শরাঘাত করিলেন। আপনি জানেন না যে, এক শরে আপনি আমাকে এবং আমার অন্ধ পিতা ও মাতা তিন জনকেই বধ করিলেন। আহা! মহারাজ! তাঁহারা বৃদ্ধ ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে অসমর্থ, সুতরাং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এতক্ষণ আমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। নিশ্চয় বলি

লাম, আমার পিতৃদেবের শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং তপশ্চর্য্যা সকলই অনর্থক, নতুবা আমি শরাঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া রহিয়াছি, তিনি জানিতে পারিতেছেন না কেন? অথবা তিনি নিজে চলিতে অসমর্থ, সুতরাং জানিয়াই বা কি করিবেন। একটী বৃক্ষের বিপদ উপস্থিত হইলে কি অন্য বৃক্ষ তাহার কোন সাহায্য করিতে পারে? অতএব মহারাজ। আপনি শীঘ্র পিতার নিকট গিয়া এই শোচনীয় বৃত্তান্তের কথা বলুন; কিন্তু সাবধান। দাবানল যেরূপ বনকে দগ্ধ করে, সেইরূপ তিনিও যেন ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাকে ভস্মসাৎ না করেন। এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া কিছুদূর গমন করিলেই আপনি পিতার আশ্রম দেখিতে পাইবেন। প্রথমে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিবেন, কারণ তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলে আপনার সর্ব্বনাশ হইবে।

মহারাজ! আপনার এই তীক্ষ্ণ শর আমার মর্ম্মস্থলে লাগিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা দিতেছে, আপনি শীঘ্র শরটী উত্তোলন করুন।'

মহিষি! মুনিকুমার এই কথা বলিলে, আমার মনে বিষম চিন্তা উপস্থিত হইল। আমি দেখিলাম, শর উত্তোলন না করিলে ক্রমশঃ যাতনা বৃদ্ধি হইবে, করিলে এখনই মুনিকুমারের মৃত্যু হইবে। আমি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। দেবি! সরলস্বভাব মুনিকুমার আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তত্রাচ তিনি আমাকে কাতর দেখিয়া সদয় ভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! আপনার ভয় নাই। ব্রহ্মহত্যা

করিলাম বলিয়া আপনার মনে যে অনুতাপ হইয়াছে, তাহা দূর করুন। আমি সুস্থচিত্তে বলিতেছি, আমি ব্রাহ্মণ নহি। বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে আমার জন্ম হইয়াছে।' মুনিকুমার অতি কষ্টে এই কয়টী কথা বলিলে, আমি শরটী বাহির করিয়া লইলাম। তৎক্ষণাৎ মৃত্যুচিহ্ন সমস্ত দেখা দিল। নির্দ্দোষী তপস্বীবালক থাকিয়া থাকিয়া, সাক্ষাৎ কালস্বরূপ সম্মুখে দণ্ডায়মান আমার প্রতি ভীত নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং অল্পক্ষণ পরেই প্রাণত্যাগ করিল।

দেবি! সেই নিশাকালে সরযূতীরে নির্দ্দোষী ঋষিকুমারের সেই মৃত্যুকালীন ভাব দর্শন করিয়া আমার মন যে কিরূপ হইল, তাহা আর বলিতে পারি না।"

চৌষট্টি সর্গ।

রাজা দশরথের মৃত্যু।

রাজা দশরথ তপস্বীকুমারের মৃত্যুর কথা স্মরণ হওয়াতে অনেকক্ষণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া পুনরায় কৌশল্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেবি! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ পাপকার্য্য করিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম এবং অতঃপর কি কর্ত্তব্য, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

অবশেষে সেই কলসটী জলে পূর্ণ করিয়া মুনিকুমার দর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখিলাম, অন্ধমুনিদম্পতী ছিন্নপক্ষ পক্ষিমিথুনের ন্যায় দীন-ভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উঠিয়া বসিবার শক্তি নাই। তৎকালে তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রের কথায় ব্যস্ত ছিলেন। মনে আশা পুত্র জল আনিবে; কিন্তু হায়! তাঁহারা জানিতেন না, যে নরাধম দশরথ তাঁহাদের সে আশালতা একেবারে উন্মূলিত করিয়াছে। আমি একেত শোকে অভিভূত হইয়াছিলাম; তাহাতে আবার তাঁহাদের দুইজনকে দেখিয়া আমার শোক ও ভয় একেবারে শতগুণ বাড়িয়া উঠিল।

অন্ধমুনি আমার পদশব্দ শ্রবণ করিয়া পুত্রভ্রমে কহিলেন, "বৎস তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? শীঘ্র জল আনয়ন কর, তৃষ্ণায় আমাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। তুমি অনেকক্ষণ নদীতে খেলা করিতেছিলে বলিয়া তোমার মাতা কত ভাবিতেছিলেন, শীঘ্র আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহার তাপিত প্রাণ শীতল কর। বৎস! আমরা যদি কখন তোমায় কোন কটু কথা বলি, তুমি তাহাতে মনে দুঃখ করিও না। তুমি আমাদের একমাত্র গতি, তুমিই তোমার অন্ধ পিতামাতার চক্ষু; তোমাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা জীবিত আছি। বৎস! আমার কথায় কোন উত্তর দিতেছ না কেন? আমার উপর কি রাগ করিয়াছ?"

মহিষি! মুনি করুণস্বরে এই কথা বলিলে আমার মনে অত্যন্ত শোক ও ভয় উপস্থিত হইল। যাহা হউক, অনেক

কষ্টে তৎকালীন মনের ভাব গোপন করিয়া মুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "ঋষে! আমি আপনার সন্তান নহি। আমার ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম, নাম দশরথ। আমি নিজ কর্ম্মদোষে সাধুলোকের ঘৃণিত কার্য্য করিয়া এখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি। মুনিবর! আমি অদ্য হস্তী বা কোন শ্বাপদ জন্তু বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া সরযূ নদীর তীরে আসিয়াছিলাম। সেখানে কলসে জল পূরণের শব্দ শ্রবণ করিয়া হস্তীর শব্দভ্রমে বাণ ত্যাগ করিলাম। গিয়া দেখিলাম, একটী মুনিকুমার বাণে আহত হইয়া মৃতপ্রায় ভূতলে পড়িয়া আছেন। অত্যন্ত যাতনা হওয়াতে তিনি আমাকে বাণটী বাহির করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। সেইরূপ করিবামাত্র তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বৃদ্ধ পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়া অনেক বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছিলেন। ভগবন্! আমি না জানিয়া আপনার পুত্রের প্রাণনাশ করিয়াছি। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন এ নরাধমকে ক্ষমা করুন।"

দেবি! আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া এই নিদারুণ কথা বলিলাম। মহাতেজা ঋষি আমার পাপ অজ্ঞানকৃত জানিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ভস্মসাৎ করিলেন না। তিনি শোকে অভিভূত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমায় বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! যদি আপনি এই অন্যায় কার্য্যের কথা স্বয়ং আসিয়া না বলিতেন, তাহা হইলে আজ আপনার মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইত। তুচ্ছ ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাকুক, যদি স্বয়ং ইন্দ্র জ্ঞানপূর্ব্বক নিরপরাধী তপস্বীর প্রাণ বিনাশ করেন, তাহা

হইলে তাঁহাকেও পদচ্যুত হইতে হয়। আমার পুত্র ব্রহ্মবাদী ও তপঃপরায়ণ; আপনি যদি জানিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইতেন। অজ্ঞানতাবশতঃ এরূপ করিয়াছেন বলিয়া এখনও জীবিত আছেন, নতুবা এতক্ষণ আপনি কেন, আপনার বংশেরও কেহ থাকিত না।

যাহা হউক, আপনি এখন একবার আমাদিগকে সেইখানে লইয়া চলুন। আমরা রুধিরাক্তকলেবর ভূতলশায়ী প্রিয়পুত্রকে একবার জন্মের মতন দেখিয়া লই।"

অনন্তর আমি সেই শোকার্ত্ত অন্ধ দম্পতীকে সরযূতীরে লইয়া গেলাম এবং তাঁহাদিগকে মৃত পুত্রের দেহস্পর্শ করাইলাম। পুত্রের দেহ স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহারা হাহাকার করিয়া তদুপরি পতিত হইলেন। অন্ধমুনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "বৎস! আজ তুমি কেন আমাদিগকে অভিবাদন করিতেছ না, কেনই বা আমাদের সহিত কথা কহিতেছ না। আজ কি জন্য ধূলায় পড়িয়া আছ; তুমি কি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছ? বৎস! উঠ। যদি আমিই তোমায় কোন কটু কথা বলিয়া থাকি, তোমার দুঃখিনী মাতা ত তোমায় কিছু বলেন নাই, তবে কেন আজ মধুরস্বরে মা বলিয়া তাঁহার কোলে যাইতেছ না? হায়! কে আর রাত্রিশেষে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবে? আমি আর কাহার মুখে সেই সুমধুর স্বর শুনিতে পাইব? কে আর সন্ধ্যাবন্দন ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া আমাকে স্নান করাইবে? আমি একান্ত অকর্ম্মণ্য, অসহায় ও দরিদ্র; কে

আর বন্য ফল মূল সংগ্রহ পূর্ব্বক অতিথির ন্যায় যত্নে আমাকে আহার করাইবে। হা বৎস! তোমার অসহায়া বৃদ্ধা মাতাকে আমি নিজে অসহায় হইয়া কিরূপে প্রতিপালন করিব। পুত্র! তুমি একাকী যমালয়ে যাইও না, আমরা কাল সকলে মিলিয়া সেখানে যাইব। আমরা একে অসহায়, তাহাতে এই বিষম শোক প্রাপ্ত হইলাম, সুতরাং আর অধিক কাল বাঁচিব না। আমি যমালয়ে গিয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিব, 'দেব! আমাদের একমাত্র অবলম্বন এই পুত্রটী ফিরিয়া দিন্। আপনি দিকপাল ও ধর্ম্মরাজ, নিরূপায় পিতামাতার এই একটী ভিক্ষা পূর্ণ করুন্।'

হা বৎস! তুমি কখন পাপকর্ম্ম কর নাই, কিন্তু এই পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয় তোমায় বধ করিল। তুমি আমার তপস্যার প্রভাবে অবিলম্বে বীরলোকে গমন কর। বীর পুরুষেরা সম্মুখসংগ্রামে শরীর ত্যাগ করিয়া যে গতি লাভ করেন, সগর, শৈব্য, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ, ধুন্ধুমার প্রভৃতি মহাত্মাগণ যে গতি লাভ করিয়াছেন; বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ভূমিদান, অগ্নিস্থাপন, গোসহস্রদান, গুরুসেবা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে যে গতি লাভ হয়, তোমার সেই গতি লাভ হউক। আমার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহারও অসদ্গতি হয় নাই; কিন্তু যে ব্যক্তি তোমায় অকারণ বধ করিয়াছে, তাহার কখন মঙ্গল হইবে না।" এই বলিয়া মুনি অতি দীনস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং ভার্য্যার সহিত নদীর জলে মৃত পুত্রের উদ্দেশে তর্পণ করিলেন।

মুনিকুমার স্বকীয় পুণ্যের প্রভাবে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া

ইন্দ্রের সহিত স্বর্গারোহণ করিলেন এবং কিছুকাল পরে তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসিয়া জনকজননীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি এতকাল যে আপনাদের সেবা করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যফলে সুখময় ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছি; আপনারাও শীঘ্র আমার পশ্চাৎ আগমন করুন।" এই বলিয়া তাপসকুমার পুনরায় স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন।

দেবি! আমি এতক্ষণ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদের নিকট দাঁড়াইয়া ছিলাম। মহাতেজা ঋষি আমার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "মহারাজ! আপনি এখনই আমাকে বিনাশ করুন্। আমার একমাত্র পুত্রকে যখন আপনি সংহার করিয়াছেন, তখন আর আমার মরণে কিছুমাত্র দুঃখ নাই। আপনি অকারণ এরূপ করিয়াছেন বলিয়া আপনাকে এই অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, আমি যেরূপ বৃদ্ধাবস্থায় অন্তরে দারুণ আঘাত পাইলাম, সেইরূপ আপনাকেও যেন শেষাবস্থায় 'হা পুত্র! হা পুত্র!' বলিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়। অজ্ঞান কৃত বলিয়া আপনাকে ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করিল না, কিন্তু আমার এ অভিশাপের ফল আপনাকে অচিরেই ভোগ করিতে হইবে।"

প্রিয়ে! মহর্ষি ক্রোধভরে আমাকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া বহুক্ষণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পত্নীর সহিত জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

মহিষি! শব্দানুসারে লক্ষ্য ভেদ করিয়া আমি বাল্য

যে মহাপাতক সঞ্চয় করিয়াছিলাম, আজ চিন্তা করিতে করিতে তাহা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। সেই ঘোর পাপের আজ প্রায়শ্চিত্ত উপস্থিত। মহাতেজা ঋষি যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই রূপই ঘটিতেছে।

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ রাজার চক্ষে জল আসিল। তিনি পুনরায় কৌশল্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেবি! পুত্র শোকেই আমার মৃত্যু হইল। আর বিলম্ব নাই। আমি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। কৌশল্যে! তুমি আমাকে স্পর্শ কর। অতঃপর তোমার স্পর্শ আমার পক্ষে দুর্লভ হইবে। হায়! মহিষি! এ সময়ে আমার রাম যদি আমাকে একবার স্পর্শ করিত, তাহা হইলে আমি বোধ হয়, বাঁচিতে পারিতাম। আমি রামের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহা আমার উচিত হয় নাই; কিন্তু রাম আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছে। পুত্র দুর্বৃত্ত হইলেও পিতা কখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। বরং পিতার অন্যায় ব্যবহারে পুত্রের ক্রুদ্ধ হওয়া সম্ভব। দেবি! আমার স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইতেছে। ভীষণ মূর্ত্তি যমদূতেরা ক্ষণে ক্ষণে আমায় প্রস্তুত হইতে বলিতেছে। হায়! আমি এ সময়ে একবার সর্ব্বগুণাকর রামচন্দ্রের মুখখানি দেখিতে পাইলাম না, মনে বড় খেদ রহিল। সূর্য্যের প্রচণ্ড আতপে যেরূপ জল শুষ্ক হইয়া যায়, রামের অদর্শনে আমার প্রাণ সেইরূপ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। প্রিয়ে! যাঁহারা চতুর্দ্দশ বৎসর পরে পুনরায় রামের চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিবেন, যাঁহারা পুনরায় তাঁহাকে

রাজা দশরথের মৃত্যু।

অযোধ্যা প্রবেশ করিতে দেখিবেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন—দেবতা। মহিষি! মোহে আমার মন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। আমি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আর কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। তৈলাভাবে দীপের রশ্মি যেরূপ নিস্তেজ হইয়া আইসে,সেইরূপ জ্ঞানাভাবে আমার ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। প্রবলবেগে নদীর কুল যেরূপ ভগ্ন হয়, সেইরূপ আত্মকৃত শোকে আমার প্রাণ বিনষ্ট হইল। হা বৎস রাম! হা বৎস লক্ষ্মণ! হা সরলে সীতে! আমার মৃত্যু-কাল উপস্থিত, তোমরা এ সময়ে কোথায় রহিলে। তোমরা এ নরাধমকে ক্ষমা কর। হা কৌশল্যে! হা সুমিত্রে! আমার দৃষ্টিশক্তি একেবারে লোপ হইল, এ সময়ে একবার তোমাদিগকে দেখিতে পাইলাম না। হা নৃশংসে কৈকেয়ি! তো হতেই আমার এই ঘোর সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল।”

রাজা দশরথ কৌশল্যা ও সুমিত্রার সমক্ষে এইরূপ দীনভাবে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া রজনী দ্বিপ্রহরের পর প্রাণত্যাগ করিলেন।

পঁয়ষট্টি সর্গ।

দশরথের মৃত্যু বর্ণন।

রাজা দশরথের মৃত্যুর কথা কেহই অবগত ছিল না। রাত্রি প্রভাত হইলে, বন্দিগণ রাজভবনে আগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব নিয়মানুসারে রাজার স্তুতিগান করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের সুগভীর শব্দে রাজপ্রাসাদ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পাণিবাদকেরা রাজার অদ্ভুত কার্য্যকলাপের উল্লেখ করিয়া করতালি প্রদান করিতে লাগিল। বৃক্ষস্থ ও পিঞ্জরস্থ পক্ষিগণ সেই শব্দে জাগরিত হইয়া কলরব করিয়া উঠিল। উচ্চৈঃস্বরে পুণ্যতীর্থের নামোচ্চারণ, বীণার সুমধুর শব্দ এবং গায়কদিগের গানে রাজপ্রাসাদ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর সেবাকার্য্যে পটু বিশুদ্ধাচার বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল। স্নানকার্য্যে নিপুণ পরিচারকেরা যথা সময়ে হরিচন্দনাক্ত জলে পূর্ণ সুবর্ণ কলস সকল আনয়ন করিল। কুমারী ও পতিব্রতা স্ত্রীগণ মাঙ্গল্য দ্রব্য, পানার্থ গঙ্গাজল এবং আভরণ প্রভৃতি উপস্থিত করিল। তৎকালে রাজার জন্য যে সমস্ত পদার্থ আনা হইয়াছিল, তাহা সমস্তই সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। সকলে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত উৎসুক হইয়া রাজদর্শনের অপেক্ষা করিল, কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইয়া নানা প্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিল।

যে সকল মহিষীরা দশরথের শয়ন গৃহের নিকটেই

ছিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ মৃদুমধুর বচনে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া শয্যায় উঠিয়া গাত্র স্পর্শ করিলেন। দেখিলেন রাজার দেহ স্পন্দহীন, জীবনের কিছুমাত্র লক্ষণ নাই। তখন তাঁহারা দারুণ অনিষ্টাশঙ্কায় স্রোতোমুখে পতিত তৃণখণ্ডের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন।

কৌশল্যা ও সুমিত্রা পুত্রশোকে অত্যন্ত ম্লান ও বিবর্ণা হইয়া তিমিরাবৃতা তারকার ন্যায় রাজার পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অধিক রাত্রে নিদ্রা গিয়াছিলেন সুতরাং এখনও তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন; একবার মনেও ভাবেন নাই যে নিদ্রাভঙ্গের পর তাঁহাদিগকে দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

মহিষীগণ রাজাকে জাগরিত করিতে গিয়া এই শোচনীয় ব্যাপার দর্শনে করুণস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের আর্ত্তনাদে কৌশল্যা ও সুমিত্রার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা রাজার সেই অবস্থা দেখিয়া এবং দেহ স্পর্শ করিয়া "হা নাথ"! বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন, এবং ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী প্রভৃতি মহিষীগণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে আসিয়া শোকভরে মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। ক্রমশঃ তাঁহাদের রোদনধ্বনি একত্রে মিলিত ও বর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত রাজভবন প্রতিধ্বনিত করিল। সকলে ত্রস্ত হইয়া আর্ত্তনাদের কারণ জানিবার জন্য ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইল। স্থানে স্থানে আত্মীয়

স্বজনেরা বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সকলেই নিরানন্দ ও বিমর্ষ।

হায়! তৎকালে রাজমহিষীরা সকলে রাজার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিতান্ত অসহায়ের ন্যায় করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছেন দেখিয়া, কেহই অশ্রুসম্বরণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

ছয়ষষ্টি সর্গ।

দশরথের মৃতদেহ স্থাপন।

অনন্তর কৌশল্যা নির্ব্বাপিত অগ্নির ন্যায়, বারিশূন্য সাগরের ন্যায়, প্রভাহীন সূর্য্যের ন্যায়, দশরথের মৃতদেহ অবলোকন করিয়া শোকভরে তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন, "নৃশংসে! আজ তোর মনস্কামনা পূর্ণ হইল; তুই এখন নিষ্কণ্টক হইয়া রাজ্য ভোগ কর্। রাম আমাকে পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, আজ স্বামীও চলিলেন। এখন সহায়হীন ব্যক্তির দুর্গম বনে ভ্রমণের ন্যায় আমার জীবনে কিছুমাত্র সুখ নাই। পাপীয়সি! তুই পাতিব্রত্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিস্, সুতরাং বিধবা হইয়াও অনায়াসে রাজ্যসুখ ভোগ

করিতে পারিবি; কিন্তু পূজ্যদেবতা পতি বিহনে সুখী হওয়া আমাদের সাধ্য নয়। হায় কৈকেয়ি! তুই কুব্জার কুমন্ত্রণায় কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্, এখন বুঝিতে পারিলি কি? তোর পরামর্শে মহারাজ সীতার সহিত রামকে বনে পাঠাইয়াছেন, এই কথা যখন রাজর্ষি জনক শুনিবেন, তখন তাঁহার দশায় কি হইবে? তিনি নিশ্চয়ই আমাদের মত দারুণ শোকে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন।

"হায়! এ সময় আমার রাম কোথায় রহিল। বৎস! তুমি জীবিত থাকিতে আমি তোমায় দেখিতে পাইতেছি না। তোমার দুঃখিনী মাতা আজ অনাথা, বিধবা। তুমি কিছুই জানিতে পারিতেছ না। হা সরলে সীতে! রাজার কন্যা, রাজার পুত্রবধূ হইয়া তোমাকে শেষে তপস্বিনীর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইল। বাছা! না জানি তুমি আজ কত কষ্টই পাইতেছ। রাত্রিকালে বনমধ্যে হিংস্র প্রাণীগণের ভীষণ গর্জ্জন শুনিয়া ভয়ে তোমার মুখ মলিন হইয়া যাইতেছে। হায়! তোমার বৃদ্ধ পিতার তুমি যে একমাত্র সন্তান—বড় আদরের ধন। তিনি যখন তোমার কথা ভাবিবেন, তখন তাঁহার হৃদয় যে শতধা বিদীর্ণ হইবে।

"কৈকেয়ি! দুশ্চারিণি! তুই চারিদিকে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্। আমার আর এক দণ্ডও বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। আমি এখনই পতির মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া একবারে এ দারুণ শোক ও জীবনের অবসান করিব।"

এই বলিয়া কৌশল্যা রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অমাত্যগণ অন্তঃপুরস্থ

স্ত্রীদিগের দ্বারা অনেক কষ্টে তাঁহাকে সেস্থান হইতে অন্যত্র লইয়া গেলেন। পরে বশিষ্ঠ প্রভৃতির আদেশানুসারে রাজার মৃতদেহ তৈলপূর্ণ কটাহ মধ্যে সাবধানে রক্ষা করা হইল; কিন্তু তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কেহ উপস্থিত না থাকাতে তখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারিলেন না।

রাজমহিষীগণ রাজার মৃতদেহ তৈলকটাহ মধ্যে রাখিতে দেখিয়া মৃত্যু স্থির জানিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ। ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র বিহনে আমরা শোকে মৃতপ্রায় হইয়া আছি, আবার আপনিও এ সময়ে আমাদিগকে অনাথা করিয়া চলিয়া গেলেন। এখন আমরা বিধবা ও অনাথা হইয়া কি প্রকারে দিবানিশি পাপিষ্ঠা কৈকেয়ীর বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকিব। যে কৈকেয়ী রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে বনে পাঠাইতে পারিয়াছে, যে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত হরণ করিল, কোন ঘৃণিত কর্ম্মই তাহার অসাধ্য নয়। সে রাজ্য প্রাপ্ত হইলে সকলেরই প্রাণ সংশয় হইবে।"

রাজমহিষীগণ শোকে হতজ্ঞান হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে অযোধ্যা নগরী চন্দ্র বিরহিতা রজনীর ন্যায় অত্যন্ত শোচনীয় ভাব ধারণ করিল। সকলেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কুলাঙ্গনারা হাহাকার করিয়া চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিল। চত্বরস্থান ও গৃহ সমুদয় শূন্য হইল। সর্ব্বত্রই কেবল ক্রন্দন, আর্ত্তনাদ ও হাহাকার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

রাজার শোচনীয় মৃত্যু, মহিষীগণের ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া

হৃদয়ভেদী করুণস্বরে ক্রন্দন, নগরের সর্ব্বত্র বিলাপ ও হাহাকার এই সমস্ত দেখিয়া যেন সূর্য্যদেব ম্লানভাবে অস্তাচলে গমন করিলেন। ক্রমশঃ রজনী উপস্থিত হইল।

সেই দুঃখের রজনীতে অযোধ্যাবাসী কি স্ত্রী, কি পুরুষ কাহারও চক্ষে নিদ্রা আইসে নাই। সকলেই শোকে মগ্ন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং কৈকেয়ীকে এই সর্ব্বনাশের একমাত্র কারণ জানিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিল।

সাতষট্টি সর্গ।

রাজাহীন দেশের বিপদ বর্ণন।

সেই দুঃখের রজনী প্রভাত হইলে মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, গৌতম, যাবালি প্রভৃতি রাজকার্য্যকুশল মহর্ষিগণ রাজসভায় সমবেত হইলেন এবং অমাত্যগণের সহিত রাজ্য সংক্রান্ত নানা প্রকার কথাবার্ত্তার পর কিছুই অবধারণ করিতে না পারিয়া প্রধান মন্ত্রী রাজপুরোহিত বশিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভগবন্! রাজা দশরথ পুত্রশোকে স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তাঁহার পুত্রেরা কেহই এখানে উপস্থিত নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থে বনে গমন

করিয়াছেন, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণও তাঁহার অনুগামী হইয়াছেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়ে এখন মাতুলালয়ে আছেন। অবিলম্বে কাহাকেও রাজকার্য্যে অভিষিক্ত করা উচিৎ। নতুবা অরাজক হইলে এই রাজ্য শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অরাজক দেশে গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া মেঘ সকল যথা সময়ে বারিবর্ষণ করে না। পুত্র পিতার, স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হইয়া পড়ে। প্রজাগণের ধন,সম্পত্তি রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। ভগবন্! ইহা ব্যতীত রাজাহীন রাজ্যে আরও অনেক প্রকার উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। রাজ্যে রাজা না থাকিলে, ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানে শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। দেশ হইতে উৎসবাদি একেবারে লয় প্রাপ্ত হয়। সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। বাণিজ্য ব্যবসায়ীরা অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয় না। কুমারীরা সায়ংকালে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া উদ্যানে ক্রীড়া করিতে যাইতে পারে না। ধনীদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া থাকিতে হয়। কৃষকগণ নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রা যাইতে সাহসী হয় না। বণিকেরা পণ্য দ্রব্য লইয়া নিরাপদে দূরদেশে যাইতে পারে না। অরাজক দেশে কিছুতেই মঙ্গল হয় না। সৈন্যগণ যুদ্ধে শত্রুর পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না। সুসজ্জিত অশ্বে বা রথে আরোহণ করিয়া সহসা বহির্গত হইতে কেহ সাহসী হয় না। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা বন ও উপবনে গিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতে পারেন না। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা একাগ্রচিত্তে দেবতার উপাসনা করিতে সক্ষম হন না। অধিক কি, বারি শূন্য নদী, তৃণ শূন্য বন, পালক শূন্য গো সমূহের অবস্থা যেরূপ হয়, রাজা বিনা রাজ্যেরও সেই অবস্থা হইয়া থাকে।

অরাজক রাজ্যে জীবন রক্ষা করা নিতান্ত কঠিন। রাজদণ্ডের ভয় না থাকাতে নাস্তিক ও অধার্ম্মিক লোকগণের সাহস বৃদ্ধি হয়। প্রাণিশরীরে চক্ষুর যেরূপ অত্যন্ত আবশ্যক, রাজ্যে সত্য ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য রাজারও সেইরূপ আবশ্যক। রাজাই সত্য, রাজাই ধর্ম্ম, রাজাই প্রজাদিগের পিতা, মাতা এবং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের কারণ। সদ্বৃত্ত নৃপতি ইন্দ্রাদি দেবগণ অপেক্ষাও প্রধান। যদি সংসারে সদসৎ বিচার করিবার জন্য রাজা না থাকিতেন, তাহা হইলে এ সংসার নিতান্ত অসুখের স্থান হইত। ভগবন্ মহারাজা দশরথ জীবিত থাকিতে আমরা কখনও আপনার আদেশ লঙ্ঘন করি নাই, আজিও আমরা আপনার আদেশানুসারেই চলিব। রাজার মৃত্যুতে এ রাজ্য অরণ্যবৎ হইয়াছে। আপনি শীঘ্র ভরত কিম্বা অন্য কাহাকেও সিংহাসনে অভিষেক করিয়া রাজ্যমধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করুন।”

আটষট্টি সর্গ

ভরতের নিকট দূত প্রেরণ।

ভগবান বশিষ্ঠ এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ ও অমাত্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “মহোদয়গণ! এক্ষণে এ

রাজ্য কাহার প্রাপ্য, সে বিষয়ে আমাদের বিচার করিবার কিছুই নাই। মহারাজা দশরথই ভরতকে যুবরাজ স্থির করিয়া গিয়াছেন। ভরত-শত্রুঘ্নের সহিত এক্ষণে মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য দূতেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া শীঘ্র গমন করুক।”

সভাস্থ অন্যান্য সকলে ভগবান বশিষ্ঠের এই অভিপ্রায়ে সম্মতি প্রকাশ করিলে, তিনি বিজয়, জয়ন্ত, অশোক এবং নন্দন নামক চারি জন দূতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “দূতগণ! তোমরা কেকয়রাজ এবং ভরতের জন্য বহুমূল্য বস্ত্র এবং উৎকৃষ্ট ভূষণাদি লইয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া শীঘ্র কেকয় রাজ্যে গমন কর। সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া আমার আদেশানুসারে ভরতকে কহিবে ‘রাজকুমার! কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব ও অন্যান্য অমাত্যগণ আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে আপনি যেন অবিলম্বে অযোধ্যায় উপস্থিত হন। এমন একটী কার্য্য উপস্থিত, যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলেও সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।’ কিন্তু সাবধান! রামচন্দ্রের বনবাস, কি মহারাজের মৃত্যু, এ দুইটী কথার বিন্দুমাত্রও যেন তিনি জানিতে না পারেন। এ বিপদের কথা শুনিলে ধর্ম্মাত্মা ভরত কদাচই অযোধ্যায় প্রবেশ করিবেন না।”

বশিষ্ঠের আদেশানুসারে দূতগণ পাথেয়াদি সংগ্রহ করিয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক শীঘ্র অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহারা প্রথমে অপরতাল নামক দেশের

পশ্চিমাংশে গিয়া মালিনী নদী পার হইল। পরে প্রলম্ব দেশের মধ্য দিয়া পাঞ্চালদেশে উপস্থিত হইয়া হস্তিনাপুরের নিকট গঙ্গা পার হইল। পথিমধ্যে প্রফুল্ল সরোবর, নির্ম্মল-সলিলা নদী প্রভৃতি তাহাঁদের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল বটে কিন্তু তাহারা সুস্থমনে স্থিরচিত্তে সে সকলের শোভা সন্দর্শন করিতে পারিল না। ক্রমশঃ তাহারা শরদণ্ডা নদীর তীরে উপস্থিত হইল। নানাবিধ পক্ষী সর্ব্বদা ঐ নদীতে ক্রীড়া করে এবং উহার জল অতীব নির্ম্মল। তাহারা শরদণ্ডা পার হইয়া উহার অপর তীরে সত্যোপযাচন নামক এক দিব্য নিকুল বৃক্ষ দেখিতে পাইল। বৃক্ষটীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া ক্রমে কুলিঙ্গা নদী ও অভিকাল এবং তেজোভিভবন নামক গ্রামদ্বয় অতিক্রম করিয়া ইক্ষুমতী নদী পার হইয়া বাহ্লীক দেশে উপস্থিত হইল।

বহুদূর পর্য্যটনে তাহাদের অশ্ব সকল অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তথাপি মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশ পালন, প্রজা-বর্গের রক্ষা সাধন, ইত্যাদি গুরুবিষয় সকল স্মরণ রাখিয়া তাহারা আলস্য ত্যাগ পূর্ব্বক অবিশ্রান্ত গমন করিতে লাগিল এবং অবশেষে রাত্রিকালে নিরাপদে কেকয়রাজ্যে উপস্থিত হইল।

ঊনসপ্তর সর্গ।

ভরতের কুস্বপ্ন দর্শন।

দূতেরা যে রাত্রিতে কেকয়রাজ্যে প্রবেশ করিল সেই রাত্রিতে রাজকুমার ভরত নানা প্রকার কুস্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি প্রভাতে উঠিয়া স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল ও বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার প্রিয়বয়স্যেরা তাঁহার এই ভাব দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহ বীণা বাদ্য আরম্ভ করিল, কেহ নর্ত্তকীদিগকে নৃত্য করিতে আদেশ করিল কেহ বা হাস্যরসপূর্ণ নাটকাদি পাঠ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের আমোদ প্রমোদে কিছুতেই ভরতের মনের বিষণ্ণ ভাব দূর হইল না।

অনন্তর ভরতের প্রিয় সুহৃদ্ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বয়স্য! আমরা তোমার হৃদয়ের দুশ্চিন্তা দূর করিবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই তোমার বিষণ্ণ ভাব দূর হইল না কেন?"

ভরত কহিলেন, "প্রিয় ভ্রাতঃ! যে কারণে আমার অন্তঃকরণ এত ব্যাকুল হইয়াছে তাহা শ্রবণ কর। গত রজনীতে আমি একটী ভয়ঙ্কর কুস্বপ্ন দেখিয়াছি। আমি দেখিলাম; আমার পিতৃদেব মলিনবেশে ও মুক্তকেশে একটী পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে একটী গোময়পূর্ণ হ্রদে পতিত হইয়া

ভাসিতে লাগিলেন এবং হাসিতে হাসিতে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া মুহুর্ম্মুহু তৈলপান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অধোমুখে বারম্বার তিল মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়া তৈলাক্ত শরীরে তৈলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

স্বপ্নে আরও দেখিলাম যেন সাগর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে চন্দ্র আকাশমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইয়াছেন, সমস্ত জগৎ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। যেন পিতার রাজহস্তীর দন্ত চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, পৃথিবী স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়াছে, বৃক্ষলতা সকল শুষ্ক হইয়াছে, পর্ব্বত সকল বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। আবার দেখিলাম যেন পিতা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্ম্মিত আসনোপরি বসিয়া আছেন আর চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। যেন তিনি রক্তচন্দন ও রক্তমাল্য ধারণ করিয়া গর্দ্দভযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছেন। যেন রক্তবসনা স্ত্রীলোকগণ তাঁহাকে দেখিয়া হাস্য করিতেছে এবং এক করালবদনা রাক্ষসী তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে।

বয়স্য! কল্য রাত্রিশেষে আমি এই ভয়ঙ্কর কুস্বপ্ন সকল দেখিয়াছি। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে মহারাজা দশরথের শীঘ্রই কোন অমঙ্গল হইবে। স্বপ্নে যাহাকে গর্দ্দভযোজিত রথে চড়িয়া যাইতে দেখা যায়, শুনিয়াছি শীঘ্রই তাহার মৃত্যু হয়। বয়স্য! এই ভয়ঙ্কর স্বপ্নের জন্যই আমার অন্তঃকরণ এতব্যাকুল হইয়াছে এবং তোমাদের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আমার কণ্ঠ শুষ্ক

হইয়া যাইতেছে এবং মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। আমি যদিও ভয়ের কোন কারণ দেখিতেছি না তথাপি আমার প্রতিপদেই ভয় হইতেছে। আমার স্বর বিকৃত হইয়া গিয়াছে এবং শরীর অবসন্ন হইতেছে।

বয়স্য এই অভাবনীয় ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া এবং স্বপ্নে রাজার সেই ভাব স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় হইতে দুশ্চিন্তা কোন প্রকারেই দূর হইতেছে না।”

সপ্তম সর্গ।

ভরতের মাতুলালয় হইতে আগমন।

ভরত তাঁহার প্রিয় বয়স্যদিগকে স্বপ্নের কথা বলিতেছেন এমন সময়ে দূতগণ ক্লান্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া দুর্লঙ্ঘ্য পরিখাবেষ্টিত রাজধানীতে প্রবেশ করিল। তাহারা প্রথমে কেকয়রাজ ও তাঁহার পুত্র যুধাজিতের সহিত সাক্ষাৎ করিল পরে রাজকুমার ভরতকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, “দেব! কুলপুরোহিত ভগবান বশিষ্ঠ এবং অমাত্যগণ আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে আপনাকে অবিলম্বে অযোধ্যায় যাইতে হইবে। গমনে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলেও সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

আরও আমরা এই সকল বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ করুন্।”

ভরত সেই সমস্ত উপহার গ্রহণ করিয়া বন্ধুবর্গকে বিতরণ করিলেন এবং দূতদিগকেও যথোচিত পুরস্কার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন “দূতগণ! আমার পিতা মহারাজা দশরথ কুশলে আছেন ত? মহাত্মা রাম ও ভ্রাতা লক্ষ্মণ ত সুস্থ শরীরে আছেন? ধর্ম্মশীলা জ্যেষ্ঠামাতা কৌশল্যা ও মধ্যমা মাতা সুমিত্রাও ত ভাল আছেন। আর আমার আত্মসুখাভিলাষিণী মাতা কৈকেয়ীও ত ভাল আছেন? তিনি কি আমায় কিছু বলিয়া দিয়াছেন?”

মহাত্মা ভরত দূতদিগকে এই প্রকারে, সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা অতি কষ্টে আন্তরিক শোক গোপন করিয়া বিনীতবচনে কহিল,“রাজপুত্র আপনি যাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। আপনারও শীঘ্রই শ্রীলাভ হইবে। এক্ষণে আপনি সত্বর রথে অশ্ব যোজনা করিতে অনুমতি করুন।”

দূতদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভরত তৎক্ষণাৎ মাতামহের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! অযোধ্যা হইতে দূতেরা আমাকে লইতে আসিয়াছে। আমি পিতার চরণ দর্শন করিতে যাইব আমাকে অনুমতি দিন। আবার যখন আপনি আমায় স্মরণ করিবেন তখনই আমি রাজগৃহে আসিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব।”

ভরতের এই কথা শ্রবণ করিয়া কেকয়রাজ তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! কৈকেয়ী অনেক পুণ্যফলে

তোমার ন্যায় সুপুত্র প্রসব করিয়াছে। আমি অনুমতি দিতেছি তুমি অযোধ্যায় গমন কর। তোমার পিতা মাতাকে আমাদের কুশল জানাইবে। কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইবে এবং আয়ুষ্মান্ রাম ও লক্ষ্মণকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে।" এই বলিয়া কেকয়-রাজ ভরতকে বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ দুই বৃহৎকায় ভীষণ দর্শন কুক্কুর, বহুসংখ্যক অশ্ব ও সুবর্ণ মুদ্রা উপহার প্রদান করিলেন এবং কতকগুলি দক্ষ বিশ্বাসী অমাত্যকে তাঁহার সঙ্গে দিলেন।

পরে ভরতের মাতুল যুধাজিৎও তাঁহাকে কতকগুলি সুদৃশ্য হস্তী দ্রুতগামী অশ্ব ও বহুসংখ্যক সুবর্ণ মুদ্রা উপহার প্রদান করিলেন। কিন্তু রাত্রের সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন ও অকস্মাৎ দূতদিগের আগমন এই দুই কারণে তাহার চিত্ত ঘোর চিন্তায় আকুল হইয়া ছিল বলিয়া ভরতের মন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইল না।

ভরত নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া মাতামহের অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সেখানে অতি কষ্টে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণে অযোধ্যা যাত্রা করিলেন। ভৃত্যগণ শত শত রথ, হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, প্রভৃতিতে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। তৎকালে রাজ-কুমারকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন কোন স্বর্গীয় পুরুষ অমরাবতী হইতে মহা সমারোহে গমন করিতেছেন।

একাত্তর সর্গ।

ভরতের অযোধ্যা প্রবেশ।

মহাত্মা ভরত রাজগৃহ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া প্রথমে সুদামা নামে একটী নদী পার হইলেন। পরে হ্লাদিনী নামক একটী বিস্তীর্ণা নদী পার হইয়া শতদ্রু উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর ঐলধান এবং অপরপর্ব্বত নামক দুইটী গ্রাম অতিক্রম করিয়া শল্যকর্ষণ নামক জনপদে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত সকল লঙ্ঘন করিয়া চৈত্ররথ বনে প্রবেশ করিলেন। এবং বীরমৎস্য দেশের মধ্যে দিয়া একটী নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন ও কিয়ৎকাল পরে যমুনা-তীরে উপস্থিত হইলেন। যমুনার অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া ভরত সৈন্যদিগকে কিয়ৎকালের জন্য বিশ্রামের অনুমতি দিয়া অশ্বদিগকে জলসেক দ্বারা শীতল করিতে আদেশ করিলেন এবং আপনিও স্নানাদি করিয়া লইলেন।

অনন্তর রাজপুত্র পুনরায় রথে আরোহণ করিয়া নির্জ্জন মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অংশুধান গ্রামের নিকট গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানে পার হওয়া কঠিন দেখিয়া প্রাগ্বটের ঘাটে গিয়া পার হইলেন। অনন্তর অনেকানেক গ্রাম, নগর, নদী, কানন প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া সপ্ত দিবস পরে সূর্য্যোদয়কালে অযোধ্যানগরীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

রাজকুমার ভরত দূর হইতে অযোধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সারথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক শঙ্কাকুলচিত্তে কহিলেন, "সারথে! আজ অযোধ্যার এরূপ শোচনীয় ভাব দেখা যাইতেছে কেন? এই নগরী বহুসংখ্যক বেদপারগ ব্রাহ্মণ এবং ধনবান লোকে পূর্ণ হইয়াও আজ এরূপ নিরানন্দ ভাব কেন ধারণ করিল? পূর্ব্বে দিবানিশি নরনারীগণের আনন্দ কোলাহল শুনিতে পাওয়া যাইত, আজ যেন সকলেই নিস্তব্ধ। পূর্ব্বে বিলাসী ও বিলাসিনীগণ সায়ংকালে নগরের যে সকল উপবনে মহানন্দে বিহার করিত আজ সেগুলি যেন জনশূন্য অরণ্যের ন্যায় বোধ হইতেছে। রাজপথে হস্তী, অশ্ব বা শিবিকা কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। যেন সকলই নিরানন্দ। বৃক্ষ সকল পত্রচ্ছলে যেন অশ্রুপাত করিতেছে। মদমত্ত পক্ষীগণের আর মধুর কলরব শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। বায়ু পূর্ব্বের ন্যায় চন্দন, অগুরু, ধূপ প্রভৃতির আমোদ বহন করিয়া শরীর ও মনকে প্রফুল্ল করিতেছে না। ভেরী, মৃদঙ্গ, বীণা প্রভৃতি নীরব হইয়াছে। সারথে! চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার অমঙ্গলসূচক চিহ্ন দর্শন করিয়া আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাহারও কোন বিপদ্ হইয়া থাকিবে। নতুবা অকস্মাৎ আমার মন এরূপ বিকল হইল কেন?"

এই কথা বলিতে বলিতে ভরত উৎকণ্ঠিত মনে বৈজন্ত দ্বার দিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র দ্বারপালগণ উত্থান পূর্ব্বক বিজয়শব্দে তাঁহার অভ্যর্থনা

করিল এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ভরত সাদর সম্ভাষণে তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া কেকয়রাজের সারথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "সারথে! দূতগণ কি জন্য এত সত্বর আমাকে আনয়ন করিল? আমার মনে নানা প্রকার অশুভ আশঙ্কা হইতেছে। আমি কোন প্রকারেই মনকে স্থির করিতে পারিতেছি না। দেখ! রাজা না থাকিলে রাজ্যের যেরূপ অবস্থা হয় অযোধ্যাতেও আজ সেইরূপ দেখিতেছি। গৃহস্থদিগের আবাস সকল অপরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। সকল বস্তুই শোভাহীন। লোক সকল যেন অনাহারে হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। দেবালয় সকল শূন্য—পুষ্প মাল্যাদি কিছুই নাই। অঙ্গন সকল অপরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। পূজা কি যজ্ঞানুষ্ঠান কোথায়ও কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। বিপণী সকল বন্ধ রহিয়াছে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই যেন শোকে আকুল ও বিষণ্ণ।"

ভরত এই কথা বলিতে বলিতে অতীব উৎকণ্ঠিত চিত্তে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। অমরাবতীর ন্যায় শ্রীসম্পন্ন অযোধ্যানগরীর তৎকালীন শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইল ও অশুভ আশঙ্কা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি অধোবদনে ও বিষণ্ণ মনে একেবারে পিতার শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন।

বাহাত্তর সর্গ।

কৈকেয়ী ও ভরতের কথোপকথন।

পিতৃগৃহে গিয়া পিতাকে দেখিতে না পাইয়া ভরতের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সেখান হইতে মাতার নিকট গমন করিলেন।

কৈকেয়ী বহুদিনের পর পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং ভরতের মুখচুম্বন ও তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! মাতুলালয় হইতে তুমি কবে যাত্রা করিয়াছিলে? রথে এত শীঘ্র আসাতে ত তোমার কোন কষ্ট হয় নাই? তোমার মাতামহ ও মাতুল যুধাজিৎ ত ভাল আছেন? তোমার সেখানে ত কোন অসুখ হয় নাই?"

কৈকেয়ী এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভরত কহিলেন, "মাতঃ! আমি আজ সাত দিন হইল মাতুলালয় হইতে যাত্রা করিয়াছি। আপনার পিতা, মাতা ও ভ্রাতা সকলেই কুশলে আছেন। তাঁহারা আমাকে যে সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী উপহার দিয়াছেন, তাহা পশ্চাতে আসিতেছে। দূতেরা অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করাতে আমি অগ্রেই চলিয়া আসিয়াছি। মাতঃ! এক্ষণে আমি আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বলুন দেখি আজ অযোধ্যার এরূপ শোচনীয় ভাব কেন? ইক্ষ্বাকুবংশের সকলই বিষণ্ণ কেন? পিতা ত ভাল

আছেন? আপনার স্বর্ণ পর্য্যঙ্ক আজ শূন্য দেখিতেছি কেন? মহারাজা প্রায় সর্ব্বদাই আপনার গৃহে থাকেন। আমি তাঁহার গৃহে তাঁহার দর্শন না পাওয়াতে এখানে আসিলাম। কিন্তু এখানেও ত তাঁহাকে দেখিতেছি না। মাতঃ! শীঘ্র বলুন, তিনি কি জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যার গৃহে আছেন?"

ভরত উত্তর প্রতীক্ষায় নিতান্ত উৎসুক হইলে কৈকেয়ী মহারাজের মৃত্যুসংবাদ ভরতের নিকট সমাদৃত হইবে মনে করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "বৎস! মনুষ্য মাত্রেরই পরিণামে যে গতি, মহারাজেরও সেই গতি হইয়াছে। তিনি আজ কয়েক দিবস হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।"

এই কথা শ্রবণমাত্র ভরত 'হা পিতঃ' বলিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া শোকভরে মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমি আর এজন্মে পিতার চরণ দর্শন করিতে পাইব না। আমি আর তাঁহার মধুর স্নেহ সম্ভাষণ শুনিতে পাইব না। হায়! আমি এমনি হতভাগ্য যে মৃত্যুকালে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। পিতা জীবিত থাকিতে এই সুবর্ণ নির্ম্মিত শয্যা শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইত, আজ তাহা একেবারে মলিন ও নিতান্ত হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে।" এই বলিয়া মহাত্মা ভরত বসনে বদন আচ্ছাদন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন কৈকেয়ী প্রিয়পুত্রকে শোকার্ত্ত ও কুণ্ঠারচ্ছিন্ন

শালতরুর ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিয়া, হস্ত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "বৎস! উঠ, অকারণ কেন ধূলি শয্যায় শয়ন করিয়া আছ; তোমার ন্যায় লোকের এরূপ শোকে অভিভূত হওয়া উচিত হয় না। মহৎ কার্য্য সাধনের জন্যই ঈশ্বর তোমাকে বিদ্যা ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন।"

ভরত বহুক্ষণ ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া শোকভরে কৈকেয়ীকে বলিলেন, "মাতঃ! বহুদিন হইতে মনে এই সাধ ছিল, পিতা রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন, কিন্তু আমাদের সে সমস্ত আশাই বিফল হইল। হায়! পিতাকে না দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। মা! তাঁহার এমন কি কঠিন পীড়া হইয়াছিল যে আমি না আসিতে আসিতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। আমি এমন কি পাপ করিয়াছি যে, মৃত্যুকালে একবার তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে পাইলাম না। মহাত্মা রামচন্দ্রই ধন্য যে তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার সেবা করিয়া ইহজন্ম সফল করিয়াছেন।

"মাতঃ! আমি অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছি শুনিলে পিতা এতক্ষণ আসিয়া বারম্বার আমার মস্তক আঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিতেন। হায়! আমার অঙ্গে ধূলা লাগিলে তিনি যে সুখস্পর্শ বাহু দ্বারা তাহা মার্জ্জনা করিতেন, কিন্তু আজ তিনি কোথায় রহিলেন? মাতঃ! আপনি শীঘ্র একবার আর্য্য রামচন্দ্রকে এস্থলে আনয়ন করুন। এক্ষণে তিনিই আমার ভ্রাতা, তিনিই আমার পিতা, তিনিই আমার প্রভু। ধর্ম্মশাস্ত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতাতে কোন প্রভেদ নাই।

আমি একবার রামচন্দ্রের পাদস্পর্শ করিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিব।

মাতঃ! পিতা মৃত্যুকালে কি বলিয়া গিয়াছেন? তাঁহার শেষ উপদেশ গুলি শুনিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া কৈকেয়ী বলিতে লাগিলেন, "বৎস! তোমার পিতা মৃত্যুকালে কেবল 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সীতে!' বলিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বৃহৎ হস্তী যেরূপ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, সেইরূপ তিনিও মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হইয়া কেবল এই কথা বলিলেন যে,যাঁহারা পুনরায় রামচন্দ্রের বদন নিরীক্ষণ করিবেন, 'যাঁহারা পুনরায় তাঁহাকে অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে দেখিবেন, মনুষ্য মধ্যে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই ধন্য।' এইরূপ বলিতে বলিতেই তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।"

ভরত একে পিতৃশোকে কাতর হইয়াছিলেন, তাহার উপর আবার এই অপ্রিয় সম্বাদ শুনিয়া তাঁহার শোক শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া বলিলেন, "সে কি মাতঃ! রামচন্দ্র কি এখানে নাই? তবে কি তিনি আর্য্যা জানকী ও ভাই লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া অন্যত্রে অবস্থান করিতেছেন?"

রামের বনগমনের কথা শুনিলে ভরত বড় সন্তুষ্ট হইবেন এই মনে করিয়া পাষাণহৃদয়া কৈকেয়ী আহ্লাদ সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "বৎস! রাম চীরবসন পরিধান করিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছেন।"

ভরত ইক্ষ্বাকুবংশের মাহাত্ম্যের কথা বিশেষ অবগত

ছিলেন। অকস্মাৎ রামচন্দ্রের বনগমনের কথা শুনিয়া তিনি মনে করিলেন রামচন্দ্র বোধ হয় কোন মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য এই কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। তখন তিনি ভীতমনে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতঃ! আর্য্য রামচন্দ্র ত কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করেন নাই? পরস্ত্রীতে কি তাঁহার অভিলাষ জন্মিয়াছিল? শীঘ্র বলুন কি জন্য তিনি অকস্মাৎ অরণ্যে গমন করিয়াছেন।"

ভ্রাতৃবৎসল ভরত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, কৈকেয়ী স্ত্রীস্বভাবনিবন্ধন, নিজের কুকার্য্যের কথা ভাবিয়া মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং অহঙ্কারপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "বৎস! রাম কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করেন নাই। কি ধনী, কি দরিদ্র, তিনি কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই। তিনি পরস্ত্রীর প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করিতেন না। আমিই বহু যত্নে, বহু কষ্ট সহ্য করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। পুত্র! মহারাজ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন, এই কথা শুনিবামাত্র আমি মহারাজার নিকট তোমার রাজ্য ও তাঁহার বনবাস প্রার্থনা করিলাম। মহারাজ পূর্ব্বেই আমাকে দুটী বরদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন, সুতরাং আমার কথা অবহেলা করিতে পারিলেন না, আমি যাহা বলিলাম অগত্যা তাহাই তাঁহাকে করিতে হইল। এই প্রকারে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অযোধ্যা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ দশরথও প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রের শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ভরত! এ রাজ্য এখন তোমারই। আমি তোমারই জন্য এত কষ্ট সহ্য করিয়াছি। তুমি শোকসম্বরণ পূর্ব্বক বিজ্ঞ

ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, রাজ্যভার গ্রহণ কর। তোমাকে এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর দেখিয়া আমার জীবন সার্থক হউক, আমার সকল চেষ্টাও সফল হউক।”

তিয়াত্তর সর্গ।

ভরতের কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা।

মাতার মুখে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত একেবারে হতজ্ঞান হইলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি দীন-ভাবে বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন। “হায়! আমি পিতা ও পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয়কে একবারেই হারাইলাম। আমার ন্যায় হতভাগ্য আর কেহই নাই। এ ছার রাজ্যে আমার আর প্রয়োজন কি।” এই কথা বলিতে বলিতে তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার চক্ষু তাঁহার মাতার উপরি পতিত হইবা-মাত্র ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি কর্কশস্বরে বলিতে লাগিলেন, “পাপীয়সি! তুই আমার পিতার প্রাণ সংহার করিয়াছিস্ আমার ভ্রাতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিস্। বুঝিলাম ইক্ষ্বাকুবংশের সর্ব্বনাশ করিবার

জন্যই তোর জন্ম হইয়াছিল। হায়! মহারাজ কি কুক্ষণে চন্দনতরু ভ্রমে বিষলতা আশ্রয় করিয়াছিলেন। তুই সামান্য রাজ্যলোভে এই পবিত্র বংশের সুখের আশা একেবারে নষ্ট করিলি। নৃশংসে!' বল্ দেখি তুই ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রকে কোন প্রাণে বনে পাঠাইলি? কৌশল্যা ও সুমিত্রা যদিও বাঁচিতেন কিন্তু তুই আর তাহাদিগকে বাঁচিতে দিলি না। হায়! তোর শরীরে কি দয়ার লেশমাত্রও নাই। রাম তোর্ কি অপকার করিয়াছিলেন। তিনি যে তোকে আপনার মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। বড় মা যে তোকে ভগিনীর ন্যায় দেখেন। তাঁর পুত্রকে বল্কল পরিধান করাইয়া বনে পাঠাইতে তোর্ মনে কি কিছুমাত্রও লজ্জা হইল না। তুই যে রাজ্যের লোভে এই সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্ সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। তুই কি মনে করিয়াছিস্ আমি রামচন্দ্রের দাস হইয়া তাঁহার রাজ্য অপহরণ করিব। যদি তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার চরণ সেবা করিতে পারি তবেই জীবন রাখিব, নতুবা এ জীবনেও আর প্রয়োজন নাই। হায়! রাজনীতিজ্ঞ মহারাজ দশরথও রামচন্দ্রের সাহায্য লইয়া যে রাজ্য রক্ষা করিতেন, আমি নিতান্ত বালক হইয়া কেমন করিয়া সেই রাজ্যভার বহন করিব। যে ভার বলবান বৃষেরও বহন করিতে কষ্ট হয় তাহা কি কখন সামান্য বৎসে বহন করিতে পারে? আর যদিও আমি যোগবলে কি বুদ্ধিবলে এ রাজ্য পালন করিতে সক্ষম হই, তথাপি তোর মনোবাঞ্ছা প্রাণান্তেও পূর্ণ করিব না; তোর পুত্রকে কাহাকেও 'মহারাজ' বলিয়া ডাকিতে দিব না।

বলিতে কি, যদি মহাত্মা রামচন্দ্র তোকে মাতার ন্যায় না দেখিতেন তাহা হইলে তোকে পরিত্যাগ করিতেও আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতাম না। হায় পাপীয়সি! তোর এ পাপমতি কেন হইল? আমাদের নির্ম্মল বংশে কলঙ্ক দিতে তোকে কে শিখাইল? তুই কি জানিস্ না যে সমস্ত রাজবংশের বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকুদিগের চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজ্য প্রাপ্ত হন আর আর সকলে তাঁহার অধীনস্থ হইয়া থাকেন। তুই রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিস্ বটে কিন্তু রাজধর্ম্মের কিছুই জানিস্ না। উচ্চ বংশের উপযুক্ত ব্যবহারও ত তোর কিছুই দেখিতেছি না। হায়! তুই লোভে পড়িয়া তোর ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও নীচ অন্তঃকরণের বশবর্ত্তী হইয়া ইক্ষ্বাকুবংশের উন্নত মস্তক অবনত করিলি। তুই যেমন আমার মনে দারুণ কষ্ট দিয়াছিস্ আমিও তোকে ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। আমি পুনরায় সর্ব্বলোকপ্রিয় রামচন্দ্রকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বসাইব এবং তাঁহার চরণ সেবা করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করিব।”

এই বলিয়া ভরত পর্ব্বত গহ্বরস্থ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

চুয়াত্তর সর্গ।

ভরতের কৈকেয়ীকে ভৎর্সনা।

মাতাকে এইরূপে ভৎর্সনা করিয়া ধর্ম্মাত্মা ভরত কিছুকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিন্তু পুনরায় তাঁহার ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠাতে বলিতে লাগিলেন, "পাপিয়সি! তুই এ রাজ্য হইতে দূর্ হ। স্বামীর প্রাণ সংহার করিয়া তাঁহার জন্য রোদন করিবার তোর অধিকার নাই। ধর্ম্মাত্মা মহারাজ দশরথ ও রামচন্দ্র তোর কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে তুই একজনকে যমালয়ে এবং আর একজনকে বনে পাঠাইয়া দিলি। পিতা আমার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, কিন্তু স্বামীঘাতিনি! এক দিন এই ভয়ানক পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোকে নরকের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। পিতা যে লোকে গমন করিয়াছেন সেখানে কখনই তুই স্থান পাইবি না। তুই যে এই ঘোর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিস্, তাহাতে তোর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে আমার ঘৃণা বোধ হইতেছে। কুলকলঙ্কিনি! কেন আমি তোর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। তোর হইতে আমার সর্ব্বনাশ হইল, তুই চিরকলঙ্কে আমায় কলঙ্কিত করিলি। নৃশংসে! তুই আমার মাতা নহিস্। মাতৃরূপে আমার শত্রু হইয়া আসিয়াছিস্। আর তুই আমার সহিত বাক্যালাপ করিস্

না। কৌশল্যা ও সুমিত্রা মাতা তোর জন্যই অপার দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তুই কখনই ধর্ম্মাত্মা কেকয়রাজের কন্যা নহিস্। তুই রাক্ষসী; পিতার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কেকয়রাজের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি। তোর হইতেই আমি পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন ও জগতের ঘৃণার পাত্র হইলাম। ধর্ম্মশীলা কৌশল্যার পতি পুত্র কাড়িয়া লইয়া বল্‌দেখি এখন তোর নিজের উপায় কি হইবে। নরকেও যে তোর স্থান হইবে না। মহাত্মা রামচন্দ্র যে সর্ব্বলোকের প্রিয় সর্ব্বগুণের আকর তাহা কি জানিস্ না। পুত্রের কি মর্ম্ম, তাহা কি তুই নিজের দেখিয়াও বুঝিতে পারিস্ নাই। পুত্র শরীর হইতে জাত, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম। মাতার নিকট পুত্র যে কি অমূল্য ধন তাহা শ্রবণ কর্।

"একদা স্বর্গীয় ধেনু সুরভি আকাশপথে গমন করিতে করিতে দেখিলেন তাঁহার দুইটী পুত্র মধ্যাহ্নকালের প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে হলবহন করিতেছে। প্রাতঃকাল হইতে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করায় তাহাদের শরীর একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি কৃষক তাহাদিগকে ছাড়িতেছে না। পুত্রদ্বয়ের এইরূপ কষ্ট দেখিয়া মাতা সুরভির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি অবিরল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র দৈব কর্ত্তৃক ঐ সময়ে সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার গাত্রে সুরভির উষ্ণ সুগন্ধি অশ্রুবিন্দু পতিত হওয়াতে তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন সুরভি ক্রন্দন করিতেছেন। দেবরাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'অয়ি সর্ব্ব-

হিতৈষিণী সুরভি! দেবগণের ভয়ের কারণ কিছুই দেখিতেছি না তবে কি জন্য তুমি রোদন করিতেছ।'

"ইন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সুরভি কহিলেন, দেবরাজ! অমঙ্গল দূর হউক। দেবতাদিগের ভয়ের কারণ কিছুই নাই। আমি পুত্রদিগের কষ্ট দেখিয়া মনে বড় বেদনা পাইয়াছি।

'ঐ দেখুন আমার দুইটী পুত্র প্রাতঃকাল হইতে এই দুই প্রহরের প্রচণ্ড রবি কিরণে হল বহন করিতেছে। উহারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে আর চলিবার শক্তি নাই। তথাপি দুরাত্মা কৃষক উহাদিগকে তাড়না করিতেছে। দেবরাজ! জগতে পুত্রের তুল্য প্রিয় আর কিছুই নাই। সন্তানদের দুরবস্থা দেখিয়া আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে—আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না।'

"সমুদয় পৃথিবী যাঁহার সন্তান সন্ততিতে পরিপূর্ণ তিনিও দুইটীমাত্র পুত্রের কষ্ট দেখিয়া এত কাতর। ইহা দেখিয়া দেবরাজ বুঝিলেন যে জগতে পুত্রের তুল্য প্রিয় আর কেহই নাই।

"নৃশংসে! যাঁহার শতসহস্র পুত্র তাঁহারও যখন দুইটীর জন্য এত কষ্ট হয়, বল্‌দেখি মাতা কৌশল্যা সর্ব্বগুণের আকর একটীমাত্র পুত্রকে হারাইয়া কিরূপে বাঁচিবেন। এই ঘোর পাপের জন্য তোকে ইহলোক ও পরলোকে কষ্ট পাইতে হইবে। পাপীয়সি! দেখ্, আমি পিতার প্রেতকার্য্য সম্পন্ন করিয়াই রামচন্দ্রকে এখানে আনয়ন করিব এবং তাহাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া আমিই বনবাসী হইব।

"পাপীয়সি! তুই কি মনে করিয়াছিস্ যে লোকে 'হা রাম, 'হা রাম' বলিয়া অবিরত ক্রন্দন করিবে, আর আমি রাজা হইয়া তোর মনস্কামনা পূর্ণ করিব? তোর মনে যদি কিছু-মাত্রও লজ্জা থাকে তাহা হইলে অগ্নিতে প্রবেশ, কিম্বা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া তোর অসীম পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্। তোর আর গত্যন্তর নাই। আমি পুনরায় আর্য্য রামচন্দ্রকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া নয়নযুগলকে চরিতার্থ করিব এবং এই ঘৃণিত লোকাপবাদ হইতেও অনায়াসে মুক্তিলাভ করিব।"

এইরূপ বলিতে বলিতে ভরত অঙ্কুশাহত অরণ্যহস্তীর ন্যায়, ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। ক্রোধে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল এবং গাত্রের বস্ত্র শিথিল হইয়া পড়িল। ক্রোধে, দুঃখে এবং ঘৃণায় সমস্ত অঙ্গাভরণ দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং শোকে অভিভূত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

পঁচাত্তর সর্গ।

ভরতের শপথ।

ভরতের মূর্চ্ছার সম্বাদে অমাত্যগণ সকলে মিলিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ভরত বহুক্ষণ পরে চেতনা লাভ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীনস্বরে বলিতে লাগিলেন, "অমাত্যগণ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি আমার মাতার ঘৃণিত কার্য্যের বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলাম না। আমি কখন রাজ্য কামনা কি মাতার সহিত কুমন্ত্রণা করি নাই। আমি এতদিন শত্রুঘ্নের সহিত দূরে ছিলাম, সুতরাং মহারাজ যে আর্য্য রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং মাতার কুমন্ত্রণায় আর্য্যকে যে অকস্মাৎ উপস্থিত রাজ্য লাভাশা ত্যাগ করিয়া বনে যাইতে হইয়াছে, এ সকল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই।"

মহাত্মা ভরত যৎকালে ক্রোধভরে মাতাকে ভৎর্সনা করিতেছিলেন তখন কৌশল্যা তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া সুমিত্রাকে কহিলেন, "ভগিনি! দেখ, ভরত বুঝি মাতুলালয় হইতে আসিয়াছে। ভরত পাপিষ্ঠা কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ধর্ম্মভয় আছে। আমি একবার তাঁহাকে দেখিব।" এই বলিয়া কৌশল্যা মলিনবদনে, অশ্রুপূর্ণলোচনে কাঁপিতে কাঁপিতে, ভরতের নিকট গমন করিলেন। এদিকে ভরত ও শত্রুঘ্নকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন। দুঃখিনী কৌশল্যাকে দেখিবামাত্র ভরত ও শত্রুঘ্ন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। কৌশল্যাও রোদন করিতে করিতে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া ভরতকে সম্বোধনপূর্ব্বক অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি রাজ্যপ্রার্থী, নিষ্কণ্টকে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছ, এখন আশীর্ব্বাদ করি সুখে ভোগ কর। কিন্তু তোমার মাতা কৈকেয়ী বড় নিষ্ঠুর উপায়ে এই রাজ্য হস্তগত করিয়াছেন। ভরত! বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, আমার একমাত্র পুত্র রামচন্দ্রকে বল্কল পরাইয়া বনে পাঠাইয়া তাহার কি লাভ হইয়াছে বলিতে পারি না। এখন আমার এইমাত্র প্রার্থনা কৈকেয়ী আমার রামকে যেখানে পাঠাইয়াছে, আমাকেও শীঘ্র সেইখানে পাঠাইয়া দিউক্, নতুবা আমি স্বয়ংই সুমিত্রাকে লইয়া তথায় যাইব। অথবা তোমার মাতাকে বলিয়া আবশ্যক কি, তুমিই এখন এ বিস্তৃত রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর। আমি তোমাকেই বলিতেছি, আমার রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা যেখানে আছেন আমাকে এখনি সেইখানে পাঠাইয়া দাও।"

নির্দ্দোষী রাজকুমার ভরত কৌশল্যার নিষ্ঠুর বাক্যে অন্তরে দারুণ আঘাত পাইয়া একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। কিছুকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া শোকাকুলা কৌশল্যাকে সম্বোধন পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, "আর্য্যে! আপনি না জানিয়া কেন আমাকে অকারণ ভৎর্সনা করিতেছেন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমি আমার মাতার

এই নিষ্ঠুর ঘৃণিত কার্য্যের কিছুমাত্রও অবগত ছিলাম না। রামচন্দ্রের প্রতি আমার যে প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভক্তি তাহা কি আপনি জানেন না? আমি আর অধিক কি বলিব, মাতঃ! আপনি কি মনে করিয়াছেন যে আমার জ্ঞাতসারে মহাত্মা রাম চন্দ্রকে বনবাসে প্রেরণ করা হইয়াছে। যাহার কুমন্ত্রণায় রামচন্দ্রকে বনবাসী হইতে হইয়াছে, তাহার যেন নরকেও স্থান না হয়। সে পাপাত্মার বুদ্ধি যেন অনন্তকাল ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। নিদ্রিত গাভীর শরীরে পদাঘাত করিলে, কর্ম্ম করাইয়া ভৃত্যকে বেতন না দিলে এবং রাজার অনিষ্ট চেষ্টা করিলে যে পাপ হয়, তাহাকে যেন সেই পাপ স্পর্শ করে। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর-গ্রহণ করিয়া তাহাদের রক্ষা না করিলে রাজার যে মহাপাতক হয়, ঋত্বিকদিগকে দক্ষিণা দিতে অঙ্গীকার করিয়া তাহা না দিলে যে পাপ হয়, এই ভয়ানক অনিষ্টকারীও সেই পাপে পতিত হউক। অধিক কি সে দুরাত্মা যেন সংগ্রামস্থল হইতে শত্রুদিগের ভয়ে পলায়ন করে। শাস্ত্রের সৎ উপ-দেশ যেন কখন তাহার হৃদয়ে প্রবেশ না করে। মহাত্মা রামচন্দ্রের রাজ্যাধিকারের পূর্ব্বেই যেন তাহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। সে যেন সর্ব্বদা বৃথা মাংস ভক্ষণ গুরুনিন্দা ও মিত্রের হিংসা করে। সে যেন অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক হইয়া জগতের ঘৃণিত হইয়া থাকে। অধিক কি যে নরাধম কখন মনেও রামচন্দ্রের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াছে তাহার বংশে যেন কেহ জীবিত না থাকে। রাজা, স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধকে বিনা দোষে বধ করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপ যেন তাহাকে

স্পর্শ করে। তাহাকে যেন মধু, মাংস, বিষ ও সুরা বিক্রয় করিয়া পরিবারের ভরণপোষণ করিতে হয়। সে যেন সম্মুখ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। সে দুর্ম্মতি যেন উন্মত্তের ন্যায় ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া নর কপাল হস্তে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং যাবজ্জীবন মদ্যপানে, অক্ষক্রীড়ায় ও বেশ্যাস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া থাকে। আর্য্যে! তাহার যেন কখন ধর্ম্মে মতি না হয়। তাহার বহুকষ্টে সঞ্চিত ধন যেন দস্যুতে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সময়ে নিদ্রিত থাকিলে যে পাপ হয়, তাহাকে সেই পাপ স্পর্শ করুক। অধিক কি ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নী হরণ প্রভৃতি যে কিছু ঘৃণিত মহাপাতক আছে সেই সমস্ত পাপ তাহাতে লিপ্ত হউক। সে যেন কখন পিতৃলোক, দেবলোক ও পিতা মাতার শুশ্রূষা না করে। সে যেন কদাপি সাধুলোকদিগের নিকেটও যাইতে না পারে। অনর্থকর বিষয়েই যেন সর্ব্বদা তাহার মতি হয়। সে যেন বৃহৎ পরিবারের ভার গ্রহণ করিয়া রোগগ্রস্ত ও দরিদ্র হইয়া যাবজ্জীবন কষ্টভোগ করে। যে সকল যাচকেরা দীনভাবে দাতার মুখপানে চাহিয়া তাহার স্তুতিবাদ করে, সে তাহাদের আশাও নিষ্ফল করুক্। সে যেন সর্ব্বদা সকলকে প্রতারণা করিয়া রাজভয়ে ভীত হইয়া জীবন যাপন করে। ব্রাহ্মণদিগের অর্চ্চনায় ব্যাঘাত জন্মাইলে, বালবৎসা গাভীকে দোহন করিলে, ধর্ম্মপত্নীকে ত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীতে আসক্ত হইলে যে পাপ হয় সেই পাপ তাহাতে সংক্রান্ত হউক। আহারীয় বা পানীয় দ্রব্যে বিষ প্রয়োগ

করিলে যে পাপ, জল থাকিতেও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে জল না দিলে যে পাপ হয় তাহার সেই পাপ হউক।”

মহাত্মা ভরত এইরূপ শপথ করিয়া শোকার্ত্তা কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক ধরাতলে পতিত হইলেন।

দেবী কৌশল্যা ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন “বৎস! তুমি শপথ করিয়া আমার অন্তরে বড়ই কষ্ট দিলে। আমার দুঃখ আবার নূতন হইয়া উঠিল। তোমার স্বভাব ধর্ম্মপথ হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। আমার অন্যায় সন্দেহ জন্য তুমি কিছুমাত্র মনে করিও না। তুমি সাধুদিগের মধ্যে উচ্চ স্থান পাইবার উপযুক্ত।” এই বলিয়া কৌশল্যা ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে কোলে তুলিয়া লইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোদনে ভরতেরও মন শোকে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; তিনি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

ছিয়াত্তর সর্গ।

দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

ইক্ষ্বাকুদিগের কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ ভরতের আগমন বার্ত্তা শ্রবণমাত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং

তাঁহাকে শোকে অত্যন্ত অভিভূত দেখিয়া ধীর গম্ভীরস্বরে কহিলেন "রাজকুমার! আর বৃথা শোক করিয়া কি হইবে। তোমার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির কি এরূপ শোকের বশীভূত হওয়া কর্ত্তব্য? বিবেচনা করিয়া দেখ মনুষ্যমাত্রেরই পরিণামে এই গতি। কাল পূর্ণ হইলে সকলকেই পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব শান্ত হও। তোমরা কেহ উপস্থিত না থাকাতে মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই সুতরাং এক্ষণে শোক সম্বরণ পূর্ব্বক পুত্রের কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।"

বশিষ্ঠদেবের আদেশক্রমে ভরত তাঁহার সহিত দশরথের মৃতদেহের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে তৈলকটাহ হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক ভূতলে স্থাপন করিলেন। তৎকালে মৃত মহারাজের ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। অনন্তর ভরত তাঁহাকে নানা রত্নে ভূষিত করিয়া উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করাইলেন এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন, "পিতঃ! আমি প্রবাস হইতে না আসিতে আসিতেই ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বনে পাঠাইয়া বড় অন্যায় করিয়াছেন। আমরা একে ত রামচন্দ্রকে হারাইয়াছি আবার আপনিও আমাদিগকে অনাথ করিয়া গেলেন। এখন আর এই শ্মশানসদৃশ অযোধ্যাপুরীতে কাহার বাস করিতে ইচ্ছা হইবে? দেব! আপনার অভাবে পৃথিবী বিধবা হইয়াছেন নগরীও চন্দ্রবিরহিতা নিশার ন্যায় অত্যন্ত শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে।"

ভরত এইরূপে করুণস্বরে বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া বশিষ্ঠদেব পুনরায় কহিলেন, "রাজকুমার। বৃথা শোক করিও না। এক্ষণে স্থিরচিত্তে পিতার প্রেতকার্য্য সম্পন্ন কর।" ভগবান বশিষ্ঠের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভরত, ঋত্বিক, পুরোহিত প্রভৃতিদিগকে প্রেতকৃত্য সাধনে অনুরোধ করিলেন। ঋত্বিক ও যাজকেরা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। পরিচারকেরা রাজার মৃতদেহ শিবিকায় স্থাপন করিল এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিষণ্ণচিত্তে তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া চলিল। কেহ অগ্রে অগ্রে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি বহু মূল্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিতে করিতে যাইতে লাগিল। অগুরু, চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য এবং সরল, দেবদারু প্রভৃতি কাষ্ঠ দ্বারা চিতা প্রস্তুত হইল। ঋত্বিকগণ এই চিতার উপরি রাজার মৃতদেহ স্থাপন করিলেন এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক মন্ত্র যপ করিতে লাগিলেন। সামবেদী ব্রাহ্মণগণ সামবেদ পাঠ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা প্রভৃতি মহিষীগণ শিবিকাযানে চিতাস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং শোক সন্তপ্ত মনে করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে ঋত্বিকদিগের সহিত জ্বলন্ত চিতা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহিষীরা সকলে ভরতের সহিত সরযূ নদীতে স্নান করিয়া মৃত রাজার উদ্দেশে তর্পণ করিলেন। পরে অমাত্যবর্গের সহিত রোদন করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং ভূমিতে শয়ন করিয়া অতি কষ্টে দশ দিন অতিবাহিত করিলেন।

সাতাত্তর সর্গ।

ভরতের বিলাপ।

দশ দিবস অতীত হইলে ভরত শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া পবিত্র হইলেন। পরে দ্বাদশ দিবসে মাসিক ও সপিণ্ডীকরণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পিতার পারত্রিক শুভকামনায় ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি সুবর্ণ,রত্ন এবং প্রচুর ভোজ্য ও বহুসংখ্যক দাস, দাসী, গো, অশ্ব বাহন ইত্যাদি দান করিলেন।

ত্রয়োদশ দিবসে প্রভাত সময়ে ভরত অস্থিসঞ্চয় নামক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার জন্য সরযূতীরে গমন করিলেন এবং চিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া শোকভরে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ! আপনি এ অভাগাকে যাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন তিনি ত আপনার আদেশে বনবাসী হইয়াছেন, আবার আপনিও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। মহারাজ! দুঃখিনী কৌশল্যার একমাত্র পুত্র রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া দিয়া, পরে তাঁহাকেও অনাথা করিয়া চলিয়া যাইতে আপনার হৃদয়ে কি কিছুমাত্রও দয়ার উদ্রেক হইল না?"

এই বলিয়া ভরত ভস্মময় চিতাস্থানের প্রতি কিছুকাল এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া শোকভরে ক্রন্দন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। পরিচারকেরা সকলে সত্বর আসিয়া তাঁহাকে উত্তোলন করিল। ভরতের বিলাপ

দেখিয়া অমাত্যবর্গের শোক উথলিয়া উঠিল। শত্রুঘ্ন একেবারে হতচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "হায়! পাপ মন্থরা হইতে যে শোকসাগরের উৎপত্তি হইয়াছে, আমরা সকলেই সেই অপার সাগরে নিমগ্ন হইলাম। পিতঃ! আপনি আর্য্য ভরতকে কত স্নেহ করিতেন, কত যত্নে লালন পালন করিতেন, আজ তিনি নিরাশ্রয় হইয়া আপনার জন্য এত বিলাপ করিতেছেন, তথাপি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। হায়! আর আমাদিগকে কে ক্ষুধার সময় আদর করিয়া আহার করাইবে, কে আমাদিগকে তৃষ্ণার সময় পান করাইবে এবং কেই বা আমাদিগকে বহুমূল্য বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া সস্নেহ নয়নে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। পিতঃ! আমরা নিতান্ত বালক। আমাদিগকে অনাথ করিয়া আপনি কোথায় গেলেন।" এই বলিয়া শত্রুঘ্ন কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, পরে পুনরায় কহিলেন, "পিতঃ! আর্য্য রাম বনবাসী হইয়াছেন, আবার আপনিও আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিলেন। আর আমি শূন্য অযোধ্যায় প্রবেশ করিব না। আমার আর বাঁচিয়া থাকিতেও ইচ্ছা নাই। আমি হয় বনে গিয়া বাস করিব, না হয় জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্ম সমর্পণ করিব।"

ভরত ও শত্রুঘ্নের বিলাপ দেখিয়া সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুলপুরোহিত ভগবান বশিষ্ঠ ভরতকে ভূতল হইতে উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন, "রাজ-

কুমার! শোকসম্বরণ কর। অদ্য ত্রয়োদশ দিবস হইল, তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। অগ্নিসংস্কারাদি কার্য্য হইয়া গিয়াছে, এখন কেবল অস্থিসঞ্চয় অবশিষ্ট আছে, সুতরাং আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। আরও দেখ, মৃত্যু শরীরমাত্রেরই একটী ধর্ম্ম, সুতরাং যাহা অবশ্যম্ভাবী তজ্জন্য তোমার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির শোক করা কর্ত্তব্য নয়।”

ভগবান বশিষ্ঠ এই প্রকারে ভরতকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এদিকে সুমন্ত্র ও শত্রুঘ্নকে উঠাইয়া জীবের জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন। বহুক্ষণ পরে ভ্রাতৃদ্বয় কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। তখনও তাঁহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ ও অশ্রুপূর্ণ ছিল।

অবশেষে অমাত্যগণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে তাঁহারা অতি দীনমনে পিতার অস্থিসঞ্চয় কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

আটাত্তর সর্গ।

মন্থরার অপমান।

ভরত অত্যন্ত শোকার্ত্ত হৃদয়ে রামচন্দ্রকে পুনরানয়নের সঙ্কল্প করিতেছেন, এমন সময়ে শত্রুঘ্ন হঠাৎ তাঁহাকে সম্বো-

ধন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "আর্য্য! আমরা আর কিরূপে স্থির থাকিব। দেখুন, ধর্ম্মশীল মহাত্মা রামচন্দ্রকে একটী স্ত্রীলোকের কথায় রাজ্যত্যাগ করিয়া বনে গমন করিতে হইল। ইহা অপেক্ষা কষ্ট ও অপমানের বিষয় আর কি আছে? আমার এই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, আর্য্য লক্ষ্মণ একজন পরাক্রান্ত বীর হইয়াও কেন পিতার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া মহাত্মা রামচন্দ্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন না। যে রাজা স্ত্রীলোকের কুমন্ত্রণায় ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করিতে পারেন, ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া প্রথমে তাঁহারই শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য।"

শত্রুঘ্ন ভরতকে এইরূপ বলিতেছেন এমন সময়ে, মন্থরা মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক সর্ব্বশরীরে সুগন্ধ চন্দন লেপন করিয়া এবং নানাবিধ উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিতা হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইল। হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন একটী বানরী নানাবিধ বর্ণের বস্ত্রখণ্ড ও রজ্জুতে ভূষিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দ্বারবান, কুমন্ত্রণা ও কুটিলতায় পরিপূর্ণা কুব্জাকে দ্বারদেশে দেখিবামাত্র তাহাকে লইয়া শত্রুঘ্নের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, "রাজকুমার! যাহার কুমন্ত্রণায় মহাত্মা রামচন্দ্র বনবাসী হইয়াছেন এবং মহারাজের মৃত্যু হইয়াছে, এই সেই পাপীয়সী মন্থরা। এখন ইহার প্রতি আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন্।" দ্বারবানের এই কথা শুনিয়া শত্রুঘ্ন কুব্জার সখীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ, এই পাপিষ্ঠা আমার পিতার প্রাণসংহার করিয়াছে এবং মহাত্মা রামচন্দ্রকেও বনে পাঠাইয়াছে। এখন

ইহাকে পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে। আমার হস্তে আর ইহার পরিত্রাণ নাই।" এই বলিয়া তিনি গর্জ্জন করিতে করিতে সখীমধ্যস্থিতা কুব্জাকে আক্রমণ করিলেন। অমনি সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার সখীরা শত্রুঘ্নের ক্রোধ দেখিয়া ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল এবং সঙ্গিনীগণকে বলিতে লাগিল, "কি সর্ব্বনাশ! রাজকুমার যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় আমাদিগেরও রক্ষা নাই। চল আমরা শীঘ্র দেবী কৌশল্যার শরণ লই। তাঁহার শরীর দয়ায় পরিপূর্ণ, তিনি অবশ্যই আমাদের রক্ষা করিবেন।"

রাজকুমার শত্রুঘ্ন ক্রোধভরে মন্থরাকে ভূতলে নিক্ষেপ ও ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুব্জা অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল, তাহার আভরণ সকল স্খলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পতিত হইল। প্রিয় দাসীর অপমানের কথা শুনিয়া কৈকেয়ী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শত্রুঘ্ন ক্রোধে অধীর হইয়া মন্থরাকে আকর্ষণ করিয়া নিষ্ঠুর বচনে কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী ভীত ও দুঃখিত হইয়া নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

মহাত্মা ভরত, শত্রুঘ্নকে ক্রোধান্ধ দেখিয়া কহিলেন, "ভাই! ক্ষান্ত হও। শত শত অপরাধ করিলেও স্ত্রীজাতি অবধ্য। বলিতে কি আমিই এতদিন এই পাপীয়সী কৈকেয়ীর মস্তক ছেদন করিতাম, কেবল পাছে রামচন্দ্র মাতৃহন্তা বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করেন এই ভয়ে তাহাতে ক্ষান্ত আছি। কুব্জাকে বধ করা হইয়াছে এই কথা যদি তিনি শুনিতে পান তাহা হইলে আর আমাদের সহিত

বাক্যালাপও করিবেন না। অতএব ভাই ক্রোধ সম্বরণ করিয়া পাপিষ্ঠাকে ছাড়িয়া দেও।”

ভরতের এই কথা শুনিয়া শত্রুঘ্ন মন্থরাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া কৈকেয়ীর পদতলে পতিত হইল এবং অপমানের কথা উল্লেখ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। কৈকেয়ী প্রিয় দাসীর লাঞ্ছনায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাহাকে নানা প্রকার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

ঊনআশী সর্গ।

রামচন্দ্রকে আনয়নের প্রস্তাব।

রাজা দশরথের মৃত্যুর পর চতুর্দ্দশ দিবসের প্রাতঃকালে রাজকার্য্যকুশল ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া ভরতকে কহিলেন, “রাজকুমার! মহারাজ দশরথ জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়া পুত্রশোকে পরলোক গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের অভিলাষ আপনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আমাদিগকে পালন করুন। যদিও জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠের রাজ্য গ্রহণ ধর্ম্ম ও ন্যায়বিরুদ্ধ তথাপি পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্য রাজ্যভার গ্রহণ করিলে আপনাকে কোন দোষেই লিপ্ত

হইতে হইবে না। অতএব আর বিলম্ব করিবেন না, রাজা না থাকাতে এ রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে। শীঘ্র আপনার পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিয়া সকলের অভিলাষ পূর্ণ করুন। পৌরবর্গ এবং আপনার বন্ধুগণ অভিষেকোপযোগী দ্রব্যসমূহ লইয়া ব্যগ্রভাবে আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভরত, অভিষেকের দ্রব্য সামগ্রী উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, "আমাদিগের এই বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুবংশে যাহা পূর্ব্বে কখন হয় নাই, তজ্জন্য কেন আপনারা বারম্বার আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। আর্য্য রামচন্দ্র আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুতরাং এ রাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য। আমি কনিষ্ঠ হইয়া প্রাণান্তেও তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিতে পারিব না। তিনিই এ রাজ্য গ্রহণ করিবেন আমি তাঁহার পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিব। এক্ষণে আপনারা শীঘ্র সৈন্য প্রস্তুত করুন, আমি এখনই রামচন্দ্রকে আনয়ন করিবার জন্য প্রস্থান করিব। এই সমস্ত অভিষেকোপযোগী দ্রব্য আমি তাঁহারই জন্য বনে লইয়া যাইব এবং বনমধ্যেই তাঁহাকে অভিষেক করিয়া, যজ্ঞশালা হইতে পবিত্র অগ্নিকে যেরূপ আনয়ন করে, আমিও তাঁহাকে সেইরূপে লইয়া আসিব। আপনারা রথাদি যাইবার পথ প্রস্তুত করিবার জন্য অগ্রে খনক পাঠাইয়া দিন এবং দুর্গমস্থান সকল রক্ষা করিবার জন্য রক্ষক প্রেরণ করুন।"

মহাত্মা ভরতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া, বিশেষতঃ রামচন্দ্রের পুনর্ব্বার অযোধ্যায় আগমনের প্রস্তাবে সকলে আনন্দাশ্রু

বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং সভাস্থ সকলেই ভরতের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অমাত্যেরা শোক দূর করিয়া আনন্দভরে কহিলেন, "রাজকুমার! আপনার আদেশ-মত পথ প্রস্তুত করিবার জন্য খনক এবং দুর্গম স্থান রক্ষা করিবার জন্য রক্ষক সকল সজ্জিত হইয়াছে।"

আশী সর্গ।

শিবির সন্নিবেশ।

অনন্তর খনক, দুর্গরক্ষক, স্থপতি, সূপকার ও নানা জাতীয় শিল্পীগণ অগ্রে ধাবমান হইল। তৎকালে সেই বহুসংখ্যক লোকের হর্ষভরে একত্র গমন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন সাগরের তরঙ্গসমূহ পূর্ণিমার চন্দ্রের কিরণে উচ্ছলিত হইতেছে। প্রথমে পথ নির্ম্মাণে নিপুণ শিল্পীগণ নানা প্রকার অস্ত্র লইয়া, তরু, লতা, গুল্ম, প্রস্তর প্রভৃতি ছেদন পূর্ব্বক পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। কোথাও বৃক্ষশূন্য স্থানে রৌদ্র নিবারণার্থ নানা প্রকার ছায়াবৃক্ষ রোপণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ সবলে মূলশুদ্ধ উশীর সকল উৎপাটন করিতে লাগিল। কেহ বা বন্ধুর ভূভাগকে সমতল ও গভীর কূপ সকলকে অনায়াসে পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তাহারা কোথাও

সেতুবন্ধন, কোথাও বা জলনির্গমের জন্য প্রণালী প্রস্তুত করিতে লাগিল। সূক্ষ্ম প্রবাহ সকল দেখিতে দেখিতে সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিল। জলহীন প্রদেশ সকল সুমিষ্ট জলপূর্ণ কূপে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে সেনাদিগের বিশ্রামের জন্য সুগন্ধ কুসমবৃক্ষে পরিবেষ্টিত পতাকাশোভিত স্থান সকল নির্ম্মিত হইল। এইরূপে অল্প-কালের মধ্যে ভরতের গমনপথ অমরাবতীর পথের ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল।

যাহারা শিবির সন্নিবেশে আদিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা শুভক্ষণে ও মুহূর্ত্তে ভরতের অভিলাষানুরূপ স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া তৎসমুদায় সুন্দররূপে সজ্জিত করিল। অনন্তর তাহাদের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন এবং মধ্যে পতাকাশোভিত, সুন্দর প্রাসাদ ও বিস্তৃত রাজপথ সকল প্রস্তুত করিল। ফলতঃ শিল্প কৌশলে ঐ সকল শিবির সন্নিবেশ দেবপুরী সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ভরতের আদেশক্রমে শিল্পীগণ নির্ম্মল সলিলা জাহ্নবীর তীর পর্য্যন্ত এইরূপে রাজপথ প্রস্তুত করিল এবং ঐ পথ চন্দ্র নক্ষত্রাদি ভূষিত দ্বিতীয় নভোমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

একাশী সর্গ।

বশিষ্ঠের রাজসভায় আগমন।

ভরত যে রাজ্যগ্রহণে স্বীকৃত হয়েন নাই, একথা অতি অল্প লোকেই জানিত। সুতরাং যে দিন তাঁহার অভিষেকার্থ নান্দীমুখ ইত্যাদি হইবার কথা ছিল, সেই দিন প্রত্যূষে বন্দীগণ আসিয়া তাঁহার স্তব আরম্ভ করিল। দুন্দুভি, শঙ্খ তূর্য্য প্রভৃতির শব্দে রাজভবন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ভরত নিদ্রা যাইতেছিলেন। এই সমস্ত শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সকলে তাঁহার স্তুতিপাঠ প্রভৃতি করিতেছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং বাদ্যকরদিগকে বাদ্য করিতে নিষেধ করিয়া সকলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি তোমাদের রাজা নহি। তোমাদের ন্যায় একজন প্রজামাত্র তোমরা কেন আমার স্তুতিপাঠ করিতেছ।" অনন্তর তিনি শত্রুঘ্নকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ভাই! দেখ, ইহারা সকলে যে নানা প্রকার স্তুতিবাদে আমায় যন্ত্রণা দিতেছে, কৈকেয়ীই এই সমস্তের কারণ। সেই পাপীয়সীর কুবুদ্ধিতেই মহারাজা দশরথ সমস্ত দুঃখের ভার আমার মস্তকে দিয়া এ সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার রাজলক্ষ্মী, তরঙ্গে ভাসমান কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। যিনি আমাদের সকলের প্রভু, মাতা অধর্ম্ম পথ অবলম্বন করিয়া সেই রামচন্দ্রকেও বনে পাঠাইয়া

দিয়াছেন। এখন আমাদের দশায় কি হইবে।" এই বলিয়া ভরত শোকে অভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অন্তঃপুরস্থ নারীগণও করুণস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

এদিকে রাজধর্ম্মজ্ঞ ভগবান্ বশিষ্ঠ শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া প্রভাতে সুরসভার ন্যায় রমণীয় সুবর্ণ মণিমণ্ডিত সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং আস্তরণ শোভিত স্বর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া, দূতদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "দূতগণ! তোমরা শীঘ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সেনাপতি, যোদ্ধৃবর্গ, যুধাজিৎ, সুমন্ত্র এবং রাজ্যের হিতকারী ব্যক্তিগণকে বিশেষতঃ কুমার ভরত ও শত্রুঘ্নকে এখানে আনয়ন কর। ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিও না।"

কিয়ৎকাল পরে রথ, গজ, অশ্ব প্রভৃতিতে আরোহণ করিয়া সকলে আগমন করিতে লাগিল এবং চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। রাজকুমার ভরত যৎকালে সভায় প্রবেশ করিলেন তখন প্রজারা সকলে রাজা দশরথের ন্যায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। এবং রাজা দশরথ জীবিত থাকিতে পূর্ব্বে সভার যেরূপ শোভা হইত ভরত ও শত্রুঘ্নের অধিষ্ঠানেও সেইরূপ হইল।

বিরাশি সর্গ।

ভরতের বনগমনোদ্যোগ।

রাজকুমার ভরত সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, অমাত্য, সেনাপতি এবং প্রজাদিগের পরিচ্ছদ ও ভূষণ প্রভৃতির উজ্জ্বল শোভায় সেই সভা শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্র ও নক্ষত্র পরিশোভিত রাত্রির ন্যায় শোভা পাইতেছে। বশিষ্ঠদেব প্রজাবর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভরতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! রাজা দশরথ সত্যপালন জন্য এই সমৃদ্ধিশালী রাজ্য তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সর্ব্বগুণাকর রামচন্দ্র পিতৃ আদেশে বনবাসী হইয়াছেন, তুমি এক্ষণে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহার ন্যায় পিতার আদেশ পালন কর। এই দেখ পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—চতুর্দ্দিক হইতে সমাগত রাজগণ ও অন্যান্য সকলে তোমাকে উপঢৌকন দিবার জন্য বহুবিধ রত্নালঙ্কার ও মণিমাণিক্য লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অতএব আর বিলম্ব করিও না পিতার আদেশমত রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া সকলকে চরিতার্থ কর।" ভগবান বশিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ মাত্র ভরত অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং মনে মনে রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎকাল পরে বশিষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গদগদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ভগবন্!

আপনি বিজ্ঞ হইয়া আমাকে এরূপ অন্যায় আদেশ করিতেছেন কেন? ধর্ম্মাত্মা মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি কখন আর্য্য রামচন্দ্রের রাজ্য অপহরণ করিতে পারিব না। রামচন্দ্র আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ এবং পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র; সূর্য্যবংশের প্রধান রাজা দিলীপ ও রঘু হইতে তিনি গৌরবে কোন অংশেই ন্যূন নহেন। এ তাঁহার রাজ্য, আমরা সকলেই তাঁহার প্রজা। আমি ভ্রাতৃরাজ্য অপহরণ করিয়া প্রাণান্তেও পবিত্র ইক্ষ্বাকুকুলকে কলঙ্কিত করিতে পারিব না। আমার মাতা লঘুবুদ্ধির বশবর্ত্তীণী হইয়া এই লজ্জাস্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, আত্ম কলঙ্ক জগতে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। তাঁহার এই ঘৃণিত কার্য্যে আমি যারপরনাই লজ্জিত হইয়াছি। আর্য্য রামচন্দ্র নিকটেই থাকুন, কি দূরেই থাকুন, রাজা হইয়া রাজসিংহাসনের শোভা সম্পাদন করুন, কি তপস্বীর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করুন, তিনি সর্ব্বাবস্থাতেই আমার পূজ্য, আমি এখান হইতেই কৃতাঞ্জলি হইয়া বনবাসী আর্য্যের চরণে প্রণিপাত করিতেছি। আমি তাঁহারই দাস হইয়া থাকিব। তিনি মনুষ্যের মধ্যে প্রধান—তিনি কেবল এ রাজ্যের রাজা নহেন, তিনি ত্রিলোকের পতি ও সকলের রাজা।"

মহাত্মা ভরতের এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামভক্ত সভাস্থ ব্যক্তিগণ সকলেই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ভরত পুনরায় কহিলেন, "ভগবন্! আমি যদি আর্য্যকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিতে না পারি, তাহা হইলে লক্ষ-

ণের ন্যায় তাঁহার দাস হইয়া বনেই বাস করিব। যে যে উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারি, দেখিবেন তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি হইবে না। আমি পূর্ব্বেই খনক দুর্গরক্ষক ও নানা জাতীয় শিল্পী প্রেরণ করিয়াছি এবং নিজেও শীঘ্রই যাত্রা করিব।”

প্রভুভক্ত সুমন্ত্র এতক্ষণ রাজকুমার ভরতের নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন। ভরত তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “সুমন্ত্র! আমি অমাত্য, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব সকলের সহিত মিলিত হইয়া আর্য্য রামচন্দ্রকে আনিতে যাইব, এই কথা রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া দাও এবং সত্বর সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করাইয়া এইখানে আনয়ন কর।” সুমন্ত্র আহ্লাদচিত্তে ভরতের আদেশ পালন করিলেন। ‘রামচন্দ্রকে আনয়ন করিতে যাইতে হইবে,’ এই কথা শুনিয়া প্রজাদিগের আর আনন্দের সীমা রহিল না। পুরনারীগণ আহ্লাদের সহিত নিজ নিজ স্বামীর গমনের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল।

সেনাপতিগণ নিজ নিজ সৈন্যদিগকে অশ্ব, হস্তী, রথ প্রভৃতিতে আরোহণ করাইয়া সত্বর ভরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভরত এতক্ষণ ভগবান বশিষ্ঠের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত দেখিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, “সুমন্ত্র! আর বিলম্ব করিও না, সত্বর রথ প্রস্তুত কর।” আদেশমাত্র সুমন্ত্র আহ্লাদিত চিত্তে রথে উৎকৃষ্ট অশ্ব যোজনা করিলেন। পরে রাজকুমার ভরত পুনরায় সুমন্ত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “সুমন্ত্র! আমি জগতের হিতসাধনার্থে ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রকে বন হইতে আনয়ন করিতে যাই-

তেছি, অতএব প্রধান প্রধান প্রজাবর্গকে এবং বন্ধুগণকে আহ্বান কর।”

অল্পক্ষণের মধ্যেই গৃহে গৃহে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকলেই ভরতের সহিত বনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি যোজনা করিতে লাগিলেন।

তিরাশী সর্গ।

ভরতের শৃঙ্গবের পুরে গমন।

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া ভরত উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ পূর্ব্বক রামদর্শন মানসে যাত্রা করিলেন। অমাত্য ও পুরোহিতেরা উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। নয় সহস্র হস্তী, ষাটি সহস্র রথ, একলক্ষ অশ্বারোহী ও বিবিধ আয়ুধধারী অগণ্য বীর-পুরুষ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কৌশল্যা ও সুমিত্রা হৃষ্টচিত্তে সুন্দর যানে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। মহিষী কৈকেয়ী সকলেরই নিকট অপমানিত হইয়া মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন ভরত কিছুতেই তাঁহার

কুমন্ত্রণা লব্ধ রাজ্য গ্রহণ করিলেন না তখন তিনিও রামচন্দ্রকে আনয়ন জন্য গমন করিলেন। নগরবাসীগণ আনন্দে পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "আহা! কবে আমরা সেই নবঘন শ্যামরূপ অবলোকন করিব। সূর্য্য উদয়মাত্র যেমন জগতের অন্ধকার দূর করেন, সেইরূপ রামচন্দ্রও দর্শন পথে উদয় হইয়া আমাদের হৃদয়ের শোক দূর করিবেন।" এই বলিয়া নগরবাসীরা হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নগরের প্রধান প্রধান শস্ত্রকার, বণিক, মণিকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, দন্তকার, সূপকার, গন্ধোপজীবি, সুবর্ণকার, শৌণ্ডিক, রজক, সস্ত্রীক নট এবং কৈবর্ত্তগণ শুদ্ধবসনে, সুবেশে ও গন্ধমাল্যাদি ধারণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে অযোধ্যা আনয়ন জন্য ভরতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সে দিন অযোধ্যায় পুনরায় এক নূতন ভাব ধারণ করিল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই "শীঘ্রই আমরা রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইব" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনেকানেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও ভরতের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অশ্ব হস্তী এবং রথে আরোহণ পূর্ব্বক বহুদূর গমন করিয়া তাঁহারা শৃঙ্গবেরপুরের নিকট গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। ঐ নগরে রামচন্দ্রের পরম বন্ধু গুহক বন্ধুবর্গের সহিত বাস করিতেন। সৈন্যগণ চক্রবাকশোভিত গঙ্গাতটে উপস্থিত হইল। ভরত পবিত্রসলিলা ভাগীরথীর শোভা সন্দর্শন করিয়া এবং সৈন্যগণকেও অত্যন্ত ক্লান্ত জানিয়া অমাত্যদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "অদ্য এই স্থানে

বিশ্রাম করা যাউক, কল্য গঙ্গা পার হওয়া যাইবে। এক্ষণে যাহাতে সৈন্যগণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় আপনারা সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করুন্। আমি নদীর পবিত্রসলিলে অবগাহন করিয়া পিতার পারত্রিক শুভ কামনায় তর্পণ করিব।"

অমাত্যগণ ভরতের আদেশক্রমে সৈন্যদিগকে স্ব স্ব অভীষ্ট স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। এইরূপে ভরত সৈন্যদিগকে সেই মহানদীর তটে স্থাপন করাইয়া স্বর্গীয় পিতার উদ্দেশে তর্পণ করিলেন এবং রামচন্দ্রকে কি প্রকারে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চুরাশি সর্গ।

গুহক সমাগম।

এদিকে নিষাদরাজ গুহক গঙ্গাতীরে অকস্মাৎ বিস্তৃত সেনানিবেশ দেখিয়া বন্ধুবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ। আজি গঙ্গাতীরে এত সৈন্য দেখিতেছি কেন? আমি ত ভাবিয়া ইহার কিছুই কারণ স্থির করিতে পারিতেছি না। ইক্ষ্বাকুদিগের প্রসিদ্ধ বৃহৎ রথধ্বজ দেখিয়া বোধ হইতেছে দুর্বৃত্ত ভরতই সমস্ত সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে।

ভরত কি আমাদিগকে জয় করিতে আসিয়াছে? আমার বোধ হয় পাপাত্মা ভরত দশরথের কুবুদ্ধিতে সমস্ত কোশল-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, এক্ষণে 'পাছে রাম জীবিত থাকিলে কালক্রমে রাজ্য হস্তান্তরিত হয়' এই ভয়ে তাঁহাকে বিনাশ করিতে আসিয়াছে। বন্ধুগণ! রাম আমার সখা ও প্রভু। এক্ষণে তাঁহার বিপদ উপস্থিত, তোমরা সকলে সজ্জিত হইয়া গঙ্গাতীরে দণ্ডায়মান থাক। কতকগুলি সৈন্য নৌকায় আরোহণ করিয়া গঙ্গার মধ্যস্থলে অবস্থিতি করুক। যদি বুঝিতে পারা যায় যে রামের প্রতি ভরতের কোন দুরভিসন্ধি নাই, তাহা হইলে তাঁহার সৈন্যকে নির্ব্বিঘ্নে গঙ্গা পার হইতে দেওয়া যাইবে, অন্যথা প্রাণান্তেও ভরতকে আর অগ্রসর হইতে দেওয়া যাইবে না।" নিষাদাধিপতি বন্ধুদিগকে এই আদেশ দিয়া মৎস্য, মাংস, মধু ও অন্যান্য উপহার লইয়া ভরতের নিকট গমন করিলেন।

সুমন্ত্র গুহককে আসিতে দেখিয়া রাজকুমার ভরতকে বিনীতবাক্যে কহিলেন, "দেখুন, মহাত্মা রামচন্দ্রের পরম বন্ধু নিষাদাধিপতি গুহক বন্ধু বান্ধবে মিলিত হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। ইনি দণ্ডকারণ্যের বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত আছেন এবং রামচন্দ্র এক্ষণে কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন নিশ্চয়ই তাহাও জ্ঞাত আছেন। সুতরাং ইহাঁকে আপনার নিকট আসিতে অনুমতি করুন্।" সুমন্ত্রের এই কথা শুনিয়া ভরত আহ্লাদের সহিত গুহককে আসিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

অনন্তর গুহক হৃষ্টচিত্তে বন্ধুবর্গের সহিত ভরতের নিকট

গমন করিলেন এবং অভিবাদন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "রাজকুমার! আপনি অগ্রে সম্বাদ না দিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন। যাহা হউক আমি আমার রাজ্য ও যথাসর্ব্বস্ব আপনাকে অর্পণ করিতেছি। আপনি এ দাসের বাটীতে স্বচ্ছন্দে বাস করুন্। আমার ভৃত্যেরা নানাবিধ আরণ্য ফল মূল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস ও অন্যান্য বন্যখাদ্যও আহরণ করিয়াছে। এক্ষণে আমার নিবেদন, আপনি অদ্য রাত্রি আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কল্য প্রভাতে সসৈন্যে যাত্রা করিবেন।"

পঁচাশি সর্গ।

গুহকের সহিত ভরতের কথোপকথন।

নিষাদরাজের এইরূপ বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত কহিলেন, "সখে! তোমার বাক্যেই যথোচিত প্রীতি লাভ করিলাম অন্য কোন দ্রব্যে আমার আবশ্যক নাই। এক্ষণে আমরা মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইতেছি। এই প্রদেশ অত্যন্ত দুর্গম, অতএব আমাদিগকে কোন পথ দিয়া যাইতে হইবে বলিয়া দাও।" ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া গুহক কহিলেন, "রাজকুমার! নিষাদেরা এ প্রদেশের সমস্ত

দুর্গম পথ অবগত আছে, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আমিই আপনার সঙ্গে যাইব। সেজন্য আপনার কোন চিন্তা নাই কিন্তু সত্য করিয়া বলুন দেখি, আপনার ত রামের প্রতি কোন দুরভিসন্ধি নাই? আপনার এই অগণ্য সৈন্য দেখিয়া আমার মনে বড়ই আশঙ্কা হইয়াছে।"

সরলচিত্ত রাজকুমার ভরত নিষাদাধিপতির এই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন হায়! আমার জীবনে ধিক্! আমি এমনিই কুমাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি যে সকলেই আমাকে হেয় জ্ঞান করিতেছে। আমি অনন্যমনে আর্য্য রামচন্দ্রকে পুনরায় অযোধ্যায় আনয়ন জন্য তাঁহার নিকট যাইতেছি, কিন্তু গুহক তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিয়া আমার মনে দারুণ কষ্ট প্রদান করিল। পরে গুহককে সম্বোধন পূর্ব্বক দুঃখিত অন্তঃকরণে কহিতে লাগিলেন, "সখে! আমি যে দিন আর্য্য রামচন্দ্রের অনিষ্ট ইচ্ছা করিব সে দিন যেন আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হয়। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুতরাং পিতৃতুল্য। তাঁহার দাস হইতে যে তাঁহার বিপদ হইবে এ কথা তুমি মনেও স্থান দিও না। আমি তাঁহাকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিতে যাইতেছি। নিষাদরাজ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমার কোনই দুরভিসন্ধি নাই।"

মহাত্মা ভরতের এই কথা শুনিয়া গুহক যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, "রাজকুমার আপনিই ধন্য! পৃথিবীতে আপনার ন্যায় মহাত্মা আর কাহাকেও দেখিতেছি

না। আপনি যে হস্তগতরাজ্য অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া রাজাভ্রষ্ট জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রত্যর্পণ জন্য এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন ইহাতে আমি অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলাম। আপনার এই অলৌকিক কীর্ত্তি ত্রিভুবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।"

গুহক এইরূপ বলিতেছেন এমন সময়ে সূর্য্যদেব প্রভাহীন হইয়া অস্তাচলে গমন করিলেন। ক্রমে রজনী উপস্থিত হইল। ভরত গুহকের পরিচর্য্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত শয়ন করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের চিন্তায় ভরতের রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। কোটরস্থিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেরূপ বৃক্ষকে দহন করে, সেইরূপ ভরতের চিন্তাগ্নি তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল। সূর্য্যের উত্তাপে যে রূপ হিমালয়ের তুষার ক্ষরণ হইতে থাকে, ভরতের শরীর হইতেও সেইরূপ স্বেদ বিনির্গত হইতে লাগিল। তিনি যূথভ্রষ্ট মত্ত হস্তীর ন্যায় হৃদয়জ্বরে পীড়িত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শান্তি একবারে দূর হইল এবং তিনি ক্ষণে ক্ষণে সংজ্ঞাহীন হইতে লাগিলেন। মহাত্মা গুহক তাঁহার এই প্রকার অবস্থা অবগত হইয়া রামচন্দ্র সম্বন্ধীয় নানা প্রকার কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে অনেক পরিমাণে সুস্থ করিলেন।

ছেয়াশী সর্গ।

গুহক ও ভরতের কথোপকথন।

অনন্তর গুহক মহাত্মা ভরতের নিকট লক্ষ্মণের ভ্রাতৃ-বৎসলতার উল্লেখ করিয়া কহিলেন, "রাজকুমার! লক্ষ্মণের গুণের কথা আর কি বলিব। যখন রামচন্দ্র সীতার সহিত ভূতলে শয়ন করিলেন, তখন বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে ভ্রাতার রক্ষার্থ জাগরণ করিতে দেখিয়া আমি কহিলাম, 'ভাই! তোমার জন্য এই সুকোমল শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে তুমি ইহাতে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাও। তুমি কখন দুঃখের লেশমাত্রও জান না কিন্তু নানা প্রকার দুঃখভোগ করিয়া আমার শরীর কঠিন হইয়াছে। আমি রামচন্দ্রের রক্ষার জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিব। পৃথিবীতে রাম অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আমার আর কিছুই নাই। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি রাম আমার জীবনের জীবন, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়-ধন। আমি রামচন্দ্রের অনুগ্রহে সুবিস্তীর্ণ যশোলাভ করিয়াছি, করিতেছি ও করিব। রামচন্দ্র হইতেই আমার ধর্ম্মলাভ হইবে, অর্থলাভ হইবে এবং মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। আমি স্বয়ং ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত প্রিয়সখা ও প্রিয়সখীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিব। আমি সর্ব্বদা বনে বনে বিচরণ করি সুতরাং বন মধ্যে আমার কিছুই অবিদিত নাই। এখানে শত্রুপক্ষ যদি চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারেও উপস্থিত

হয় তথাপি সাহস করিয়া বলিতে পারি কেহই আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।'

"রাজকুমার! আমার এই কথা শুনিয়া ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন' 'গুহক! তোমার শরীরে পাপ নাই, তুমি যাহা বলিতেছ তাহাতে অবিশ্বাসেরও কোন কারণ নাই। তোমার মত মহাত্মা এবং ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীতে অতি বিরল। তুমি যখন স্বয়ং আর্য্যের রক্ষার ভার গ্রহণ করিতেছ তখন আমাদের ভয়ের কোনই কারণ নাই, কিন্তু তুমি মনে করিও না যে লক্ষ্মণ বিপদাশঙ্কায় জাগরিত আছে। তুমি ত বুদ্ধিমান, বল দেখি, যখন রামচন্দ্র সীতাদেবীর সহিত ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তখন আমি কোন প্রাণে নিদ্রা যাইব, কোন প্রাণেই বা সুখভোগ করিব? দেবাসুর একত্র হইলেও যে রামচন্দ্রের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না, আজি দেখ তিনি সীতার সহিত ভূমিতে শয়ন করিয়া আছেন। মহারাজা দশরথ অনেক মন্ত্র যপ করিয়া, অনেক তপস্যা করিয়া, অনেক যাগযজ্ঞ করিয়া এই একটী সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র লাভ করিয়াছেন; তাঁহার সেই প্রিয়পুত্র রামচন্দ্র আজ বনবাসী! তুমি কি মনে কর মহারাজা দশরথ আর অধিক দিন বাঁচিবেন? আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, কৈকেয়ী শীঘ্রই বিধবা হইবে। আমার বোধ হয় মাতাগণ নিরন্তর ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ করিয়া এতক্ষণ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বোধ হয় সমস্ত রাজবাটী এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আর যে ক্রন্দন করিবে এমন কেহই জীবিত নাই। মহারাজা, কৌশল্যা ও আমার জননী যে এ পর্য্যন্ত জীবিত আছেন

ইহাও আমার এমন বিশ্বাস নাই। আমার মাতা শত্রুঘ্নের মুখ চাহিয়া জীবিত থাকিতে পারেন, কিন্তু হায়! কৌশল্যা মাতার যে একটী বই আর পুত্র নাই, তাঁহার জীবনের যে কোন আশাই নাই। হায়! প্রাণতুল্য প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাত্মা রামচন্দ্রকে না দেখিয়া রাজা দশরথের দেহেই বা আর কতক্ষণ জীবন থাকিবে। তিনি 'আমার সব ফুরাইয়াছে, আমার সব ফুরাইয়াছে' বলিয়া নিরন্তর ক্রন্দন করিয়া রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষেক করিবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিবেন। রাজার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে,যাঁহারা তাঁহার প্রেতকার্য্য সমাপন করিবেন, অগ্নিসংস্কার করিবেন তাঁহারাই ভাগ্যবান, তাঁহারাই ধন্য!!

"যে অযোধ্যাপুরীর রাজপথ সকল প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত যাহার চত্বর স্থান সকল রমণীয় ও নয়নরঞ্জক, যাহার হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ সকল সুদৃশ্য ও মনোহর, যাহাতে সমৃদ্ধিশালী বণিকগণ বাস করে, যাহার তূর্য্য ধ্বনিতে সর্ব্বদা দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হয়; রথ,অশ্ব ও গজ সমূহের গতিবিধিতে যাহার রাজপথে যাতায়াত দুঃসাধ্য, যেখানে সর্ব্বদাই উৎসব আমরা আসিবার সময় সেই অযোধ্যার যেরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া আসিয়াছি, না জানি এতক্ষণ সেখানে কি সর্ব্বনাশই ঘটিয়াছে। হায়! আমরা কি ফিরিয়া আসিয়া আবার পিতার চরণ দর্শন করিতে পারিব, ততদিন কি তিনি জীবিত থাকিবেন? আবার কি আমরা চতুর্দ্দশ বৎসরের দীর্ঘ বনবাসের পর রামচন্দ্রের সহিত অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পারিব?'

"মহাত্মা লক্ষ্মণ এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে

লাগিলেন। ক্রমশঃ রজনী প্রভাত হইল। প্রাতঃকালীন বিমল সূর্য্য উদিত হইলে ভ্রাতৃদ্বয় জটা প্রস্তুত করিয়া সীতার সহিত আমার সাহায্যে নদী পার হইয়া গমন করিলেন।”

সাতাশী সর্গ।

গুহক ও ভরতের কথোপকথন।

‘রামচন্দ্র জটা ধারণ করিয়াছেন’এই অপ্রিয় সম্বাদ শুনিবা-মাত্র ভরতের মনে অত্যন্ত ভয় হইল। রামকে যে ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন, তিনি সে আশায় এক প্রকার হতাশ্বাস হইলেন। হস্তী অঙ্কুশের আঘাতে যেরূপ ব্যাকুল হয়, তিনি চিন্তা করিতে করিতে সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং শোকভরে মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। হঠাৎ তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া গুহকের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি, ভূমিকম্প কালে বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। শত্রুঘ্ন উন্মত্তপ্রায় হইয়া ভরতকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে মহিষীরা সকলে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং ভরতকে মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা আপন পুত্রের

ন্যায় তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন বৎস! তোমার শরীরে কি কোন পীড়া উপস্থিত হইয়াছে? তুমিই এখন ইক্ষ্বাকু-কুলের একমাত্র ভরসা, তোমারই মুখ চাহিয়া সকলে বাঁচিয়া আছে। বৎস! রাম আমার ক্রোড়শূন্য করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া বনে গিয়াছে। মহারাজও আমাকে অনাথিনী করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি যে তোমাকে দেখিয়াই বাঁচিয়া আছি। ভরত! আমার রাম লক্ষ্মণ ও সীতা ত ভাল আছে? তুমি ত তাহাদের কোন অমঙ্গল সম্বাদ শুন নাই? সত্য করিয়া বল। তোমার এ ভাব দেখিয়া আমার মনে বড়ই আশঙ্কা হইয়াছে।"

ভরত কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া কহিলেন, "মা! আপনি চিন্তিত হইবেন না। আর্য্য রামচন্দ্র ভাল আছেন। তিনি 'জটা ধারণ করিয়াছেন' গুহকের মুখে এই কথা শুনিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল। মা! তবে যে আমার এতদূর অগ্রসর হওয়া বৃথা হইল। তিনি যখন জটা ধারণ করিয়াছেন, তখন তো কিছুতেই আর অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিবেন না। এই চিন্তাতেই আমি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। ভরতের মুখে এই কথা শুনিয়া কৌশল্যা রামচন্দ্রের প্রত্যাগমন বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য মহিষীদিগের ক্রন্দন শব্দেও বনস্থলী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর ভরত গুহককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সখে! আর্য্য রাম সে রাত্রিতে কোথায় ছিলেন, কি আহার করিয়া-

ছিলেন এবং কোন শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন আমাকে সমস্ত বল।"

গুহক হৃষ্টচিত্তে কহিতে লাগিলেন, "রাজকুমার! আমি তাঁহার আহারের জন্য নানা প্রকার ফলমূল ও অন্যান্য খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুরোধে সে সমস্ত গ্রহণ না করিয়া আমাকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলেন, "বন্ধো! সর্ব্বদা দান করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, প্রতিগ্রহ করা কখন উচিত নহে। অতএব তুমি দুঃখিত হইও না। আমি তোমার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।' পরে মহাত্মা লক্ষ্মণ জল আনয়ন করিলে, রামচন্দ্র সীতার সহিত সে রাত্রি কেবল জলমাত্র পান করিয়া অতিবাহিত করিলেন। অন্য কিছুই আহার করিলেন না। রামচন্দ্রের পানান্তে যে সামান্য জল অবশিষ্ট ছিল, লক্ষ্মণ তাহাই পান করিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে ভ্রাতৃদ্বয় সুমন্ত্রের সহিত সমাহিত চিত্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ কুশাদি আহরণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের জন্য শয্যা প্রস্তুত করিলেন। রামচন্দ্র সীতার সহিত কুশশয্যায় শয়ন করিলে, তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া লক্ষ্মণ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজকুমার! ঐ সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষের মূল, এই সেই তৃণ। রামচন্দ্র ও সীতা ইহাতেই সেই রাত্রে শয়ন করিয়াছিলেন।

"লক্ষ্মণ বৃহৎ ধনু, অঙ্গুলিত্রাণ ও পৃষ্ঠে বাণপূর্ণ তূণীরদ্বয় ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের রক্ষার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে

লাগিলেন এবং আমিও জ্ঞাতিবর্গের সহিত শর ও শরাসন লইয়া সতর্কতার সহিত রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিলাম।”

অষ্টআশী সর্গ।

গুহক ও ভরতের কথোপকথন।

গুহকের নিকট রামচন্দ্রের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া ভরত অমাত্যগণের সহিত সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষের তলে গমন করিলেন এবং রামচন্দ্রের কুশময়ী শয্যা অবলোকন করিয়া মাতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “মাতৃগণ! দেখুন কুসুম সদৃশ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও যাঁহার নিদ্রা হইত না, সেই রামচন্দ্র সীতাদেবীর সহিত এই ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। হায়! যিনি রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথের পুত্র, জন্মাবধি সুখভোগ করিয়া আসিয়াছেন, এই শয্যা কি তাঁহার উপযুক্ত! যিনি বিমান সদৃশ উচ্চ প্রাসাদে পুষ্পালঙ্কৃত, অগুরুচন্দন সুবাসিত, বহুমূল্য আস্তরণাচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন করিতেন, তিনি বনমধ্যে বৃক্ষমূলে কুশ-শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করিয়াছেন। সুন্দরী পরিচারিকারা সুমধুর গীত বাদ্যের শব্দে প্রাতঃকালে যাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিত, বন্দীগণ প্রভাতে যাঁহার স্তুতিগান করিত,

বনস্থলীতে ভীষণ হিংস্র জন্তুগণ যে ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতেছে, একথা যেন আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না; এ সমস্ত আমার স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। আমি আজ বুঝিলাম, কালে না ঘটিতে পারে এমন কিছুই নাই, নতুবা আর্য্য রামচন্দ্রকে ও রাজর্ষি জনকের কন্যা মহারাজ দশরথের পুত্রবধু সীতাদেবীকে অরণ্য মধ্যে তৃণশয্যায় শয়ন করিতে হইত না। হায়! তিনি শয্যায় যে অঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এখনও তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আমার বোধ হইতেছে, সীতাদেবী এই স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার স্বর্ণালঙ্কারের চূর্ণ সকল এখনও পতিত রহিয়াছে, তাঁহার উত্তরীয়ের সূত্র সকলও এই স্থানে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। আজ বুঝিলাম, পতিব্রতার নিকটে স্বামীশয্যা স্বর্গীয় সুখপ্রদ কারণ নবীনা তপস্বিনী জানকী এই কঠিন মৃত্তিকার উপরে কুশশয্যায় শয়ন করিয়াও কষ্ট বোধ করেন নাই। হায়! আমার তুল্য পাষণ্ড ও নরাধম জগতে আর কেহই নাই। আমার জন্যই আর্য্যকে ভার্য্যার সহিত অনাথের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অভাবিত কষ্ট সকল ভোগ করিতে হইতেছে। হায়! যিনি পূজ্য ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি জগতের হিতকারক তাঁহাকে এই হতভাগ্যের জন্য কি কষ্টই না ভোগ করিতে হইতেছে। লক্ষ্মণ! তুমিই ধন্য যে, এই বিপদের সময়ও আর্য্যের অনুগামী হইয়াছ। আর্য্যে! স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া আপনিও কৃতার্থা হইয়াছেন, কেবল আমাদেরই ভাগ্য বড় মন্দ। পিতা স্বর্গে গমন করিয়াছেন, আর্য্যও বনবাসী

হইয়াছেন, এক্ষণে পৃথিবী আমার নিকট শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে অযোধ্যার চতুর্দ্দিকে প্রহরী নাই, পুর-দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, হস্তী ও অশ্ব সকল রক্ষক শূন্য হইয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে। সৈন্যগণ শোকে আকুল হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় শত্রুপক্ষেরা ঐ নগরীকে আক্রমণ করিতে সাহস পাইতেছে না। আমি আর অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব না; অদ্যাবধি জটাবল্কল পরিধান, বন্য ফলমূল ভোজন ও তৃণশয্যায় শয়ন করিব। রামচন্দ্র যে কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার পরিবর্ত্তে স্বয়ং সেই ব্রত গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিব। শত্রুঘ্নও আমার সঙ্গে থাকিবে। তাহা হইলে লক্ষ্মণ ও আর্য্য রামচন্দ্র অনায়াসে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। ইহাতে তাঁহার সত্য ভঙ্গ হইবে না। অযোধ্যানিবাসী ব্রাহ্মণগণ পরমসুখে তাঁহাকে রাজ্যে দীক্ষিত করিবে। রঘুকুল দেবতারা প্রসন্ন হইয়া অবশ্যই আমার এ মনোরথ সফল করিবেন। আমি স্বয়ং তাঁহার চরণ ধরিয়া যেরূপে পারি, বন হইতে ফিরাইব। যদি তিনি কিছুতেই স্বীকৃত না হন, তাহা হইলে আমি লক্ষ্মণের ন্যায় দিবানিশি তাঁহার চরণ সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিব, প্রাণান্তেও আর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিব না। তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলিলে তিনি কখনই আমার এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।”

ঊননব্বই সর্গ।

ভরদ্বাজের আশ্রমে প্রবেশ।

রাজকুমার ভরত গঙ্গাতীরে রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যূষে উত্থানপূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে কহিলেন, "শত্রুঘ্ন! উঠ এখনও কেন শয়ন করিয়া আছ। শীঘ্র নিষাদরাজ গুহককে এখানে ডাকিয়া আন। তিনি আমাদের সৈন্যদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দিবেন।" শত্রুঘ্ন কহিলেন, "আর্য্য! দুর্ভাবনায় আমার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। আমি জাগিয়াই আছি। এই উঠিতেছি।"

ভ্রাতৃদ্বয় এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে গুহক আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমার! জাহ্নবীতীরে আপনার সুখে নিদ্রা হইয়াছিল ত? আপনার এবং আপনার সৈন্যের ত কোন প্রকার অমঙ্গল ঘটে নাই?" গুহকের এই স্নেহময় প্রশ্নে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভরত কহিলেন, "নিষাদরাজ! তোমার যত্নে আমাদের কোন প্রকার কষ্ট হয় নাই; এক্ষণে তুমি তোমার ভৃত্যদিগকে আহ্বান করিয়া শীঘ্র আমাদিগকে নদী পার করিয়া দাও।"

ভরতের আদেশমাত্র গুহক সত্বর নগরে গমন করিয়া বন্ধুগণকে কহিলেন, "নিষাদগণ! শীঘ্র জাগরিত হও। আমি রাজকুমার ভরতের সৈন্যদিগকে পার করিয়া দিব, অত-

এব ত্বরায় নৌকা আনয়ন কর।” অল্প সময়ের মধ্যে নিষাদগণ পাঁচ শত নৌকা আনয়ন করিল এবং স্বস্তিকা নামে প্রসিদ্ধ আরও কতকগুলি তরণী আনয়ন করিল। ঐ সকল নৌকা বিচিত্র পতাকায় শোভিত এবং উহাদের উপরে বৃহৎ বৃহৎ ঘণ্টা লম্বমান ছিল। ভরত একখানি সুসজ্জিত নৌকাতে প্রথমে গুরু, পুরোহিত, ব্রাহ্মণগণ ও মহিষীদিগকে আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ শত্রুঘ্নের সহিত আপনিও উঠিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া নৌকায় আরোহণ করিতে লাগিল এবং তাহাদের কোলাহলে গগণমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে নৌকাগুলি অপর পারে উত্তীর্ণ হইল। গজ সকল আরোহী সহিত সন্তরণে নদী পার হইতেছে দেখিয়া বোধ হইল, যেন শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বত সকল জলে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সৈন্যগণ কেহ বা কুম্ভ, কেহ বা ভেলা, কেহ বা নিজ নিজ বাহুবলের সাহায্যেই পরপারে গমন করিল।

ভরত কিয়ৎকাল পরে সসৈন্যে প্রয়াগের নিকটস্থ বনে উপনীত হইলেন এবং সৈন্যদিগকে সেই স্থানে অবস্থান করিতে আদেশ করিয়া কেবল ঋত্বিক ও অমাত্যদিগকে সঙ্গে লইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমোদ্দেশে গমন করিলেন। অরণ্যের মনোহর সৌন্দর্য্য, বৃক্ষলতাদির সুন্দর শ্যামলবর্ণ, বনফুলের পবিত্র সদ্গন্ধ তাঁহার অসুস্থ হৃদয়কেও কথঞ্চিত সুস্থ করিল।

নব্বই সর্গ।

ভরদ্বাজের আশ্রমে অবস্থান।

রাজকুমার ভরত তাঁহার সৈন্যদিগকে যে স্থানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম সে স্থান হইতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ভরত অস্ত্র ও পরিচ্ছদ সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার অগ্রে অগ্রে এবং অমাত্যগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। আশ্রমের নিকটস্থ হইয়া রাজকুমার অমাত্যদিগকেও সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিলেন এবং বশিষ্ঠ দেবকে অগ্রে করিয়া বিনীতভাবে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

মহাতপা ভরদ্বাজ মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকে দেখিবামাত্র আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শিষ্যদিগকে শীঘ্র অর্ঘ্য আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। ভরতও সন্নিহিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাকে বশিষ্ঠদেবের সহিত বিনীতভাবে আসিতে দেখিয়াই দশরথের পুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং পাদ্য, অর্ঘ্য, ও ফলমূল উপহার দ্বারা তাঁহাদের শ্রান্তি দূর করিয়া অযোধ্যার রাজধানী, সৈন্য, ধনাগার, মিত্র ও মন্ত্রিসংক্রান্ত কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা দশরথের মৃত্যুর কথা তিনি পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন, সুতরাং সে বিষয়ের কিছুই উল্লেখ করিলেন না।

ভগবান বশিষ্ঠ ও রাজকুমার ভরতও মহর্ষি ভরদ্বাজকে শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তপোবনস্থ মৃগ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, অগ্নি, সলিল প্রভৃতি সকলেরই আনুপূর্ব্বিক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও তৎসমুদায়ের উত্তর প্রদান করিয়া ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমার! তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতেছিলে, অকস্মাৎ বনে আসিবার কারণ কি? সত্য করিয়া বল, তোমাকে দেখিয়া আমার বনে বড় আশঙ্কা হইতেছে। মহিষী কৌশল্যা অনেক পুণ্যের ফলে যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, রাজা দশরথ স্ত্রীলোকের কুমন্ত্রণায় যাঁহাকে ভার্য্যার সহিত অকারণ চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী করিয়াছেন, তুমি ত রাজ্যলোভে সেই নিষ্পাপ রামচন্দ্রের কোন প্রকার অনিষ্ট ইচ্ছায় আইস নাই।"

মহর্ষি ভরদ্বাজের এই কথায় ভরত মনে অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যদি এরূপ মনে করেন, তাহা হইলে আর কি করিব। আমি রামচন্দ্রের দাস, আমা হইতে যে তাঁহার অনিষ্ট হইবে, আপনি এ আশঙ্কাকে কদাচও মনে স্থান দিবেন না। আমার অনুপস্থিতিতে মাতা যে ঘৃণিত কার্য্য করিয়াছেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তাহার কিছুমাত্রও অবগত ছিলাম না। এক্ষণে আমি আর্য্যের পাদবন্দনা করিবার জন্য এবং তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে গমন করিতেছি। আমার মনে কোনই দুরভিসন্ধি নাই। আপনি আমার এই সমস্ত কথা সত্য জানিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং

অনুগ্রহ পূর্ব্বক মহাত্মা রামচন্দ্র এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতেছেন, বলিয়া দিন্।”

ভগবান বশিষ্ঠও ভরতের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য মহর্ষি ভরদ্বাজকে অনুরোধ করিলে তিনি আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, “রাজকুমার! তুমি প্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং গুরুসেবা, ইন্দ্রিয়সংযম ও সাধুদিগের পথানুসরণই তোমার উপযুক্ত কার্য্য। আমি যে জানিয়া শুনিয়াও তোমাকে এত কঠিন কথা বলিলাম, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল জনসমাজে রামচন্দ্রের প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তির কথা সুবিদিত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তোমার এই অসীম ভক্তি ও অসাধারণ ত্যাগস্বীকার চিরকাল ত্রিভুবনে কীর্ত্তিত হইবে। আমি রামচন্দ্রের বিষয় বিশেষ অবগত আছি। তিনি এক্ষণে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন। তুমি কল্য প্রভাতে তথায় গমন করিও। অদ্য আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।”

মহর্ষি এইরূপ কহিলে ভরত তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন এবং সে রাত্রি সেই আশ্রমেই অবস্থান করিতে অভিলাষ করিলেন।

একানব্বই সর্গ।

ভরদ্বাজের আতিথ্য।

মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতকে আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলে ভরত বিনীতবাক্যে কহিলেন, "ভগবন! ফল মূল ইত্যাদি বনে যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়া যায়, তদ্দ্বারাইত আমাদের যথেষ্ট আতিথ্য করিলেন, পুনরায় এত অনুরোধ করিতেছেন কেন?" মহর্ষি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "রাজকুমার! তোমাকে যাহা দিব, তুমি যে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবে, তাহা আমি জানি, কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, যে তোমার সৈন্যদিগকে এক রাত্রি ভোজন করাইব। অতএব আমার এ অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। আরও বৎস! তুমি সৈন্যদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া আসিলে কেন? তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিলে আমি বড়ই আহ্লাদিত হইতাম।"

ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্! পাছে আপনার আশ্রমের বিঘ্ন হয়, এই ভয়ে আমি সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া আসি নাই। রাজাই হউন্ বা রাজপুত্রই হউন্, তপস্বীদিগের আশ্রম যত্ন পূর্ব্বক পরিহার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমার সহিত বহুসংখ্যক মত্তহস্তী, অশ্ব ও সৈন্য আছে। তাহারা পাছে তপোবনস্থ বৃক্ষ, লতা, মৃগ, পক্ষী, সলিল প্রভৃতির বিঘ্ন জন্মাইয়া আপনার ক্রোধ

উৎপাদন করে, আমি এই ভয়েই তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছি।”

মহর্ষি কহিলেন, “আমি এক্ষণে তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি, সৈন্যদিগকে এখানে আনয়ন কর।” ভরদ্বাজের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভরত তৎক্ষণাৎ সৈন্যদিগকে আনয়ন করিলেন।

ভরতকে এইরূপ আদেশ করিয়া মহাতেজা মহর্ষি ভরদ্বাজ অগ্নিশালায় প্রবেশ করিলেন এবং আচমনান্তে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দেবতাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। “আমি ভরতের সৈন্যগণের আতিথ্যের জন্য নির্ম্মাণকুশল বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি গৃহাদি নির্ম্মাণদ্বারা আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। আমি আতিথ্যের জন্য ইন্দ্রাদি লোকপালত্রয়কে আহ্বান করিতেছি তাঁহারা আমার বাসনা পূর্ণ করুন। পৃথিবীতলে এবং অন্তরীক্ষে যে সমস্ত স্রোত ও নদী প্রবাহিত হইতেছে, আমি তাঁহাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা কেহ সুরা, কেহ বা ইক্ষুরসের ন্যায় সুশীতল সুমিষ্ট সলিল আনয়ন করুন। আমি দৈব, দেবী, গন্ধর্ব্ব ও গন্ধর্ব্বী এবং বিশ্বাবসুকে আহ্বান করিতেছি; ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদত্তা, হেমা ও পর্ব্বতবাসিনী প্রভৃতি ত্রিভুবনবিদিতা অপ্সরাগণকে আহ্বান করিতেছি; যে সকল অপ্সরা ইন্দ্র এবং ব্রহ্মার নিকট যাতায়াত করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা দিব্যপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া বীণা হস্তে আমার আশ্রমে আগমন করুন। চৈত্ররথকাননস্থ বৃক্ষ সকলের ন্যায়, আমার

আশ্রমস্থ বৃক্ষ সকল, দিব্যবসনভূষণ রূপ পত্রে এবং দিব্যাঙ্গনা রূপ ফলে শোভিত হউক। অদ্য ভগবান সোম, নানাবিধ সুমিষ্টভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও পেয় প্রস্তুত করিয়া দিন, এবং বৃক্ষজাত বিচিত্র মাল্য নানাপ্রকার মাংস ও সুরা সংগ্রহ করুন্।" মহাতেজা মহর্ষি এইরূপে সমাধিবলে শিক্ষাস্বর প্রয়োগ পূর্ব্বক দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়া, পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যান করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরেই আহূত দেবতাগণ পৃথক পৃথক আবির্ভূত হইতে লাগিলেন। সুশীতল সুগন্ধি মলয়মারুত মন্দ মন্দ বহন করিতে লাগিল। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে এবং অন্তরীক্ষে দেব দুন্দুভির সুগম্ভীর শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে এবং গন্ধর্ব্বগণ বীণার শব্দের সহিত গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই তান লয় বিশুদ্ধ শ্রুতিসুখকর সুমধুর সঙ্গীত অন্তরীক্ষ এবং ভূতলস্থ প্রাণীগণের মন প্রাণ হরণ করিল।

অনন্তর ভরতের সৈন্যগণ বিস্ময়চিত্তে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ কৌশল দেখিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে পঞ্চযোজন পরিমিত সমতল ভূমিখণ্ড দেখিতে দেখিতে নীলবৈদূর্য্যমণি তুল্য হরিদ্বর্ণ নবীন তৃণসমূহে আচ্ছন্ন হইল। বিল্ব, কপিত্থ, পনস, আমলকী ও আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ গুলি ফলভরে অবনত হইয়া সেই স্থানের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই ভূমিখণ্ডের কোন ভাগে চৈত্ররথ কানন আগমন করিল, কোথাও তীরতরুসমাকীর্ণ রমণীয় নদী সকল প্রবাহিত হইতে লাগিল। কোথাও শুভ্র চতুঃশাল গৃহ, কোথাও অশ্বশালা, কোথাও গজশালা, কোথাও

শুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় তোরণ, কোথাও শুক্লমাল্য সুশোভিত, সুগন্ধি বারির দ্বারা সুবাসিত অট্টালিকা সকল শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সকল অট্টালিকার মধ্যে উৎকৃষ্ট শয্যা, আসন ও যান, এবং সুরস খাদ্যদ্রব্য ও বিচিত্র বসন ভূষণ যথাস্থানে স্থাপিত হইল।

মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, রাজকুমার ভরত সেই রত্নময় পুরীতে প্রবেশ করিলেন। অমাত্য এবং পুরোহিতগণ সকলে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তৎকালে সেই পুরীর পারিপাট্য দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহারা সেখানে উৎকৃষ্ট রাজসিংহাসন, ব্যজন ও ছত্র সমস্তই দেখিতে পাইলেন। ভরত অমাত্যগণের সহিত ঐ সমস্ত প্রদক্ষিণ করিয়া উদ্দেশে রামচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন এবং ব্যজন হস্তে করিয়া অমাত্যোচিত আসনে উপবেশন করিলেন।

তিনি উপবেশন করিলে পর, পুরোহিত, অমাত্য, সেনাপতি ও শিবিররক্ষকগণ চতুষ্পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

ঐ সময়ে প্রজাপতিপ্রেরিত বিংশতি সহস্র ও কুবের প্রেরিত বিংশতি সহস্র যুবতী দিব্য আভরণ এবং মণিমুক্তা প্রবালাদিতে ভূষিত হইয়া ভরতের নিকট আগমন করিল। যাহাদের রূপ মাধুরী নিরীক্ষণ করিলে পুরুষের মন উন্মত্ত হইয়া উঠে, নন্দনকানন হইতে এরূপ বিংশতি সহস্র অপ্সরা আগমন করিল। নারদ, তুম্বুরু ও গোপনামক গন্ধর্ব্বগণ ভরতের সম্মুখে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা ও বামনা নানা রঙ্গে নৃত্য করিতে লাগি-

লেন। দেবলোকে ও চৈত্ররথকাননে যে সমুদায় বিচিত্র মাল্য আছে, সমুদায়ই প্রয়াগে উপস্থিত হইল। অবশেষে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্চর্য্য তপস্যার প্রভাবে, বিল্ববৃক্ষ মৃদঙ্গ-বাদকের ও বিভীতক, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষগণ নর্ত্তকের রূপ ধারণ করিল। সরল তাল, তিলক ও তমাল কুব্জ ও বামনের এবং লতাগণ প্রমদা রূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং কহিতে লাগিল, "সুরাপায়ীগণ! সুরা পান কর, ক্ষুধার্ত্তগণ! সুসংস্কৃত মাংস ও সুমিষ্ট পায়স প্রস্তুত, যাহার যাহা ইচ্ছা ভোজন কর।" মুনির আদেশানুসারে এক এক-জন পুরুষের পরিচর্য্যার্থ সাত আটজন সুন্দরী রমণী নিযুক্ত হইল। উহারা পুরুষদিগকে সুরম্য নদীতীরে লইয়া গিয়া স্নানাহার করাইতে লাগিল। কেহ চরণসম্বাহন, কেহ অঙ্গ মর্দ্দন, কেহ বা মদ্যপান করাইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, বৃষ প্রভৃতির রক্ষকেরা মদ্যাদি পান করিয়া এত মত্ত হইয়াছিল যে নিজ নিজ কার্য্যে অবহেলা করিতে লাগিল; কিন্তু মহর্ষির তপঃ প্রভাবে পালকগণ আসিয়া তাহাদিগকেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার প্রদান করিল, বিশেষতঃ অশ্বদিগকে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু, মধু ও লাজা ভোজন করাইতে লাগিল।

সৈন্যগণ সর্ব্বপ্রকারে পরিতৃপ্ত বিশেষতঃ অপ্সরাগণের সহবাস লাভে বিমোহিত হইয়া কহিতে লাগিল, "আর আমরা অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব না, দণ্ডকারণ্যেই বা আর আবশ্যক কি? চিরকাল এইখানেই বাস করিব। মহাত্মা রামচন্দ্র ও ভরতের মঙ্গল হউক। তাঁহাদের প্রসাদেই আমরা এই অতুল স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতেছি।" কেহ বা মুনির আশ্রমকে

স্বর্গ মনে করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিল। কেহ কেহ আনন্দভরে নৃত্য, কেহ বা গান, কেহ বা হাস্য করিতে লাগিল। সৈন্যদিগের আহার সামগ্রী এত উত্তম হইয়াছিল যে, আকণ্ঠ ভোজন করিয়াও তাহারা পরিতৃপ্ত হইল না। যত দেখিতে লাগিল ততই তাহাদের ভোজনস্পৃহা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দাস দাসীগণ নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া মহা হর্ষে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। মহর্ষির প্রভাবে পশুপক্ষীগণও পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। অধিক কি তৎকালে সেই স্থলে কেহই ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত বা পীড়িত ছিল না।

তৎকালে পুষ্পস্তবকশোভিত শুভ্রান্ন পরিপূর্ণ স্বর্ণ ও রজতপাত্র সকল সকলের নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। ঐ সকল পাত্রে ফলের রসে সুসিদ্ধ সুগন্ধি সূপ, ছাগ ও শ্বেত-বরাহের মাংস প্রচুর পরিমাণে ছিল। কূপ সকল পায়সান্নে পরিপূর্ণ ছিল। গাভী সকল অভীষ্ট প্রদান এবং বৃক্ষ সকল মধুক্ষরণ করিতে লাগিল। বাপী সকল মৃগ ময়ূর ও কুক্কুটের মাংসে এবং মদ্যে পরিপূর্ণ ছিল। তথায় শত শত সুবর্ণময় ব্যঞ্জনপাত্র ও জলপাত্র ছিল। হ্রদ সকল দধি দুগ্ধ এবং শর্করায় পরিপূরিত ছিল। স্নানতীর্থে চূর্ণকষায় কল্ক প্রভৃতি বিবিধ উপকরণ দ্রব্য প্রস্তুত ছিল। তথায় দন্তকাষ্ঠ, শুক্ল-চন্দন, দর্পণ, বস্ত্র, পাদুকা, কজ্জল, ছত্র, ধনুক, বর্ম্ম এবং শয্যা প্রভৃতি আরও অনেক দ্রব্য সঞ্চিত ছিল। স্থানে স্থানে আকাশের ন্যায় নির্ম্মল সলিলপূর্ণ পদ্মাকর সরোবর এবং বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নীলবর্ণ তৃণ সকল সেই স্থানের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

সৈন্যগণ স্বপ্নের অগোচর এই সমস্ত অদ্ভুতকাণ্ড অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইল এবং সুরগণ যেরূপ নন্দনকাননে পরমানন্দে বাস করে সেইরূপ তাহারা মহর্ষির আশ্রমে সে রাত্রি সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিল।

আতিথ্যক্রিয়া সম্পন্ন হইলে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ মুনির অনুমতি লইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সৈন্যগণ তখনও মদ্যপানে মত্ত হইয়া স্থানে স্থানে শয়ন করিয়াছিল এবং পুষ্প ও মাল্য সকল ইতস্ততঃ পতিত রহিল।

বিরেনব্বই সর্গ।

ভরতের চিত্রকূটাভিমুখে গমন।

রাজকুমার ভরত অনুচরগণের সহিত সে রাত্রি মহর্ষির আশ্রমে অবস্থান করিয়া তাঁহার আতিথ্যে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তিনি রামদর্শনের ঔৎসুক্যবশতঃ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া মহর্ষির নিকটে গমন করিলেন। ভরদ্বাজ তৎকালে হোমকার্য্য সম্পন্ন করিয়া হোমগৃহ হইতে নির্গত হইতেছিলেন। তিনি ভরতকে সম্মুখে দেখিয়া কহিলেন, "বৎস! আমার আশ্রমে রাত্রিতে ত তোমার কোন কষ্ট হয় নাই? তোমার সৈন্যগণ আমার আতিথ্যে সন্তুষ্ট হইয়াছে ত?"

ভরত মহাতেজা মহর্ষিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "ভগবন্! আমি ও আমার সৈন্যগণ আপনার আতিথ্যে যৎপরোনাস্তি প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমার অনুচরগণ অপরিমিত ভক্ষ্য ভোজ্য ও পেয় এবং সুরম্য বাস ভবন প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদে রাত্রি যাপন করিয়াছে। ভগবন্! আমি এক্ষণে ভ্রাতৃদর্শনে চলিলাম আপনি আমার প্রতি স্নিগ্ধ দৃষ্টি রাখিবেন। মহাত্মা রামচন্দ্র এখন কোন্ স্থানে আছেন এবং কোন্ পথ দিয়া গমন করিলে তাঁহার দর্শন পাইব অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন।"

ভরতের ভ্রাতৃদর্শনে অত্যন্ত ঔৎসুক্য জানিয়া ভরদ্বাজ কহিলেন, রাজকুমার এখান হইতে সার্দ্ধ দুই ক্রোশ দূরে চিত্রকূট নামে একটী সুরম্য পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের কানন ও প্রস্রবণ সকল অতীব মনোহর, উহার উত্তর পার্শ্ব দিয়া মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইতেছেন। রামচন্দ্র, পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত সেই স্থানে বাস করিতেছেন। তুমি যমুনার তীর দিয়া কিয়ৎদূর গমন করিলে দক্ষিণাভিমুখী একটি পথ দেখিতে পাইবে। সেই পথ দিয়া কিছুদূর গমন করিলেই রামচন্দ্রের দর্শন পাইবে।"

মহর্ষি এইরূপ বলিলে কৌশল্যা ও সুমিত্রা যান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মহর্ষির নিকটে আসিয়া দীনভাবে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। কৈকেয়ী তাঁহার কুকার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিতভাবে মহর্ষিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অদূরে ভরতের নিকটে গমন করিয়া দীনভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর ভরদ্বাজ ভরতকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "বৎস! তোমার মাতৃগণের বিশেষ পরিচয় লইতে আমার বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

ভরত এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ভগবন্! আপনি যাঁহাকে শোক ও উপবাসে কৃশা এবং দীনভাবে দণ্ডায়মানা দেখিতেছেন, ইনি আমার পিতার প্রধানা মহিষী, কৌশল্যা। অদিতি যেরূপ উপেন্দ্রকে প্রসব করিয়াছেন, সেইরূপ ইনিও পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রামচন্দ্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। আর যিনি ইহাঁর বামভুজ অবলম্বন করিয়া অত্যন্ত ম্লানভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, ইনিই আমার মধ্যমা মাতা সুমিত্রা। বীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ইহাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর যাঁহার জন্য ধর্ম্মশীল মহাত্মা রামচন্দ্রকে অনাথের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইতেছে, যাঁহার জন্য মহারাজ দশরথ "হা রাম! হা রাম!" বলিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং এই হতভাগ্য যাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইনি সেই ভদ্র রূপধারিণী অভদ্রা কৈকেয়ী। ইনি বড় ক্রুদ্ধস্বভাবা এবং সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা। ভগবন্! ইনিই সমস্ত সর্ব্বনাশের মূল, কিন্তু ইহাঁকে আমায় মাতা বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে!" এই বলিতে বলিতে মহাত্মা ভরতের চক্ষে জল আসিল, তিনি ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজ কহিলেন, "বৎস! দৈবের গতি কে রোধ করিতে পারে। অতএব তোমার মাতাকে আর ভর্ৎসনা করিও না। বিশেষতঃ রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন, পরিণামে জগতের মঙ্গলের জন্যই ঘটিয়াছে।

দেব, ঋষি ও নরগণ এই নির্ব্বাসনে ঘোর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, অতএব যাহা দেবতাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে ঘটিয়াছে, তাহাতে তোমার মাতার কোনই দোষ নাই।”

মহর্ষি এই বলিয়া বিরত হইলে, ভরত অভীষ্টসিদ্ধির জন্য মহর্ষিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া সৈন্যদিগকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ আদেশ মাত্র স্বর্ণালঙ্কার বিভূষিত অশ্ব রথাদিতে আরোহণ করিল। হস্তী ও করেণুকা সকল স্বর্ণশৃঙ্খলে শোভিত হইয়া, গ্রীষ্মাবসানে বিদ্যুৎযুক্ত মেঘমালার ন্যায় সুগম্ভীর গর্জ্জন করিতে করিতে গমন করিল। মাননীয় ব্যক্তিগণ যানে এবং পদাতিকগণ পদব্রজে যাইতে লাগিল। কৌশল্যা প্রভৃতি মহিষীগণ রামদর্শনাশায় অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উত্তম যানে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। ভরত একখানি উজ্জ্বল শিবিকায় আরোহণ করিলেন।

হস্তী, অশ্ব সমাকুল সেই বিস্তৃত সেনাদল, প্রচণ্ড মেঘ মালার ন্যায় দক্ষিণদিক আবৃত করিয়া গমন করিতে লাগিল, এবং গঙ্গার পশ্চিম তীর দিয়া নানা বন, নদী পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া বনমধ্যস্থ মৃগ ও পক্ষীগণকে ত্রস্ত ও ভীত করিয়া নিবিড় কানন মধ্যে প্রবেশ করিল।

তিরেনব্বই সর্গ।

ভরতের চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন।

ভরতের সেই বৃহৎ সেনাদল দেখিয়া অরণ্যচারী মত্ত হস্তীগণ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ আশ্রয়ার্থ নদী পর্ব্বত এবং অন্যান্য বনের দিকে ধাবমান হইল। বর্ষাকালীন মেঘসমূহ যেরূপ গগনমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ সেই সাগরসম বিস্তৃত সেনাদল পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া চলিল।

বহুদূর গমন করিয়া বাহন সকল ক্লান্ত হইলে ভরত বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! মহর্ষি ভরদ্বাজের মুখে চিত্রকূট পর্ব্বতের যেরূপ বর্ণনা শুনা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে আমরা সেই প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ঐ দেখুন চিত্রকূট পর্ব্বত এবং উহার নিম্নে মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইতেছেন। দূরে বন সকল নিবিড় নীলবর্ণ মেঘসমূহের ন্যায় বোধ হইতেছে। দেখুন, আমার পর্ব্বত সদৃশ হস্তীগণ পর্ব্বতের সানুদেশে ক্রীড়া করিতেছে এবং মেঘসমূহ যেরূপ বারিবর্ষণ করে সেইরূপ সানুদেশস্থ বৃক্ষ সকল পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শত্রুঘ্ন! দেখ, গাগরগর্ভে মকরসমূহের ন্যায় আমার অশ্বগণ পর্ব্বতের উপরিভাগ আচ্ছন্ন করিয়াছে। যেরূপ শরৎকালীন মেঘসমূহ বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া গগনমণ্ডলে দ্রুতবেগে গমন

করে, সেইরূপ মৃগগণ আমার সৈন্যদিগকে দর্শন করিয়া ভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে। তরুগণ দাক্ষিণাত্য-নিবাসী নরগণের ন্যায় শিখরদেশে সুরভি পুষ্পস্তবক ধারণ করিয়াছে। এই বন পূর্ব্বে নিস্তব্ধ ছিল, কিন্তু আমাদের আগমনে যেন জনাকীর্ণ অযোধ্যার ন্যায় বোধ হইতেছে। অশ্বখুরোত্থিত ধূলিসমূহ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া উত্থিত হইতেছে, কিন্তু বায়ুবেগ আমাদের উপকারার্থে তাহা অপসারিত করিতেছে। শত্রুঘ্ন! দেখ! সুশিক্ষিত সারথি ও অশ্বের সাহায্যে আমাদের রথগুলি কেমন দ্রুতবেগে কানন মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। দেখ! দেখ!! ময়ূরগুলি রথ দেখিয়া ভয়ে কিরূপ এদিক ওদিকে পলায়ন করিতেছে। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে এই বন তপস্বীদিগের আবাস স্থান, নতুবা এরূপ স্বর্গের ন্যায় রমণীয় ও মনোহর হইবে কেন? দেখ এখানকার হরিণ ও হরিণীগুলি কেমন সুন্দর! ইহাদের দেহ যেন নানাবিধ কুসুমে চিত্রিত রহিয়াছে। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে এই রমণীয় স্থানেই আর্য্যের দর্শন পাওয়া যাইবে। এক্ষণে সৈন্যগণ প্রযত্নসহকারে তাঁহার অনুসন্ধান করুক।

ভরতের আদেশমাত্র অস্ত্রধারী পুরুষেরা বনমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং কিছুদূর গিয়া ধূমশিখা দেখিতে পাইল। ধূম দেখিবামাত্র তাহারা ভরতের নিকট ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "রাজকুমার! যে স্থানে মনুষ্য নাই সে স্থানে অগ্নি থাকিতে পারে না। যখন ধূম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তখন বোধ হয় রামচন্দ্র এই স্থানেই আছেন, অথবা অন্ততঃ তাঁহার ন্যায়

কোন তপস্বীও এ স্থানে আছেন। তাঁহার নিকটেও রামচন্দ্রের সম্বাদ পাওয়া যাইতে পারে।"

তাহাদের এই যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত কহিলেন, "তোমরা আর অগ্রসর হইওনা এই স্থানে অবস্থান কর। কেবল আমি সুমন্ত্র ও ধৃতিকে লইয়া অনুসন্ধানে যাইতেছি।"

ভরতের আদেশানুসারে সৈন্যগণ সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল। এবং তিনি ধূম লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই রামচন্দ্রের দর্শন পাইবেন, বলিয়া তাঁহার মন পুলকে পরিপূর্ণ হইল।

চোরোনব্বই সর্গ।

চিত্রকূটের শোভা বর্ণন।

এদিকে রামচন্দ্র দীর্ঘকাল বনবাসের পর এক দিন সীতা দেবীর চিত্তবিনোদনের জন্য তাঁহাকে বিচিত্র চিত্রকূট পর্ব্বত দেখাইয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! দেখ, দেখ, চিত্রকূট পর্ব্বতের কি সুন্দর শোভা! ইহার অপরূপ সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলে আমার রাজ্যনাশ, বনবাস ও বন্ধুবিচ্ছেদ কিছুরই কথা মনে থাকে না। দেখ নানাবিধ পক্ষী সর্ব্বদা সুমধুর স্বরে কলরব

করিতেছে। পর্ব্বতের শিখরদেশ যেন আকাশ ভেদ করিয়াই উঠিয়াছে। দেখ, ইহার গৈরিকাদি ভূষিত প্রদেশ সকল কোথাও রজতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কোথাও শোণিতের ন্যায় রক্তবর্ণ, কোথাও পীতবর্ণ, কোথাও হরিদ্বর্ণ, কোথাও স্ফটিক ও কেতকীকুসুমের ন্যায় আভাযুক্ত হইয়া কি অনুপম সৌন্দর্য্যই ধারণ করিয়াছে। মৃগ, তরক্ষু, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি প্রাণীগণ পরস্পরের প্রতি নৈসর্গিক বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। আম্র, পিয়াল, বিল্ব, বদরী প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ ফলপুষ্পে শোভিত হইয়া শৈলরাজের অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। দেখ! কিন্নর মিথুন সকল পরমসুখে রমণীয় শৈলপ্রস্থে যথেচ্ছা ভ্রমণ ও ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। বিদ্যাধরীগণ তরুশাখায় বস্ত্র রাখিয়া মনোসুখে কেলি করিতেছে। সমীরণ গুহা হইতে নানাবিধ সুগন্ধি কুসুমের আমোদ বহন করত মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া মন প্রাণ হরণ করিতেছে। প্রিয়ে! তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত যদি আমাকে শত বৎসর এখানে বাস করিতে হয়, তথাপি আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। অধিক কি এই রমণীয় পর্ব্বতে আসিয়া আমি যে কতদূর প্রীতিলাভ করিয়াছি তাহা আর বলিবার নয়? প্রিয়তমে! এই সমস্ত রমণীয় পদার্থ দেখিয়া তোমারও কি আনন্দ হইতেছে না? আমি এই স্থানে থাকিয়া পিতার সত্যপালন এবং বিমাতার প্রীতি সাধন করিব। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা বৃদ্ধবয়সে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া এই স্থানে আসিয়াই চিত্তের শান্তিলাভ এবং মোক্ষসাধন করিতেন।”

এই বলিয়া রামচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ স্থিরদৃষ্টে 'পতিপ্রাণা সীতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, পরে পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বৈদেহি! দেখ নীল, পীত, শ্বেত, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের শিলাসকল স্থানে স্থানে পর্ব্বতের কিরূপ শোভা সম্পাদন করিতেছে! রাত্রি-কালে ওষধি সকল নিজ নিজ তেজ প্রভাবে অগ্নিশিখার ন্যায় কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যই বিস্তার করিয়া থাকে। দেখ প্রিয়ে! এই পর্ব্বতের কোন স্থানকে নিবিড় পলাশবৃক্ষে গৃহের ন্যায় করিয়াছে, কোন স্থান বা চম্পক মালতী প্রভৃতি কুসুমরাজীতে পরিশোভিত হইয়া রমণীয় উদ্যানের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। এদিকে চাহিয়া দেখ! বিলাসীগণ পুন্নাগ, ভুর্জ্জ-পত্র, ও উৎপলদল দিয়া কেমন শয্যা প্রস্তুত করিয়াছে। উহাদের উপযুক্ত ও মর্দ্দিত উৎপল মালা সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং ফল সকলও চতুর্দ্দিকে পতিত রহি-য়াছে। নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন এই পর্ব্বত পৃথিবী ভেদ করিয়াই ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। আহা সৌন্দর্য্যে ইহা কুবের ও ইন্দ্রপুরীকেও পরাস্ত করিয়াছে।

"প্রিয়তমে! আমি যদি সৎপথ অবলম্বন করিয়া তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত চতুর্দ্দশ বৎসর এই বনে বাস করিতে পারি তাহা হইলেই কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

পঁচানব্বই সর্গ।

চিত্রকূটের শোভাবর্ণন।

অনন্তর রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সীতাকে পবিত্র সলিলা মন্দাকিনী দেখাইয়া কহিতে লাগিলেন "প্রিয়ে! দেখ মন্দাকিনীর পুলিন কি রমণীয়! হংস, সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণ সর্ব্বদা উহাতে কেলি করিতেছে। তীরে পুষ্পফলশোভিত নানাবিধ বৃক্ষ কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। এইমাত্র মৃগগণ জল পানার্থ নদীতে নামিয়াছিল, এই জন্য তীরের নিকটস্থ জল এখনও কর্দ্দমময় রহিয়াছে। প্রিয়ে! এ দিকে দেখ, জটা-বল্কলধারী তাপসগণ নদীর পবিত্র জলে অবগাহন করিতে-ছেন। কেহ কেহ উর্দ্ধবাহু হইয়া একমনে সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতেছেন। বায়ুবেগে সঞ্চালিত বৃক্ষগণকে দেখিয়া বোধ হয় যেন পর্ব্বত সাধুসঙ্গমে আনন্দভরে নৃত্য করি-তেছে। কোথাও নির্ম্মল জলে, কোথাও সৈকতপুলিনে, কোথাও তপস্বী জনসমাগমে নদীকে অতি রমণীয় দেখাই-তেছে। দেখ, বায়ুবেগে নদীর মধ্যস্থলে পতিত কুসুম সকল ক্ষণে ক্ষণে জলে মগ্ন ও ভাসমান হইতেছে! দেখ, চক্রবাক সকল সুমধুর কলরব করিতে করিতে নদী হইতে পুলিনে আরোহণ করিতেছে! প্রিয়তমে! চিত্রকূট ও মন্দাকিনী দেখিয়া আমি এত প্রীত হইয়াছি যে অযোধ্যায় বাস, এমন

কি তোমার দর্শন ও এত সুখপ্রদ বোধ হইতেছে না। তপোনিরত, শান্তিগুণাবলম্বী সিদ্ধপুরুষেরা প্রতিনিয়ত এই নদীতে অবগাহন করেন। প্রিয়তমে! তুমি আজ আমার সহিত এই নদীতে স্নান এবং রক্ত ও শ্বেত পদ্ম সকল উত্তোলন কর। বৈদেহি! যখন তোমার মন উৎকণ্ঠিত হইবে, তখন তুমি এই পর্ব্বতকে অযোধ্যার ন্যায়, মন্দাকিনীকে সরযুর ন্যায় এবং আরণ্য জন্তুগণকে পুরবাসীর ন্যায় মনে করিও, তাহা হইলেই তোমার কষ্ট অনেক নিবারণ হইবে। প্রিয়ে! ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ আমার একান্ত আজ্ঞাকারী এবং তুমিও বড় প্রিয়ভাষিণী। তোমাদিগকে দেখিতে পাইলে আমি এই নদীতে স্নান করিয়া ও ফল মূল ভোজন করিয়াই পরমসুখে বাস করিব। অযোধ্যা কি রাজ্যের জন্য আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। প্রিয়ে! আমি কেন, পবিত্রসলিলা মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া সুখী না হয় পৃথিবীতে এমন কেহই নাই।”

রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বতের উপরি পাদচারে বিচরণ করিতে করিতে এইরূপে সীতাদেবীর চিত্ত বিনোদনার্থ মন্দাকিনীর নানা প্রকার গুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন।

ছিয়ানব্বই সর্গ।

লক্ষ্মণের ক্রোধ।

মন্দাকিনী দর্শনের পর রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বতে উপবেশন করিয়া পুনরায় সীতাদেবীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "জানকি! দেখ, এই পবিত্র মৃগমাংস অতীব সুস্বাদু এবং অগ্নিতে উত্তমরূপে সংস্কৃত হইয়াছে। তুমি ইহা ভক্ষণ কর।" রামচন্দ্র এইরূপে সীতাদেবীর চিত্ত বিনোদন করিতেছেন, এমন সময়ে ভরতের সেনাগণের পাদোত্থিত ধূলিপটল গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন ও চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া উত্থিত হইল। তুমুল কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অরণ্যচার যূথপতিগণ সেই মহা কোলাহলে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র অকস্মাৎ এই সমস্ত দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ভাই! এই নিবিড় অরণ্য মধ্যে আজ অকস্মাৎ এ কি উৎপাত উপস্থিত হইল। দেখ অনবরত কোলাহল শব্দ শুনা যাইতেছে। হস্তী, মৃগ, বরাহ ও মহিষেরা ভীত হইয়া দ্রুতবেগে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। কোন রাজা বা রাজপুত্র কি মৃগয়ার্থ অদ্য এই বনে আগমন করিয়াছেন? অথবা কোন মারাত্মক জন্তুর কি উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে? ভাই! এই স্থান পক্ষিগণেরও অগম্য। আমরা এত দিন এখানে নিঃশঙ্কচিত্তে বাস করিতেছিলাম। যাহা হউক তুমি শীঘ্র এই উৎপাতের যথার্থ কারণ স্থির কর।"

রামচন্দ্রের আদেশমাত্র লক্ষ্মণ এক উচ্চ শালবৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি দেখিলেন, পূর্ব্বদিকে হস্তী, অশ্ব, রথসঙ্কুল বহুসংখ্যক সৈন্য বনভূমি আচ্ছন্ন করিয়া আসিতেছে। এই বৃহৎ সৈন্যদল দেখিবামাত্র তিনি রামচন্দ্রকে তদ্বৃত্তান্ত জানাইয়া কহিলেন, "আর্য্য! আর্য্যাকে শীঘ্র গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে বলুন এবং আপনিও অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া শর, শরাসন ও কবচ লইয়া সজ্জিত হউন।"

লক্ষ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, "ভাই! হিতাহিত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। তুমি যে সৈন্য হইতে ভয়ের আশঙ্কা করিতেছ, অগ্রে তাহার কারণ নিশ্চয় কর।"

রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় হইয়া যেন সৈন্যগণকে দহন করিবার মানসেই কহিতে লাগিলেন, "আর্য্য! পাপিষ্ঠা কৈকেয়ীর পুত্র ভরত অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার ইচ্ছায় আমাদিগকে বধ করিতে আসিতেছে। দেখুন! ঐ বৃহৎ বৃক্ষটির অপর পার্শ্বে রথোপরি আমাদের প্রসিদ্ধ কোবিদারধ্বজ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অশ্বারোহীগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া আসিতেছে। গজারোহণেও অনেকে আগমন করিতেছে। আর্য্য! আসুন, আমরা শর ও শরাসন লইয়া পর্ব্বতের শিখরদেশে গিয়া অবস্থান করি; অথবা শিখরদেশে যাইবার আবশ্যক কি, আমরা এই খানেই দণ্ডায়মান থাকি। যাহার জন্য আমাদিগকে এত কষ্ট ভোগ করিতে

হইতেছে, সেই পাপিষ্ঠ ভরত ও তাহার অসংখ্য সৈন্য কত বল ধারণ করে আজ তাহাই দেখা যাউক। দেখা যাউক, তাহার রাজচিহ্ন কোবিদারধ্বজ আজি যুদ্ধে আমাদের হস্তগত হয় কি না। আর্য্য! যাহার জন্য আপনাকে রাজ্যচ্যুত হইতে হইয়াছে, সীতাদেবীকে তপস্বিনীর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইতেছে, আমাদের সেই শত্রু আজ উপস্থিত। আমি তাহাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব। পাপাত্মা ভরতকে বধ করিতে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখিতেছি না। যে ব্যক্তি অগ্রে অপরাধ করিয়াছে, তাহাকে বধ করিলে আর অধর্ম্ম কি? বরং ধর্ম্মেরই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব আপনি আর দ্বিধা করিবেন না। এখনই এই পাপাত্মাকে বধ করিয়া সসাগরা ধরায় একাধিপত্য স্থাপন করুন্। আজ কৈকেয়ী নিজ প্রিয় পুত্র ভরতকে গজভগ্ন তরুর ন্যায় আমার হস্তে নিহত দেখুক্। আমি কুব্জা ও কৈকেয়ীকেও আজ বধ করিব। এরূপ নারকী স্ত্রীলোকগণকে বধ করিলে স্ত্রীহত্যার পাপ স্পর্শ করে না। আজ পৃথিবী ঘোর পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। আজ আমি আমাদের ঘোর অপমানের প্রতিশোধ লইব। শাণিত শরে শত্রুর শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া চিত্রকূট পর্ব্বত শোণিতে প্লাবিত করিব। আজ শৃগাল ও কুক্কুরগণ নিহত হস্তী অশ্ব ও সৈন্যগণের মাংস পরমানন্দে ভক্ষণ করিবে। আজ আমি নরাধম ভরতকে সসৈন্যে বধ করিয়া শর ও শরাসনের ঋণ পরিশোধ করিব।

সাতানব্বই সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণের কথোপকথন।

লক্ষ্মণকে ক্রোধে অধীর এবং যুদ্ধার্থে সাতিশয় ব্যগ্র দেখিয়া রামচন্দ্র সান্ত্বনা বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "ভাই! ক্ষান্ত হও, একেবারে অত ক্রুদ্ধ হইও না। আমার ভ্রাতা ভরত স্বয়ং আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে, ইহাতে আমাদের ধনু বা অসিধারণ করিবার আবশ্যক কি? আমি পিতৃসত্য পালনার্থ বনবাসী হইয়াছি। এখন যুদ্ধে ভরতের প্রাণ বধ করিয়া কলঙ্কিত রাজ্য লইয়াই বা কি করিব। বন্ধুবান্ধবের প্রাণসংহার করিয়া যাহা হস্তগত হয়, তাহা বিষমিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্যের ন্যায় পরিত্যেজ্য। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কেবল নিজের সুখের জন্য আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এমন কি এই সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীকেও হস্তগত করিতে ইচ্ছা করি না। যদি কখন আমি রাজ্যকামনা করিয়া থাকি, তাহা আমার বন্ধুবান্ধব এবং প্রাণতুল্য প্রিয় ভ্রাতৃগণের প্রতিপালন ও সুখবর্দ্ধনের জন্য। লক্ষ্মণ! তুমি ত জান আমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে এই সসাগরা ধরায় একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারি, কিন্তু অধর্ম্ম পথ অবলম্বন করিয়া আমি ইন্দ্রত্বও লাভ করিতে ঘৃণা করি। ভরতকে, তোমাকে ও শত্রুঘ্নকে ছাড়িয়া আমি যে সুখের অভিলাষ করি, পরমেশ্বর যেন কখন আমাকে সে সুখ প্রদান না করেন। যাহা হউক আমার বোধ হয়, প্রাণা-

ধিক ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আসিয়া, সীতার সহিত আমাদের বনবাসের কথা শুনিয়াছে এবং এই নিদারুণ সম্বাদ শ্রবণে শোকে ব্যাকুল হইয়া আমাকে দেখিতে আসিয়াছে। আমার আরও বোধ হইতেছে, ভরত মধ্যম মাতাকে রোষভরে অনেক কটুকথা বলিয়া এক্ষণে পিতার আদেশক্রমে আমাকে রাজ্যপ্রত্যর্পণ করিবার জন্য এই দূর বনে আমার অনুসরণ করিয়াছে। ভরত যে আমার অনিষ্ট ইচ্ছায় আসিয়াছে, ইহা আমার কোনমতেই বোধ হইতেছে না। অতএব তুমি অকারণ তাহাকে কোন কটু কথা বলিও না। ভরত কি পূর্ব্বে কখন তোমার কোন অনিষ্ট করিয়াছিল, যে তুমি তাহাকে এত সন্দেহ করিতেছ? জানিও তাহাকে কোন কটুকথা বলিলে তাহা আমাকেও বলা হইবে। লক্ষ্মণ! তুচ্ছ রাজ্যের জন্য কিরূপে যে পুত্র পিতাকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে বধ করে, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। রাজা হওয়াই যদি তোমার মনের সাধ হইয়া থাকে, তাহাতেই বা ভরতকে বধ করিতে হইবে কেন? সে আমাকে যেরূপ ভক্তি করে, আমি অনুমতি করিলে সে দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ সমুদয় রাজ্য তোমার হস্তে সমর্পণ করিবে।”

মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণ লজ্জায় একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন এবং অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, “আর্য্য! আমার বোধ হয়, পিতাও শোকে অধীর হইয়া আপনাকে দেখিবার জন্য আসিতেছেন।”

লক্ষ্মণকে অত্যন্ত লজ্জিত দেখিয়া তাঁহার চিত্তের ভাবা-

স্তর সম্পাদনের জন্য রামচন্দ্র পুনরায় কহিলেন, "ভাই! তুমি যাহা মনে করিয়াছ, আমারও সেইরূপ বোধ হইতেছে। আমরা রাজার পুত্র হইয়া জন্মাবধি সুখভোগ করিয়া আসিয়া এখন বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি, বিশেষতঃ সুকুমারী বৈদেহীকেও পর্য্যন্ত যে অরণ্যবাসের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, এই কথা মনে করিয়া বোধ হয়, পিতার বড় কষ্ট হইয়াছে। তিনি বোধ হয়, আমাদিকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং আসিয়াছেন। ঐ দেখ, তাঁহার বৃহৎকায় দ্রুতগামী অশ্ব দুইটী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দেখ, সৈন্যদিগের অগ্রে অগ্রে শত্রুঞ্জয় নামক তাঁহার প্রকাণ্ড বৃদ্ধ হস্তীটীও আসিতেছে। ভাল লক্ষ্মণ! পিতার সুপ্রসিদ্ধ শ্বেত ছত্রটী দেখিতে পাইতেছি না কেন? আমার যে বড় আশঙ্কা হইতেছে। ভাই! তুমি শীঘ্র বৃক্ষ হইতে নামিয়া আইস।"

রামচন্দ্রের আদেশ মাত্র লক্ষ্মণ শালবৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন।

এদিকে ভরত পাছে বহু সেনা সমাগমে আশ্রমের কোন বিঘ্ন হয়, এই ভয়ে সৈন্যদিগকে পর্ব্বতের চারিদিকে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। হস্তী-অশ্বসঙ্কুল সেই বৃহৎ সৈন্যও প্রভুর আদেশক্রমে তথায় সার্দ্ধযোজন স্থান অধিকার করিয়া রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিবার জন্য বিনীতভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

আটানব্বই সর্গ।

ভরতের চিত্রকূট পর্ব্বতস্থ বনে প্রবেশ।

মহাত্মা ভরত সৈন্যদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া পদব্রজেই রামচন্দ্রের দর্শনার্থ গমন করিতে অভিলাষী হইলেন এবং শত্রুঘ্নকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই! তুমি বহুসংখ্যক লোক এবং এই সমস্ত নিষাদগণকে লইয়া শীঘ্র এই বনের চতুর্দ্দিক অন্বেষণ কর। নিষাদরাজ গুহকও শর ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক বন্ধুগণকে লইয়া সাবধানে অনুসন্ধান করুন্ এবং আমিও অমাত্য, গুরু, পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া পদব্রজে গমন করি। যে পর্য্যন্ত আমি মহাত্মা রামচন্দ্র, কি লক্ষ্মণ, কি আর্য্যা সীতাকে না দেখিতে পাইব, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই স্থির হইতে পারিব না। শত্রুঘ্ন! বলিব কি, যে পর্য্যন্ত আর্য্যের স্নেহপূর্ণ মুখকমল না দেখিতে পাইতেছি, যে পর্য্যন্ত তাঁহার পদদ্বয় না মস্তকে ধারণ করিতে পারিতেছি, যে পর্য্যন্ত তাঁহাকে অভিষেক সলিলে সিক্ত করিয়া পিতৃ-সিংহাসনে উপবেশন করাইতে না পারিতেছি, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই আমার মনের শান্তি হইতেছে না। মহাত্মা লক্ষ্মণই ধন্য যে, বিপদের সময়ও আর্য্যের পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন। আর্য্যা জানকীই ধন্যা যে, ভীষণ অরণ্যেও স্বামীর অনুগামিনী হইয়া স্বর্গীয় সুখভোগ করিতেছেন। শৈলরাজ চিত্রকূটও ধন্য, কুবের যেরূপ নন্দনকাননে বাস

করেন, সেইরূপ মহাত্মা রামচন্দ্রও এই স্থানে বাস করিতেছেন। হিংস্র জন্তুপূর্ণ এই ভীষণ দুর্গম অরণ্যও ধন্য যে, ইহাতে নিরাশ্রয় মহাত্মা রামচন্দ্র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।”

এই বলিয়া ধর্ম্মাত্মা ভরত পদব্রজেই নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পর্ব্বতোপরি কুসুমিত লতা ও বৃক্ষ সমূহের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অরণ্য মধ্যে এক উচ্চ শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া তিনি দূরে ধূমশিখা দেখিতে পাইলেন এবং তদ্দর্শনে রামচন্দ্র সেই স্থানেই আছেন, এই অনুমান করিয়া সমুদ্রোত্তীর্ণ ব্যক্তির ন্যায় বন্ধুবান্ধবের সহিত অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।

অনন্তর মহাত্মা ভরত সৈন্যগণকে একস্থানে স্থির থাকিতে আদেশ করিয়া গুহকের সহিত সত্বর রামচন্দ্রের আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

নিরেনব্বই সর্গ।

রাম সমাগম।

গমনকালে ভরত মাতৃগণকে পশ্চাতে আনয়ন করিবার জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠকে অনুরোধ করিয়া দ্রুতপদে গমন করিলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। ভরত

আশ্রমের যে সমস্ত চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন, পথিমধ্যে হর্ষভরে সে সমস্ত শত্রুঘ্নকে দেখাইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র অদূরে বাস করিতেছেন, এই কথা শুনিয়া সুমন্ত্রও আনন্দে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া ভরত অদূরে কাষ্ঠময় ভিত্তিযুক্ত একটী পর্ণ কুটীর দেখিতে পাইলেন। ঐ কুটীরের সম্মুখে হোমার্থ কাষ্ঠ ও পূজার্থ পুষ্প সংগৃহীত রহিয়াছে, শীতনিবারণার্থ আশ্রমের অভ্যন্তরে মৃগ ও মহিষের শুষ্ক করীষ সজ্জিত রহিয়াছে এবং আশ্রমের চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে পথ চিনিবার জন্য বৃক্ষে বৃক্ষে কুশ বল্কল সকল নিবদ্ধ রহিয়াছে। ভরত এই সমস্ত আশাসূচক চিহ্ন দর্শনে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া শত্রুঘ্ন ও অমাত্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনারা দেখুন! মহর্ষি ভরদ্বাজ যে প্রদেশের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, আমরা সেইখানে আসিয়াই উপস্থিত হইয়াছি। আমার বোধ হয়, মন্দাকিনী নদী ইহার অতি নিকটেই প্রবাহিত হইতেছেন। আর এই যে বৃক্ষের উচ্চ শাখা সকলে কুশ বল্কল নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, আমার বোধ হয়, লক্ষ্মণ পথ চিনিবার জন্য এরূপ করিয়াছে। তাপসগণ তপোবনে যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, চতুর্দ্দিকে সেই অগ্নির ধূমশিখাও লক্ষিত হইতেছে। অতএব বোধ হয়, আজ শীঘ্রই তপস্বিবেশধারী আর্য্য রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিতে পারিব।"

অল্পক্ষণ পরেই ভরত মন্দাকিনী নদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র তাঁহারই জন্য বনবাসের অসহ্য যন্ত্রণা

ভোগ করিতেছেন। এই কথা যতই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তিনি ততই শোকে আকুল হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমার জীবনে ধিক! যিনি ত্রিলোকের পতি; এই হতভাগ্যের জন্য তাঁহাকে নির্জ্জন অরণ্যে তপস্বিবেশে বাস করিতে হইতেছে! সর্ব্বপ্রকার সুখ পরিত্যাগ করিয়া অনাথের ন্যায় বনবাসের দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে! যদি আজ আর্য্য রামচন্দ্র ও সীতাদেবীর চরণে পতিত হইয়া এ দারুণ মনঃকষ্ট ও ঘৃণিত লোকাপবাদ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবেই এ জীবন রাখিব, নতুবা ইহাতে আর প্রয়োজন নাই।"

মহাত্মা ভরত এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সেই সুরম্য পবিত্র পর্ণ কুটীরের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বেদীর চারিদিক্ যেরূপ কুশসমূহে আবৃত থাকে সেইরূপ ঐ কুটীর শাল, তাল প্রভৃতি বৃক্ষের পত্রে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। কুটীরের অভ্যন্তরে ইন্দ্রধনুর ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ চাপ সকল শোভা পাইতেছে এবং বিবর মধ্যে যেরূপ নানাবিধ ভীষণবদন সর্প অবস্থান করে, সেইরূপ তূণীরমধ্যে শাণিত শর প্রকাশ পাইতেছে। কোথাও স্বর্ণময় কোশমধ্যে রজতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অসিলতা কোথাও বা কাঞ্চনভূষিত বিচিত্র বর্ম্ম ও অঙ্গুলিত্রাণ লম্বমান্ রহিয়াছে। গুহামধ্যে সিংহ অবস্থান করিলে যেরূপ মৃগগণ কদাচ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ ঐ কুটীরমধ্যে শত্রুপক্ষ কদাচ প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না। ভরত তথায় একটী বিস্তৃত পবিত্র বেদী দেখিতে পাইলেন। ঐ বেদীর ঈশানদিক্ ক্রমশঃ নিম্ন

এবং উহাতে সর্ব্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে তিনি আরও দেখিতে পাইলেন যে বিশালবক্ষ কমল-লোচন জ্বলন্ত পাবকসদৃশ মহাত্মা রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভূমির উপরি চর্ম্মাসনে সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ন্যায় উপবিষ্ট আছেন; তাঁহার মস্তকে জটাভার, পরিধান বল্কল, উত্তরীয় কৃষ্ণ মৃগের চর্ম্ম। ভরত দূর হইতে তাঁহার এই প্রকার বেশ দর্শন করিয়া শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় দ্রুতপদে গমন ও বাষ্প গদ্গদস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "হায়! যে রামচন্দ্র রাজসভায় উপবেশন করিলে চতুর্দ্দিকে প্রজাগণ তাঁহার উপাসনার্থ বেষ্টন করিয়া থাকিত, আজি তিনি বনমধ্যে বন্যমৃগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন! যিনি বহুমূল্য সুচিক্কণ বস্ত্র পরিধান করিয়াও অঙ্গে বেদনা অনুভব করিতেন, কঠিন মৃগ-চর্ম্ম আজ তাঁহার উত্তরীয় হইয়াছে! বিচিত্র কুসুমমালা এত দিন যাঁহার মস্তক অলঙ্কৃত করিয়াছিল, আজি তাঁহাকে জটাভার বহন করিতে হইতেছে! শত শত ঋত্বিক্ যাঁহার ধর্ম্ম সঞ্চয়ের জন্য নিযুক্ত হইত, আজি তিনি স্বয়ং ঋষিদিগের কঠিন ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছেন! যাঁহার অঙ্গ ইহার পূর্ব্বে মহার্হচন্দনে চর্চ্চিত হইত, আজি তিনি ভস্মলেপনে মলিন হইয়াছেন! আমার জীবনে ধিক্! আমার জন্য আর্য্যকে এত কষ্টভোগ করিতে হইতেছে। হায়! আমি কি নিষ্ঠুর! এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়াও আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না?"

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার শোকসাগর

প্রবলবেগে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল, তদীয় মুখকমল স্বেদযুক্ত ও ম্লান হইল। তখন তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে রামচন্দ্রের পদতলে পতিত হইলেন। বাষ্পে কণ্ঠরুদ্ধ হওয়াতে তিনি 'আর্য্য' এই কথাটি উচ্চারণ করিয়া আর কিছুই কহিতে পারিলেন না। শত্রুঘ্নও রোদন করিতে করিতে রামচন্দ্রের চরণবন্দনা করিলেন। রামচন্দ্র স্নেহভরে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন ও তাঁহাদের অশ্রুজল মুছাইতে লাগিলেন। যেরূপ আকাশমণ্ডলে সূর্য্য ও চন্দ্র; শুক্র ও বৃহস্পতি একত্র মিলিত হইয়া শোভাযুক্ত হন, ভ্রাতৃচতুষ্টয় আজ সেইরূপ একত্র সমবেত হইয়া বনবিভাগের শোভা বর্দ্ধন করিলেন। বনবাসিগণ তাঁহাদের অলৌকিক রূপলাবণ্যদর্শনে হৃষ্ট এবং পরক্ষণেই তাঁহাদের অশ্রুপূর্ণ-নয়ন দেখিয়া অপার বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

একশত সর্গ।

প্রশ্নচ্ছলে ভরতের প্রতি রামের রাজনীতি কথন।

ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্র প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, জটাধারী, বল্কলবসন ভরতকে, শোকে অভিভূত এবং কৃতাঞ্জলি পুটে ভূতলে পতিত দেখিয়া, অশ্রুপূর্ণনয়নে স্নেহভরে*

ভরত সম্মিলন।

আলিঙ্গন করিলেন এবং ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া মধুর সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ভাই! তুমি এরূপ অধীর হইতেছ কেন? শান্ত হও। ভরত! পিতা এক্ষণে কোথায় আছেন? তাঁহাকে একা রাখিয়া তোমার বনে আসিবার কারণ কি? ভাই! বহুদিন হইতে তোমার মুখখানি দেখিবার সাধ ছিল; কিন্তু অকস্মাৎ এই ভীষণ বনমধ্যে তোমাকে এইরূপ বিবর্ণবেশে আসিতে দেখিয়া আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে। ভাই! সত্য করিয়া বল পিতা ত ভাল আছেন? তিনি যে আমায় বড় স্নেহ করিতেন, ক্ষণকাল আমাকে না দেখিলে জগৎ শূন্য দেখিতেন, এক্ষণে আমার বিরহে ত তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? ভরত! তুমি ত কোন বলবান্ শত্রুর পরাক্রমে রাজ্যভ্রষ্ট হও নাই? তুমি ত ভক্তি পূর্ব্বক পিতার সেবা করিতেছ? কুলগুরু ভগবান্ বশিষ্ঠ ত পূর্ব্বের ন্যায় পূজিত ও সম্মানিত হইতেছেন? ভাই আমার দুঃখিনী জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রা ত জীবিতা আছেন? আসিবার সময় তাঁহাদিগের যেরূপ অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহারা যে এখনও বাঁচিয়া আছেন, আমার এরূপ আশা নাই। মধ্যমা মাতা কৈকেয়ীও ত কুশলে আছেন? তুমি ত বিজ্ঞ মহাকুলপ্রসূত বিনয়ী ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের পুত্রের যথোচিত সম্মান করিতেছ? হোমগৃহে নিযুক্ত ঋত্বিক্‌গণ যথাবিধি হোমকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ত? তুমি ত দেবগণ পিতৃলোক এবং পিতৃতুল্য গুরুজনের যথোচিত পূজা করিতেছ? তুমি ত ব্রাহ্মণগণ এবং প্রাচীন ভৃত্যগণের সমাদর করিয়া থাক? অস্ত্রকুশল রাজনীতিজ্ঞ সুধন্বা, যিনি

আমাদিগকে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তুমিত তাঁহার কোন অবমাননা করিতেছ না? তুমি ত নিজের ন্যায় সদ্বংশসম্ভূত জিতেন্দ্রিয়, ইঙ্গিতজ্ঞ বীরপুরুষদিগকেই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত রাখিয়াছ? ভাই! শাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিদিগের মন্ত্রণানুসারে না চলিলে রাজ্য সুরক্ষিত ও নিরুপদ্রব হয় না। এক্ষণে তুমি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং তোমার এখন অধিক নিদ্রা ও আলস্য পরিত্যাগ করা উচিত। তুমি ত যথাসময়ে জাগরিত হও? তুমি ত নিশাবসানে রাজকার্য্যের চিন্তা করিয়া থাক? একাকী কোন বিষয়ের চিন্তা করিলে ভ্রম হইতে পারে, আবার অধিক লোকের সহিত মন্ত্রণা হইলে মন্ত্রভেদ ঘটিতে পারে, তুমি ত এ সমস্ত বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর? কার্য্যের পূর্ব্বে তুমি ত তোমার মন্ত্রণা প্রকাশ কর না? যে সকল কার্য্য অল্পায়াসসাধ্য অথচ বহু ফলপ্রদ, তুমি ত তাহা সম্পাদন করিতে বিলম্ব কর না? তুমি যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছ, অথবা যাহা সম্পন্নপ্রায় হইয়াছে, সামন্ত রাজারা ত কেবল তাহাই জানিতে পারেন? তুমি যাহা ভবিষ্যতে করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা ত তাঁহারা জানিতে পারেন না? তুমি ও তোমার মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক যে বিষয় স্থিরীকৃত হয়, অন্য পক্ষীয়েরা ত তর্ক ও যুক্তি দ্বারা তাহার উদ্ভাবন করিতে পারে না? তুমি ত সহস্র মূর্খ ব্যক্তি অপেক্ষা একজন পণ্ডিতেরই অধিক সমাদর করিয়া থাক? অর্থসঙ্কটে বা বিপদে পতিত হইলে মূর্খেরা হতবুদ্ধি হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু পণ্ডিতেরা অনায়াসে বুদ্ধিবলে বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। একজন বিচক্ষণ

অমাত্য হইতেও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু সহস্র সহস্র মূর্খের দ্বারাও কিছুই উপকার হয় না। তুমি ত উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার ভৃত্যকে তিন প্রকার কার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাক? অনুচিত রাজদণ্ড ভয়ে ভীত হইয়া ত প্রজা ও অমাত্যগণ তোমার নিন্দা করে না? ব্রাহ্মণগণ ত তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা করেন? অর্থ-পিশাচ চিকিৎস্যক স্বামির দোষানুসন্ধানপর ভৃত্য এবং রাজ্যলোভী বীরপুরুষ ইহাদিগকে যে রাজা বধ না করেন, অচিরাৎ তাঁহাকে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হয়, তুমি ত এই সদুপদেশ স্মরণ রাখিয়াছ? তুমি ত কোন সৎকুল-সম্পন্ন, বলবান্, বুদ্ধিমান্ দক্ষ ও প্রভুপরায়ণ বীরপুরুষকে সেনাপতি করিয়াছ? যে সকল বীরপুরুষেরা পূর্ব্বে যুদ্ধস্থলে নিজ পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছেন, তুমি ত তাঁহাদের সকলের যথোচিত সম্মান কর? তুমি ত ভৃত্যগণকে যথাসময়ে বেতন প্রদান কর? ভাই! ভৃত্যদিগকে বেতন প্রদানে বিলম্ব করা অত্যন্ত অন্যায় এবং নানা প্রকার অনর্থের মূল। এক্ষণে ত জ্ঞাতিবর্গেরা সকলে তোমার প্রতি অনুরক্ত আছেন? তাঁহারা ত তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও দিতে প্রস্তুত আছেন? তুমি ত বিদ্বান, প্রভু-পরায়ণ প্রতিভাশালী এবং যথার্থবাদী ব্যক্তিগণকেই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছ? তুমি ত পরস্পর অবিদিত তিনজন চর প্রেরণ করিয়া পরপক্ষীয় মন্ত্রি, পুরোহিত যুবরাজ এবং সেনাপতি প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের এবং স্বপক্ষীয় সেনাপতি প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া থাক? শত্রুগণ একবার রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া পুনরায় সম্মুখীন হইলে তুমি ত

তাহাদিগকে দুর্ব্বল বলিয়া উপেক্ষা কর না? তুমি ত নাস্তিক পণ্ডিতাভিমানী ব্রাহ্মণদিগের সংস্পর্শে থাক না? ঐ সকল ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রের গুঢ় মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া কুতর্ক অনুসরণ পূর্ব্বক বৃথা বাগ্বিতণ্ডা করে, অতএব কদাচ তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না। ভাই! আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বহুদিন হইতে যে নগর প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, যেখানে অসংখ্য হস্তী অশ্ব ও রথ সর্ব্বদা রাজপথে বিচরণ করে, যেখানে নানাবিধ সুরম্য প্রাসাদ সকল শোভা পাইতেছে, যেখানে স্ব স্ব ধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ বাস করেন, তুমি ত সেই সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যানগরীকে যত্ন পূর্ব্বক পালন করিতেছ? যে সকল জনপদ উৎসবপূর্ণ এবং সানন্দ নর-নারীগণের নিবাসভূমি ছিল; কূপ, সরোবর এবং সুরম্য দেবালয় সকল স্থানে স্থানে যাহার শোভা বর্দ্ধন করিত; যাহার ভূমি সকল সুন্দররূপে হলদ্বারা কর্ষিত হইয়া প্রচুর শস্য উৎপাদন করিত; যে সকল স্থানে হিংসা, দ্বেষ কিছুই স্থান পাইত না; যেখানে কৃষিকার্য্যের জন্য দৈবের উপরি নির্ভর করিতে হইত না, নদীর জলেই সমস্ত নির্ব্বাহ হইত; যেখানে ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুর উপদ্রব ছিল না, যেখানে নানা প্রকার খনিজ পদার্থে দেশের অর্থ বৃদ্ধি করিত, যেখানে পাপীলোকেরা স্থান পাইত না, কোশল রাজ্যের গৌরবস্বরূপ যে সকল স্থানকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শাসন করিয়া গিয়াছেন; এখন ত সেই সকল স্থানের লোকেরা সুখে বাস করিতেছে? কৃষিজীবী এবং গোরক্ষকেরা ত এখন সুখে কালযাপন করিতেছে? রাজ্যের সকল প্রজার

সুখের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা উচিত, এই রাজনীতি ত তোমার স্মরণ আছে? তুমি ত স্ত্রীলোকদিগকে সযত্নে পালন ও রক্ষা কর? তাহাদিগকে ত বিশ্বাস করিয়া কখন কোন গুপ্তকথা বল না? তোমার অধিকারস্থ যে সকল অরণ্যে হস্তী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি ত সেই সকল স্থান সাবধানে রক্ষা কর? উৎকৃষ্ট অশ্বাদি সংগ্রহে ত তোমার আলস্য নাই। তুমি ত সভায় গমনকালে রাজবেশ ধারণ কর? প্রত্যহ প্রভাতে জাগরিত হইয়া তুমি ত রাজপথে ভ্রমণ করিয়া থাক? তোমার ভৃত্যগণ ত নির্ভয়ে তোমার নিকট আগমন করে না? অথবা ভয়হেতু দূরে দণ্ডায়মান থাকে না? কারণ এ উভয়বিধ রীতিই মন্দ। তোমার দুর্গসকল ত সর্ব্বদা ধন, ধান্য, অস্ত্র শস্ত্র, যন্ত্র এবং বীরপুরুষে পরিপূর্ণ থাকে? তোমার আয় অপেক্ষা ব্যয়ের ভাগ ত অল্প? তুমি ত কখন অপাত্রে অর্থ প্রদান কর না? তুমি ত দেবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে, আতিথ্যে এবং বন্ধুবর্গের পরিচর্য্যায় অর্থব্যয় কর? সাধুলোকদিগের উপর চৌর্য্যাদি অভিযোগ উপস্থিত হইলে এবং সেই সমস্ত দোষ উপযুক্ত বিচারকের নিকট সপ্রমাণ না হইলে, তুমি ত কেবল অর্থলোভে তাহাদের দণ্ডবিধান কর না? তোমার রাজ্যমধ্যে কোন ব্যক্তি অপহৃত দ্রব্যের সহিত ধৃত হইলে অথবা নানা প্রকারে তাহার দোষ সপ্রমাণ হইলে, সে ব্যক্তি ত উৎকোচ প্রদান করিয়া দণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না? তোমার অমাত্যগণ ত বিচারকালে কি ধনী, কি দরিদ্র কাহারও প্রতি পক্ষপাত করে না? ভরত! প্রজাগণ অন্যায় দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া যে

অশ্রুপাত করে, তাহাতে রাজার পুত্র পশু প্রভৃতি সমস্ত বিনষ্ট হয়; অতএব সাবধান, যেন তোমার রাজ্যমধ্যে নির্দ্দোষ ব্যক্তি কদাচ দণ্ডপ্রাপ্ত না হয়। তুমি বৈদ্য, বৃদ্ধ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে ত সদ্ব্যবহারে এবং অর্থদানে আয়ত্ত রাখিয়াছ? তুমি ত গুরু, বৃদ্ধ, তাপস, অতিথি এবং সিদ্ধপুরুষদিগকে বিধিপূর্ব্বক নমস্কার কর? তুমি ত অর্থলোভে পড়িয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জনে অবহেলা কর না? অথবা ইন্দ্রিয়সুখের জন্য অর্থ ও ধর্ম্মোপার্জ্জনে অমনোযোগ কর না? তুমি ত যথাসময়ে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সেবা করিয়া থাক? ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ত পৌরবর্গের সহিত সর্ব্বদা তোমার শুভ কামনা করে? নাস্তিক্য, মিথ্যাবাদিতা, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, পণ্ডিতদিগের সঙ্গ ত্যাগ, আলস্য, ইন্দ্রিয়াসক্তি, একজনের সহিত রাজকার্য্যের মন্ত্রণা, মূর্খের সহিত মন্ত্রণা, কর্ত্তব্যকর্ম্মের অননুষ্ঠান, রহস্যভেদ, মঙ্গল কার্য্যের অননুষ্ঠান এবং এক সময়ে সকল শত্রুর বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা এই চতুর্দ্দশ প্রকার রাজদোষ ত পরিত্যাগ করিয়াছ? কি কি প্রকারে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহা ত তুমি সকলই জ্ঞাত আছ? যাত্রা, দণ্ডবিধান, সন্ধি, বিগ্রহ এই সকল বিষয়ে ত তোমার বিশেষ দৃষ্টি আছে? তুমি ত একবার অমাত্যদিগের সহিত একত্র মন্ত্রণা করিয়া পুনরায় প্রত্যেকের সহিত পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রণা কর? তোমার রাজ্যমধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন ত কখন নিষ্ফল হয় না। তোমার অধিকারমধ্যে স্ত্রীলোকগণ ত বন্ধ্যাদোষে দূষিত হয় না? আমি তোমাকে যেরূপ বলিলাম, তুমি ত তাহা সকলই অনুষ্ঠান করিয়া

থাক। ইহাতে আয়ুঃ, যশ এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের লাভ হইয়া থাকে। আমাদের মহামান্য পূর্ব্বপুরুষেরা যে পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন, পিতা এখনও যে পথ অনুসরণ করিতেছেন, তুমি ত সে পথ পরিত্যাগ কর নাই? তুমি কোন নূতন সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য পাইলে কি একাকীই ভোজন কর, না আত্মীয় বন্ধুবর্গকে প্রদান করিয়া থাক?

ভাই! যে সকল নরপতি যথাবিধি দণ্ডবিধান করিয়া প্রজাবর্গকে প্রতিপালন করেন, তাঁহারা ইহলোকে সমগ্র পৃথিবীতে একাধিপত্য করিয়া পরলোকে স্বর্গে গমন করেন।"

একশত এক সর্গ।

রাম ও ভরতের কথোপকথন।

মহাত্মা রামচন্দ্র প্রশ্নচ্ছলে এইরূপ ভরতকে রাজনীতি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া পুনরায় সস্নেহ-সম্ভাষণে কহিতে লাগিলেন, "ভাই! তুমি যে অকস্মাৎ রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জটাবল্কল ধারণ করিয়া দীনবেশে আগমন করিলে ইহার কারণ কি? তোমার এই প্রকার ভাব দর্শন করিয়া আমি ও

লক্ষ্মণ আমরা উভয়ে বড় ব্যাকুল হইয়াছি। অতএব ত্বরায় আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বল।”

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে ভরত অনেক কষ্টে শোক নিবারণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, “আর্য্য! আপনি অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া আসাতে এক্ষণে অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী কর্ণধারবিহীন তরঙ্গে ভাসমান তরীর ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। আপনি ভিন্ন প্রজাদিগের রক্ষাকর্ত্তা আর কেহই নাই। অতএব আর বিলম্ব করিবেন না। শীঘ্র রাজ্য গ্রহণ করিয়া সকলের আশা পূর্ণ করুন্। আর্য্য! এই নরাধমই সকল অনর্থের মূল। আমারই জন্য পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী এই নৃশংস কার্য্য করিয়া নরকের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছে, আমারই জন্য আর্য্যকে এই শোচনীয় বেশে ভার্য্যার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইতেছে। কিন্তু আর্য্য! এ নরাধমকে ক্ষমা করুন। আমি আপনার ভ্রাতা, শিষ্য ও দাস, আমাকে চরণে ঠেলিবেন না। আরও দেখুন, মাতৃগণ ও প্রকৃতিগণ সকলেই আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আসিয়াছেন, আপনি ইহাদিগকে নিরাশ করিবেন না। আপনি আমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, ন্যায়তঃ এ রাজ্য আপনারই প্রাপ্য। নির্ম্মল চন্দ্রসমাগমে, শারদীয়া রজনীর ন্যায় আজি আপনাকে পতি প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী অবিধবা হউন্। আপনার বন্ধুবর্গও পরম আনন্দিত হউন্। আর্য্য! এই মহামান্য সচিবমণ্ডল বহুদিন হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের প্রার্থনা কখন নিষ্ফল হয় নাই। আপনি কখন ইঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিবেন না।” এই বলিয়া ভরত

ক্রন্দন করিতে করিতে রামচন্দ্রের চরণতলে পতিত হইলেন এবং মত্ত হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

মহাত্মা রামচন্দ্র ভ্রাতাকে এইরূপ শোকাকুল দেখিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ভাই! স্থির হও, তুমি আমাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে বলিতেছ, কিন্তু আমি কিরূপে এরূপ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। ভরত! তুমি এত ক্ষুব্ধ হইতেছ কেন? আমি ত তোমার কিছুমাত্র দোষ দেখিতেছি না। তুমি কেনই বা অকারণ তোমার জননীর প্রতি দোষারোপ করিতেছ? ইহাতে তোমার কেবল বালকত্ব প্রকাশ পাইতেছে। ভাই! যাহা অদৃষ্টে লিখিত আছে, তাহা কে খণ্ডন করিতে পারে? তুমি মনে করিতেছ, আমি নির্ব্বাসিত হইয়াছি বলিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছি। তাহা নহে, আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বনে আসিয়াছি। ভাই! পুত্রের প্রতি পিতামাতার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। আমার পিতা ও মাতা আমাকে জটাবল্কল ধারণ করাইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে আদেশ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি কি প্রকারে তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিব। ভরত! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া আমাকে আর এ অনুরোধ করিও না। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, পিতা মাতা আমাকে যেরূপ বনে বাস করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, সেইরূপ তোমারি প্রতি রাজ্যগ্রহণের আদেশ আছে। ভাই! তুমি দুঃখিত হইও না, পিতা কিছু আমাকে চিরকালের জন্য বনবাসী করেন নাই। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে আমি পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিব। এই চতুর্দ্দশ বৎসর তুমি অযোধ্যায়

থাকিয়া পিতার আদেশ পালন কর; আমিও তাঁহারই আদেশমত দণ্ডকারণ্যে বাস করিব।”

একশত দুই সর্গ।

ভরতের খেদ।

রামচন্দ্রের এইরূপ স্থির প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া ভরত ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, “আর্য্য! আপনি আমাকে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে বৃথা উপদেশ দিতেছেন কেন? আমি রাজ্য গ্রহণে অধিকারী নহি, সুতরাং আমাকে এ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার কোনই আবশ্যক নাই। আপনি জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে আমি কনিষ্ঠ হইয়া কি প্রকারে রাজ্য গ্রহণ করিব। আমাদের পবিত্রবংশে যাহা কখনও হয় নাই আপনি আমাকে তাহা করিতে আর আদেশ করিবেন না। এক্ষণে আপনি আমার সহিত অযোধ্যায় চলুন এবং রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া জগতের মঙ্গল বর্দ্ধন করুন। আর্য্য! আপনার অবলম্বিত পথ দেবত্বলাভের কারণ, ইহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুচ্ছ রাজ্যগ্রহণ করিয়া কি হইবে? আপনি কদাচ এরূপ মনে করিবেন না, কারণ মূর্খেরাই রাজাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু জ্ঞানীলোকেরা রাজাকে দেবতা হইতে বিভিন্ন দেখেন না।

অতএব আর্য্য আপনাকে অবশ্যই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইবে।”

এই কথা বলিয়া ভরত কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “আর্য্য! যৎকালে আমি মাতামহালয়ে ছিলাম, তৎকালে মহারাজ দশরথ আপনার শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমি ও শত্রুঘ্ন আমরা উভয়ে তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিককার্য্য করিয়াছি বটে, কিন্তু পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, প্রিয়পুত্র পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক পরম সন্তুষ্ট হয়েন। অতএব আর্য্য! আপনাকে অযোধ্যায় গিয়া পিতার পিণ্ডদান করিতে হইবে। পিতা যে আপনাকে কতদূর ভাল বাসিতেন, তাহা ত আপনার অবিদিত নাই। আপনারই বিরহশোকে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে। অন্তিমকালে তিনি আপনার কথা স্মরণ করিয়া হা রাম! হা রাম! বলিতে বলিতে স্বর্গে গমন করিয়াছেন।”

একশত তিন সর্গ।

পিণ্ডদান।

কুঠারছিন্ন শালতরু যেরূপ বেগে ভূতলে পতিত হয়, ভরতের মুখে দশরথের মৃত্যুকালীন এই শোচনীয় বৃত্তান্ত

শ্রবণ করিয়া মহাত্মা রামচন্দ্রও সেইরূপ মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। পরিশ্রান্ত, নিদ্রিত হস্তীর ন্যায় তিনি কিয়ৎকাল নিশ্চেষ্টভাবে পতিত রহিলেন। তাঁহার এই প্রকার ভাব দর্শন করিয়া ভ্রাতৃগণ ও সীতাদেবী হাহাকার শব্দে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার মুখে শীতল জল প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে দীনস্বরে বিলাপ করিতে করিতে ভরতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই! ধর্ম্মপরায়ণ পিতা যখন এ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তখন শোকময়ী অযোধ্যাপুরীতে আর কিরূপে প্রবেশ করিব? হায়! আমি এমনি হতভাগ্য যে, মৃত্যুকালে পিতার চরণ সেবা করিতে পাইলাম না! একবার তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে পাইলাম না! ভরত! যখন তুমি স্বহস্তে পিতার প্রেতকৃত্য সমাপন করিয়াছ, তখন তুমিই ধন্য। আমাদের জন্মধারণ বৃথা হইয়াছে। ভাইরে! এখনকার কথা দূরে থাক্, আমি চতুর্দ্দশ বৎসর পরেই বা কি প্রকারে শূন্য অযোধ্যায় প্রবেশ করিব। আমি ফিরিয়া আসিলে আর আমাকে কে হিতাহিত উপদেশ প্রদান করিবে। আমি আর কাহার মুখে সেই শ্রুতিসুখকর সস্নেহ সম্ভাষণ শুনিব। প্রিয়তমে সীতে! তুমি শ্বশুরহীন হইয়াছ। লক্ষ্মণ! পিতা আমাদিগকে অনাথ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।" এই বলিয়া রামচন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া ভ্রাতৃগণও অধীর হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ পরে তাঁহারা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া রাম-

চন্দ্রকে আশ্বাস দিবার জন্য কহিতে লাগিলেন, "আর্য্য! আর বৃথা শোক করিয়া কি হইবে। এক্ষণে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পিতার উদককার্য্য সম্পন্ন করুন।"

এদিকে সীতা দেবরমুখে শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া অশ্রুজলাকুল নেত্রে অবিরল ক্রন্দন করিতেছিলেন। রামচন্দ্র প্রিয়বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই! শীঘ্র ইঙ্গুদী ফল ও অভিনব চীরবসন আনয়ন কর। পিতার তর্পণার্থ নদীতীরে গমন করিতে হইবে। সীতাদেবী অগ্রে গমন করুন। মধ্যে তুমি এবং আমি সর্ব্বপশ্চাৎ গমন করিতেছি।"

প্রভুভক্ত সুমন্ত্র অশ্রুপূর্ণনয়নে রামচন্দ্রকে নানা প্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক মন্দাকিনী তীরে লইয়া গেলেন। ভ্রাতৃগণ বিমলজলা মন্দাকিনীতে অবতরণ করিয়া তর্পণ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র দক্ষিণাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া অঞ্জলিপূর্ণ উদক গ্রহণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "পিতৃদেব! আমার দত্ত নির্ম্মল অক্ষয় উদক্ আপনার তৃপ্তি সাধন করুক।" অনন্তর রামচন্দ্র তীরে উঠিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পিতার উদ্দেশে ইঙ্গুদীবীজ ও বদরী ফল মিশ্রিত পিণ্ডদানপূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে কহিতে লাগিলেন, "পিতঃ! শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে পুরুষ যে সময়ে যেরূপ অবস্থাপন্ন থাকিবে সেই সময়ে তদনুরূপে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণের তৃপ্তিলাভ হয়। আমরা এক্ষণে বনবাসী; এখন যাহা ভোজন করি তাহাই আপনাকে পিণ্ডরূপে প্রদান করিলাম। আপনি ইহাই তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করুন।"

পিণ্ডদান শেষ হইলে মহাত্মা রামচন্দ্র পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন এবং কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভরত ও লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার এই প্রকার ভাব দর্শন করিয়া সীতা ও ভ্রাতৃগণ সকলেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। মহাবল ভ্রাতৃগণের ক্রন্দন দূর হইতে সিংহের গর্জ্জনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

এদিকে ভরতের সৈন্যগণ বনমধ্যে ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইয়া বুঝিতে পারিল যে নিশ্চয়ই রামচন্দ্রের সহিত ভরতের সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ বাহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইল। দুর্ব্বললকায় ব্যক্তিগণ কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিল। যদিও রামচন্দ্র অল্প দিনই অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহাদের ভাব দর্শন করিয়া বোধ হইল যেন তাঁহারা বহু বর্ষ তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। তৎকালে সেই বনস্থলী অশ্বখুর এবং রথচক্রের তুমুল শব্দে বর্ষাকালীন নভোমণ্ডলের ন্যায় শব্দিত হইতে লাগিল। সেই ঘোর শব্দশ্রবণে ভীত হইয়া গজ সকল মদগন্ধ দিক্ আমোদিত করিয়া কান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। বরাহ, সিংহ, মহিষ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ গুহামধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। চক্রবাক, পুংস্কোকিল, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পক্ষিগণ ত্রস্ত ও ভীত হইয়া নীড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ভূমণ্ডল মনুষ্যসমূহে এবং আকাশ-

[목판화]

মণ্ডল পক্ষিসমূহে আকুল হওয়াতে অত্যন্ত শোভাজনক হইয়াছিল।

সৈন্যগণ কুটীরের নিকটে উপস্থিত হইয়া সহসা রামচন্দ্রকে তপস্বিবেশে কুশশয্যায় উপবিষ্ট দেখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। এবং ক্রুদ্ধভাবে কৈকেয়ী ও মন্থরার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র সকলকে শোকে অভিভূত দেখিয়া সাদর সম্ভাষণে সৎকার করিলেন এবং গুরুজনদিগকে প্রণাম এবং বন্ধু ও বয়স্যদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহারাও অনেকে রামচন্দ্রের চরণবন্দনা করিতে লাগিল।

তৎকালে সেই বহুসংখ্যক লোকের রোদনধ্বনিতে পর্ব্বতগহ্বর এবং বনস্থলী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

একশত চার সর্গ।

কৌশল্যার পুত্রদর্শন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজমহিষীগণকে সঙ্গে লইয়া রাম দর্শনার্থ উৎসুক হৃদয়ে গমন করিতে লাগিলেন। মহিষীগণ পথিমধ্যে মন্দাকিনীতীরে রাম ও লক্ষ্মণের অবতরণার্থ সুন্দর ঘাটগুলি দেখিতে পাইলেন। কৌশল্যা অশ্রুপূর্ণনেত্রে

শুষ্কমুখে সুমিত্রা ও অন্যান্য মহিষীগণের মুখপানে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন, ভগিনিগণ! যে মহাত্মারা বাল্যকালেই রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া বনবাসরূপ কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন এই তাঁহাদের পবিত্র তীর্থ। সুমিত্রে! তোমার পুত্র মহাত্মা লক্ষ্মণ আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়ত আমার পুত্রের পরিচর্য্যার্থ এই স্থান হইতে জল আহরণ করেন। ভগিনি! লক্ষ্মণ যে এই সমস্ত নীচকার্য্য করিতেছেন তজ্জন্য তিনি ঘৃণার পাত্র নহেন। আমার রামের প্রতি তাঁহার ঈদৃশ ভক্তি যে, তাঁহার সেবার্থ অত্যন্ত নীচকার্য্য করিতেও তিনি গৌরব বিবেচনা করেন।"

এইরূপ বলিতে বলিতে কৌশল্যা কিয়দ্দূর গমন করিয়া নদীতটে দক্ষিণাগ্র কুশোপরি ইঙ্গুদীফলমিশ্রিত পিণ্ড দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে সপত্নী-গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বোধ হয় রাম এই স্থানে মহারাজের উদ্দেশে যথাবিধি পিণ্ডদান করিয়াছেন। এই কি মহারাজের উপযুক্ত পিণ্ড! যিনি সসাগরা পৃথিবীতে একাধি-পত্য করিয়া নানা প্রকার উৎকৃষ্ট সুখভোগে জীবন অতি-বাহিত করিয়াছেন, তাঁহাকে কি এক্ষণে ইঙ্গুদী ফলমিশ্রিত পিণ্ডে পরিতৃপ্ত হইতে হইয়াছে। হায়! যে মহাত্মা রামচন্দ্র ত্রিভুবনবিদিত ইক্ষ্বাকুবংশে মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাকে আজ বনমধ্যে দীনহীন বন্য ব্যক্তির ন্যায় সামান্য বস্তুদ্বারা পিতার পিণ্ডদান কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইল! হায়! আমার হৃদয় কি কঠিন, এই শোকাবহ দৃশ্য দেখিয়াও শতধা বিদীর্ণ হইল না! আমার পাপজীবন কি

কেবল কষ্টভোগের জন্যই বহির্গত হইতেছে না?" এই বলিয়া কৌশল্যা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মহিষীগণ তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করতঃ রাম-চন্দ্রের আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

অতঃপর তাঁহারা আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মহাত্মা রামচন্দ্র স্বর্গভ্রষ্ট দেবের ন্যায় ভূতলে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার তপস্বিবেশ এবং তৎকালীন দীন দশা অবলোকন করিয়া মাতৃগণ সহসা শোকে অভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদের চরণবন্দনা করিলেন, তাঁহারাও ক্রন্দন করিতে করিতে কোমল করে তাঁহার গাত্রের ধূলি মুছাইতে লাগিলেন। মহাত্মা লক্ষ্মণও যথাক্রমে মাতৃগণের চরণবন্দনা করিলেন।

অনন্তর সীতাদেবী অশ্রুপূর্ণনেত্রে শ্বশ্রূদিগকে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা তাঁহার ম্লানমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে নিজের কন্যার ন্যায় স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "বৎসে! রাজর্ষি জনকের কন্যা, মহারাজা দশরথের পুত্রবধূ, মহাত্মা রামচন্দ্রের পত্নী হইয়া তোমাকে এত দুঃখভোগ করিতে হইল। তুমি কোথায় রাজার মহিষী হইয়া সুখসম্ভোগে কালযাপন করিবে, না তপস্বিনীবেশে ভীষণ বিজন বনে স্বপ্নের অগোচর কষ্ট সকল ভোগ করিতে হইল! বৎসে! ম্লান পদ্মের ন্যায়, ধূলিধূসরিত কাঞ্চনের ন্যায়, মেঘাচ্ছন্ন শার-দীয় চন্দ্রের ন্যায় তোমার এই মলিন মুখখানি অবলোকন

করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে?” এই বলিয়া কৌশল্যা সীতাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এদিকে ইন্দ্রসদৃশ মহাত্মা রামচন্দ্র বৃহস্পতিসদৃশ মহা-তেজা কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের পাদবন্দনা করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন। অনন্তর ভরত মন্ত্রী সেনাপতি ও ধর্ম্মজ্ঞ পুরবাসিগণের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রের পশ্চাতে উপবেশন করিলেন। তৎকালে তত্রত্য সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই কথা মনে করিতে লাগিল যে ভরত এক্ষণে অবশ্যই রামচন্দ্রকে প্রত্যাগমনের জন্য পুনরায় অনুরোধ করিবেন।

তেজস্বী ভ্রাতৃচতুষ্টয় সেই রাত্রি একত্রে উপবেশন করিয়া পিতার উদ্দেশে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

একশত পাঁচ সর্গ।

রামের ভরতকে প্রবোধ দান।

সেই দুঃখের রজনী অতি দীর্ঘকালের পর প্রভাত হইল। ভ্রাতৃগণ বন্ধুবর্গের সহিত মন্দাকিনীর পবিত্র জলে স্নান এবং

জপ হোমাদি সমাপন করিয়া পুনরায় একত্রে উপবেশন করিলেন।

বহুক্ষণ সকলেই মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, কেহই কোন কথা উত্থাপন করিতে সাহস পাইলেন না।

অনন্তর ভরত রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "আর্য্য! মহারাজ দশরথ আমাকে রাজ্য প্রদান করিয়া, আমার পাপিষ্ঠা মাতার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি আপনাকে আপনার রাজ্য প্রদান করিতেছি, আপনি উহা নিষ্কণ্টকে উপভোগ করুন। ইহাতে পিতার সত্যপালন করাও হইবে এবং আমাদের মনস্কামনাও পূর্ণ হইবে। আর্য্য! আরও দেখুন, বর্ষাগমে প্রবল জলপ্রবাহে ভগ্ন বৃহৎ সেতুর ন্যায় এই বিস্তৃত রাজ্যখণ্ডকে রক্ষা করিতে, আপনি ভিন্ন আর কাহারও ক্ষমতা নাই। যেরূপ গর্দ্দভ অশ্বের ও ক্ষুদ্র পক্ষী পক্ষীন্দ্র গরুড়ের গতির অনুগমন করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও কদাচ আপনার রাজশক্তির অনুগমন করিতে সমর্থ নহি। আর্য্য! রাজা হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রতিপালন করা যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার ইহা জানিয়াও আপনি কেন আমাকে পুনঃ পুনঃ নিরাশ করিতেছেন? আপনি বিজ্ঞ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি কোন ব্যক্তি একটী বৃক্ষ রোপণ করিয়া বহুযত্নে উহার পুষ্টিসাধন করেন এবং উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত, উন্নত ও পুষ্পিত হইলে বামনেরা উহাতে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। পরে ঐ বৃক্ষ ফলদান না করিলে রোপণকারীর মনে কিরূপ কষ্ট হয় তাহা আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন। আর্য্য! আপনি আমাদের

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আমরা আপনার প্রতিপাল্য ও অনুগত ভৃত্য। আপনি এক্ষণে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ফল বৃক্ষের ন্যায় স্বর্গীয় মহারাজের মনে বড়ই কষ্ট দিতেছেন। আপনাকে আর অধিক কি বলিব এই দেখুন মন্ত্রী, সেনাপতি এবং প্রধান প্রধান প্রজাগণ আপনাকে পৈতৃক সিংহাসনে আরূঢ় দেখিবার জন্য উৎসুকহৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছেন; আপনি ইহাঁদিগকে নিরাশ করিবেন না। অদ্য মদমত্ত মাতঙ্গগণ আনন্দধ্বনি করিতে করিতে আপনার অনুগমন করুক, পুরনারীগণ অতুল আনন্দে আনন্দিত হউক।" এই বলিয়া ভরত ক্ষান্ত হইলে পুরবাসীরা সকলেই একবাক্যে তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন।

মহাত্মা রামচন্দ্র ভ্রাতাকে অত্যন্ত দুঃখিত এবং এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া, প্রবোধ দিবার জন্য কহিলেন, "ভাই। মনুষ্যমাত্রেই পরাধীন, ঈশ্বর ব্যতীত এ জগতে আর কিছুই সম্পূর্ণ স্বাধীন নাই। এই বিশ্বমধ্যে কোন ব্যক্তিরই কেবল নিজের ইচ্ছায় কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। অনাদি অনন্ত কাল প্রাণীদিগকে কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিতেছেন। অতএব ভাই! আমার বনবাসের জন্য কি মহারাজ কি মধ্যমামাতা কাহারও দোষ নাই। কালে যাহা হইবে, কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারেন না। আরও দেখ মহারাজ যে স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তজ্জন্য বৃথা শোক করিয়া আর কি হইবে? এ জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, সকলই নশ্বর। যেরূপ, যেখানে উত্থান সেইখানে পতন আছে, যেখানে সংযোগ সেইখানেই বিয়োগ

আছে, সেইরূপ যেখানে জন্ম সেইখানে মৃত্যুও আছে। সুপক্ক ফলের পতন যেরূপ অনিবার্য্য, সেইরূপ প্রাণিমাত্রেরই মৃত্যু অনিবার্য্য। যেরূপ দৃঢ়স্তম্ভযুক্ত গৃহ জীর্ণ হইলে ভূতলে পতিত হয় সেইরূপ জীবদেহও জরাগ্রস্ত হইলে অবসন্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে রজনী একবার অতীত হয় তাহা আর প্রত্যাগমন করে না। নদীর প্রবাহ একবার মহাসাগরে পতিত হইলে আর ফিরিয়া আইসে না। যেরূপ গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ জলাশয়ের জলকে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক করিয়া ফেলে, সেইরূপ অহোরাত্রে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিয়া প্রাণিগণের আয়ুক্ষয় করিতেছে। অতএব অন্যের জন্য বৃথা চিন্তা করিও না। নিজের গতি কি হইবে সর্ব্বদা তাহাই চিন্তা কর। তুমি নানা স্থানে ভ্রমণই কর বা এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাক, তোমার আয়ু সর্ব্বদা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। তুমি যেখানে যাইবে, মৃত্যুও তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেইখানে গমন করিবে, তুমি যেখানে যাও যে অবস্থাতেই থাক কিছুতেই মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না। মূঢ় নরপশু যৌবনমদে মত্ত হইয়া একবার ভাবে না যে একদিন জরার প্রভাবে তাহাদের গাত্রের চর্ম্ম শিথিল হইবে, কেশ শুক্ল হইবে ও সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িবে। তাহারা সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত এবং নূতন ঋতুর সমাগমকালে প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য অবলোকন করিয়া বিমোহিত হয়; কিন্তু একবারও ক্রমেও চিন্তা করে না যে প্রত্যেক সূর্য্যোদয় প্রত্যেক সূর্য্যাস্ত ও প্রত্যেক নূতন ঋতুর সমাগমের সহিত তাহারা

মৃত্যুর অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ভাই! যেরূপ মহা-সাগরে দুই খণ্ড কাষ্ঠ ভাসিতে ভাসিতে একত্রিত হয় এবং কিছুকাল পরে পুনরায় পৃথক্ হইয়া যায়; পুত্র, কলত্র, ভাই, বন্ধু ইহাদের সহিত সম্বন্ধও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কোন প্রাণীই জন্ম, জরা, মৃত্যুর বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না, অতএব অন্যের জন্য শোক প্রকাশ করা বৃথা। যেরূপ পথিকেরা কোন স্থানে যাইতে হইলে, কেহ বা অগ্রে কেহ বা পশ্চাতে গমন করে, সেইরূপ মনুষ্যমাত্রকেই অগ্রেই হউক পশ্চাতেই হউক এক স্থানেই গমন করিতে হয়। অতএব ভাই! নদীর স্রোতের ন্যায় সময়ের স্রোত সর্ব্বদা একই দিকে প্রবাহিত হইতেছে ইহা জানিয়াও বৃথা শোকে সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে আত্মাকে সুখী করিতে পার তাহারই চেষ্টা কর। বিশেষতঃ মহারাজ দশরথ সম্মানের সহিত জীবন যাপন করিয়া যাগ, যজ্ঞ, দান, দক্ষিণাদি পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সুতরাং তাহার জন্য দুঃখ করাই অনুচিত। তিনি জীর্ণ মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক দৈবী সমৃদ্ধি উপভোগ করিতেছেন, ইহাতে বরং আমাদের আহ্লাদিত হওয়া উচিত। ভরত! তুমি বুদ্ধিমান্, তোমাকে আর অধিক কি বুঝাইব। এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শোক সংবরণ করিয়া অযোধ্যায় গমন কর এবং পিতা তোমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই সম্পন্ন কর। তুমি রাজ্যগ্রহণ করিলেই তাঁহার আত্মা সুখী হইতে পারিবে। ভাই! আমিও চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া পিতার আদেশ পালন করিব।

তিনি আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি কখন তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না। পিতা তোমার যেরূপ পূজ্য আমারও সেইরূপ পূজ্য। ভাই! যে ব্যক্তি গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে সে কদাচ ইহকাল ও পরকালে সুখী হইতে পারে না; অতএব তুমি আর আমাকে বারংবার অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিও না। এক্ষণে অযোধ্যায় গমন কর এবং পিতার পবিত্র চরিত্রের কথা স্মরণ রাখিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন ও প্রজাদিগের সুখবর্দ্ধন কর।"

মহাত্মা রামচন্দ্র ভ্রাতাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

একশত ছয় সর্গ।

রামের প্রত্যাগমন কামনায় ভরতের প্রার্থনা।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে ভরত পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "আর্য্য! আপনার ন্যায় মহানুভাব লোক জগতে অতি বিরল। ভাগ্যের পরিবর্ত্তন আপনার হৃদয়ের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। সুখ আপনাকে সুখী করিতে পারে না, দুঃখ আপনার হৃদয়ে ব্যথা দিতে পারে না। আর্য্য! যে মহা-

আর জন্ম ও মৃত্যু উভয়েই তুল্যজ্ঞান, তাঁহার আর পরিতাপের বিষয় কি? যিনি প্রপঞ্চ ও আত্মতত্ত্ব সম্যক্‌রূপ অবগত আছেন, কোন প্রকার বিপদ্, তাঁহার হৃদয়ের বিকার জন্মাইতে পারে না। আর্য্য! আপনি দেবতুল্য, সত্যব্রত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও বুদ্ধিমান্। আপনি জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ বিশেষরূপ অবগত আছেন। কোন প্রকার দুঃখ আপনার হৃদয়কে অভিভূত করিতে পারে না। কিন্তু আর্য্য! আমাদের অজ্ঞমনকে যে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারিতেছি না।” এই বলিয়া মহাত্মা ভরত কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, পরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, “আর্য্য! আমি যৎকালে মাতামহালয়ে ছিলাম তৎকালে আমার পাপিষ্ঠা মাতা ক্ষুদ্র বুদ্ধির বশবর্ত্তিনী হইয়া এই কার্য্য করিয়াছে। আমি ইহার কিছুই জানিতাম না, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি কেবল ধর্ম্মভয়ে এতদিন পাপিষ্ঠা কৈকেয়ীর মস্তকচ্ছেদন করি নাই। মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারক্ষম হইয়া কিরূপেই বা স্ত্রীহত্যা করিব। আর্য্য! আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব মহারাজ দশরথ স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার নিন্দা করা আমাদের উচিত হয় না; কিন্তু আপনিই বলুন দেখি, এই কার্য্যটী তাঁহার কতদূর ঘৃণিত হইয়াছে। কোন্ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি কেবল স্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য এরূপ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন? লোকে বলিয়া থাকে বৃদ্ধাবস্থায় মনুষ্যের বুদ্ধিভ্রংশ হয়। মহারাজের ব্যবহার দেখিয়া আমার তাহা যথার্থ বলিয়াই বোধ হইতেছে। ক্রোধবশতঃই হউক

আর মোহবশতঃই হউক তাঁহার এই কার্য্যটী যে অত্যন্ত নিন্দনীয় তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাতে তাঁহার কখনই সদ্গতি হইবে না। আর্য্য! তাঁহার সেই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবিধান করা কি আপনার কর্ত্তব্য নয়? পিতাকে পতন হইতে রক্ষা করে বলিয়া পুত্রকে অপত্য কহে। আপনি পিতার সৎপুত্র হইয়া কি তাঁহাকে অসদ্গতি হইতে রক্ষা করিবেন না? আর্য্য! এ দাসের অনুরোধ, বন্ধু বান্ধব এবং পৌরবর্গের রক্ষা করিয়া শোকশান্তি এবং স্বর্গীয় মহারাজ দশরথ, কৈকেয়ী ও আমাকেও পাপ হইতে মুক্ত করুন। আর্য্য! আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, এইরূপ জটাভার ধারণ করিয়া তপস্বিবেশে বনে বনে ভ্রমণ করা আপনার পক্ষেও উচিত হয় না। রাজ্যপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। বানপ্রস্থ বৃদ্ধবয়সের উপযুক্ত। দাদা! আপনাকে আর অধিক কি বলিব। আমি বিদ্যা ও বয়সে আপনার কনিষ্ঠ, বিশেষতঃ নিজে বুদ্ধিহীন। আপনার সাহায্য ব্যতীত আমার জীবনধারণই অসম্ভব। তবে বলুন দেখি, এই বিপুল রাজ্যভার কিরূপে বহন করিব? আর্য্য! আর অনভিমত করিবেন না, বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া পৈতৃক ধর্ম্মানুসারে রাজধর্ম্ম পালন করুন। ভগবান্ বশিষ্ঠ, ঋত্বিক এবং পুরবাসিগণ সকলেই এইস্থানে উপস্থিত আছেন। তাঁহারা এই বনমধ্যেই আপনাকে অভিষেক করিবেন। অভিষেকান্তে অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক আপনি সুরগণপরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুপক্ষকে পরাজয় করিয়া ঋষিঋণ, দেবঋণ এবং পিতৃঋণ পরিশোধ, দুষ্টজনের দমন ও সাধুগণের সুখবর্দ্ধন করুন।

প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম। প্রজাপালনরূপ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোন্ ক্ষত্রিয় এরূপ বৃদ্ধ বয়সের উপযুক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করে? প্রত্যুত ইহা ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত নয়, অতএব আপনি ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের পালন করুন। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মারা গৃহাশ্রমকেই প্রধানরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৃহাশ্রমই সমস্ত আশ্রমবাসির আশ্রয়। অতএব সে আশ্রম পরিত্যাগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। আপনি আমাকে রাজ্যপালনের ভারার্পণ করিতেছেন; কিন্তু আমি জন্ম, জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্ব্বাংশেই আপনা অপেক্ষা হীন। আপনি বিদ্যমানে আমি কিরূপে রাজ্যপালন করিব? আর্য্য! আজি আপনার রাজ্যাভিষেকে সুহৃদ্বর্গের তৃপ্তিলাভ হউক, দুঃখপ্রদ দুরাচারগণ ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করুক, আজি আপনি আমার জননীর নিন্দাবাদ মার্জ্জনপূর্ব্বক পূজ্য পিতাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন। প্রভো! চরণে ধরি, আমার প্রতি দয়া করুন। মহেশ্বর যেমন সর্ব্বভূতে দয়াবান্, সেইরূপ সর্ব্বপ্রাণির প্রতি করুণা করা আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অথবা যদি আপনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া বনান্তরে গমন করেন আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাইব।

মহাত্মা ভরত প্রণত হইয়া এইরূপ কহিলে শ্রীরাম প্রীত হইলেন; কিন্তু পিতৃ-সত্য-পালনার্থ বনবাসী হইয়াছেন, সুতরাং অযোধ্যাগমনে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হইলেন। উপস্থিত জনগণ শ্রীরামের প্রত্যাগমনের অনিচ্ছায় দুঃখিত হইয়াও তদীয়

পিতৃসত্য প্রতিপালনের কথা শুনিয়া পরিতুষ্ট হইল। ঋত্বিক্ ও প্রধান পুরবাসিগণ নিতান্ত শোকার্ত্ত হইলেন। মাতৃগণের নয়ন হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তৎকালে সকলেই সানুনয়ে ভরতের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া তাঁহার চরণবন্দন ও শ্রীরামের প্রত্যাগমনের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

একশত সাত সর্গ।

ভরতের প্রতি শ্রীরামের প্রবোধবাক্য।

মহাত্মা ভরত সবিনয়ে এইরূপ কহিলে সর্ব্বগুণান্বিত রাম তাঁহাকে মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, ভাই ভরত! তুমি যাহা যাহা কহিলে সমস্তই সত্য; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি সেই রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ দশরথ হইতে মধ্যমা-মাতা কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং আমিও সেই নরনাথ দশরথের পুত্র, পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা আমাদিগের উভয়েরই অনুচিত। শুনিয়াছি পিতা যখন তোমার জননীর পাণিগ্রহণ করেন তখন তোমার মাতামহের নিকট বলিয়াছিলেন আপনার কন্যার গর্ভে যে সন্তান হইবে তাহাকে রাজ্য প্রদান করিব। পিতার সে বাক্য লঙ্ঘন করা কি ধর্ম্মসঙ্গত? দ্বিতীয়তঃ দেবাসুরসংগ্রামকালে তোমার

জননী পিতার বিস্তর শুশ্রূষা করাতে তিনি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুইটী বর প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, তদনুসারে মধ্যমা মাতা পিতার নিকট দুইটী বর গ্রহণ করিয়াছেন। এক বরে তোমার রাজ্য ও অন্য বরে আমার চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস। পিতা সত্যবাদী, সুতরাং তাঁহাকে ঐ বরদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। আমি পিতার সত্যপালনার্থ সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এই দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছি। ভাই ভরত! পিতৃসত্য পালন করা তোমারও কর্ত্তব্য, তুমি অবিলম্বে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া পিতৃসত্য প্রতিপালন কর। পিতা তোমার জননীর নিকট ঋণী আছেন, তাঁহাকে সেই ঋণ হইতে মুক্ত কর। তুমি রাজ্য গ্রহণ করিলে আমার অতুল আনন্দ হইবে। রাজ্যেশ্বর হইয়া তুমি পিতার প্রতিজ্ঞা পালন ও মধ্যমা মাতার সন্তোষ সাধন কর। গয়াধামে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে তাহাদিগের তৃপ্তিলাভ হয় ইহা প্রথিত আছে, অতএব পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্তান পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে এই জন্য সন্তান পুত্র নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। জ্ঞানবান্ গুণসম্পন্ন বহু পুত্র পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে, পিতৃগণের সুখে স্বর্গবাস হয়; কিন্তু গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান পিতার স্বর্গ প্রাপ্তির কারণ। যে পুত্র পিতৃ উদ্দেশে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করে সেই ধন্য। রাজর্ষিগণ পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব ভরত! তুমি পরলোকগত পিতাকে নরক হইতে নিস্তার কর। শত্রুঘ্নের সহিত অযো-

ধ্যায় প্রতিগমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া প্রজা-রঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। আমি অচিরেই লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত দুর্গম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিব।

ভাই ভরত! তুমি অযোধ্যায় মানবমণ্ডলীর রাজা হও। আমিও বিপিনে মৃগাদির রাজা হইব। তুমি পুরবাসিগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিবে, আমিও সংহৃষ্ট মনে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিব। দিনকরের কিরণ-নিবারক ছত্র তোমার মস্তকে শীতল ছায়া বিস্তার করিবে, আমিও তাপ নিবারণার্থ সুখে বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিব। শত্রুঘ্ন তোমার সহায়, লক্ষ্মণও আমার প্রধান মিত্র রহিল, অতএব ভরত! আর খেদ করিও না, আমার বাক্য রক্ষা কর। আমরা উভয়েই মহারাজ দশরথের পুত্র। আইস, সকলে পিতার সত্য প্রতিপালন করি।

একশত আট সর্গ।

শ্রীরামের প্রতি জাবালির প্রবোধ বাক্য।

ধর্ম্মপরায়ণ রাম ভরতকে এইরূপে প্রবোধ দিলে পর মহাত্মা জাবালি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "রঘুবর! পিতৃসত্য পালন করা কর্ত্তব্য এই অনর্থকরী বুদ্ধি তুমি শীঘ্র-

ত্যাগ কর। সামান্য লোকেরই এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হয়। বিবেচনা কর, এই জগতে কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই। পিতা, মাতা, ভাই, ভগিণী, বন্ধু বান্ধব এ সকল মনের ভ্রমমাত্র, বস্তুতঃ কেহ কাহার নয়; মনুষ্য একাকীই জন্ম-গ্রহণ করে এবং একাকীই বিনষ্ট হয়। অতএব মাতা পিতা ইত্যাদি সম্বন্ধ যোজনা করা উন্মত্তের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। জ্ঞানী লোকে এই সমুদায়ে কখনই আসক্ত হন না। অতএব রাম! পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কেন এই বহু বিঘ্নকর অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতেছ? শীঘ্র সমৃদ্ধি-শালিনী অযোধ্যায় গমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ কর। এক্ষণে অযোধ্যানগরী বিরহিণী রমণীর ন্যায় তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি রাজপুত্র, রাজভোগ্য বস্তু সমুদায় উপভোগ করত অযোধ্যায় দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় পরমসুখে কালযাপন কর। ভাবিয়া দেখ, এখন তোমার পিতা আর অযোধ্যায় রাজা নাই, অন্য এক ব্যক্তি তাহা উপভোগ করিতেছে, এরূপ স্থলে তুমি বৃথা কেন পিতৃসত্য জ্ঞানে রাজ্যগ্রহণে উপেক্ষা করিতেছ? যদি বল পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, তাঁহার আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপালন করা উচিত, ইহাও ন্যায়ানু-গত নহে। ঋতুমতী নারীর সহিত পুরুষের সহযোগ কালে শুক্র শোণিত সংযোগে দেহের উৎপত্তি হয়, সুতরাং বীজ নিমিত্ত কারণমাত্র। এইরূপে উৎপন্ন দেহে আপনা হই-তেই চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। প্রত্যুত পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে পিতা মূল কারণ নহে, সুতরাং পিতা পুত্র ইত্যাদি সম্বন্ধও নিরর্থক। দ্বিতীয়ত পাঞ্চভৌতিক কলেবর পঞ্চভূতে লয়

প্রাপ্ত হয়, তোমার পিতাও সেইরূপ লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরিণামে তোমারও সেইরূপে লয় হইবে। মনুষ্যমাত্রেরই এইরূপ গতি। অতএব তুমি বৃথা কেন সাম্রাজ্যের সুখভোগ পরিত্যাগ করিতেছ? যাহারা প্রত্যক্ষ সুখ-সাধনরূপ ভোগ-সুখে বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মাচরণ করে, তাহাদের অবস্থা শোচনীয়। ইহলোকে তাহারা কেবল দুঃখভোগ করিয়া অকালে লয়-প্রাপ্ত হয়। পিতৃকৃত্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তি কেবল স্বীয় ভোগ-সুখের ব্যাঘাত করে, পিতৃলোকের তৃপ্তি কথামাত্র, সুতরাং পিতৃ পিণ্ডদান নিরর্থক। আরও শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে পিতৃগণের তৃপ্তি হয় ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। একজন ভোজন করিলে কি অন্যের দেহ পুষ্টি হয়? যদি শ্রাদ্ধে কোন পথিককে ভোজন করান যায়, তাহা হইলে ভুক্তদ্রব্য তাহার পাথেয়স্বরূপ হয় বটে; কিন্তু ভুক্তদ্রব্যের ভার-বহন জন্য তাহার ক্লেশ জন্মে। সুতরাং এরূপ কার্য্য দূষনীয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ প্রতারণা দ্বারা লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে বশীকরণের উপায়-ভূত যে বেদাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; তাহা কোনরূপেই প্রামাণিক নহে। বেদাদি শাস্ত্রে দেবপূজা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, অন্নদান চান্দ্রায়ণাদি এবং বাণপ্রস্থাদি আশ্রমাবলম্বন প্রভৃতি যে সমুদায়ের বিধি আছে, সমস্তই অলীক। অতএব রাম! তুমি অনুমানসিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুসরণ কর। ভরতের বাক্যে প্রীতমনে সর্ব্বলোকসম্মত বুদ্ধি আশ্রয় পূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর।

একশত নয় সর্গ।

জাবালির বাক্যে শ্রীরামের উত্তর দান।

সত্যপরায়ণ রাম জাবালির এই সমস্ত বেদবিনিন্দিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় বাক্যের প্রতিবাদ পূর্ব্বক কহিলেন, "হে ঋষে! আপনি আমার প্রিয়কামনায় যাহা যাহা কহিলেন সমস্তই নিন্দনীয়। আপনার বাক্যগুলি অকার্য্যকে কার্য্য এবং দুঃখকে সুখরূপে প্রতিপাদন করিতেছে। সুতরাং উহা অধর্ম্মজনক। অধর্ম্মপথে প্রথমে সুখ আছে বটে; কিন্তু পরিণামে দুঃখের সীমা নাই। কুপথগামী ব্যক্তি সাধুসমাজে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। পুরুষ কুলীন হউক বা অকুলীন হউক, তেজস্বী হউক বা নিস্তেজ হউক, পবিত্র হউক বা অপবিত্র হউক, চরিত্রই সমস্ত প্রকাশ করিয়া দেয়। ইহলোকে প্রতিষ্ঠালাভার্থ অনার্য্য আর্য্যের ন্যায়, অশুচি শুচির ন্যায়, কদাচারী সদাচারির ন্যায় ও দুঃশীল সুশীলের ন্যায় আপনাদিগকে দর্শন করায়। সেই সমস্ত ভণ্ড ব্যক্তিগণই আপনার উপদেশানুরূপ বেদবিরোধি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। আমিও যদি সেই কপটধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আপনার উপদেশানুসারে এই লোক নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে কার্য্যাকার্য্যের বিচারক্ষম সুবিজ্ঞ মহাত্মারা নিশ্চয়ই আমাকে অধার্ম্মিক ও দুর্বৃত্ত বলিয়া ঘৃণা করিবেন। এরূপ কার্য্য করিলে আমি কখনই

স্বর্গলাভ করিতে পারিব না। আপনার বাক্যে যদি আমি প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হই, তাহা হইলে সমস্ত লোক আমার ন্যায় যথেচ্ছাচারী হইবে। কারণ রাজগণ যেরূপ আচারসম্পন্ন হইয়া যে ভাবে চলেন, প্রজাবর্গ সেইরূপেই চলিয়া থাকে।

হে মুনে! সত্যই সারপদার্থ। সর্ব্বভূতে দয়া ও সত্যনিষ্ঠা এই দুই গুণই প্রকৃত রাজধর্ম্ম। সুতরাং সত্য বিনা রাজ্য রক্ষা হয় না, সমস্ত লোকই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঋষি ও দেবগণ সত্যেরই সম্মান করিয়া থাকেন। সত্যবাদী দেহান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। সর্প হইতে যেমন লোকে ভীত হয়, অসত্যবাদী লোক হইতেও সেইরূপ ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। সত্যেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সত্যই সকলের মূল। সত্য বিনা সাধুদিগের আচরিত ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরেই ধর্ম্ম নিহিত আছে, সত্যের পর পরমপদ আর কিছুই নাই। দান, যজ্ঞ, হোম ও তপস্যাদির মূল বেদচতুষ্টয় সত্যস্বরূপ ঈশ্বর হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে। অতএব সত্যপরায়ণ হওয়া মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহলোকেই ধর্ম্মাধর্ম্মজনিত ফল ভোগ করিতে হয়। দেখুন, কেহ রাজ্যপালন করিতেছেন, কেহ পরিজনমাত্র পালন করিতেছে, আর কেহ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগ করিতেছে, আর কেহ বা অতুল সুখভোগ করিতেছে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভিন্ন ইহার অন্য কারণ কিছুই নাই। অতএব আমি কখনই সত্যলঙ্ঘন করিব না। পিতা সত্যবাদী ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার আজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন হই-

বার নহে, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, রাম শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজ্যলোভে মোহে বা অজ্ঞানের অধীন হইয়া কখনই সত্যভঙ্গ করিবে না। শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী ও চঞ্চলপ্রকৃতি, দেব ও পিতৃগণ তাহার দত্ত কোন পদার্থ গ্রহণ করেন না। আরও যত প্রকার ধর্ম্মাচরণ আছে সত্যই সকলের প্রধান। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ এই পরম ধর্ম্মপালন করিয়া গিয়াছেন। অতএব জটাচীর ধারণ পূর্ব্বক বনবাসী হইয়া সেই সত্যরক্ষা করাই আমি পরম সুখ জ্ঞান করিতেছি। যদি বলেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য, এস্থলে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। পিতৃসত্য অতিক্রম করিয়া রাজ্যপালনরূপ ক্ষাত্রধর্ম্ম কখনই রক্ষা করিব না। এই জগতে নীচাশয় নৃশংস লুব্ধ পাপাত্মারাই এইরূপে রাজ্যগ্রহণ করে। পাপ ত্রিবিধ, কায়িক, মানসিক ও বাচনিক। পাপাত্মারা প্রথমে পাপকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া অন্যের নিকট তাহা গোপন পূর্ব্বক ধর্ম্মসঙ্গত কথা বলে; কিন্তু পরে তৎসহায়ভূত পুরুষের নিকট সেই পাপকার্য্য কর্ত্তব্যরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে। আপনি স্থির জানিবেন, আমি কখনই পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইব না। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও কীর্ত্তি সত্যপরায়ণ ব্যক্তিকেই আশ্রয় করে; সুতরাং সত্যই আমার একমাত্র সেবনীয়। আপনি বিবিধ যুক্তি দেখাইয়া আমাকে যে রাজ্যগ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন তাহা কখনই ন্যায়ানুগত নহে। আমি পিতার নিকট বনবাসের প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবং কৈকেয়ীও তাহাতে পরিতুষ্টা হইয়াছেন, এক্ষণে সেই সত্যভঙ্গ করিয়া ভরতের বাক্য রক্ষা করিব এইটি

কি আপনার উপযুক্ত উপদেশ? তাহা কখনই হইবার নহে। বনমধ্যে পবিত্রভাবে বাস করিয়া আমি পবিত্র পুষ্প ও ফল মূল দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করিব এবং তদ্দ্বারাই আমার দেহস্থ পঞ্চেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিলাভ হইবে। আমি অকপটে শ্রদ্ধার সহিত এইরূপ আচরণ করিব, কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে আমার চিত্ত কদাচ বিচলিত হইবে না। কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবের শুভ কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র ইহাঁরা স্ব স্ব শুভ কর্ম্মের ফলভোগী। দেবরাজ শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ত্রিলোকের অধীশ্বর হইয়াছেন এবং মহর্ষিগণ কঠোর তপস্যা করিয়া স্বর্গভোগ করিতেছেন।

পরম তেজস্বী রাজপুত্র রাম জাবালির প্রতি এইরূপ কহিয়া তদীয় নাস্তিকবুদ্ধি অসহ্য জ্ঞানে বিস্তর নিন্দা করত কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ পরলোক স্বীকার না করেন তিনিও তিরস্কারের পাত্র হন। সত্যধর্ম্ম, চান্দ্রায়ণাদি, সর্ব্বভূতে দয়া, প্রিয়বাদিতা, দ্বিজসেবা ও অতিথিসৎকার এই সমুদায় সাধুগণ কর্ত্তৃক স্বর্গপথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সুবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ একমাত্র ধর্ম্মকেই প্রধান ফলের কারণ জ্ঞানে উৎকৃষ্ট লোক লাভের কামনায় তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু তুমি বেদমার্গবিরোধী নাস্তিক হইয়া চার্ব্বাকমত অবলম্বন করিয়াছ। আমার পিতা তোমাকে যাজককর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এই কারণে তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতেছি। বৌদ্ধমতাবলম্বী ও চার্ব্বাকগণ চৌরের ন্যায় দণ্ডনীয়। রাজা দণ্ডবিধানকর্ত্তা, সুতরাং তিনিই ঐ নরাধম-

গণের দণ্ডবিধান করিবেন। ব্রাহ্মণ ঐরূপ নাস্তিক হইলে পণ্ডিতেরা তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন এবং তাহার বাক্য কদাচ গ্রহণ করিবেন না। ব্রাহ্মণগণ ঐহিক পারত্রিক ফললাভের কামনা পরিত্যাগ করিয়াও তপস্যা দান ও বেদ-বিহিত ক্রিয়াচরণ করিয়া থাকেন, কেবল তুমিই তাহার বিপরীতাচরণ করিতেছ। যে সকল মহর্ষি তেজস্বী, ধার্ম্মিক, দানরত, নিষ্ঠাবান্ ও নির্ম্মলপ্রকৃতি তাঁহারাই পূজ্য। তোমার ন্যায় নাস্তিক ব্রাহ্মণ নিন্দার পাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীরাম রোষাবিষ্টচিত্তে জাবালিকে এইরূপ ধিক্কার প্রদান করিলে তিনি সানুনয়ে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রঘুবীর! আমি নাস্তিক নহি এবং নাস্তিকের বাক্য প্রয়োগ ও নাস্তিকাচারে চলাও আমার ধর্ম্ম নহে, আর পরলোক নাই এরূপও নয়; কেবল কালধর্ম্মানুসারে লৌকিক ব্যবহারের অনুরোধে কখন নাস্তিকের ন্যায় ও কখন বা নাস্তিকের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। যে সময়ে নাস্তিক মত প্রকাশ করা উচিত, এক্ষণে সেই কাল উপস্থিত, তোমাকে বনবাস হইতে নিবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়েই সেইরূপ কহিয়াছিলাম। এখন তোমার ক্রোধ শান্তির জন্য তাহা অলীক বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

একশত দশ সর্গ।

শ্রীরামের প্রতি সূর্য্যবংশকীর্ত্তন প্রসঙ্গে বশিষ্ঠের উপদেশ।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব শ্রীরামকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! জাবালি নাস্তিক নহেন। জীবের বারংবার জন্ম মৃত্যু ও শুভাশুভ কর্ম্মফল সমস্তই পরিজ্ঞাত আছেন। কেবল তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে নাস্তিকের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। হে লোকনাথ! এক্ষণে লোক সমুৎপত্তির বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। প্রথমে সমস্ত জগৎ সলিলময় ছিল। সেই সলিলের মধ্যে পরম পুরুষ কর্ত্তৃক পৃথিবী নির্ম্মিতা হয়। তৎপরে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দেবগণের সহিত উৎপন্ন হন। সৃষ্টিকরণেচ্ছু পরম পুরুষই বিরাটমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সলিলমগ্ন ধরার উদ্ধার করেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহারই অংশজাত। সেই ব্রহ্মা সৃষ্টিকরণক্ষম দক্ষাদির সহিত সমুদায় সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন। মহাত্মা মরীচি তাঁহার মানস পুত্র। সেই মরীচি হইতে কশ্যপ, কশ্যপ হইতে বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্য্য ও সূর্য্য হইতে মনু জন্মগ্রহণ করেন। সেই মনুই আদি রাজা। তাঁহার পুত্রের নাম ইক্ষ্বাকু। মহাত্মা মনু স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই সমৃদ্ধিশালিনী বসুন্ধরার শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। পূর্ব্বে সেই মহাত্মা ইক্ষ্বাকুই অযোধ্যার রাজা ছিলেন। সেই ইক্ষ্বাকু

হইতে কুক্ষি, কুক্ষি হইতে বিকুক্ষি, বিকুক্ষি হইতে বাণ ও বাণ হইতে মহাত্মা অনরণ্য সমুৎপন্ন হন। সেই নরবর অনরণ্যের রাজ্যাধিকারকালে অনাবৃষ্টি বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই এবং কিছুমাত্র চৌর্য্য ভয় ছিল না, সুতরাং প্রজাগণ পরমসুখে কাল হরণ করিয়াছিল। সেই পুণ্যবান্ অনরণ্যের পুত্রের নাম পৃথু। পৃথু হইতে মহারাজ ত্রিশঙ্কু জন্মগ্রহণ করেন। সেই মহারাজ ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের প্রতিজ্ঞাবাক্যে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সেই ত্রিশঙ্কুর সন্তান ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমার হইতে মহাতেজা যুবনাশ্ব, যুবনাশ্ব হইতে মান্ধাতা, মান্ধাতা হইতে সুগন্ধি এবং সুসন্ধি হইতে ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ উৎপন্ন হন। ঐ উভয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধ্রুবসন্ধি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। সেই ধ্রুবসন্ধি হইতে শত্রুসূদন মহারাজ ভরতের জন্ম হয়। তাঁহার পুত্রের নাম অসিত। তিনি রাজ্যেশ্বর হইলে হৈহয় তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দু সসৈন্যে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। মহারাজ অসিত তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাজিত করা অসাধ্যবোধে হিমালয়ে গমন পূর্ব্বক মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল তথায় পরমার্থ সাধন করিয়া তাঁহার লোকান্তর হয়। প্রথিত আছে, ঐ সময়ে মহারাজ অসিতের দুই পত্নী সসত্ত্বা ছিলেন। তন্মধ্যে এক নারী সপত্নীর গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ভোক্ষ্যসংযোগে তাঁহাকে বিষ ভোজন করাইয়াছিলেন। তৎপরে ঐ অসিতপত্নী কালিন্দী পুত্রলাভ কামনায় ভৃগুপুত্র মহাত্মা চ্যবনের শরণাগতা হইয়া তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হন। মহাত্মা চ্যবন তাঁহার প্রতি

প্রসন্ন হইয়া এইরূপ বর প্রদান করিলেন দেবি! তুমি লোক বিশ্রুত পরাক্রমশালী বংশধর এক ধার্ম্মিক সন্তান প্রসব করিবে। মুনিবর এইরূপ বর প্রদান করিলে রাজ্ঞী প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভবনে আগমন করিলেন। গৃহে উপনীতা হইয়া তিনি এক কমলপত্রাক্ষ অপূর্ব্ব সন্তান প্রসব করিলেন। কিন্তু সসত্বাবস্থায় সপত্নী তাঁহাকে গর অর্থাৎ বিষ ভোজন করাইয়াছিল এই জন্য ঐ সন্তান গরসংযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল। সেই কারণেই ঐ পুত্র সগর নামে বিখ্যাত হন। কালে সমস্ত পৃথিবী সেই মহাত্মা সগরের অধিকৃত হয়। তিনিই ষষ্ঠি সহস্র সন্তান দ্বারা সাগর খনন করাইয়াছিলেন। সাগরখননকালে সমস্ত প্রজাবর্গ উদ্বেজিত হইয়াছিল।

সেই মহারাজ সগরের পুত্রের নাম অসমঞ্জা। অসমঞ্জা বাল্যাবধি নিতান্ত দুর্বৃত্ত ও পাপপরায়ণ হওয়াতে নরবর সগর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎপুত্র অংশুমান্‌কে রাজ্য প্রদান করেন। সেই অংশুমান হইতে দিলীপ, দিলীপ হইতে ভগীরথ, ভগীরথ হইতে ককুৎস্থের উদ্ভব হয়। তদবধি তোমাদিগের বংশ কাকুৎস্থ্য নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেই মহাত্মা ককুৎস্থের পুত্র রঘু, সেই রঘু হইতেই তোমরা রাঘব নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাক। সেই রঘুর পুত্র প্রবৃদ্ধ, পুরুষাদক, কল্মাষপাদ ও সৌদাস এই নাম চতুষ্টয়ে প্রসিদ্ধ। কল্মাষপাদের পুত্রের নাম শঙ্খণ, কল্মাষপাদ বশিষ্ঠশাপে রাক্ষস হইয়া স্বীয় পুত্র শঙ্খণকে সৈন্যর সহিত ভক্ষণ করিয়াছিল। সেই শঙ্খণ হইতে সুদর্শন, সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ;

অগ্নিবর্ণ হইতে শীঘ্রগ, শীঘ্রগ হইতে মরু, মরু হইতে প্রশু-শ্রুক; প্রশুশ্রুক হইতে মহামতি অম্বরীষ, অম্বরীষ হইতে নহুষ ও নহুষ হইতে পরম ধার্ম্মিক নাভাগ জন্মগ্রহণ করেন, সেই নাভাগের দুই পুত্র, অজ ও সত্যব্রত। সেই অজের পুত্র তোমার পিতা মহারাজ দশরথ। সেই ধর্ম্মাত্মার জ্যেষ্ঠ সন্তান তুমি রাম নামে বিখ্যাত হইয়াছ। অতএব তুমি স্বীয় রাজ্য গ্রহণ করিয়া পৃথিবী পালন কর। ইক্ষ্বাকুবংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হইয়া আসিতেছেন। জ্যেষ্ঠসত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাধিকার নাই। রঘুকুলোচিত এই সনাতন ধর্ম্ম লঙ্ঘন করা তোমার উচিত হয় না, তুমি পিতার ন্যায় ধর্ম্মানুসারে এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়া কুলোচিত ধর্ম্ম রক্ষা কর।

একশত একার সর্গ।

রামের প্রতি বশিষ্ঠের উপদেশ ও ভরতের বিনয়।

কুলপুরোহিত ও গুরুদেব বশিষ্ঠ বংশকীর্ত্তন প্রসঙ্গে রামকে উপদেশ দিয়া পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাম! তুমি গুরুর বাক্য লঙ্ঘন করা অন্যায় বিবেচনায় রাজ্যগ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়াছ; কিন্তু বিচার করিয়া দেখ,

পুরুষমাত্রেরই তিন গুরু আছে। পিতা মাতা ও আচার্য্য। পিতা মাতা কেবল উৎপত্তি বিষয়ের কারণ; কিন্তু আচার্য্য উপনয়নসংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক বেদমূলক জ্ঞান প্রদান করেন। অতএব আমার মতে আচার্য্য শ্রেষ্ঠ গুরু। আমি তোমাদিগের কুলাচার্য্য সুতরাং তোমার ও তোমার পিতারও গুরু, অতএব আমার বাক্য রক্ষা করিয়া রাজ্য গ্রহণ কর। আরও তোমার আত্মীয় বন্ধুবর্গ ও অধীনস্থ রাজগণ তোমাকে বনবাস হইতে নিবর্ত্তিত করিতে নিতান্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন, তোমার বৃদ্ধা জননী কৌশল্যা শোকে কাতরা হইয়া তোমাকে বনবাসক্লেশ স্বীকার করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং ভরতও রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে উৎসুক হইযাছে। ইহাঁদিগের কামনা পূর্ণ না করা তোমার কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

গুরুদেব বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলে রঘুকুলতিলক রাম তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! পিতা মাতা পুত্রের যে কতদূর উপকার করেন তাহা বর্ণনাতীত। পুত্রের কি তাহার প্রত্যুপকার করা উচিত নয়? একবার ভাবিয়া দেখুন, জনকজননী সন্তানকে কিরূপে লালনপালন করেন, তাঁহারা যথাশক্তি ক্ষীরান্ন ও তিল পিষ্ঠাদি প্রদান পূর্ব্বক পুত্রের শরীর পোষণ ও কত প্রকার ক্রীড়নক অর্থাৎ ক্রীড়ার বস্তু প্রদান করেন এবং প্রিয় বাক্যে কতই বা আদর করিয়া থাকেন। গুরো! পুত্র কি তাঁহাদিগের সেই উপকারের প্রত্যুপকার করিবে না? অবশ্যই করিবে। আরও দেখুন, পিতা গুরুত্রয়ের মধ্যে কখনই গৌন অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত হীন নহেন, সেই পিতা আপনার আজ্ঞাদানের পূর্ব্বে আমাকে

বনবাসে আদেশ করিয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে আমি তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব? অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

শ্রীরাম এইরূপ কহিলে মহাত্মা ভরত নিতান্ত কাতর হইয়া শূন্যহৃদয়ে সারথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! আর কি দেখিতেছ, শীঘ্র আর্য্যের পর্ণকুটীরের দ্বারে মৃত্তিকার উপর কুশশয্যা প্রস্তুত করিয়া দাও। ঋণদাতা যেমন ঋণকর্ত্তার দ্বারে পতিত থাকে, প্রদত্ত ধন না পাইলে গাত্রোত্থান করে না, সেইরূপ আমি অনশনে এক পার্শ্বে সেই কুশশয্যায় পড়িয়া থাকিব। আর্য্য অযোধ্যাগমন স্বীকার না করিলে গাত্রোত্থান করিব না। ভরত এইরূপ কহিলে সুমন্ত্র রামের মুখপানে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন ভরত আর অপেক্ষা না করিয়া, কই সুমন্ত্র! এখনও কুশশয্যা প্রস্তুত করিলে না! এই বলিয়া স্বয়ং কুশবিস্তার পূর্ব্বক তদুপরি নিপতিত হইলেন। ভরতকে এইরূপে সকাতরে পতিত দেখিয়া রাম তাঁহাকে মধুর সম্ভাষণে কহিলেন ভাই ভরত! এ কি করিতেছ? ব্রাহ্মণ স্বধন গ্রহণের জন্য মনুষ্যগণকে এইরূপে রুদ্ধ করিয়া থাকে। ইহা মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ। ঈদৃশ আচরণে ক্ষত্রিয়কে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অতএব ভাই! এই দারুণ ব্রত পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কর। অযোধ্যাগমনে আর বিলম্ব করিও না। মহাত্মা ভরত শ্রীরামের এতদ্বাক্য শ্রবণে কাতরান্তঃকরণে চারিদিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন পৌরবর্গ ও জনপদবাসিগণ সকলেই ভরতের অভিপ্রায় বুঝিয়া একবাক্যে কহিল ভরতের

সমস্ত বাক্য যুক্তিযুক্ত ; কিন্তু আমরা কি করিব, রাম পিতৃ-সত্য পালনে যেরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বনবাস হইতে নিবর্ত্তিত করা আমাদিগের অসাধ্যপ্রায় হইয়াছে। এই বলিয়া সকলে অগত্যা মৌন হইলেন। তখন রঘুপতি রাম ভরতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভাই ভরত! নিকটে এই ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মারা অবস্থান করিতেছেন। ইহাঁদিগের সমক্ষে আমি যাহা যাহা বলিতেছি স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর এবং তুমিও গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তোমার যাহা বক্তব্য থাকে বল। এরূপে পতিত থাকাতে তোমাতে পাপসঞ্চার হইয়াছে। শীঘ্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমার অঙ্গস্পর্শ ও জলস্পর্শ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত বিধান কর।

ভরত শ্রীরামের এই বাক্য শ্রবণে গাত্রোত্থান করিয়া উদক স্পর্শ করত কহিতে লাগিলেন এই স্থানে সভ্যগণ মন্ত্রিগণ ও জনপদবাসিগণ উপস্থিত রহিয়াছেন, সকলে শ্রবণ করুন। আমি পিতৃরাজ্য প্রার্থনা করি নাই, মাতাকে দুষ্ট মন্ত্রণা প্রদান করি নাই, আমি ধর্ম্মাত্মা আর্য্যের বনবাসের কারণ নহি। যদি আর্য্য পিতৃবাক্য পালনার্থ নিতান্তই বনে বাস করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমি সেই সত্য পালনার্থ প্রতিনিধিরূপে জটাচীরধারী হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করিব। আর্য্য রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করুন। ধর্ম্মাত্মা ভরতের এই বাক্য শ্রবণে রাম বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পৌরবর্গ ও জনপদবাসিগণকে কহিলেন, জীবদ্দশায় পিতা কর্ত্তৃক যে যে বস্তু বিক্রীত ক্রীত বা অর্পিত হইয়াছে। আমি ও ভরত আমাদিগের উভয় ভ্রাতার

তাহাতে লোভমাত্র নাই; কিন্তু এস্থলে ইহাও বিচার্য্য পিতা মধ্যমা মাতা কৈকেয়ীর পূর্ব্বোপকার রূপ ঋণ শোধের জন্য তাঁহার নিকটে যে রাজ্য ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা কখনই অযুক্ত হয় নাই। পিতা মাতার বাক্য রক্ষা করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাণাধিক ভরত চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসী হইতে বাসনা করিতেছে; কিন্তু যে সন্তানের প্রতি পিতা মাতার যেরূপ আজ্ঞা, তাহার সেই আজ্ঞাই পালন করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়ত বনবাস বিষয়ে প্রতিনিধি গ্রহণ নিতান্ত নিন্দনীয় কার্য্য। আমি কখনই তাহা করিব না। আমি নিশ্চয় জানি, প্রাণাধিক ভরত ক্ষমাবান্, গুরু-ভক্ত, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক। বুঝিলাম ভরত হইতে রাজ্যের কোন অমঙ্গল ঘটিবে না। চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে আমি বন হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রাণাধিক ভরতের সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবী শাসনের ভার গ্রহণ করিব। এই বলিয়া ভরতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভাই ভরত! আমার কথা রাখ, মাতা কৈকেয়ীর বাক্যানুসারে রাজ্য গ্রহণ করিয়া স্বর্গীয় পিতাকে অসত্যজনিত পাপ হইতে মুক্ত কর।

একশত বার সর্গ।

ভরতের বিদায় গ্রহণ।

নারদাদি মুনিগণ, পরম তেজস্বী রাম ও ভরত উভয় ভ্রাতার কথোপকথন শ্রবণ ও সদ্গুণরাশি প্রত্যক্ষ করিয়া প্রীতমনে যথাস্থানে গমন করিতে করিতে তাঁহাদিগের ভূরি ভূরি প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন, "আহা! দুটী ভ্রাতার কি পবিত্র ভাব। উহাদিগের পরস্পর সম্ভাষণ শ্রবণ করিতে বারংবার বাসনা হয়। উহারা যাহার পুত্র, 'সেই ধন্য", এই-রূপ বলিতে বলিতে তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। এদিকে রাবণবধাভিলাষী মুনিগণ সেই স্থানে সমবেত হইয়া ভরতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "ভরত! তুমি অতি সুশীল, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ তাহার উপযুক্ত গুণ তোমাতে বিদ্যমান আছে। এক্ষণে তুমি পিতৃবাক্য পালনার্থ জ্যেষ্ঠ রামের উপদেশ গ্রহণ কর। তোমার পিতার স্বীকৃত অনুষ্ঠান সত্য হয় ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা। সত্য-ভঙ্গ হইলে মহারাজ দশরথ স্বর্গচ্যুত হইবেন ইহা বুঝিয়া তুমি কার্য্য কর।" মহর্ষিগণ এইরূপ কহিলে এবং রাজর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণও সেই বাক্যে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলে শ্রীরাম প্রফুল্লান্তঃকরণে তাঁহাদিগের যথাবিধি সৎকার করিলেন। তৎপরে তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

তখন ধর্ম্মপরায়ণ ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আর্য্য!

রাজধর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন। আমার মাতার প্রার্থনা পূর্ণ করা উচিত হয় না। আমি একাকী জ্যেষ্ঠের রাজ্যপালন করিতে পারিব না, সহায়হীন হইয়া কিরূপে পৌরবর্গ ও জনপদবাসিগণকে পালন করিব? আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও যোদ্ধৃবর্গ সকলেই, কৃষকগণ যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে সেইরূপ আপনার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব আপনি স্বীয় রাজ্যপালন করুন। রাজ্যরক্ষা বিষয়ে আপনিই সর্ব্বতোভাবে সমর্থ।" এই বলিয়া ভরত অশ্রুপূর্ণ নয়নে "আর্য্য! আর্য্য!" এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীরামের চরণযুগলে নিপতিত হইলেন। তখন সর্ব্বগুণাকর রাম কমললোচন শ্যামকলেবর ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া মধুরসম্ভাষণে কহিলেন, "ভাই ভরত! স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও সুবুদ্ধিবলে তুমি অনায়াসে রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে। সুহৃৎ ও সুবুদ্ধি মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তুমি সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিও। চন্দ্রে যদি দীপ্তি না থাকে, হিমালয়ে যদি হিমবিন্দু না থাকে, সাগরও যদি তীর অতিক্রম করে তথাপি আমি পিতার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না। ভাই! আমার শোকাতুরা জননীকে স্বীয় মাতার ন্যায় রক্ষা করিবে। দেখিও, তিনি মনে যাহাতে ক্লেশ পান মোহবশত এরূপ কার্য্য কদাচ করিও না।" এই বলিয়া রাম সজল নয়নে ভরতের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তখন মহাত্মা ভরত তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! "আপনার সুবর্ণভূষিত পাদুকাদ্বয় আমাকে প্রদান করুন। ঐ পাদুকাদ্বয়ই সমস্ত লোকের মঙ্গল করিবে।"

ভরত এইরূপ কহিলে বশিষ্ঠদেব রামকে পাদুকাদ্বয় অর্পণ করিতে কহিলেন। বশিষ্ঠদেবের অনুজ্ঞা হইলে রাম পাদুকাদ্বয় ভরতকে প্রদান করিলেন। সুধীর ভরত সেই পাদুকাযুগলে প্রণাম করিয়া গদ্গদস্বরে কহিলেন, "আর্য্য! অযোধ্যার বহির্ভাগে সিংহাসনে এই পাদুকাযুগল রাখিয়া এবং তন্নিকটে আপনার আজ্ঞা নিবেদন করিয়া রাজ্য রক্ষা করিব। আমি জটাচীর ধারণ ও ফল মূল ভোজন করিয়া আপনার আগমনের প্রতীক্ষায় চতুর্দ্দশ বৎসর কাটাইব; কিন্তু চতুর্দ্দশ বৎসর পরে যদি আপনার চরণ দর্শন করিতে না পাই, তাহাহইলে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রাণবিসর্জ্জন করিব।" ভরত! এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে রাম সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ভাই শত্রুঘ্ন! আমার ও জানকীর এই অনুরোধ, মাতা কৈকেয়ীকে রক্ষা করিও, তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিও না। এই বলিয়া রাম সজল নয়নে ভরতকে বিদায় দিলেন।

তখন ধর্ম্মাত্মা ভরত সেই স্বর্ণভূষিত উজ্জ্বল পাদুকাদ্বয় লইয়া রাজহস্তির মস্তকে রামকে প্রদক্ষিণ করাইলেন। পরে রাম গুরু ও মন্ত্রিগণকে এবং প্রজাবর্গকে যথাযোগ্যরূপে অভিবাদন ও সম্ভাষণ করিয়া হিমালয়ের ন্যায় অটলভাবে রহিলেন। সত্যধর্ম্ম হইতে তাঁহার মন কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তখন মাতৃগণ হাহাকার রবে রোদন করিয়া উঠিলেন। অশ্রুজলে কণ্ঠরুদ্ধ হওয়াতে কেহ কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া রামের কমল নয়ন হইতে অশ্রুজল পতিত হইল। তৎকালে তিনি রোদন করিতে

করিতে মাতৃগণের চরণবন্দনা করিয়া নিজ পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

একশত তের সর্গ।

ভরতের অযোধ্যাযাত্রা।

অনন্তর মহাত্মা ভরত রামের পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণ করিলেন। বশিষ্ঠ বামদেব ও জাবালি প্রভৃতি মহর্ষিগণ ও মন্ত্রিগণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। পরে চিত্রকূট পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্ববাহিনী মন্দাকিনীকে প্রদক্ষিণ করিয়া সকলেই চিত্রকূটের গৈরিকাদি ধাতুর শোভা দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলেন। ভরত চিত্রকূটের পার্শ্ব দিয়া যাইতে যাইতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম দেখিতে পাইলেন। আশ্রম দেখিবামাত্র আর রথস্থ থাকিলেন না, অমনি রথ হইতে নামিয়া পদব্রজে ভরদ্বাজের আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রীত হইয়া ভরতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "ভরত! গুণাভিরাম রামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছ।" ভরদ্বাজ এইরূপ কহিলে ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন "ভগবন্!

আমি আর্য্যকে বন হইতে আনয়ন করিবার নিমিত্ত বিস্তর অনুনয় করিয়াছিলাম, গুরু বশিষ্ঠদেবও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু আর্য্য কোন মতেই ফিরিয়া আসিলেন না। পিতার সত্য রক্ষার জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিবেন ইহাই স্থির করিলেন। তখন গুরুদেব তাঁহাকে বনবাস হইতে নিবর্ত্তিত করা অসাধ্য বিবেচনায় তদীয় স্বর্ণভূষিত পাদুকাদ্বয় আমাকে অর্পণ করিতে আদেশ করেন, তদনুসারে আর্য্য পাদুকাদ্বয় আমায় প্রদান করিয়াছেন। ভগবন্! আর্য্যের সেই পাদুকাদ্বয় লইয়া তাঁহার আদেশানুসারে আমি অগত্যা ফিরিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক এই পাদুকাদ্বয়কে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া আর্য্যের আজ্ঞানুসারে প্রজাপালন করিব।

মুনিবর ভরদ্বাজ ভরতের এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহাকে সস্নেহ সম্ভাষণে কহিলেন ভরত! তুমি অতি সচ্চরিত্র ও বিনীত, তুমি যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিবে এবং রামও যে তোমার সহিত এইরূপ আচরণ করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। নিম্ন ভূভাগেই জলের গতি দেখিতে পাওয়া যায়। তোমার পিতা মহারাজ দশরথ যেমন ধার্ম্মিক ছিলেন, তুমিও তাঁহার অনুরূপ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এখন তোমার পিতা অঋণী হইলেন। ভরদ্বাজ এইরূপ কহিলে ভরত বারংবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সৈন্যগণ, হস্তী অশ্ব ও শকটাদি যানে আরূঢ় হইয়া ভরতের পাশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

ক্রমে ক্রমে ভরত সসৈন্যে তরঙ্গাকুলা যমুনানদী ও লোক-পাবনী গঙ্গা পার হইয়া চণ্ডালরাজধানী শৃঙ্গবের পুরে উপনীত হইলেন। ঐ স্থান হইতে অযোধ্যা দৃষ্টিগোচর হওয়াতে ভরত দুঃখিতান্তঃকরণে সারথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন সুমন্ত্র! ঐ দেখ, পিতা ও আর্য্যের অভাবে অযোধ্যার কি দশা হইয়াছে, পূর্ব্বের ন্যায় আর শোভা নাই, আর কিছুমাত্র কলরব শ্রুতিগোচর হয় না, সুমন্ত্ররে! সমস্তই নিরানন্দময় দেখিতেছি।”

একশত চৌদ্দ সর্গ।

ভরতের অযোধ্যাপ্রবেশ।

অনন্তর মহাত্মা ভরত শৃঙ্গবেরপুর হইতে রথারোহণে ক্রমে ক্রমে অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অযোধ্যা অন্ধকারময়ী রজনীর ন্যায় হইয়াছে। বিড়াল ও উলূকাদি জীবগণ নির্ভয়ে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে, প্রজাগণের দ্বারের কবাট সকল রুদ্ধ রহিয়াছে, চারিদিক্ যেন ঘোরান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে চন্দ্রপ্রিয়া রোহিণী যেমন মলিন ভাব ধারণ করে, অযোধ্যানাথ রামের বিরহে অযোধ্যারও সেই দশা ঘটিয়াছে। আতপতাপে পর্ব্বতস্থ নদীর

জল উত্তপ্ত হইলে মৎস্যগণ যেমন তন্মধ্যে মৃতবৎ পড়িয়া থাকে এবং তীরস্থ বৃক্ষগণ যেমন রৌদ্রে শুষ্কপ্রায় হয়, আজি রামবিরহে অযোধ্যাবাসিদিগেরও সেইরূপ দশা উপস্থিত। পূর্ব্বে অনলে আহুতি প্রদত্ত হইলে অগ্নিশিখা সুবর্ণ বর্ণ ধারণ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইত. এখন সেই অগ্নিশিখাও মলিন হইয়া গিয়াছে। রথধ্বজ ছিন্ন; বর্ম্মসকল বিশীর্ণ; হস্তী, অশ্ব ও যোদ্ধৃবর্গ নিহত হইলে মহাসমরে সেনানী যে ভাব ধারণ করে, আজি অযোধ্যানগরী সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রবল বায়ুবেগে ফেণরাশির সহিত সাগরের ঊর্ম্মি অর্থাৎ তরঙ্গ উত্থিত হইলে যেমন শব্দ হয় পূর্ব্বে এই অযোধ্যায় সেইরূপ কোলাহল শ্রুতিগোচর হইত, এখন মন্দ-মারুতে কম্পিতা ঊর্ম্মির ন্যায় অযোধ্যা নীরবে রহিয়াছে। প্রশস্ত যাজকগণ যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক যজ্ঞবেদি পরিত্যাগ করিলে সেই বেদি যেমন শোভাহীন হয়, অযোধ্যার শোভাও সেইরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে। গোষ্ঠমধ্যে তরুণী গো যেমন প্রিয় বৃষ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া তৃণ ভোজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঔৎসুক্যবশত প্রিয়ের আগমন প্রতীক্ষা করে, আজি অযোধ্যাও সেইরূপ রামের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সমুজ্জ্বল অথচ সুস্নিগ্ধ পদ্মরাগ প্রভৃতি মণি কর্ত্তৃক বিযুক্ত হইলে মুক্তাবলীর যেমন শোভা থাকে না, মরকত মণিস্বরূপ রামের অভাবে অযোধ্যাও সেইরূপ শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। পুণ্যক্ষয়াবসানে তারকা যেমন প্রভাহীন হইয়া ভূতলে পড়ে অযোধ্যাও যেন সেইরূপ দুরদৃষ্টভাগিনী হইয়াছে। উন্মত্ত ভ্রমরগণে পরিবৃত পুষ্পিত বনলতা যেমন সহসা দাবানলে

দগ্ধ হয়, অযোধ্যাও সেইরূপ রামের শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। অযোধ্যার পথ লোকশূন্য, বণিকগণ স্বীয় স্বীয় বিপণি রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে চন্দ্রহীন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় অযোধ্যার কিছুমাত্র শোভা নাই। সুরা ও শরাবশূন্যা এবং মদ্যপায়িবর্জ্জিতা পানভূমির ন্যায় অযোধ্যা হতপ্রভা হইয়াছে। সুবিস্তীর্ণা যোজিতা জ্যা বীরগণের বাণে যেন শরাসন হইতে ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং পরাক্রান্ত বিপক্ষীয় অশ্বারোহী কর্ত্তৃক নিহতা ঘোটকী যেন ভূতলগতা হইয়াছে, এমন কি সূর্য্যপ্রভা যেন বর্ষাকালীন মেঘজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।”

মহাত্মা ভরত অযোধ্যাকে এইরূপ শ্রীভ্রষ্ট দেখিয়া সারথিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “সুমন্ত্র! রাম বনবাসী হওয়াতে অযোধ্যা এককালে হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় আর সুমধুর সঙ্গীত ও বাদিত্রশব্দ শ্রুতিগোচর হয় না, বারুণীমদগন্ধ, মাল্যগন্ধ ও অগুরু চন্দনের গন্ধ আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অশ্বের হ্রেষারব, মত্তহস্তির বৃংহিতধ্বনি, রথের ঘর্ঘর শব্দ ও অন্যান্য যানের শব্দ কিছুমাত্র নাই, নবমালিকার সৌরভে আর দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হয় না, তরুণবয়স্ক ব্যক্তিগণ আর বিচিত্র মাল্য গলদেশে ধারণ করিয়া পুরবহির্ভাগে আগমন করে না, সকলেই আর্য্যশোকে কাতর, কোন গৃহে কোন উৎসব নাই, আর্য্যের সহিত পুরশোভা সমস্ত বিগত হইয়াছে। পূর্ব্বে শরৎকালীন শারদীয়া নিশার ন্যায় অযোধ্যার শোভা ছিল, এখন সে শোভা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। মহোৎসব উপস্থিত হইলে এবং গ্রীষ্মকালে

মেঘের উদয় হইলে লোকের মনে যেরূপ আনন্দ হয়, সেই-রূপ কত দিনে আর্য্যের আগমনে অযোধ্যাবাসিগণ আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইবে। কত দিনে বিচিত্র বেশ-ভূষান্বিত যুবকগণ অযোধ্যার পথে পরমানন্দে বিচরণ করিবে। এইরূপ বলিতে বলিতে ভরত রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সুমন্ত্রের সহিত পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পিতার বাসভূমি সিংহশূন্য গুহার ন্যায় শূন্যময় দর্শন করিলেন। তখন পিতৃভবন সূর্য্যহীন দিনের ন্যায় প্রভাশূন্য ও সংস্কার শূন্য দেখিয়া ভরতের নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

একশত পনর সর্গ।

ভরতের নন্দীগ্রামে গমন।

অনন্তর স্থিরপ্রতিজ্ঞ মহামতি ভরত অযোধ্যায় মাতৃগণকে রাখিয়া শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে গুরুজনদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয়গণ। আমি নন্দীগ্রামে যাইব এইটি আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আর্য্য বিনা আর অযোধ্যায় থাকিতে পারি না, নন্দীগ্রামে আর্য্য ব্যতীত সমস্ত দুঃখ সহ্য করিয়া থাকিব। পিতা স্বর্গারোহণ করাতে এবং

আর্য্য বনবাসী হওয়াতে আমি এককালে শূন্যহৃদয় হইয়া পড়িয়াছি। অতএব নন্দীগ্রামে আর্য্যের প্রতীক্ষায় কাল হরণ করিব।”

মন্ত্রিবর্গ ও বশিষ্ঠদেব ভরতের এই কথা শুনিয়া প্রীত-মনে কহিলেন, “ভরত! তুমি অতি সাধু, তুমি ভ্রাতৃভক্তির উপযুক্ত বাক্যই প্রয়োগ করিয়াছ; সৌভ্রাত্ররূপ অমূল্য রত্নে তোমার হৃদয় অলঙ্কৃত রহিয়াছে; তোমার এই বাক্যে কে না অনুমোদন করিবে? বশিষ্ঠদেব ও মন্ত্রিগণ এইরূপ কহিলে ভরত সুমন্ত্রকে রথ সজ্জিত করিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞামাত্র রথ সুসজ্জিত হইল। ভরত মাতৃগণের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণে পুরোহিত ও মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া নন্দীগ্রামে যাত্রা করিলেন। বশিষ্ঠাদি গুরুজনগণ অগ্রসর হইলেন। ভরত আজ্ঞা না করিলেও হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এই চতুরঙ্গিনী সেনা ও পুরবাসিগণ অনুগমন করিতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃবৎসল ভরত রাম-পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে নন্দী-গ্রামে উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া গুরুজন-দিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়গণ! আর্য্য স্বীয় রাজ্য রক্ষার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। আর্য্যের এই স্বর্ণভূষিত পাদুকাদ্বয়ই সমস্ত লোকের মঙ্গলবিধান করিবে। এই বলিয়া ভরত রামের পাদুকাযুগলে প্রণাম করিয়া দুঃখিতচিত্তে প্রজাগণকে কহিলেন তোমরা এই পাদুকাযুগলের উপরিভাগে ছত্র ধারণ কর। আর্য্য ভ্রাতৃ-সৌহৃদ্য প্রযুক্ত স্বরাজ্য রক্ষার্থ আমাতে এই পাদুকাদ্বয় ন্যস্ত

করিয়াছেন; সুতরাং আমি সমস্ত রাজকার্য্য এই পাদুকাদ্বয়কে নিবেদন করিব। যখন আর্য্য বন হইতে প্রত্যাগমন করিবেন, তখন তাঁহার চরণে ইহা পরাইয়া দিয়া কৃতার্থ হইব এবং তাঁহার পদযুগলে প্রণত হইয়া এই ন্যাসভূত রাজ্য ও অযোধ্যা রাজধানী অর্পণ পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইব। এই বলিয়া মহাত্মা ভরত মুনির ন্যায় জটাচীরধারী হইয়া সসৈন্যে নন্দীগ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক সেই পাদুকাদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং স্বয়ং তদুপরি ছত্র ধারণ ও চামর ব্যজন করত যেন সেই পাদুকাদ্বয়ের অধীন হইয়া রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে প্রজাগণ কর্ত্তৃক আনীত উপহার সকল অগ্রে পাদুকাদ্বয়ে নিবেদিত হইয়া পশ্চাৎ কোসাগারে রক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে মহাত্মা ভরত যেন রামের পাদুকাযুগলের আজ্ঞাবহ হইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

একশত ষোল সর্গ।

খর রাক্ষসের উপদ্রব।

এদিকে ভরত অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলে রাম মুনিগণের তপোবননিকটে কিয়দ্দিন বাস করিলেন। *

* জয়ন্ত নামক কাকের বিবরণ পদ্মপুরাণে উক্ত, বাল্মীকি রামায়ণে তাঁহার

অনন্তর একদিন তাঁহাদিগকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া শ্রীরামের মনে নানা আশঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল। দেখিলেন, মুনিগণ তাঁহার প্রতি ভ্রুকুটী বিস্তার করিয়া পরস্পর নানা মন্ত্রণা করি-

---

উল্লেখমাত্র নাই সুতরাং সাধারণের বিদিতার্থ পদ্মপুরাণ হইতে তদ্বিবরণ অনুবাদিত হইয়া পৃথক্‌রূপে এই স্থানে নিবেশিত হইল।

একদা তিনি প্রিয়তমা সীতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন এমন সময়ে ইন্দ্রবক্ষিত কাক সীতার রূপদর্শনে কামপীড়িত হইয়া তদীয় উন্নত পয়োধরে নখাঘাত করিতে লাগিল। জানকী উদ্বেজিতা হইলে শ্রীরাম জাগরিত হইয়া তদ্দর্শনে কোপাবিষ্ট চিত্তে একটি কুশপত্র গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহা ব্রহ্মাস্ত্রে যোজিত করিয়া তাহার প্রাণনাশার্থ ক্ষেপণ করিলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় পশ্চাদ্বর্ত্তী দেখিয়া কাক ভীষণরবে বেগে ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে যায় ব্রহ্মাস্ত্র পশ্চাৎ দেখিতে পায়। এইরূপে সে ভয়বিহ্বল হইয়া ত্রিলোক ভ্রমণ পূর্ব্বক পর্য্যায়-ক্রমে ব্রহ্মা ইন্দ্র ও রুদ্রদেবের শরণাপন্ন হইল; কিন্তু কোন স্থানে পরিত্রাণ পাইল না। তাঁহারা এই বলিয়া তাহাকে তাড়ন করিলেন, "অরে দুষ্ট! তুই রামনিকটে অপরাধী হইয়াছিস্। রামের অস্ত্র হইতে তোকে রক্ষা করা আমাদিগের সাধ্য নহে। তোকে রক্ষা করিলে ঐ অস্ত্রে আমরাও দগ্ধ হইব।" এইরূপে সর্ব্বত্র তাড়িত হইয়াও কাক পুনর্ব্বার ব্রহ্মার শরণা-গত হইল। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহাকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন "রে বলিভুক্! তুই সেই শরণাগতবৎসল রামের শরণাপন্ন হইয়া আত্মরক্ষা কর।" ব্রহ্মা এই উপদেশ প্রদান করিলে কাক ভয়াতুর হইয়া বেগে আগ-মন পূর্ব্বক রামচরণে নিপতিত হইল। তখন জানকী কাককে মৃতকল্প দেখিয়া তাহার পরিত্রাণার্থ আর্য্যপুত্রকে অনুরোধ করিলেন। তখন দয়াময় রাম প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "বায়স! আমার অস্ত্র অমোঘ। এযাত্রা তোমার প্রাণ রক্ষা করিলাম; কিন্তু এই অস্ত্রে তোমার একটি অঙ্গ নষ্ট হইবে।" শ্রীরাম এইরূপ কহিলে কাক অগত্যা একটি চক্ষু প্রদান করিল। তদনুসারে ব্রহ্মাস্ত্রে কাকের এক চক্ষু বিনষ্ট হইলে শ্রীরাম সেই ব্রহ্মাস্ত্র উপ-সংহার করিলেন। তৎপরে বায়স রামসীতার চরণে বারংবার প্রণাম করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিল এবং রামও সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই চিত্রকূটে নিরুদ্বেগে বাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপ প্রবাদ আছে রামবাণে জয়ন্তকাকের এক চক্ষু নষ্ট হইবার পর সমস্ত কাক এক চক্ষু হইয়াছে।

তেছেন। এই ব্যাপারদর্শনে রাম শঙ্কিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কুলপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমার প্রতি আপনাদিগের পূর্ব্বভাব দেখিতে পাইতেছি না, ভাবান্তর দর্শনে আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। আমার কি অপরাধ হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছি না, আমার অনুজ লক্ষ্মণ প্রমাদ-বশত কি কোন অপরাধ করিয়াছেন? জানকী ত অর্ঘ্যাদি প্রদানকালে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কোন অন্যায় আচরণ করেন নাই? কি কারণে আপনাদিগের বিরক্তি জন্মিয়াছে কৃপা করিয়া ব্যক্ত করুন।

পরম তাপস বৃদ্ধ কুলপতি রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত হৃদয়ে কহিলেন, "রাম! সর্ব্বকল্যাণযুক্তা জানকী তপস্বিগণের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিবেন ইহা কখনই সম্ভব নহে; কিন্তু এক প্রকার তোমাহইতেই ভয় উপস্থিত হইয়াছে। যে অবধি তুমি এই চিত্রকূটে বাস করিয়াছ, সেই অবধি রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খর নামক এক দুষ্ট রাক্ষস অত্রত্য মুনিগণকে উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর নিশাচর নির্ভয়ে এই স্থানে বিচরণ পূর্ব্বক ঋষিদিগের প্রতি নানা অত্যাচার করে, কেবল তোমার প্রতি অন্যায়া-চরণে সাহস করে না। সেই দুরাত্মা বিকৃতরূপে আসিয়া বহুবিধ অশুচি পদার্থ বিক্ষেপ পূর্ব্বক তাপসগণকে পীড়িত করিতেছে। রাত্রিযোগে সেই দুষ্ট অলক্ষিতরূপে আসিয়া কোন কোন মুনিকে নিদ্রিতাবস্থায় ধারণ করে, হয় ত কোন্ দিন কাহার প্রাণবিনাশ করিবে। হোমকালে সেই দুরাশয় জলসেচন পূর্ব্বক অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দেয়

এবং স্রুক্‌ভাণ্ড ও জলকলস ভগ্ন করে। এইরূপে উপদ্রুত হইয়া মুনিগণ আমার নিকট স্থানান্তর গমনের ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন। দুষ্ট নিশাচর কর্ত্তৃক তাঁহারা নিতান্ত উপদ্রুত হইয়া স্থির করিয়াছেন এ আশ্রমে আর থাকিবেন না। অবিদূরেই কণ্বমুনির আশ্রম। সেই স্থানে বহুবিধ ফলমূল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি আশ্রিত তাপসগণের সহিত সেই স্থানে গমন করিতে বাসনা করিয়াছি। দুরাত্মা খর তোমার প্রতিও অত্যাচার করিতে পারে। অতএব যদি তোমার মত হয় তবে আমাদিগের সমভিব্যাহারে চল। রাক্ষসনিগ্রহে সক্ষম হইলেও ভার্য্যার সহিত এই স্থানে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।" বৃদ্ধ কুলপতি এইরূপ কহিলে শ্রীরাম নানা প্রকারে অভয় প্রদান করিলেন; কিন্তু কোনরূপেই ভয় ভঞ্জন করিতে পারিলেন না। সুতরাং কুলপতি রামের নিকট বিদায় লইয়া প্রিয়বাক্যে তাঁহাকে অভিনন্দন পূর্ব্বক আত্মীয়বর্গের সহিত কণ্বতপোবনে যাত্রা করিলেন। তৎকালে রাম কিয়দ্দূর অনুগমন করিয়া যথোচিত অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের আজ্ঞাক্রমে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তদবধি ক্ষণকালের জন্য সেই তাপসশূন্য আশ্রম পরিত্যাগ না করিয়া সর্ব্বদা সতর্কভাবে তথায় বাস করিতে লাগিলেন এবং যেসমস্ত মুনি রামকে ভয়নিবারক বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন তাঁহারাই শ্রীরামের অনুগত হইয়া সেই স্থানে অবস্থিত রহিলেন।

একশত সতর সর্গ।

জানকীর সহিত অনসূয়ার মিলন।

মুনিগণ স্থানান্তরে গমন করিলে শ্রীরাম মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এস্থানে বাস করা আর উচিত হয় না। পুরবাসিগণ মাতৃগণ ও প্রাণাধিক ভরতের সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ হইয়াছিল সুতরাং সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের কথা স্মরণ হইতেছে, কোনমতেই বিস্মৃত হইতে পারি না। আরও ভরত সেনানিবেশ করাতে হস্তী ও অশ্বের মলমূত্রাদিতে এই স্থান অপবিত্র হইয়াছে। অতএব অন্যত্র গমন করাই কর্ত্তব্য। রাম এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে মহর্ষি অত্রির আশ্রমে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। মুনিবর অত্রি ও পুত্রবৎ রাম ও লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন এবং তাঁহাদিগের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া যথোচিত সৎকার করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার পত্নী অনসূয়া তথায় আগমন করিলে তিনি সহধর্ম্মিণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! এই রামভার্য্যা সীতা দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন, তুমি ইহাঁকে সম্ভাষণ কর।" এই বলিয়া তিনি রামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! এই তপস্বিনী অনসূয়া সামান্যা নহেন। ইহাঁর তপোবলের কথা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দশ বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়াতে ভূমি শুষ্ক ও লোক সকল দগ্ধপ্রায় হইয়াছিল, তৎকালে ইনি মুনিদিগের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য

তপস্যার প্রভাবে বিবিধ ফল মূলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সিদ্ধমন্ত্র প্রভাবে ভাগীরথি গঙ্গাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাঁর তুল্য ধর্ম্মরতা নারী প্রায় নাই। ইনি দশ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহাঁর ব্রতনিয়ম দ্বারা তপোবনের বিঘ্ন সকল দূরীভূত হইয়াছে। আরও ইহাঁর প্রভাবের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মাণ্ডব্যমুনি কোন অপরাধে এই অনসূয়ার এক প্রিয়সখীকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করেন প্রাতঃকালে তোমার বৈধব্য হইবে। অনসূয়া সখীর শাপ বৃত্তান্ত জানিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন কখনই প্রাতঃকালে সখীর বৈধব্য হইবে না। এই প্রতিশাপ প্রদানপূর্ব্বক ইনি যোগবলে এক রাত্রিকে দশ রাত্রি তুল্য দীর্ঘ করিয়া দৈবকার্য্যে প্রবৃত্তা হইলে দেবগণ ভীত হইয়া ইহাঁকে প্রসন্না করেন। তৎপরে ইহাঁর সখীর শাপ মোচন হয়। এই আমি অনসূয়ার প্রভাবের কথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ইনি সর্ব্বভূতের নমস্যা। তুমি ইহাকে স্বীয় জননীর ন্যায় জানিবে। এক্ষণে তোমার ভার্য্যা জানকী ইহার নিকট গমন করুন।

মহর্ষি অত্রি এইরূপ কহিলে রাম প্রিয়তমা সীতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! তাপসী অনসূয়া স্বীয় সৎকার্য্যবলে সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, অতএব তুমি শীঘ্র উহার নিকট গমন কর।" জানকী আর্য্যপুত্রের এই কথা শুনিয়া সত্বরে অতি প্রাচীনা পতিপ্রাণা অনসূয়ার নিকট গমন করিলেন এবং ভক্তিযোগে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাভাগা অনসূয়াও

আত্মকুশল বলিয়া সীতাকে সস্নেহ সম্ভাষণে কহিলেন, "বৎসে! যখন তুমি আত্মগৌরব এবং আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া পতির সহিত বনগামিনী হইয়াছ, তখন বুঝিলাম, পাতিব্রত্য ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম তোমার বিদিত হইয়াছে। পতি নগরবাসী হউন বা বনবাসী হউন, অনুকূল হউন বা প্রতিকূলই হউন, পত্নীর সর্ব্বতোভাবে পূজ্য। যে সমস্ত নারী ভর্ত্তার প্রিয় কার্য্য করে, পরকালে তাহাদের সদ্গতি লাভ হয়। পতি দুশ্চরিত্র স্বেচ্ছাচারী বা নির্ধন হইলেও সাধুস্বভাবা নারীগণ তাঁহাকে দেবতুল্য জ্ঞান করেন। পতিই স্ত্রীজাতির ইহকাল ও পরকালের একমাত্র গতি। কিন্তু যে নারী কামবশে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া পতিসেবায় বিমুখ হয় সে নিশ্চয়ই অযশ ও অধর্ম্ম সঞ্চয় করে। তুমি কায়মনোবাক্যে পতিশুশ্রূষা কর, অতুল যশ ও ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে।"

একশত আঠার সর্গ।

অনসূয়া ও সীতার কথোপকথন।

অনসূয়া এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে জানকী মৃদু মধুরবাক্যে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "দেবি! আপনি আমাকে যেরূপ পাতিব্রত্য ধর্ম্মের উপদেশ দিলেন আমি তাহা

বিশেষরূপ জ্ঞাত আছি, পতি দুরাচার বা দরিদ্র হইলেও নারী এক মনে তাহার সেবা করিবে। আমার পতি সর্ব্বগুণাকর, জিতেন্দ্রিয় এবং পরম ধার্ম্মিক। আর্য্যপুত্র স্বীয় জননী কৌশল্যার প্রতি যেমন ভক্তি করেন, সুমিত্রাদি বিমাতাগণের প্রতিও সেইরূপ ভক্তি করিয়া থাকেন। অন্তঃপুরচারিনী সামান্য নারীগণকেও তিনি মাতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন। দেবি! আর্য্যপুত্রের সহিত এই বিজন বনে আসিবার সময় আমার শ্বশ্রু কৌশল্যাদেবী আমাকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন এবং বিবাহ কালে আমার জননীও উপদেশ প্রসঙ্গে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন সে সমস্ত আমার হৃদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে। আত্মীয় স্বজনের নিকটে যেরূপ পতিব্রত্য ধর্ম্ম শিক্ষা পাইয়াছি আমি তাহাও কিছুমাত্র বিস্মৃত হই নাই। সাবিত্রী একমাত্র পতি-সেবার গুণে স্বর্গ সুখ ভোগ করিতেছেন। পাতিব্রত্য ধর্ম্মের বলে আপনিও নারীকুলে পূজ্যা হইয়া ইহলোকে অতুল যশ লাভ করিতেছেন এবং লোকান্তরে স্বর্গ ভোগ করিবেন। রোহিণী যেমন মুহূর্ত্তমাত্র চন্দ্র বিরহিত থাকেন না, পতিব্রতা নারীগণও সেইরূপ পতিবিরহ ক্ষণমাত্র সহ্য করিতে পারেন না এবং দেহান্তেও পতি প্রাণা নারীগণের স্বর্গ লাভ হয়।”

অনসূয়া সীতার এই কথা শুনিয়া পুলকিত হইয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক সস্নেহ সম্ভাষণে কহিলেন “বৎসে! আমি বিবিধ কঠোর নিয়মে তপস্যা করিয়াছি সেই তপস্যা বলে আমার বর দানের ক্ষমতা আছে। তোমার মধুর বাক্যে আমি বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম অতএব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।” অনসূয়া এইরূপ কহিলে জানকী কৃতা-

অঞ্জলিপুটে কহিলেন "আর্য্যে! আমি অন্য আর কি বর প্রার্থনা করিব, আপনি যে আমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন তাহাই আমার পরম লাভ।" অনসূয়া সীতার এই বাক্যে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বৎসে! আমি তোমাকে দিব্য বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিতেছি। এই সমুদায়ে তোমার অঙ্গে সমধিক শোভা হইবে। লক্ষ্মীদেবী যেমন দিব্য বসন ভূষণে অলঙ্কৃতা হইয়া নারায়ণ বামে শোভিতা হন সেইরূপ তুমি এই বস্ত্রালঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক রামের বামে উপবিষ্ট হইয়া তদীয় শোভা বর্দ্ধন করিবে।" এই বলিয়া অনসূয়া তৎসমুদায় প্রদান করিয়া জানকীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসে! শুনিয়াছি রাম স্বয়ম্বরে তোমার পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। আনুপূর্ব্বিক আমার নিকট বর্ণন কর।"

অনসূয়ার এই কথা শুনিয়া সীতা কহিলেন, "দেবি! মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক আমার পিতা। তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি ভূগর্ভ হইতে আমি পাংশুযুক্তা হইয়া উত্থিত হইয়াছিলাম। পিতা নিঃসন্তান সুতরাং আমার সেই অবস্থার অলৌকিক রূপ দর্শনে বিস্মিতা হইয়া সস্নেহে আমাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলে দৈববাণী হইল, 'মহারাজ! ধর্ম্মানুসারে এটি তোমারই কন্যা, তুমি উহাকে লইয়া গৃহে গমন কর।' এইরূপ দৈববাণীর পর তিনি গৃহে গমন করিয়া জ্যেষ্ঠা মহিষীর নিকট আমাকে অর্পন করিলে তিনি ও পরম যত্নে ও সাদরে আমায় পালন করিতে লাগিলেন। আমাকে

প্রাপ্ত হইবার পর, পিতা অতুল সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন সুতরাং আমি তাহার সমধিক স্নেহপাত্রী হইলাম। ক্রমে আমার বয়োবৃদ্ধি হইলে পিতা আমাকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন, চিন্তার কারণ এই যে, ইন্দ্র তুল্য হইলেও কন্যারপিতাকে বরপক্ষীয়ের নিকট অবমাননা সহ্য করিতে হয়। পিতা এইরূপ চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। আমি অযোনিসম্ভবা এবং পিতা আমাকে অলৌকিক রূপসম্পন্না বলিয়া জানিতেন সুতরাং নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া ও তিনি আমার যোগ্য বর প্রাপ্ত হইলেন না, পরিশেষে স্বয়ম্বরের আয়োজন করিতে ইচ্ছা হইল। দক্ষযজ্ঞ কালে দেবগণ শিবের নিকট তদীয় শরাসন, তূণীরদ্বয় ও অক্ষয় শর প্রাপ্ত হইয়া বরুণ দ্বারা জনকবংশীয় দেবরাতকে প্রদান করেন, মানবগণ বহু-কষ্টেও সেই হরধনুঃ সঞ্চালন করিতে পারে নাই। রাজগণও সেই শরাসন নত করিতে সমর্থ হন নাই। আমার পিতা সেই ধনুঃ প্রাপ্ত হইয়া ধনুর্ভঙ্গ পণে আমার স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করিলে, মিথিলায় সমস্ত রাজগণের সমাগম হইল। সভা-মধ্যে যাবতীয় নরপতি উপবিষ্ট হইলে পিতা বলিলেন, 'যে কেহ হরধনুঃ উত্তোলন পূর্ব্বক জ্যাযুক্ত করিতে পারিবেন আমার কন্যা সীতা তাঁহার ভার্য্যা হইবে।' নৃপতিগণ ইহা শুনিয়া সেই মহাধনু উত্তোলনে বহু যত্ন করিলেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইলেন না। তৎপরে আর্য্যপুত্র দেবর লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে যজ্ঞদর্শনার্থ মিথি-লায় আগমন করিলেন। আগমনমাত্র পিতা বিশ্বামিত্রের যথোচিত সৎকার করিলে তিনি পিতাকে কহিলেন, 'জনক-

রাজ! রাজা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ হরধনু দর্শনার্থ আমার সহিত আগমন করিয়াছেন।' মুনিবর বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিলে সেই প্রকাণ্ড ধনু সভামধ্যে আনীত হইল। আর্য্যপুত্র সেই ধনুঃ উত্তোলন এবং তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া অবলীলাক্রমে ভগ্ন করিলেন। তখন বজ্রপাতের ন্যায় ধনুর্ভঙ্গের কঠোর ধ্বনি চারিদিকে সমুত্থিত হইল। পিতা আমাকে তন্মুহূর্ত্তেই আর্য্যপুত্রে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু পিতৃদেবের আজ্ঞা না থাকায় আর্য্যপুত্র তৎকালে আমার পাণিগ্রহণ করিতে পারিলেন না। পরে আমার শ্বশুর অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথ মিথিলায় আগমন করিলে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে পিতা বিহিত বিধানে আর্য্যপুত্রের হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিয়া দেবর লক্ষ্মণের সহিত আমার কনিষ্ঠা ভগিনী ঊর্ম্মিলার বিবাহ দিলেন। এইরূপে আর্য্যপুত্র আমার পাণিগ্রহণ করিলে আমি অনুরাগিণী হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্তা রহিয়াছি।"

একশত উনিশ সর্গ।

শ্রীরামের বনান্তর গমন।

পবিত্রস্বভাবা অনসূয়া সীতার এই সমস্ত কথা শুনিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া

মধুরসম্ভাষণে কহিলেন, "বৎসে! তোমার বাক্যগুলি অমৃতময়, তোমার স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। এখন দিনমণি অস্তগত হইলেন। সায়ংকাল উপস্থিত; ঐ দেখ, পক্ষিগণ সমস্ত দিন আহারান্বেষণে নানা স্থানে বিচরণ করিয়া কলরব করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় নীড়ে আগমন করিতেছে। মুনিগণ জলকলস স্কন্ধে ধারণ করিয়া আর্দ্রবল্কলে আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছেন, ঋষিদিগের অগ্নিহোত্র যজ্ঞে বিধিবৎ হোম হওয়াতে অগ্নি হইতে কপোত কণ্ঠের ন্যায় অরুণবর্ণ ধূম বায়ুবেগে উত্থিত হইতেছে, বৃক্ষের পত্র সকল অল্প থাকিলেও অন্ধকারের আবির্ভাবে ঘনীভূত জ্ঞান হইতেছে, দূরপ্রদেশ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। রাত্রিচর প্রাণিগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ এবং আশ্রম মৃগগণ যজ্ঞবেদিতে শয়ন করিতেছে। বৎসে! ক্রমে নক্ষত্রমণ্ডিতা নিশা উপস্থিত হইল। ঐ দেখ, আকাশে চন্দ্রোদয় হওয়াতে চতুর্দ্দিক্ আলোকময় হইতেছে। এখন তুমি স্বীয় পতির নিকটে গমন করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা কর। আমার সমক্ষে এই বস্ত্রমাল্য ও অলঙ্কারগুলি পরিধান করিলে আমি প্রীতিলাভ করিব, অতএব এইগুলি তুমি পরিধান কর।" জানকী অনসূয়ার বাক্যে তৎসমুদায় পরিধান পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া রামের নিকটে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া তিনি পতির নিকট অনসূয়ার অলঙ্কার দানের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। রামচন্দ্র তপস্বিনী অনুসূয়ার কথা শ্রবণ করিয়া এবং সীতাকে বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণেরও আহ্লাদের সীমা রহিল না। তৎপরে রাম

আশ্রমবাসী মুনিগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া সে রজনী তথায় যাপন করিলেন।

রজনী প্রভাতা হইলে রামচন্দ্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত তাপসগণকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "আপনারা অনুমতি করুন আমি বনান্তরে যাত্রা করি।" মুনিগণ রামের এই প্রার্থনা শুনিয়া অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "রাম। অরণ্যে নিশাচরগণের উপদ্রব আছে। মহারণ্যে বহুতর হিংস্র জন্তু বাস করে, বিশেষতঃ রাক্ষসগণ মহর্ষিদিগকেও নানা প্রকারে কষ্ট দেয়, অতএব তুমি তাহাদিগের প্রাণসংহার করিয়া তাপসাশ্রম নিরুপদ্রব কর। ঋষিগণের ফল আহরণ করিবার পথ সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে, এই পথ দিয়া চলিলে তুমি দুর্গম বনে গমন করিতে পারিবে।" এই বলিয়া মহর্ষিগণ বিবিধ স্বস্ত্যয়ন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে সূর্য্য যেমন মেঘমণ্ডলমধ্যে প্রবিষ্ট হন সেইরূপ শ্রীরাম মুনিগণের আজ্ঞানুসারে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত।